মহাভারত

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত

EvergreenBangla.com

দ্বিতীয় খণ্ড—বিরাট—উদ্যোগ—ভীষ্মপর্ব্ব

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

শব্দার্থ—পাদটীকা—সুরঞ্জিত চিত্র সংযুক্ত—সুপরিশুদ্ধ—বসুমতী-প্রকাশিত—চতুর্থ রাজসংস্করণ

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বিষয়	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ—পরস্পর ব্রহ্মাস্ত্রত্যাগ	১৮৪	৩০১
সপ্তম দিনের যুদ্ধ—ভীষ্মের প্রস্বাপাস্ত্র প্রয়োগ	২৮৫	৩১০
পরাজিত পরশুরামের যুদ্ধ ত্যাগ	„	„
ভীষ্মনাশার্থ অম্বার কঠোর তপস্যা	১৮৬	৩১১
অম্বার প্রতি গঙ্গার শাপ	„	৩১২
শিবসমীপে অম্বার বরলাভ—অগ্নি-প্রবেশ	১৮৭	„
শিখণ্ডীর জন্ম-বৃত্তান্ত	১৮৮	৩১৩
শিখণ্ডীর বিবাহ	১৮৯	৩১৪
শিখণ্ডীর কন্যাভাব প্রকাশ	„	„
হিরণ্যবর্ম্মার নিকট দ্রুপদের দূত প্রেরণ	১৯০	„
দ্রুপদ নৃপতির শিখণ্ডীবিষয়ক তথ্য নির্ণয়	„	৩১৫

বিষয়	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
যুদ্ধাশঙ্কায় দ্রুপদের রাজ্য-রক্ষার ব্যবস্থা	১১১	৩১৫
লজ্জিত শিখণ্ডীর বনগমন—যক্ষানুগ্রহলাভ	„	৩১৬
শিখণ্ডীর পুরুষত্ব প্রাপ্তি	১১২	„
অনুচর-গৃহাগত কুবেরের ক্রোধ	„	৩১৭
অনুচরের প্রতি কুবেরের শাপ	„	৩১৮
স্থূণাকর্ণ কর্ত্তৃক পূর্ণমনোরথ শিখণ্ডীর আনন্দ	„	„
ভীষ্ম-দ্রোণাদির নিকট দুর্য্যোধনের যুদ্ধপ্রশ্ন	১১৩	৩১৯
অর্জ্জুনের নিকট যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ-বিষয়ক প্রশ্ন	১১৪	„
অর্জ্জুনের আশ্বাস-বাণী	„	৩২০
কৌরবগণের অভিযান	১১৫	„
পাণ্ডবগণের অভিযান	১১৬	৩২১

ভীষ্মপর্ব্ব ঃ—অধ্যায়—১২৪; পৃষ্ঠা ৩২৩-৫০৬

জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণপর্ব্বাধ্যায়	১	৩২৩
যুদ্ধের নিয়ম বন্ধন	„	৩২৪
ব্যাস কর্ত্তৃক সমর-পরিণাম প্রকাশ	২	„
অশুভসূচক উৎপাত	„	৩২৫
উৎপাতসূচক বিবিধ উপদ্রব	৩	৩২৬
যুদ্ধনিবৃত্তির অনুরোধে ধৃতরাষ্ট্রের অশ্রদ্ধা	„	৩২৮
ব্যাস কর্ত্তৃক যুদ্ধ-জয়লক্ষণ বর্ণন	„	„
পৃথিবীমাহাত্ম্য	৪	৩২৯
জম্বুদ্বীপের অবতারণা	৫	৩৩০
পর্ব্বতাদি দ্বারা জম্বুদ্বীপের পরিচয়	৬	৩৩১
উত্তরকুরু বিবরণ	৭	৩৩৩
জম্বুদ্বীপের নামোৎপত্তির কারণ	„	„
বিবিধ বর্ষপ্রসঙ্গে শাণ্ডিলী-অধিষ্ঠান কথন	৮	৩৩৪
ভারতবর্ষ বর্ণন	৯	৩৩৪
ভারতীয় পবিত্র নদী	„	৩৩৫
প্রসিদ্ধ রাজ্য	„	„
সত্যাদি যুগের স্থিতিকাল পরিমাণ	১০	৩৩৬
ভূমিপর্ব্বাধ্যায়—দ্বীপ-সমুদ্রাদির পরিমাণ	১১	৩৩৭
শাকদ্বীপের বিস্তৃত বৃত্তান্ত	„	„
কুশদ্বীপাদি বহুবিধ দ্বীপবর্ণন	১২	৩৩৮
ভগবদ্গীতাপর্ব্বাধ্যায়—ভীষ্মের নিধন-বার্ত্তা	১৩	৩৩৯
ভীষ্মনিধনশ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের ত্রাস	১৪	৩৪০
সঞ্জয় কর্ত্তৃক যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন	১৫	৩৪৩
উভয়পক্ষের যুদ্ধ-সজ্জা	১৬	„
বিঘ্নসূচনা—কর্ণের ভীষ্ম-ঈর্ষা	১৭	৩৪৪
মুখ্য সেনাসজ্জা—ভীষ্মের পৃষ্ঠ-রক্ষা	১৮	৩৪৫
পাণ্ডবপক্ষের সৈন্যসজ্জা	১৯	৩৪৬
সৈন্যসজ্জায় সঞ্জয়ের মন্তব্য	২০	৩৪৭
পাণ্ডবপক্ষে সঞ্জয়ের অযাশা	২১	৩৪৮
ভীষ্মার্জ্জুনের যুদ্ধসজ্জা	২২	৩৪৯
অর্জ্জুনকৃত দুর্গাস্তব	২৩	„
দুর্গার বরদান	„	৩৫০

উভয়পক্ষীয় সৈন্যের অবস্থা	২৪	৩৫০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রথম অধ্যায়—সৈন্যদর্শন	২৫	৩৫১
অর্জ্জুন বিষাদ	„	„
দ্বিতীয় অধ্যায়—বিষাদনাশক সাংখ্যযোগ	২৬	৩৫২
কর্ম্মযোগ প্রশংসা	„	৩৫৪
তৃতীয় অধ্যায়—কর্ম্মযোগ	২৭	৩৫৫
চতুর্থ অধ্যায়—জ্ঞানযোগ	২৮	৩৫৭
পঞ্চম অধ্যায়—সন্ন্যাসযোগ	২৯	৩৫৯
ষষ্ঠ অধ্যায়—ধ্যানযোগ	৩০	৩৬০
সপ্তম অধ্যায়—জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ	৩১	৩৬২
অষ্টম অধ্যায়—অক্ষরব্রহ্মযোগ	৩২	২৬৩
নবম অধ্যায়—রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ	৩৩	৩৬৪
দশম অধ্যায়—বিভূতিযোগ	৩৪	৩৬৬
একাদশ অধ্যায়—বিশ্বরূপদর্শন	৩৫	৩৬৭
দ্বাদশ অধ্যায়—ভক্তিযোগ	৩৬	৩৬৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞযোগ	৩৭	৩৭০
চতুর্দ্দশ অধ্যায়—গুণত্রয়বিভাগযোগ	৩৮	৩৭২
পঞ্চদশ অধ্যায়—পুরুষোত্তমযোগ	৩৯	৩৭৩
ষোড়শ অধ্যায়—দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ	৪০	৩৭৪
সপ্তদশ অধ্যায়—শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ	৪১	„
অষ্টাদশ অধ্যায়—মোক্ষযোগ	৪২	৩৭৫
ভীষ্মবধপর্ব্বাধ্যায়—রণবাদ্য	৪৩	৩৭৮
যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মাভিগমনে অর্জ্জুনাদির বিস্ময়	„	„
পাণ্ডবদৌর্ব্বল্যধারণায় কৌরবগণের হর্ষ	„	৩৮১
যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মাভিবাদন	„	„
দ্রোণাভিবাদন	„	৩৮০
কৃপাচার্য্য-অভিবাদন	„	৩৮১
শল্য-অভিবাদন	„	„
কর্ণকৃষ্ণ কথোপকথন—কর্ণের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা	„	„
কৌরবীয় যুযুৎসুর পাণ্ডবপক্ষে যোগদান	„	„
কুরুক্ষেত্রের প্রথমদিবসীয় যুদ্ধ	৪৪	৩৮২
ভীষ্মের ভীষণ যুদ্ধে কৌরবজীতি	„	৩৮৪

বিষয়	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
উভয়পক্ষের মিলিত যুদ্ধ	৪৫	৩৮৩
সঙ্কুল যুদ্ধ	৪৬	৩৮৬
অভিমন্যুর অভিযান	৪৭	৩৮৭
ভীষ্ম-অভিমন্যু যুদ্ধ	»	৩৮৮
বিরাটতনয় উত্তরের পতন	»	»
ভ্রাতৃবধে ক্রুদ্ধ শ্বেতের সমরাভিযান	»	৩৮৯
শ্বেতকৌরব-তুমুলযুদ্ধ	৪৮	»
শ্বেত-কৌরবের তুমুল যুদ্ধ	»	৩৯০
শ্বেতসহ ভীষ্মের ভীষণ সমর	»	»
শ্বেতসমরে দুর্য্যোধনের ভীষ্মসাহায্য	»	৩৯১
বিরাটতনয় শ্বেতের পতন	»	৩৯২
ধৃতরাষ্ট্রের পুনঃ যুদ্ধসংবাদ-শ্রবণেচ্ছা	৪৯	৩৯৩
সঞ্জয়ের পুনঃ যুদ্ধবিবরণ বর্ণন	»	»
ভীষ্মপরাক্রমদর্শনে যুধিষ্ঠিরের হতাশ	৫০	৩৯৪
যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের আশ্বস্তি	»	৩৯৫
ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎসাহদান—ব্যূহরচনা	»	»
দুর্য্যোধনের প্রতিব্যূহরচনা	৫১	৩৯৬
উভয়পক্ষে সিংহনাদ—রণবাদ্য	»	৩৯৭
দ্বিতীয়দিবসীয় যুদ্ধ	৫২	»
ভীষ্ম-অর্জ্জুন যুদ্ধ	»	৩৯৮
দ্রোণ-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ	৫৩	৩৯৯
ভীম-কলিঙ্গরাজ যুদ্ধ	৫৪	৪০০
কলিঙ্গতনয় শক্রদেব বধ	»	৪০১
ভীমহস্তে ভানুমানের নিধন	»	»
কলিঙ্গরাজ-সত্য-সত্যদেব কেতুমানাদি নিধন	»	৪০২
ভীমসহ ভীষ্মের যুদ্ধ	»	৪০৩
দুর্য্যোধনতনয় লক্ষ্মণসহ অভিমন্যুর যুদ্ধ	৫৫	৪০৪
অর্জ্জুনের অভিমন্যুসাহায্য—ঘোর যুদ্ধ	»	»
তৃতীয়দিবসীয় যুদ্ধ—ব্যূহ-প্রতিব্যূহ রচনা	৫৬	৪০৬
উভয় পক্ষের বহু সৈন্য বিনাশ	৫৭	৪০৬
ভীমতাড়িত দুর্য্যোধনের পলায়ন	৫৮	৪০৭
পরাজিত দুর্য্যোধনের ভীষ্মের প্রতি কটূক্তি	»	»
পাণ্ডবজয়ার্থ ভীষ্মের অভিযান	৫৯	৪০৮
ভীষ্ম কর্ত্তৃক বহু পাণ্ডবসৈন্য বধ	»	৪০৯
অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উৎসাহ	»	»
ভীষ্মসমরে অসহমান সৈন্যের পলায়ন	»	৪১০
ভীষ্মবধার্থ চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের অভিযান	৫৯	৪১১
অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কৃষ্ণের ক্রোধ প্রশমন	»	»
কৃষ্ণসন্তোষার্থ অর্জ্জুনের অধিকতর যুদ্ধোদ্যম	»	৪১২
বহু কৌরব-সৈন্য হতাহত—যুদ্ধের বিশ্রাম	»	»
চতুর্থদিবসীয় যুদ্ধ	৬০	৪১৩
উভয় পক্ষের ভীষণ সংঘর্ষ—সৈন্য হতাহত	»	»
ভীষ্মের অর্জ্জুনসমীপে গমন—দ্বৈরথ যুদ্ধ	»	৪১৪
দমনকসহ শল্যপুত্র সাংযমনিবধ	৬১	»
ধৃষ্টদ্যুম্ন-শল্য যুদ্ধ	৬২	৪১৫
ভীষ্ম-ভয়ে কৌরবসৈন্যের পলায়ন	৬৩	৪১৭
ভীম-ভীষ্ম যুদ্ধ—সাত্যকির ভীম-সাহায্য	»	৪১৮
ভীম-দুর্য্যোধন যুদ্ধ	৬৪	»
ধৃতরাষ্ট্রতনয় জলসন্ধাদি বধ	»	৪১৯
ভীম-ভগদত্ত যুদ্ধ	»	»
পরাজিত কৌরবসৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তন	»	৪২০
ধৃতরাষ্ট্রের সবিলাপ যুদ্ধ-প্রশ্ন	৬৫	»

বিষয়	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
পাণ্ডবদিগের জয়কারণ কথন	৬	৪২১
পাণ্ডবসহায় কৃষ্ণের বিভূতিবর্ণন	»	৪২২
ভগবানের নর-নারায়ণ বিগ্রহ	৬৬	৪২৩
যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই জয়	»	৪২৪
কৃষ্ণমাহাত্ম্য	৬৭	»
ব্রহ্মাকৃত বাসুদেব-স্তব	৬৮	৪২৫
পঞ্চমদিবসীয় যুদ্ধ—ব্যূহরচনা	৬৯	৪২৬
উভয়পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত	৭০	৪২৭
ভীষ্ম-অর্জ্জুন যুদ্ধ—বহু সৈন্য হত	৭১	৪২৮
ভীষ্মযুদ্ধে পাণ্ডবপরাজয়	৭২	৪২৯
অশ্বত্থামার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ	৭৩	৪৩০
ভীম-দুর্য্যোধন যুদ্ধ	»	»
অভিমন্যু-কর্ণ যুদ্ধ	»	৪৩১
সাত্যকি-ভূরিশ্রবার যুদ্ধ	৭৪	»
ষষ্ঠদিবসীয় যুদ্ধ—ব্যূহরচনা	৭৫	৪৩২
দ্রোণ-ভীম যুদ্ধ	»	৪৩৩
স্বপক্ষ-সৈন্যনাশে ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষোভ	৭৬	»
ভীমের কৌরব-আক্রমণ—বহু বীর নাশ	৭৭	৪৩৪
ধৃষ্টদ্যুম্নের ভীমসাহায্য	»	»
দুর্য্যোধন-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ	»	৪৩৫
ধৃষ্টদ্যুম্ন-দ্রোণ যুদ্ধ	»	»
ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমন্যু-সাহায্য	»	৪৩৬
ভীমযুদ্ধে কৌরব-পরাজয়	৭৮	»
অভিমন্যুসহ দুর্য্যোধনপ্রমুখ বিকর্ণাদির যুদ্ধ	৭৯	৪৩৭
ভীম-দুর্য্যোধন যুদ্ধ	৮০	»
জয়দ্রথের দুর্য্যোধন-সাহায্য	»	৪৩৮
বিকর্ণাদির সহিত অভিমন্যুর যুদ্ধ	»	»
ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুষ্কর্ণের পতন	»	৪৩৯
শতানীকের সহিত দুর্ম্মুখাদির দারুণ যুদ্ধ	»	»
যুদ্ধভীত দুর্য্যোধনের ভীষ্মসহ গুপ্ত মন্ত্রণা	৮১	»
সপ্তমদিবসীয় যুদ্ধ	৮২	৪৪০
কৌরবপক্ষে ব্যূহরচনা	»	৪৪১
পাণ্ডবপক্ষীয় ব্যূহরচনা	»	»
সঙ্কুলযুদ্ধে কৌরব-পরাজয়	»	»
ভীষ্মের অভিযান	৮৩	৪৪২
দ্রোণ-বিরাট যুদ্ধ—বিরাটপুত্র শঙ্খ-সংহার	»	»
অশ্বত্থামার সহিত শিখণ্ডীর যুদ্ধ	»	»
সাত্যকি-অলম্বুষ যুদ্ধে কৌরবসৈন্য পলায়ন	»	৪৪৩
ধৃষ্টদ্যুম্ন-দুর্য্যোধন যুদ্ধ—কৌরব-পরাজয়	»	»
ধৃতরাষ্ট্রের সখেদ সমর-প্রশ্ন	৮৪	»
পাণ্ডবসৈন্য কর্ত্তৃক কৌরবসৈন্য নিধন	»	৪৪৪
ঘটোৎকচ-ভগদত্ত যুদ্ধ—ঘটোৎকচের পলায়ন	»	»
নকুল-সহদেবসহ শল্যযুদ্ধ—শল্য-পরাজয়	»	৪৪৫
শ্রুতায়ু-যুধিষ্ঠির যুদ্ধ—শ্রুতায়ুর পরাজয়	৮৫	»
চেকিতান-কৃপাচার্য্য যুদ্ধ	»	৪৪৬
ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ	»	»
সুশর্ম্মার পৃষ্ঠরক্ষক বীরগণের বিনাশ	৮৬	৪৪৭
যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শিখণ্ডীর উত্তেজনা	»	»
শিখণ্ডি-ভীমসেন সমরে কৌরব-পলায়ন	»	৪৪৮
ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির সমর	৮৭	»
ভীষ্মের বিরুদ্ধে বহু ভূপতির অভিযান	»	৪৪৯
কৌরব-পাণ্ডব পরস্পর যুদ্ধ—কৌরব-পলায়ন	»	»

বিষয়	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
অষ্টদিবসীয় যুদ্ধ—কৌরবব্যূহ রচনা	৮৮	৪৫০
পাণ্ডবব্যূহ রচনা	"	"
উভয়পক্ষীয় বীরগণের পরস্পর সংঘর্ষ	"	৪৫১
ভীষ্ম-ভীষ্ম যুদ্ধ—ধৃতরাষ্ট্রতনয় সুনাভবধ	৮৯	"
ধৃতরাষ্ট্রের অপরাজিতপ্রমুখ সপ্তপুত্রবধ	"	৪৫২
দীনতাপন্ন দুর্য্যোধন প্রতি ভীষ্মের তিরস্কার	"	"
ধৃতরাষ্ট্রের সখেদোক্তি—সঞ্জয়ের কটাক্ষ	৯০	"
সঙ্কুল যুদ্ধে উভয়পক্ষীয় বহু সৈন্যসংহার	"	৪৫৩
অর্জ্জুনতনয় ইরাবানের সমরাভিযান	৯১	৪৫৪
গান্ধারাক্ষাদি শকুনিভ্রাতৃগণ বধ	"	"
কৌরবপক্ষীয় আর্য্যশৃঙ্গসহ ইরাবানের যুদ্ধ	"	৪৫৫
আর্য্যশৃঙ্গ কর্ত্তৃক ইরাবান-বধ	"	"
কৌরবপরাক্রমে পাণ্ডবগণের ভয়সঞ্চার	"	৪৫৬
দুর্য্যোধন-ঘটোৎকচ যুদ্ধ—কৌরবহতাশ	৯২	"
পাণ্ডবপক্ষীয় বিদ্যুজ্জিহ্ব বধ	"	৪৫৭
ঘটোৎকচের সহিত দুর্য্যোধনের পুনর্যুদ্ধ	৯৩	"
দ্রোণপ্রমুখ মহারথগণের দুর্য্যোধন-সাহায্য	"	৪৫৮
ভীমপ্রমুখ বীরগণের ঘটোৎকচ সাহায্য	৯৪	"
কৌরব-সৈন্যগণের পশ্চাৎ অপসরণ	"	৪৫৯
স্ব স্ব সৈন্যের উৎসাহার্থ উভয়পক্ষের অভিযান	৯৫	৪৬০
কৌরবপরাজয়—প্রত্যাবর্ত্তন	"	৪৬১
দুর্য্যোধনের ঘটোৎকচ-বিনাশের প্রার্থনা	৯৬	"
ভীষ্মাদেশে ঘটোৎকচসহ যুদ্ধার্থ ভগদত্তের যাত্রা	"	৪৬২
ভীমাদি বীরসহায় ঘটোৎকচের ভগদত্তসহ যুদ্ধ	"	"
ভগদত্তচালিত গজভয়ে পাণ্ডববিমর্ষ	"	"
ঘটোৎকচের যুদ্ধদর্শনে পাণ্ডব-হর্ষ	"	৪৬৩
অর্জ্জুনের ভীমমুখে ইরাবানের মৃত্যুশ্রবণ	"	"
ইরাবানের বধে পার্থের খেদ—সক্রোধ যুদ্ধযাত্রা	৯৭	"
ভীষ্ম কর্ত্তৃক বৃন্দারকাদি ধৃতরাষ্ট্র-তনয় বধ	"	৪৬৪
উভয় পক্ষের ভীষণ সমরে বহু লোক বিনাশ	"	"
পাণ্ডববধার্থ কর্ণ শকুনি প্রভৃতির কুমন্ত্রণা	৯৮	৪৬৬
ভীষ্মকে অস্ত্রত্যাগে অনুরোধ	"	"
দুর্য্যোধনবাক্যে দুঃখিত ভীষ্মের ক্রোধ	৯৯	৪৬৭
ভীষ্মের নিঃশেষে শত্রুসৈন্যবধে সঙ্কল্প	"	"
ভীষ্ম-পৃষ্ঠরক্ষায় কৌরবমন্ত্রণা	"	৪৬৮
পাণ্ডব কর্ত্তৃক ভীষ্মসম্মুখে শিখণ্ডি-স্থাপন	"	"
স্বয়ং ভীষ্ম কর্ত্তৃক ব্যূহরচনা	১০০	৪৬৯
অমঙ্গলসূচক বিবিধ উৎপাত	"	"
নবমদিবসীয় যুদ্ধ—অভিমন্যুর কৌরবাক্রমণ	১০১	"
অভিমন্যু-অলম্বুষ সমর	"	৪৭০
অলম্বুষ-পরাজয়—পলায়ন	১০২	৪৭১
কৌরব-পাণ্ডবের পরস্পর যুদ্ধ	"	৪৭২
দ্রোণ-অর্জ্জুন যুদ্ধ	১০৩	৪৭৩
ভীম-সুশর্ম্মাদির যুদ্ধ—কৌরবপলায়ন	"	"
ভীষণ সঙ্কুল যুদ্ধ	১০৪	৪৭৪
কৌরব-পাণ্ডব সঙ্কুল যুদ্ধ	১০৫	৪৭৫
কৌরব কর্ত্তৃক ভীষ্মের পার্শ্বরক্ষা	১০৬	৪৭৬
কৌরবপরাজয়ে শল্যের সক্রোধ সমর	"	৪৭৭

বিষয়	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
ভীষ্মের ভীষণ সমরে পাণ্ডব-বিমর্ষ	১০৭	৪৭৭
পাণ্ডবপরাজয়ে কৃষ্ণের যুদ্ধার্থ অবতরণ	"	৪৭৮
অর্জ্জুন-অনুরোধে কৃষ্ণের প্রত্যাবর্ত্তন	"	৪৭৯
ভীষ্মবধার্থ মন্ত্রণা—যুধিষ্ঠির বিষাদ	১০৮	"
কৃষ্ণ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠির-সান্ত্বনা	"	৪৮০
ভীষ্মবধোপায় পরিজ্ঞানার্থ তৎসমীপে গমন	"	৪৮১
ভীষ্মের স্বকীয় বধোপায় কথন	"	৪৮২
ভীষ্মবধে অর্জ্জুনের অনভিপ্রায়	"	"
দশমদিবসীয় যুদ্ধ—উভয়পক্ষের সৈন্য-সমাবেশ	১০৯	৪৮৩
কৌরব পাণ্ডবের পরস্পর যুদ্ধ	"	"
ভীষ্মের প্রতি শিখণ্ডীর বাণ-নিক্ষেপ	"	৪৮৪
ভীষ্ম-অর্জ্জুন যুদ্ধ—কৌরব-পরাজয়	১১০	"
ভীষ্মের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা—বহু পাণ্ডবসৈন্য বধ	"	৪৮৫
পাণ্ডবপক্ষের সমবেত ভীষ্মাক্রমণ	১১১	"
ভীষ্ম-পার্শ্বরক্ষক দুঃশাসনসহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ	"	৪৮৬
ভীষ্মের অগ্ররক্ষক অলম্বুষসহ সাত্যকির সমর	১১২	৪৮৭
ভীষ্মবধার্থী অভিমন্যু প্রভৃতির অগ্রগতি রোধ	"	"
উৎপাত দর্শনে দ্রোণাচার্য্যের পরাজয়াশঙ্কা	১১৩	৪৮৮
অর্জ্জুনাদির গতিরোধার্থ অশ্বত্থামাদির নিয়োগ	"	"
ভীমার্জ্জুনের অশ্বত্থামাদি অতিক্রমণ—ঘোর যুদ্ধ	১১৪	৪৮৯
কৌরব-পাণ্ডবের ঘোর সঙ্কুল যুদ্ধ	১১৫	৪৯০
কৌরবসহ অর্জ্জুনের—পাণ্ডবসহ ভীষ্মের যুদ্ধ	"	৪৯১
বহু লোকবধে নির্ব্বিণ্ণ ভীষ্মের মরণেচ্ছা	১১৬	"
দুর্য্যোধন-অভিমন্যু সমর	১১৭	৪৯২
কৌরব-ধৃষ্টকেতুর পরস্পর যুদ্ধ	"	৪৯৩
উভয়পক্ষীয় বীরগণের ভীষণ যুদ্ধ	"	"
ভীষ্ম-অর্জ্জুন যুদ্ধ—পাণ্ডবপরাজয়	"	৪৯৪
শিখণ্ডী কর্ত্তৃক ভীষ্ম-আক্রমণ	১১৮	"
ভীষ্মরক্ষক দুঃশাসনসহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ	"	৪৯৫
অর্জ্জুন-যুদ্ধে বিদেহাদি বহু বীরের পতন	"	"
দুঃশাসন-পরাজয়—কৃপ প্রভৃতির পলায়ন	"	৪৯৬
ভীষ্ম কর্ত্তৃক বহু বীরসহ শতানীক বধ	১১৯	৪৯৬
অর্জ্জুনের কৃষ্ণকথিত ভীষ্মজয়-কৌশল অবলম্বন	"	৪৯৭
সমবেত পাণ্ডবাক্রমণে ভীষ্মের ভীষণ যুদ্ধ	১২০	৪৯৮
ঋষিবাক্যানুসরণে ভীষ্মের সমরাবসানে ইচ্ছা	"	"
অর্জ্জুনযুদ্ধে ভীষ্মের উত্তেজনা—পুনঃ যুদ্ধ	"	৪৯৯
ভীষ্মের শরশয্যা	"	৫০০
ভীষ্মের প্রাণপরিত্যাগে উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা	"	"
ইচ্ছা-মৃত্যু ভীষ্মের শরশয্যায় শয়ন	"	৫০১
ভীষ্মপরাজয়ে পাণ্ডব-হর্ষ—কৌরববিমর্ষ	১২১	"
যুদ্ধনিবৃত্ত পক্ষদ্বয়ের ভীষ্মসমীপে গমন	"	৫০২
অর্জ্জুন-শরে শরশয্যায় ভীষ্মের উপাধান বিধান	১২২	"
ভীষ্মসম্ভাষণান্তে সকলের স্ব স্ব শিবিরে গমন	"	৫০৩
প্রভাতে দর্শকসমাগম—ভীষ্মের পানীয় প্রার্থনা	১২৩	"
বাণ-প্রভাবে অর্জ্জুনের পবিত্র বারি প্রদান	"	৫০৪
ভীষ্মের পার্থপ্রশংসায় কুপিত দুর্য্যোধনের সান্ত্বনা	"	"
সমীপাগত কর্ণের প্রতি ভীষ্ম-উপদেশ	১২৪	৫০৫
কর্ণের কর্ত্তব্যতাজ্ঞাপনে ভীষ্ম-সম্মান রক্ষা	"	৫০৬

মহাভারত

ভীষ্মপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়

জম্বু'খণ্ডবিনির্ম্মাণপর্ব্বাধ্যায়

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! কৌরব, পাণ্ডব ও সোমক[২] প্রভৃতি মহাবল-পরাক্রান্ত ও নানা দেশসমাগত পার্থিবগণ কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৌরব, পাণ্ডব ও সোমকেরা তপঃক্ষেত্র[২] কুরুক্ষেত্রে যেরূপে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। বেদাধ্যয়নসম্পন্ন সমরাভিলাষী পাণ্ডবগণ জিগীষাপরবশ[৪] হইয়া সোমক-সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক কৌরবদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং স্ববীর্য্যপ্রভাবে বিজয়লাভের অভিলাষে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ধার্ত্তরাষ্ট্র[৫]-সৈন্যগণের অভিমুখে গমনপূর্ব্বক সসৈন্যে প্রাঙ্মুখীন[৬] হইয়া পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সমন্তপঞ্চক[১] তীর্থের বহির্ভাগে[২] বিধানানুসারে সহস্র সহস্র শিবির সংস্থাপন করিলেন, সমস্ত ভূবলয়[৩] হইতে সৈন্যগণ আগমন করিতে লাগিল, তখন বালবৃদ্ধাবশিষ্ট পুরুষ-বিহীন[৪] রথাশ্বকুঞ্জরহিত[৫] মেদিনীমণ্ডল যেন শূন্যপ্রায় হইয়া উঠিল। সর্ব্বজাতীয় মানবগণ সেই সৈন্যের অন্তর্গত ছিল; তাহারা একত্র হইয়া শৈল, কানন, দেশ ও নদীসকল অধিকারপূর্ব্বক বহু যোজনব্যাপী এক বিস্তৃত মণ্ডল[৬] প্রস্তুত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যানবাহনের সহিত সেই সকল লোকের অত্যুৎকৃষ্ট ভক্ষ্য-ভোজ্য-প্রদানের আদেশ করিয়া বিশেষরূপে পাণ্ডবগণের সৈন্যকে অবগত হইবার নিমিত্ত বিবিধ আখ্যা[৭] প্রদান করিলেন। পরে সংগ্রামকাল সমুপস্থিত হইলে সকলকে অভিজ্ঞান[৮] ও অলঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের ধ্বজাগ্র সন্দর্শন করিয়া সকল ভূপালের সহিত চক্রব্যূহ[৯] রচনায়

১। সপ্তদ্বীপা পৃথিবী—সাতটি দ্বীপ দ্বারা পৃথিবীর মানচিত্র আর্য্য ইতিহাস-শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। জম্বুদ্বীপ ঐ সপ্তদ্বীপের অন্যতম। এই জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভারতবর্ষ। ২। সোমবংশ—চন্দ্রবংশীয়—কৌরব-পাণ্ডবও চন্দ্রবংশীয়, স্বনামপ্রসিদ্ধ বলিয়া ইহাদিগের পরিচয়ে চন্দ্রবংশ যোজনায় প্রয়োজন হয় না। সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত অসিদ্ধ বলিয়া অপর চন্দ্রবংশীয়েরা সোমক নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। ৩। তপস্যার একটি উত্তম স্থান। রাজর্ষি কুরু এই ক্ষেত্রে তপস্যা করেন। তিনি স্বয়ং কর্ষণ করিয়া তপস্যাস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এজন্য ইহা কুরুক্ষেত্র—এবং তাঁহার তপস্যাস্থান বলিয়া পরম পবিত্র। বেদের ঐতরেয়াদি ব্রাহ্মণে এই ক্ষেত্রের নাম উল্লেখ আছে। শ্রাদ্ধদানাদি বা পুণ্যকার্য্যে তীর্থস্মরণে এই কুরুক্ষেত্রের নাম প্রথমেই স্মরণীয় হয়—"কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা" ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে অনেক ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি তপস্যা করিয়াছেন, কাজেই ইহার পুণ্যবত্তার ইয়ত্তা হয় না। ৪। জয়াভিলাষে সবিশেষ আগ্রহান্বিত। ৫। ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন। ৬। পূর্ব্বমুখ।

১। পরশুরাম এই স্থানে পাঁচটি হ্রদ নির্ম্মাণ ও রক্ত-শোণিতে পূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন। এই সমন্তপঞ্চক ও কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত। ২। যুদ্ধ তমোমিশ্র রজোবহুল কার্য্য; তাহা তীর্থক্ষেত্র মধ্যে হওয়া অসঙ্গতবোধে বিশেষতঃ সৈন্য-সমাবেশে —সৈন্যগণের ব্যবহার্য্য ক্ষেত্র অপবিত্র না হয়, এজন্য যুধিষ্ঠির তীর্থক্ষেত্রের বাহিরে যুদ্ধক্ষেত্র নির্ম্মাণ করেন। এখানে যে 'তপঃক্ষেত্র' এবং শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় যে 'ধর্ম্মক্ষেত্র' বলা হইয়াছে, উহাও ক্ষেত্র-উপলক্ষিত তৎসন্নিহিত স্থানের বোধক। ৩। পৃথিবীর বেষ্টনী—সীমারেখার পার্শ্বস্থ স্থান। ৪—৫। বালক ও বৃদ্ধ বাদ দিয়া সমস্ত যুবা প্রৌঢ় পুরুষ এবং যুদ্ধোপযোগী সমস্ত গজ ও অশ্ব সমরে সংগৃহীত হইল। ৬। শ্রেণীবিভাগসমন্বিত বৃহৎ বাসস্থান। ৭—৮। নাম ও চিহ্ন—এমন এক কৌশলযুক্ত নাম চিহ্ন প্রদান করা হইল যে, সেই অগণিত সৈন্যের মধ্যেও তাহাদিগকে বিশদ ভাবে চিনিয়া লওয়া যায়। ৯। দুর্ভেদ্য সেনাসন্নিবেশ।

প্রবৃত্ত হইলেন। ভৃত্যেরা তাঁহার মস্তকোপরি পাণ্ডুরবর্ণ আতপত্র[১] ধারণ করিল। পাঞ্চালেরা ভ্রাতৃগণপরিবৃত দুর্য্যোধনকে নাগসহস্রের[২] মধ্যবর্ত্তী নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাস্বন[৩] শঙ্খ ও মধুররবসম্পন্ন ভেরী[৪] ধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডবগণ ও বাসুদেব স্বীয় সৈন্যসমূহকে অবলোকন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণ হৃষ্টান্তঃকরণে রথে অবস্থান করিয়া দিব্য শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। কৌরবদিগের যোদ্ধৃগণ কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য ও অর্জ্জুনের দেবদত্ত শঙ্খের অতি গভীর নিনাদ শ্রবণ করিয়া মূত্র-পুরীষ পরিত্যাগ[৫] করিতে লাগিল। যেমন মৃগগণ সিংহনাদ শ্রবণ করিলে ভীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাহারাও সেই উভয় শঙ্খের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শঙ্কিত ও সাতিশয় বিষণ্ণ হইল।

এই অবসরে ভূতল হইতে ধূলিপ্রটল[৬] সমুত্থিত হইয়া সকল বস্তুই সমাচ্ছাদিত করিল; কিছুই আর অনুভূত হইল না। সৈন্যগণ সেই ধূলায় আবৃত হইল, দিবাকর ধূলিসমাবৃত হইয়া অদৃশ্য হইলে মনে হইল, যেন তিনি অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। জলধর[৭] চতুর্দ্দিকে মাংসশোণিত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। উহা সকলেরই নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সমীরণ প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্কর[৮] বর্ষণপূর্ব্বক সৈন্যগণকে আহত করিতে লাগিল। তখন ক্ষুভিত সাগরসদৃশ উভয় পক্ষীয় সৈন্য হৃষ্টান্তঃকরণে[৯] যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইল; ঐ অদ্ভুত সেনা-সমাগম প্রলয়কালীন সাগরদ্বয় সমাগমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কৌরবগণ সেই সেনা-সমুদয় সংগ্রহ করিলে বাল-বৃদ্ধাবশিষ্ট পৃথিবী শূন্যপ্রায় হইয়া উঠিল।

যুদ্ধের নিয়ম বন্ধন

অনন্তর কৌরব, পাণ্ডব ও সোমকেরা সময় নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক যুদ্ধের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন; তুল্যবল—সমযোগ্য ব্যক্তিরাই পরস্পর ন্যায়যুদ্ধ করিবে, কোনরূপ প্রতারণা করা হইবে না, ইহাতে আরব্ধ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার পরস্পরের প্রীতি সংস্থাপিত হইবে; বাগ্‌যুদ্ধ আরব্ধ হইলে বাক্য দ্বারাই যুদ্ধ হইবে; সেনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তাহাকে প্রহার করা হইবে না, রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্বারূঢ় অশ্বারূঢ়ের সহিত এবং পদাতি পদাতির সহিত যোগ্যতা, উৎসাহ, বল ও অভিলাষানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে; অগ্রে সতর্ক করিয়া পশ্চাৎ প্রহার করিবে; বিশ্বস্ত ও ভয়বিহ্বল ব্যক্তিকে আঘাত করিবে না। যে কোন এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষীণ-শস্ত্র[১], বর্ম্মবিরহিত ও সমর-পরাঙ্মুখ হইবে, কদাচ তাহাকে প্রহার করিবে না। সারথি, বাহন, অস্ত্রশস্ত্রাদি বাহক, ভেরী ও শঙ্খ-বাদককে কদাচ আঘাত করা হইবে না; কৌরব, পাণ্ডব ও সোমকেরা এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণপূর্ব্বক পরস্পর নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; পরে সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া সৈন্যগণের সহিত সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যাসকর্ত্তৃক সমর-পরিণাম প্রকাশ

হে রাজন্! অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ[২] সত্যবতীসুত ভগবান্ ব্যাস উভয়পক্ষের সৈন্যগণকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে করিলেন, ভরতপিতামহ ভীষ্ম এই ঘোর সংগ্রামে নিশ্চয়ই কলেবর পরিত্যাগ করিবেন। পরে শোকাকুল পুত্রগণের অনয়দর্শী[৩] মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে নির্জ্জনে কহিলেন, "মহারাজ! তোমার পুত্র ও অন্যান্য পার্থিবগণের মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে; এক্ষণে তাহারা এই সংগ্রামে পরস্পর সমবেত হইয়া বিনষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি কালের বৈপরীত্য[৪] পর্য্যালোচনা কর[৫], পুত্রগণের বিনাশ-দর্শনে শোকাকুল হইও না। এক্ষণে তুমি যদি রণস্থলে উহাদিগকে অবলোকন করিবার অভিলাষী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি; তুমি স্বচক্ষেই রণক্ষেত্র প্রত্যক্ষ কর।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে তপোধন! আমি জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি না;

১। শ্বেতবর্ণ রাজচ্ছত্র। ২। বহু হস্তীর। ৩। মহাশব্দ। ৪। রামশিঙা। ৫। ভীতিবশতঃ মল-মূত্রত্যাগ। ৬। ধূলিজাল। ৭। মেঘ। ৮। কাঁকর। ৯। সানন্দচিত্তে।

১। নিঃশেষিত অস্ত্র। ২। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়বিৎ। ৩। অন্যায়দর্শী—অন্যায়-পক্ষপাতী। ৪। কলি-প্রভাব—বিপরীত ভাব—উল্টা গতি। ৫। মনে মনে বুঝিয়া দেখ।

আপনার তেজঃ-প্রভাবে আদ্যোপান্ত এই যুদ্ধ-শ্রবণ করিব।" তখন বেদব্যাস সঞ্জয়কে বর প্রদান করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "মহারাজ! এই সঞ্জয় তোমার নিকট যুদ্ধ বৃত্তান্ত অবিকল বর্ণন করিবেন। ইনি কি দিবা কি রাত্রি সকল সময়েই, কি প্রকাশ কি অপ্রকাশ সকল বিষয়ই জানিতে পারিবেন এবং অন্যে যাহা মনে মনে কল্পনা করিবে, তাহাও অবগত হইবেন। ইঁহার শরীরে শস্ত্র-স্পর্শ হইবে না এবং ইনি পরিশ্রমেও কদাচ শ্রান্ত বা ক্লান্ত হইবেন না। সঞ্জয় এই যুদ্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবিত থাকিবেন। আমি কৌরব ও পাণ্ডব-গণের কীর্ত্তিকলাপ সর্ব্বত্র বিখ্যাত করিয়া দিব। তুমি শোকাকুল হইও না, ইহাদিগের অদৃষ্টে এইরূপই নির্দ্দিষ্ট আছে; তুমি ইহা নিবারণ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না; যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়।"

অশুভসূচক উৎপাত

হে মহারাজ! ভগবান্ বেদব্যাস এই বলিয়া পুনরায় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "হে রাজন্! এই যুদ্ধে ভয়ঙ্কর ক্ষয় সমুপস্থিত হইবে; দেখ, এক্ষণে ভয়প্রদ দুর্নিমিত্ত-সমুদয় উপলক্ষিত হইতেছে; শ্যেন[১], গৃধ্র[২], কাক, কঙ্ক[৩] ও বক ইহারা সমবেত হইয়া বৃক্ষাগ্রে নিপতিত হইতেছে[৪]; পক্ষিসকল হৃষ্টমনে সংগ্রাম সন্নিহিত স্থান অব-লোকন করিতেছে; ক্রব্যাদগণ[৫] গজবাজীর[৬] মাংস ভক্ষণ করিবে, প্রচণ্ড কঙ্ক-সকল অতি কঠোর চীৎকার করিয়া দক্ষিণাভিমুখে ধাবমান হইতেছে; আমি প্রতিনিয়ত পূর্ব্ব[৭] ও পশ্চিম-সন্ধ্যা[৮] নিরীক্ষণ করিতেছি—সূর্য্যদেব উদয়াস্তকালে কবন্ধ[৯]পরিবৃত হইতেছেন এবং সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণগ্রীব[১০], শ্বেত-লোহিতপ্রান্ত[১১], বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত[১২] পরিধিমণ্ডলে বেষ্টিত[১৩] হইতেছেন; দিবারাত্র চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্র-সকল প্রজ্বলিত হইতেছেন; দিবা ও রাত্রির কিছুমাত্র বিশেষ নাই। হে মহারাজ! এই সমস্ত তোমারই ভয়ের নিমিত্ত উপস্থিত হইতেছে। দেখ, কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে[১] পদ্মবর্ণাভ[২] মণ্ডলমণ্ডলে অলক্ষ্য[৩] প্রভাহীন[৪], অগ্নিবর্ণ[৫] চন্দ্রমা সমুদিত হইয়াছে[৬]; মহাবল-পরাক্রান্ত পরিঘ[৭]তুল্য ভুজ-যুগলসম্পন্ন রাজা ও রাজপুত্রগণ নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিবেন। প্রতিনিয়ত রজনীযোগে প্রজাক্ষয়ের নিমিত্ত অন্তরীক্ষে সংগ্রামনিরত বরাহ[৮] ও মার্জ্জারের[৯] তুমুল নিনাদ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে; দেবগণের প্রতিমূর্ত্তি-সকল কখন কম্পিত, কখন স্বেদসিক্ত[১০], কখন বা ভূতলে নিপতিত হইতেছে; তাঁহারা কখন হাস্য ও কখন বা রুধির[১১] বমন করিতেছেন, দুন্দুভি[১২]-সকল আহত না হইয়াও বাদিত[১৩] এবং ক্ষত্রিয়দিগের রথ-সমুদয় অশ্বযোজিত না হইয়াও চালিত হইতেছে; কোকিল, শতপত্র[১৪], চাষ[১৫], ভাস[১৬], শুক[১৭], সারস[১৮] ও ময়ূরগণ অতি কঠোর চীৎকার করিতেছে; প্রভাতকালে শত সহস্র শলভ[১৯] পরিদৃশ্যমান[২০] হইতেছে; লৌহ-তুণ্ড[২১] কৃষ্ণবর্ণ শলভ-সকল গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চীৎকার করিতেছে; দিগ্দাহ উপস্থিত হওয়াতে উভয় সন্ধ্যা প্রকাশমান হইতেছে; পর্জ্জন্য[২২] ধূলিরাশি ও মাংস বর্ষণ করিতেছে; সাধুসম্মতা[২৩] ত্রিলোকবিখ্যাতা ভগবতী অরুন্ধতী[২৪] বশিষ্ঠদেবকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়াছেন; শনৈশ্চর রোহিণীকে নিপীড়িত করিতেছেন[২৫]; চন্দ্রমার[২৬] কলঙ্কচিহ্ন[২৭] তিরোহিত হইয়াছে, মেঘশূন্য নভো-মণ্ডলে মহাঘোর গর্জ্জন শ্রুতিগোচর হইতেছে; অশ্ব-সকল অনবরত বাষ্পবিন্দু[২৮] বিসর্জ্জন করিতেছে। হে রাজন্! মহদ্ভয় উপস্থিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

১। বাজ। ২। শকুন। ৩। হাড়গিলে। ৪। কোথায় মৃত মানবদেহ পতিত হইবে, তাহা লক্ষ্য করিতেছে। ৫। শবমাংসভোজী শৃগাল-কুকুর। ৬। হস্তী ও অশ্বের। ৭-৮। প্রাতঃকালে ও সায়ং সময়ে। ৯। মস্তকহীন দেহ—ধড় মাত্র। ১০-১৩। মধ্যে কৃষ্ণ, উভয় প্রান্তভাগ শ্বেত ও রক্ত এইরূপ ত্রিবর্ণরঞ্জিত মেঘ এবং চমকিত বিদ্যুৎশ্রেণী দ্বারা বহির্বেষ্টন মণ্ডল আবৃত।

১—৬। আকাশমণ্ডলে কার্ত্তিক পূর্ণিমার শরৎ-শুভ্র চন্দ্র কমলকান্তি রক্তবর্ণ অথচ প্রভাহীন ও অস্পষ্ট অবস্থায় দৃষ্ট হইতেছেন। ৭। লম্বা মুষল। ৮। শূকর—শুয়োর। ৯। বিড়ালের। ১০। ঘর্ম্মে আর্দ্র। ১১। রক্ত। ১২। নাগড়া। ১৩। আঘাত ব্যতীত আপনি-আপনি বাজিয়া উঠিতেছে। ১৪। ময়ূরী। ১৫। সুবর্ণ চটক—সোণা-চাষ—সোণা-চড়ুই। ১৬। পানকৌড়ী। ১৭। টীয়া জাতীয় মদনা কি কাজলা পাখী। ১৮। বেলে হাস। ১৯। ফড়িং। ২০। দৃষ্ট। ২১। লোহার তুল্য শক্ত ঠোঁট। ২২। মেঘ। ২৩। সজ্জনমান্যা। ২৪। বশিষ্ঠপত্নী। ২৫। শনিগ্রহ রোহিণী নক্ষত্র ভেদ করিলে দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়। ২৬। চন্দ্রের। ২৭। চন্দ্রের মধ্যে মৃগশুণ্ডাকার চিহ্ন। ২৮। নয়নজল।

তৃতীয় অধ্যায়

উৎপাতসূচক বিবিধ উপদ্রব

"হে মহারাজ! গর্দ্দভ-সকল গোগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতেছে; পুত্রেরা জননীর সহিত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে; অরণ্যমধ্যে পাদপদল[১] অকালিক[২] ফলকুসুম প্রসব করিতেছে; গর্ভিণীগণ অতি ভীষণ সন্তান-সকল উৎপাদন করিতেছে; শৃগাল ও কুক্কুর-সকল পক্ষিগণের সহিত একত্র আহার করিতেছে; দংষ্ট্রী[৩], বিষাণ[৪]শালী, অশিবসূচক[৫] নানাবিধ পশু-সকল উৎপন্ন হইয়া অমঙ্গলধ্বনি করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কাহার তিন শৃঙ্গ, কাহার চারি নেত্র, কাহার পাঁচ চরণ, কাহার দুই মেঢ্র[৬], কাহার দুই মস্তক, কাহার দুই পুচ্ছ, কাহার তিন চরণ, কাহার চারি দন্ত, কাহার বা আস্য[৭]দেশ নিতান্ত বিবৃত[৮] পরিদৃশ্যমান হইতেছে; তার্ক্ষ্য[৯]-সকল শৃঙ্গবিশিষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছে; ব্রহ্মবাদিগণের সহধর্ম্মিণীরা গরুড় পাখী ও ময়ূরসমূহ প্রসব করিতেছেন দেখা যাইতেছে। তোমার রাজধানীতে বৈনতেয়[১০]গণ ময়ূরসকল প্রসব করিতেছে; বড়বা[১১]হইতে গোবৎস, কুক্কুর হইতে শৃগাল ও মৃগবিশেষ হইতে কুক্কুর উৎপন্ন হইতেছে; শুকপক্ষিসকল অশুভবাক্য প্রয়োগ করিতেছে; কোন স্ত্রী এককালে চারি পাঁচ কন্যা প্রসব করিতেছে; তাহারা জন্মগ্রহণ করিবামাত্র নৃত্য, গীত ও হাস্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, নীচবংশোদ্ভব কাণ[১২], কুব্জ[১৩]প্রভৃতি বিকলাঙ্গ[১৪]-সকল মহদ্‌ভয় প্রদর্শন করিয়া নৃত্য-গীত ও হাস্য করিতেছে এবং কালপ্রেরিত[১৫] হইয়া সশস্ত্র প্রতিমা-সকল চিত্রিত করিতেছে; শিশু-সকল দণ্ড হস্তে করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইতেছে ও যুদ্ধার্থী হইয়া কৃত্রিম নগরী সকল মর্দ্দিত করিতেছে; পাদপ-সমূহে উৎপল[১৬] ও কুমুদ[১৭]সকল উৎপন্ন হইতেছে; সমীরণ প্রবলবেগে গমন করিতেছে; ধূলিজাল নিবৃত্ত হইতেছে না, অনবরত ভূমিকম্প হইতেছে; রাহু সূর্য্য-সন্নিধানে গমন করিতেছে; কেতু চিত্রা নক্ষত্র আক্রমণ করিয়া অবস্থিত আছে। ইহাতে যে কুরুকুল ক্ষয় হইবে, তাহা সম্যক্ উপলক্ষিত হইতেছে; মহাঘোর ধূমকেতু পুষ্যা নক্ষত্র আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতেছে; উহা উভয়-পক্ষীয় সৈন্যগণের অনিষ্ট সাধন করিবে।

মঙ্গল বক্র হইয়া মঘা নক্ষত্রে ও বৃহস্পতি শ্রবণা নক্ষত্রে অবস্থিত আছেন; শনি উত্তরভাদ্র-পদ নক্ষত্র আক্রমণ করিয়া পীড়ন করিতেছে; শুক্র পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে আরোহণ করিয়া শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন এবং ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া উপগ্রহের সহিত উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রকে নিরীক্ষণ করিতেছেন; দ্বিতীয় উপগ্রহ কেতু সধূম পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া ইন্দ্রসম্বন্ধী তেজস্বী জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়া অবস্থিত আছে; ধ্রুব নক্ষত্র প্রজ্বলিত হইয়া বামপার্শ্বে প্রবর্ত্তিত হইতেছে; চন্দ্রসূর্য্য রোহিণীকে পীড়ন করিতেছেন; ক্রূর গ্রহ চিত্রা ও স্বাতী নক্ষত্রের মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছে; অনলসঙ্কাশ[১] মঙ্গলগ্রহ বারংবার বক্রীভূত হইয়া বৃহস্পতিসমাক্রান্ত শ্রবণা নক্ষত্রকে আবৃত করিয়া অবস্থিত আছেন। সময়ানুসারে সর্ব্বশস্যপ্রসবিনী পৃথিবী সর্ব্বপ্রকার শস্য দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বশস্যের প্রধান যব পঞ্চশীর্ষশালী[২] ও ধান্য শতশীর্ষসম্পন্ন[৩] দৃষ্ট হইতেছে; বৎস-সকল দুগ্ধ পান করিলে পর আপীন[৪] হইতে শোণিতক্ষরণ হইতেছে; শরাসন[৫] হইতে সহসা অগ্নিশিখা নির্গত ও খড়্গসমূহ অতিমাত্র প্রভাযুক্ত হইতেছে; শস্ত্র-সমুদয় যেন সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই প্রদর্শন করিতেছে; শস্ত্র[৬], সলিল, কবচ ও ধ্বজের অগ্নিবর্ণ প্রভা দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণে বোধ হয়, নিশ্চয়ই অতি ভয়ঙ্কর ক্ষয় সমুপস্থিত হইবে।

যখন পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিবে, তখন অবনীমণ্ডল শোণিতময় আবর্ত্ত-সম্পন্ন[৭] ও ধ্বজস্বরূপ ভেলাসমাচ্ছন্ন[৮] হইবে। প্রজ্বলিতাস্যবিবর[৯] মৃগপক্ষিগণ মহৎ ভয় ও অনিষ্ট সূচনা

১। বৃক্ষসমূহ। ২। অকালজাত—যখন যাহার কাল নহে, এইরূপ। ৩। দন্তায়ুধ—শূকরাদি। ৪। শৃঙ্গ। ৫। অমঙ্গল-জ্ঞাপক। ৬। পুংচিহ্ন। ৭। মুখ। ৮। ব্যাদিত—হাঁ করা। ৯। গরুড় পক্ষী। ১০। গরুড়। ১১। ঘোটকী। ১২। একচক্ষু-হীন—কাণা। ১৩। কুঁজো। ১৪। বিকৃত দেহ। ১৫। কাল-নিয়ন্ত্রিত। ১৬। পদ্মফুল। ১৭। কুমুদ পুষ্প—কুঁদী।

১। অগ্নিতুল্য প্রভাশালী। ২-৩। এক একটি যবের গাছে পাঁচটি শীষ ও একটি ধানের গাছ এক শত শীষযুক্ত। ৪। পালানের বাঁট ৫। ধনুক। ৬। শস্ত্র—খড়্গাদি—যাহা ক্ষেপণীয় নহে। ৭। জল-ঘূর্ণীর ন্যায় ঘূর্ণীযুক্ত। ৮। ধ্বজসমূহ সাগরের ভেলার ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইবে। ৯। যাহাদের মুখমধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় এইরূপ।

করিয়া চতুর্দ্দিকে চীৎকার করিতেছে; একপক্ষ, একচক্ষু, একচরণসম্পন্ন শকুনিগণ রজনীতে নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া ক্রোধভরে যেন রুধির বমন করিয়াই ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর করিতেছে। শস্ত্রসমুদয় যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। উদারপ্রকৃতি সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রভাপুঞ্জ সমাচ্ছন্ন হইতেছে।

বিশাখার সমীপস্থ সংবৎসরস্থায়ী বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর প্রজ্বলিত হইতেছে; ধূলিরাশি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে; উৎপাতজনক ভয়ঙ্কর মেঘমণ্ডলী রজনীতে শোণিতবর্ষণ করিতেছে; সমীরণ ধূমকেতুকে আশ্রয় করিয়া অনবরত সঞ্চরণ ও বিষম ভাবী যুদ্ধের সূচনা করিতেছে; পাপগ্রহ ভয়োৎপাদন করিয়া পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রের মস্তকে নিপতিত হইতেছে। কখন এক পক্ষের মধ্যে এক দিবস তিথিক্ষয়—ত্র্যহস্পর্শ হইলে প্রতিপদ হইতে গণনা করিলে চতুর্দ্দশ দিবসে, তাহা না হইলে পঞ্চদশ দিবসে এবং কখনও বা একদিন তিথি বৃদ্ধি হইলে ষোড়শ দিবসে পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। কিন্তু এক মাসের মধ্যে শুক্ল-কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই দুই দিবস করিয়া তিথিক্ষয় হইতেছে যে, প্রতিপদ্ হইতে ত্রয়োদশ দিবসে পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণ হয়, ইহা কখন দেখা যায় না; কিন্তু সম্প্রতি তাহা হইতেছে; অতএব এই সকল অবলোকন করিয়া বোধ হয়, সমুদয় প্রজাক্ষয় হইবে।

রাক্ষসেরা রুধিরে মুখবিবর পরিপূর্ণ করিয়াছে, তথাপি তৃপ্তি লাভ করিতেছে না; শোণিতোদক[১]-পূর্ণ ফেনায়মান[২] মহানদীসকল প্রতিকূল[৩] প্রবাহিত হইতেছে[৪]; কূপ-সকল বৃষভের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে[৫]; অশনি প্রভাসম্পন্ন[৬] ঘোরতর নির্ঘোষ-সহকৃত[৭] উল্কাসকল নিপতিত হইতেছে। অদ্য রজনী প্রভাত হইলে তোমার দুর্নীতির ফল প্রাপ্ত হইবে। মহর্ষিগণ পরস্পর কথোপকথনসময়ে কহিয়াছেন, মেদিনী সহস্র সহস্র মহীপালগণের শোণিত পান করিবে। নিবিড়[৮] অন্ধকার উদ্গার সহিত নিঃসৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে; কৈলাস, মন্দর ও হিমালয় পর্ব্বত হইতে সহস্র সহস্র মহাশব্দ সমুত্থিত হইতেছে; আকাশচর প্রাণিসকল নিপতিত হইতেছে; ভূমিকম্প উপস্থিত হইলে চারি মহাসাগর উচ্ছলিত হইয়া বসুন্ধরাকে বিচলিত করিয়া যেন বেলাভূমি[৯] অতিক্রম করিতেছে, সমীরণ মহীরুহগণ[১০] উন্মূলিত করিয়া কর্কর বর্ষণপূর্ব্বক প্রবলবেগে বাহিত[১১] হইতেছে; অশনি-সমাহত[১২] বায়ুভগ্ন বৃক্ষ ও চৈত্য-সকল গ্রাম ও নগরমধ্যে নিপতিত হইতেছে; ব্রাহ্মণাহুত হুতাশন বামাবর্ত্ত হইয়া[১৩] নীল, লোহিত ও পীত বর্ণ ধারণ করিতেছে এবং তাহা হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ সহকারে দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে; স্পর্শ, গন্ধ ও রস-সমুদয় বিপরীত হইয়াছে; ধ্বজ-সকল মুহুর্ম্মুহুঃ কম্পিত হইয়া ধূম পরিত্যাগ করিতেছে; ভেরী[১৪] ও পটহ-সকল অঙ্গার বর্ষণ করিতেছে; বায়স[১৫]-সকল অত্যুন্নত বৃক্ষাগ্রভাগে আরোহণ ও মণ্ডলাকারে উপবেশন করিয়া অতিশয় অশিব-সূচক[১৬] চীৎকার করিতেছে; তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি পক্কা-পক্কা[১৭]-[১৮]বলিয়া বারংবার ধ্বনি করিয়া মহীপালগণের বিনাশার্থ ধ্বজাগ্রে বিলীন হইতেছে; দুষ্ট হস্তিসকল কম্পিতকলেবরে মলমূত্র পরিত্যাগ করিতেছে; তুরঙ্গমগণ দীনভাব অবলম্বন করিয়া রাহিয়াছে; করি-সকল অনবরত স্বেদজল বিসর্জ্জন করিতেছে[*]। হে ধৃতরাষ্ট্র! তুমি এই সকল চিন্তা

১-৪। রক্তমিশ্রিত জল—রক্তযোগে জাত লালবর্ণ জলে পূর্ণ বড় বড় নদী সকল বিপরীত গতিতে চলিতেছে। নদীজলের বেগ অপেক্ষা রক্তের বেগ বেশী বলিয়া তাহার প্রতিঘাতে ক্ষুভিত ও ফেনাযুক্ত হইয়া জল উল্টা দিকে গমন করে; দেশ-ভাষায় ইহাকে "জোয়ার-ভাটা" বা "রায়-ভাটা" বলে। ৫। অতিবেগে প্রবাহিত বায়ু কূপমধ্যে প্রবেশ করিয়া গুম্ গুম্ শব্দ করায় বৃষভের ধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতেছে। ৬। বিদ্যুৎকান্তিযুক্ত। ৭। শব্দসমন্বিত।

১। ঘন—গাঢ়। ২। তটস্থল—তীর। ৩। বৃক্ষগণ। ৪। প্রবাহিত। ৫। বজ্র দ্বারা আহত। ৬। ব্রাহ্মণগণের প্রদত্ত আহুতি দ্বারা অগ্নি বামদিকে ফিরিয়া আহুতিগ্রহণে বিমুখ। ৭। জয়-ঢাক। ৮। কাক। ৯। অমঙ্গলনির্দ্দেশক। ১০। কাকের অব্যক্ত শব্দ।

* অস্বাভাবিক অর্থাৎ বিপরীত ব্যাপার ঘটিলেই তাহা দুর্নিমিত্ত সূচনা করে। কেহ রণবাদ্যে আঘাত করে নাই, অথচ আপনি-আপনি সহসা বাজিয়া উঠা; আকাশে মেঘ নাই, অথচ বজ্রপাত; যোদ্ধা অস্ত্র আকর্ষণ করে নাই, কিন্তু কোষ হইতে সহসা অস্ত্রের বহির্গমন ইত্যাদি। ইহা ত গেল প্রাণহীন জড়জাতিঘটিত দুর্নিমিত্ত এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি জীবজাতীয় দুর্নিমিত্ত আছে; যেমন—অশ্ব-গজাদির বিকৃতি ভাব। দুর্দ্দান্ত দুষ্ট হস্তীগুলি কিছুতেই ভীত হয় না, কিন্তু ভয়ে তাহাদের বাহ্য-প্রস্রাব করিয়া ফেলা; অশ্বগণ স্বভাবতঃ অত্যন্ত চঞ্চল, সহসা তাহাদের শান্তভাব; সহসা শূরবীরগণের শরীর কম্পন প্রভৃতি, এই প্রকার অন্যান্য অনেক দুর্নিমিত্তের লক্ষণ এ অধ্যায়ে আছে। গ্রহনক্ষত্রলক্ষিত যে সকল দুর্নিমিত্ত, তাহার লক্ষণ জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত আছে, বিশেষ করিয়

করিয়া এরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা[১] অবধারণ কর, যাহাতে এই লোক-সমুদয় বিনষ্ট না হয়।”

যুদ্ধনিবৃত্তির অনুরোধে ধৃতরাষ্ট্রের অশ্রদ্ধা

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “ভগবন্! লোকক্ষয় হইবে, ইহা অদৃষ্টে নির্দ্দিষ্টই আছে। ভূপালগণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীরলোকে গমনপূর্ব্বক সুখভোগ করিবেন এবং ইহলোকে মহীয়সী কীর্ত্তি[২] ও পরলোকে দীর্ঘকাল মহাসুখ প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।” তখন কবীন্দ্র[৩] ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে অনুমোদন করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, “হে মহারাজ! কাল বিশ্ব সংহার করিয়াই পুনরায় লোকসমুদয় সৃষ্টি করিয়া থাকে; কোন বস্তুই নিত্য নহে। তুমি এই অনিষ্ট-নিবারণে সমর্থ; অতএব এক্ষণে কৌরব, পাণ্ডব, সম্বন্ধী ও সুহৃদ্‌গণকে ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত কর। জ্ঞাতিবধ করা নিতান্ত নীচকার্য্য; অতএব তুমি তাহা সম্পাদন করিয়া আমার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিও না; বধ অতি অপ্রশস্ত ও অহিতকর বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কাল তোমার পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। যে ব্যক্তি স্বকীয় দেহস্বরূপ কুলধর্ম্মকে বিনষ্ট করে, সেই ধর্ম্ম পুনরায় তাহাকে সংহার করিয়া থাকে। তুমি সমর্থ হইয়াও ইতিকর্ত্তব্যতাবধারণে অক্ষম, সুতরাং কুল ও অন্যান্য মহীপালগণের বিনাশসাধনের নিমিত্ত কাল দ্বারা কুপথে নীত হইতেছ; স্বয়ং[৪] অনর্থ তোমার রাজ্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে[৫]। অন্য দ্বারা এককালে তোমার ধর্ম্মলোপ হইয়াছে; এক্ষণে তুমি পুত্রগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর। যে রাজ্যের নিমিত্ত পাপগ্রস্ত হইয়াছ, সেই রাজ্য দ্বারা যশ, ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি স্থাপন কর; তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তোমার স্বর্গলাভ হইবে। এক্ষণে পাণ্ডবগণ রাজ্যলাভ ও কৌরবেরা সুখ ভোগ করুক।”

তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে মহর্ষে! আমি আপনার ন্যায় স্থিতি[১] ও বিনাশ সম্যক্ বিদিত হইয়াছি। সমুদয় লোকই স্বার্থসাধনে বিমোহিত, আমিও সেই লোকমধ্যে পরিগণিত। আপনার প্রভাবের তুলনা নাই। আপনি আমাদের একমাত্র গতি ও উপদেষ্টা এই নিমিত্ত আমরা আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, হে মহর্ষে! পুত্র সকল আমার বশীভূত নয়; অতএব আমার মতে আপনিই তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। আপনি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যশ ও ভরতবংশের মহতী কীর্ত্তিস্বরূপ; আপনি কৌরব ও পাণ্ডবগণের মহামান্য ও পিতামহ।”

ব্যাসকর্ত্তৃক যুদ্ধ-জয়লক্ষণ বর্ণন

ব্যাস কহিলেন, “হে ধৃতরাষ্ট্র! তুমি আপনার অভিলাষ প্রকাশ কর; আমি তোমার সমগ্র সংশয় নিবারণ করিব।” ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “ভগবন্! যে সকল ব্যক্তি বিজয় লাভ করিবে, সংগ্রামকালে তাহাদিগের পক্ষে যে সমস্ত শুভলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন, শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।” ব্যাস কহিলেন, “হে ধৃতরাষ্ট্র! হুতাশন বিমলপ্রভাসম্পন্ন[১], ধূমশূন্য ও দক্ষিণাবর্ত্ত[২] হয়; শিখা ঊর্দ্ধে গমন করে; আহুতির অতি পবিত্র গন্ধ নির্গত হইতে থাকে, ইহাই ভাবী জয়ের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। শঙ্খ ও মৃদঙ্গ সকল অতি গভীর শব্দে বাদিত এবং চন্দ্র-সূর্য্য বিশুদ্ধ রশ্মি-সম্পন্ন হয়; ইহাই ভাবী জয়ের নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ। যাহারা প্রস্থিত বা গমনে অভিলাষী হয়, তাহাদের পক্ষে বায়স-মুখনিঃসৃত বাক্য একান্ত প্রিয়তর হইয়া থাকে, বায়সেরা পশ্চাদ্ভাগে শব্দ করিয়া গমনোন্মুখ ব্যক্তিদিগকে ত্বরান্বিত এবং সম্মুখে শব্দ করিয়া নিবারিত করে। ব্রাহ্মণেরা কহেন, যখন শকুনি[৪], রাজহংস[৫], শুক, ক্রৌঞ্চ[৬] ও শতপত্র দক্ষিণাভিমুখ হয়, তখন রণস্থলে নিশ্চয়ই জয়লাভ হইয়া থাকে। যাহাদিগের সৈন্য অলঙ্কার, কবচ, কেতু[৭], সিংহনাদ ও অশ্বের হ্রেষারব দ্বারা পরম সুশোভিত ও নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হয়, তাহারাই জয়লাভ করে, তাহাতে

‘বৃহৎসংহিতা’ নামক জ্যোতিষগ্রন্থে তাহার লক্ষণ ও প্রমাণ রচনাদি বিদ্যমান। উদ্যোগপর্ব্বের ১৪৩ অধ্যায়ে কতকগুলি নাক্ষত্রিক দুর্নিমিত্তের লক্ষণ পাদটীকায় প্রদত্ত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে এখানে আর ব্যাখ্যা দেওয়া হইল না। তবে শব্দার্থ বা প্রতিশব্দ যথাবশ্যক প্রদত্ত হইল।

১। ‘ইহাই কর্ত্তব্য’, এইরূপ নিশ্চয়তা। ২। অত্যুত্তম খ্যাতি। ৩। ত্রিকালদর্শী। ৪—৫। অমঙ্গল নিজেই তোমার রাজ্যরূপ ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছে।

১। রক্ষা। ২। উজ্জ্বল দীপ্তিযুক্ত। ৩। দক্ষিণদিকে প্রদীপ্ত হইয়া আহুতিসমূহ। ৪। শকুন। ৫। রাজহাঁস। ৬। চক্রবাক। ৭। পতাকাদির চিহ্ন।

সন্দেহ নাই। যাহাদিগের যোদ্ধগণের বাক্য প্রহৃষ্ট[১] ও বলবীর্য্যে অক্ষীণ[২] আছে এবং মাল্যদাম[৩] কদাচ ম্লান হয় না, তাহারাই সমরসাগর উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়।

যাহারা পরসৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া 'বিনষ্ট করিয়াছি, বিনষ্ট করিয়াছি,' এই বাক্য বলিতে থাকে এবং যাহারা পরসৈন্যে প্রবেশাভিলাষী হইয়া 'হত হইয়াছে, হত হইয়াছে' এই বাক্য কহিতে থাকে, তাহাদিগের নিশ্চয় জয়লাভ হয়। 'যুদ্ধ করিও না, বিনষ্ট হইবে,' এই বাক্য অমঙ্গলজনক; ইহা দুর্য্যোধনাদি কৌরবদিগের মধ্যেই শ্রুত হইতেছে। শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ অবিকৃত থাকিলেই শুভ হয়; যোদ্ধৃগণ সতত প্রফুল্লচিত্তে অবস্থান করে, ইহাই জয়লক্ষণ। সমীরণ অনুকূল হইয়া সঞ্চরণ, মেঘ-সকল অনুকূল বর্ষণ ও পক্ষিকুল অনুকূল ধ্বনি করিলে এবং ইন্দ্রধনু অনুকূল হইয়া উদিত হইলে শুভ হয়। হে ধৃতরাষ্ট্র! এই সকল জয়লাভের লক্ষণ, ইহার বিপরীতই মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।

সেনা অল্প বা অধিক হউক, একমাত্র হর্ষই যোদ্ধৃগণের গুণ ও জয়লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। একজন সেনা শত্রু শরে ভিন্নকলেবর হইলে হতাশ বশতঃ অতি বিপুল সৈন্যও নির্জ্জিত হয়; সমস্ত সৈন্য পরাজিত হইলে মহাবলপরাক্রান্ত যোদ্ধা-সকলও বিজিত হইয়া থাকে। তখন পলায়মান সৈন্যগণ বেগগামী জলপ্রবাহ ও অতিশয় ভীত মৃগযূথের[৪] ন্যায় নিতান্ত অপ্রতিনিবার্য্য[৫] হইয়া উঠে; এইরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে একত্র সমবেত করা অসাধ্য। সৈন্যগণকে ভীত ও পলায়িত দেখিলে অতিশয় ভয়বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেনা-সকল ভগ্ন হইয়া দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিলে মহাবল-পরাক্রান্ত ব্যক্তিও চতুরঙ্গ-বল[৬] সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হয় না। শত্রুগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত সন্ধি বা ধনদান দ্বারা পরিতোষিত হইয়া জয়লাভ করা শ্রেষ্ঠ উপায়; ভেদ দ্বারা জয়লাভ করা মধ্যম উপায় ও যুদ্ধ দ্বারা জয়লাভ করা জঘন্য উপায় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সৈন্যগণমধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়া মহৎ দোষ ও বিনাশের কারণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; পরস্পরের প্রহারজ্ঞ[১], হর্ষযুক্ত, স্ত্রীসম্ভোগপরাঙ্মুখ[২], কৃতনিশ্চয়[৩] বীরপুরুষ পঞ্চাশৎসঙ্খ্যক[৪] হইলেও মহতী সেনাকে পরাজয় করিতে পারে। বলিতে কি, ঈদৃশ গুণশালী সমরে দৃঢ়ব্রত[৫] পাঁচ, ছয় বা সাত জন বীরপুরুষও বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হয়। দেখ, বিনতাতনয় গরুড় মহতী সেনার বিনাশ এক ব্যক্তির সাধ্য বিবেচনা করিয়া সমরে বহু সেনার সমবায় প্রশংসা করেন না। হে রাজন্! বহুল বল[৬] সংগ্রহ করিলেই যে নিশ্চয় জয়লাভ হয়, উহার নিশ্চয় কি? জয়ের স্থিরতা নাই; সমরে জয়-পরাজয় উভয়ই হইতে পারে; অতএব এ বিষয়ে দৈবই বলবান্।"

চতুর্থ অধ্যায়

পৃথিবী মাহাত্ম্য

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্যবতীসুত ভগবান্ বেদব্যাস ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া প্রস্থান করিলে পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সঞ্জয়কে কহিলেন, "হে সঞ্জয়! সংগ্রামানুরক্ত মহাবলপরাক্রান্ত মহীপালগণ রাজ্যলাভার্থ জীবনে উপেক্ষা করিয়াও বহুবিধ অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইবেন; তাঁহারা লোক-সংহার করিয়া কেবল যমালয় পরিপূর্ণ করিবেন; তথাচ কিছুতেই নিবৃত্ত হইবেন না। তাঁহারা পরস্পর পার্থিব ঐশ্বর্য্য-লাভে অভিলাষী হইয়া কোনক্রমেই ক্ষান্ত হইতেছেন না; তন্নিমিত্ত ভূমিই[৭] বহুগুণসম্পন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; অতএব তুমি তাহার গুণকীর্ত্তন কর। হে সঞ্জয়! তুমি অমিততেজাঃ[৮] ব্যাসদেবের প্রসাদে দিব্যবুদ্ধি[৯] ও জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়াছ; অতএব কুরুক্ষেত্রে সহস্র-সহস্র, কোটি-কোটি, অর্ব্বুদ-অর্ব্বুদ বীরপুরুষ যে সকল দেশ ও নগর হইতে আগমন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারও পরিমাণ শ্রবণ করিতে বাসনা করি।"

১। আনন্দযুক্ত। ২। অকাতর। ৩। মালাসমূহ। ৪। পশু-বলের। ৫। অনিবার্য্য—ফিরাইয়া আনার অযোগ্য। ৬। অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতি এই চারি প্রকার অঙ্গে গঠিত সৈন্য।

১। সামর্থ্যবিৎ। ২। স্ত্রী-সহবাসে বিমুখ। ৩। সত্যসঙ্কল্প—কর্ত্তব্যে দৃঢ়। ৪। পঞ্চাশ জন। ৫। অটল উদ্যমী। ৬। বহু সৈন্য। ৭। পৃথিবী রাজ্য। ৮। অসীম তেজস্বী। ৯। সদ্বুদ্ধি।

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি জ্ঞানচক্ষু; আমি আপনাকে নমস্কার করিয়া প্রজ্ঞানুসারে ভূমির সমুদয় গুণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ভূত[১] দুই প্রকার;—স্থাবর[২] ও জঙ্গম[৩]। জঙ্গম তিন প্রকার;—অণ্ডজ[৪], স্বেদজ[৫] ও জরায়ুজ[৬]। এই ত্রিবিধ জঙ্গমের মধ্যে জরায়ুজই শ্রেষ্ঠ; তাহার মধ্যে বিবিধ রূপধারী যজ্ঞের সাধন ও প্রবর্ত্তক পশুই প্রধান; তাহাদিগের মধ্যে সাতটি অরণ্যবাসী ও সাতটি গ্রামবাসী, এই চতুর্দ্দশ প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, বানর ও ভল্লুক, এই সাতটি অরণ্যবাসী; আর গো, ছাগ, মেষ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বতর[৭] ও গর্দ্দভ, এই সাতটি গ্রামবাসী বলিয়া পরিগণিত হয়। হে মহারাজ! এই চতুর্দ্দশ প্রকার ভেদ বেদে নির্দ্দিষ্ট ও ইহাতে যাগ-যজ্ঞ-সমুদয় প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রাম্যের মধ্যে মনুষ্য ও অরণ্যবাসীর মধ্যে সিংহই শ্রেষ্ঠ। এই সকল জীব পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সমুদয় স্থাবর উদ্ভিজ্জ[৮]; তন্মধ্যে বৃক্ষ, গুল্ম[৯], লতা[১০], বল্লী[১১] ও ত্বক্‌সার[১২] তৃণজাতি, এই পাঁচ প্রকার প্রভেদ কল্পিত হইয়াছে। এই উনবিংশতি প্রকার স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত পঞ্চ মহাভূত[১৩]সহ মিলিত হইয়া চতুর্ব্বিংশতি প্রকার হইতেছে; লোকে ইহাকে চতুর্ব্বিংশতিবর্ণাত্মিকা গায়ত্রী[১৪] বলিয়া নির্দ্দেশ করে। যিনি এই সর্ব্ব-গুণযুক্ত অতি পবিত্র গায়ত্রী সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন, তাঁহার আর ইহলোকে বিনাশ নাই[১৫]। ভূমি হইতে সমস্ত উৎপন্ন ও ভূমিতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ভূমি সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান ও ভূমিই নিত্য। যাহার ভূমি আছে, তাহারই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ বশীভূত। ভূপালগণ এই ভূমি লাভের নিমিত্তই একান্ত লোলুপ হইয়া পরস্পর বিনষ্ট হইয়া থাকেন।"

১। প্রাণী। ২। স্থিতিশীল বৃক্ষাদি। ৩। গতিশীল পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি। ৪—৬। ডিম্ব হইতে জাত—পক্ষী, সর্প, সরীসৃপাদি; ঘর্ম্মাদি ক্লেদ হইতে জাত—ছারপোকাদি কীট; জরায়ুজ—জরায়ু নামক নারী-গর্ভস্থ যন্ত্রমধ্যে জাত—পশু, মনুষ্য প্রভৃতি। ৭। গর্দ্দভ হইতে ঘোটকীতে জাত—খচ্চর। ৮। ভূমি ভেদপূর্ব্বক জাত। ৯। ডালপালাশূন্য ছোট ছোট গাছের ঝাড়—কুশাদি। ১০। বৃক্ষের আশ্রয়ে বর্দ্ধিত—গুড়ূচী প্রভৃতি। ১১। মৃত্তিকায় বিস্তৃত—কুমড়া, ফুটি প্রভৃতির লতা। ১২। বেণা—বেণা। ১৩—১৫। ব্রাহ্মণগণের মোক্ষদায়ক যে ব্রহ্ম-গায়ত্রী, তাহার অক্ষর অর্থাৎ বর্ণ ২৪টি। স্থূল দেহ সৃষ্টির উপাদানও ২৪টি;—ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ (জল), তেজ, মরুৎ (বায়ু), আকাশ, এই পঞ্চভূত; ইহার গ্রাহ্য বিষয় গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি; ইহার গ্রাহক—নাসিকা, রসনা, চক্ষু, ত্বক্ ও কর্ণ এই পাঁচ আন্তর ইন্দ্রিয়; ইহাদের সহকারী—হস্ত, পাদ, মুখ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ বাহ্য ইন্দ্রিয়; ইহাতে যোগ হয়—প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার এই চারিটি—সমষ্টিতে চতুর্ব্বিংশতি। ইহার নাম চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব, ভূমি-জয়প্রস-ইহার অবতারণা, অতএব ইহা ভোগিজনজপ্য গায়ত্রী। ইহার তত্ত্ব চতুর্ব্বিংশতি। তাহা অনুবাদে উক্ত। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গায়ত্রীর ইঙ্গিত আছে। অনুবাদে এই গায়ত্রীকে সর্ব্বত্র চতুর্ব্বিংশতি বর্ণাত্মিকা বলা হইয়াছে, মূলে ও নীলকণ্ঠ টীকায় বর্ণ অক্ষরের কথা নাই; হয় ত বা ব্রহ্মগায়ত্রীর ২৪টি অক্ষর দৃষ্টে ইহাকে চতুর্ব্বিংশতিবর্ণাত্মিকা বলা হইয়া থাকিবে। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মিকা বলিলে বোধ হয় কোন গোল থাকে না।

১। রাজ্য।

পঞ্চম অধ্যায়

জম্বুদ্বীপের অবতারণা।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! নদী, পর্ব্বত, জনপদ[১], কানন প্রভৃতি যে সকল পদার্থ ভূতল আশ্রয় করিয়া আছে, তাহাদের নাম ও সমস্ত পৃথিবীর প্রমাণ কীর্ত্তন কর।" সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এই পঞ্চ মহাভূত দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছে; এই নিমিত্ত মনীষিগণ ঐ সকল পদার্থকে তুল্যরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ভূমি, এই পঞ্চ মহাভূত উত্তরোত্তর সমধিক গুণসম্পন্ন, তত্ত্ববিৎ মহর্ষিগণ কহিয়াছেন—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটি ভূমির গুণ; অতএব ভূমিই প্রধান। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এই চারিটি সলিলের গুণ; তাহাতে কেবল গন্ধ নাই। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটি তেজের গুণ; শব্দ ও স্পর্শ, এই দুইটি বায়ুর গুণ এবং একমাত্র শব্দই আকাশের গুণ। হে মহারাজ! পঞ্চভূতাত্মক লোকমধ্যে এই পাঁচটি গুণ বিদ্যমান আছে। এই সকল গুণ সমভাব অবলম্বন করিলে পরস্পর প্রশান্তভাবে অবস্থান করে ও পরস্পর বিষমভাব ধারণ করিলে দেহী দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত গুণ আনুপূর্ব্বিক উৎপন্ন হইয়া আনুপূর্ব্বিক বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই সকল গুণ ঈশ্বরতুল্য অপরিমেয়; তৎসমুদয়ের

১। রাজ্য।

পরিমাণ করা নিতান্ত দুষ্কর। প্রত্যেক পাদর্থেই পাঞ্চভৌতিক প্রকৃতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; মনুষ্যগণ তর্ক দ্বারা ঐ পঞ্চভূতময় পদার্থপুঞ্জের প্রমাণ নির্দ্দেশ করে। কিন্তু যে সমস্ত পদার্থ অচিন্তনীয়, তাহা তর্ক দ্বারা নির্দ্দেশ করা নিতান্ত কঠিন।

হে মহারাজ! এক্ষণে জম্বুদ্বীপের বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। উহার অপর নাম সুদর্শন দ্বীপ; ঐ দ্বীপ চক্রাকার, নিতান্ত দুর্লক্ষ্য, নদী ও জলে সমাচ্ছন্ন; মেঘসন্নিভ পর্ব্বত, বিবিধ নগর, সুরম্য জনপদ ও ফলপুষ্পে সুশোভিত পাদপনিবহে সমাকীর্ণ ও চতুর্দ্দিকে লবণ-সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে। যেমন মনুষ্য দর্পণতলে আপনার মুখ-মণ্ডলের প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করে, তদ্রূপ জম্বুদ্বীপের প্রতিবিম্ব চন্দ্রমণ্ডলে[১] পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। এই জম্বুদ্বীপের দুই অংশ পিপ্পলস্থান[২] ও দুই অংশ মহাশশস্থান[৩]; তাহার চতুর্দ্দিক্ সর্ব্বপ্রকার ওষধি এবং সলিলরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত। হে রাজন্! এক্ষণে জম্বুদ্বীপের অবশিষ্ট বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

পর্ব্বতাদি দ্বারা জম্বুদ্বীপের পরিচয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি দ্বীপের বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলে; এক্ষণে উহা বিস্তৃতরূপে বর্ণন কর। তুমি সকল বিষয়েরই তত্ত্বজ্ঞ; অতএব শশস্থানে যে সমস্ত ভূভাগ পরিদৃশ্যমান হয়, তাহার পরিমাণ কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে পিপ্পল-স্থানের বিষয় বর্ণনা করিবে।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, বৈদূর্য্যমণিময় নীল, শশিসঙ্কাশ[১] শ্বেত ও সর্ব্ব-ধাতুসম্পন্ন শৃঙ্গবান্[২] এই ছয়টি পর্ব্বত একাকার; এই সকল পর্ব্বত পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত; তথায় সিদ্ধ ও চারণগণ নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন। এই ছয় পর্ব্বত সহস্র-সহস্র যোজন[৩] অন্তরে অবস্থিত; তন্মধ্যে নানা জনপদ প্রতিষ্ঠিত ও সকল প্রকার প্রাণী অধিষ্ঠিত আছে; ইহাই ভারতবর্ষ[৪]। হিমালয়ের উত্তরে হৈমবতবর্ষ ও হেম-কূটের উত্তরে হরিবর্ষ। নীল-পর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধ-গিরির উত্তরে মাল্যবান্ পর্ব্বত; উহা পূর্ব্ব-সমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। তদ্রূপ গন্ধমাদন-পর্ব্বতও নীল-পর্ব্বতের দক্ষিণ এবং নিষধ-পর্ব্বতের উত্তরে অবস্থিত হইয়া পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত সমুজ্জ্বল, ধূমহীন অগ্নির ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন, সুবর্ণময় সহস্র-সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ সুমেরুগিরি নীল ও নিষধ পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত আছে। উহা ভূগর্ভে ষোড়শ যোজন প্রবিষ্ট ও ঊর্দ্ধে চতুরশীতি যোজন-উন্নত; লোক সমুদয় উহার ঊর্দ্ধ, অধ ও পার্শ্বপ্রদেশ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বু ও উত্তরকুরু, এই চারিটি দ্বীপ ইহার পার্শ্বদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে। পুণ্যশীল ব্যক্তিরা উত্তরকুরুদ্বীপে সুরম্য আশ্রয়-সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একদা পক্ষিরাজ গরুড়ের আত্মজ সুমুখ সুমেরু পর্ব্বতে সুবর্ণময় পক্ষিসকল নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিল, এই সুমেরু-পর্ব্বতে পক্ষিগণের কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ নাই; উত্তম, মধ্যম, ও অধম সকলেই এক-প্রকার; অতএব ইহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই বিবেচনায় উহা পরিত্যাগ করিয়া উত্তর-কুরুতে গমন করিল। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রধান সূর্য্যদেব, চন্দ্রমা, নক্ষত্রগণ ও দক্ষিণানিল নিরন্তর মেরু প্রদক্ষিণ করিতেছেন। তথায় বৃক্ষ-সকল ফল-পুষ্পে সুশোভিত; প্রাসাদ[৫] সমুদয় সুবর্ণে অলঙ্কৃত; দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, অপ্সরা ও রাক্ষসগণ সর্ব্বদা তথায় বিহার করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, রুদ্র ও সুররাজ ইন্দ্র, ইঁহারা তথায় সমবেত হইয়া

১—৩। "পিপ্পল অর্থাৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ দ্বারা এবং মহাশশ অর্থাৎ চন্দ্রের মধ্যস্থিত মৃগ-মুণ্ডাকৃতি শশক চিহ্ন দ্বারা জম্বুদ্বীপের চারিটি অংশ চিহ্নিত করা হইয়াছে।" উক্ত পিপ্পল ও মহাশশ এই পদার্থ দ্বয়ের অন্তর্গূঢ় অপর অর্থও আছে। বিরাটপুরুষের মন হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি, সেই চন্দ্রমণ্ডল নামক মনের এক অংশ কার্য্য-করণরূপ—জীবাত্মস্বরূপ স্থূল সূক্ষ্ম—দুইটি অশ্বত্থ বৃক্ষ। গীতায় এই অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষকে বিশ্বময় ব্রহ্মের রূপক করা হইয়াছে। সেই মনের অপর অংশে মহান্ পরমাত্মা শীঘ্রগতিবিশিষ্ট নিয়ন্তা ও নিয়ামকরূপে দুইটি শশকের মত জীব ও ঈশ্বর ভাবে অধিষ্ঠিত আছেন।

১। চন্দ্রতুল্য কান্তি। ২। শৃঙ্গযুক্ত। ৩। চারি ক্রোশে এক যোজন। ৪। সর্ব্বত্র বর্ষশব্দ স্থানবাচক। ৫। অট্টালিকা।

বহুদক্ষিণ[১] বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; তৎকালে তুম্বুরু[২], নারদ[৩], বিশ্বা[৪]বসু ও হাহা[৫]হূহূ ইঁহারা তথায় গমন করিয়া তাঁহাদিগকে স্তব করিয়া থাকেন। সপ্তর্ষিগণ ও প্রজাপতি কশ্যপ প্রতিপর্ব্বে তথায় গমন করেন। তাহার শৃঙ্গে দৈত্যগুরু শুক্র সতত বিহার করিয়া থাকেন এবং রত্নপর্ব্বত-সকল তাঁহারই অধিকৃত। যক্ষাধিপতি কুবের সেই শুক্র হইতে রত্নের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়া তাহার ষোড়শাংশ মনুষ্যদিগকে প্রদান করেন।

সুমেরু-পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে প্রস্তর স্তূপ হইতে সমুত্থিত, পুষ্পগুচ্ছে সুশোভিত, পরম রমণীয় কর্ণিকার[৬] বন বিরাজিত রহিয়াছে। তথায় ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতি পার্ব্বতী সমভিব্যাহারে চরণাবলম্বিনী[৭] কর্ণিকারময়ী মালা ধারণপূর্ব্বক ভূতগণপরিবৃত হইয়া বিহার করিয়া থাকেন; তাঁহার নেত্রত্রয় উদিত দিবাকরের ন্যায় সাতিশয় সমুজ্জ্বল। সত্যবাদী তপঃপরায়ণ সিদ্ধগণ সতত তাঁহাকে নিরীক্ষণ করেন; দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিরা কদাচ তাঁহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না। সেই সুমেরুর শিখর হইতে সাধুজনসেবিতা, বিশ্বরূপা, অতি পবিত্র, শুভ্রসলিলসম্পন্না, ভগবতী ভাগীরথী অনবরত অতি গভীর, ভয়ঙ্কর ঝর্ঝর-শব্দে মহাবেগে 'চন্দ্রমা' হ্রদে নিপতিত হইতেছেন। তাহা হইতেই সাগরসদৃশ ঐ মহাহ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে। পর্ব্বতগণও যাঁহাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই, ভগবান্ শূলপাণি সেই গঙ্গাকে শত-সহস্র বৎসর মস্তকে ধারণ করিয়াছেন।

সুমেরুর পশ্চিম-পার্শ্বে কেতুমাল নামে এক মহাজনপদ আছে। তত্রত্য পুরুষসকল সুবর্ণবর্ণ ও নারীগণ অপ্সরাসদৃশ; তাঁহাদিগের রোগ-শোকের সম্পর্ক নাই; তাহারা দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকিয়া নিরন্তর সন্তুষ্টমনে কালযাপন করে। যক্ষরাজ কুবের রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে অপ্সরাগণপরিবৃত হইয়া তৎসন্নিহিত গন্ধমাদন-শৃঙ্গে বিহার করিয়া থাকেন। গন্ধমাদনের উত্তর-পার্শ্বে বহুসংখ্যক গণ্ডশৈল[৮] আছে; তত্রত্য পুরুষগণ কৃষ্ণবর্ণ, মহাবলপরাক্রান্ত ও তেজস্বী; মহিলাসকল পদ্মবর্ণ এবং প্রিয়দর্শন; একাদশ সহস্র বৎসর তাহাদিগের পরমায়ু। হিমালয়-পর্ব্বতের দক্ষিণে ভারতবর্ষ, উত্তরে হৈমবতবর্ষ, হেমকূট-পর্ব্বতের উত্তরে হরিবর্ষ, নিষধপর্ব্বতের উত্তরে ইলাবৃতবর্ষ, নীল-পর্ব্বতের উত্তরে শ্বেতবর্ষ, শ্বেত-পর্ব্বতের উত্তরে হৈরণ্যকবর্ষ, তাহার পর ঐরাবতবর্ষ; এই সাতটি বর্ষ শরাসনাকার[৯] ধারণ করিয়া ভূপৃষ্ঠে সন্নিবেশিত আছে। এই সমস্ত বর্ষের গুণ এবং প্রাণিগণের আয়ুঃ-পরিমাণ, স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট; তত্রত্য প্রাণিসকল সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। হে মহারাজ! এই পৃথিবী এইরূপ বহুদিন পর্ব্বত দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হেমকূট-কৈলাস নামে রমণীয় অতি বিশাল এক পর্ব্বত আছে; তথায় যক্ষরাজ কুবের গুহ্যকদিগের সহিত বিহার করেন। হেমকূট-কৈলাসের উত্তরে মৈনাক-পর্ব্বত সন্নিহিত হিরণ্যশৃঙ্গ নামে অতি বৃহৎ মণিময় এক পর্ব্বত আছে; তাহার পার্শ্বে কাঞ্চনময়-বালুকাপরিশোভিত অতি রমণীয় বিন্দুসর নামে সরোবর সন্নিবেশিত রহিয়াছে; তথায় মহারাজ ভগীরথ ভগবতী গঙ্গার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন; সেই সরোবরতীরে মণিময় যূপ ও হিরণ্ময় চৈত্য[১]-সকল নিখাত[২] আছে; দেবরাজ ইন্দ্র তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তথায় সর্ব্বলোকস্রষ্টা অমিততেজাঃ[৩] ভগবান্ ভূতপতি রুদ্র অখিল লোক কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া থাকেন; সেই স্থানে নরনারায়ণ, ব্রহ্মা, মনু ও স্থাণু ইঁহারা বিরাজ করেন। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রথমে এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; পরে বসোকসারা, নলিনী, সরস্বতী, বসুনদী, সীতা, গঙ্গা ও সিন্ধু এই সাতটি ধারায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হয়েন। এই সকল ধারা অচিন্তনীয় ও দিব্যগুণসম্পন্না; যুগ-প্রলয়ের অবসানে এই স্থানে ঋষি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। পূর্ব্বোক্ত সাতটি দিব্য গঙ্গা ত্রিলোকে বিশ্রুত আছেন; তন্মধ্যে সরস্বতী কোন কোন স্থানে দৃশ্যা ও কোন স্থানে অদৃশ্যা হইয়া থাকেন।

হিমাচলে রাক্ষস, হেমকূটে গুহ্যক, নিষধে সর্প ও নাগ, গোকর্ণে তপোধন, শ্বেত-পর্ব্বতে সমস্ত

১। প্রচুর দক্ষিণাসাধ্য। ২—৫। ইঁহারা গন্ধর্ব্বগণের প্রধান। ৬। সোঁদাল। ৭। পদ পর্য্যন্ত বিলম্বিতা। ৮। পর্ব্বতপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত।

১। ধনুকের আকৃতি। ২। যজ্ঞীয় যূপ—পশুবন্ধনের খোঁটা। ৩। মৃত্তিকার পোতা। ৪। অতুলনীয় তেজোযুক্ত।

দেবাসুর, নিষধে গন্ধর্ব্ব ও নীল-পর্ব্বতে ব্রহ্মর্ষিগণ বাস করিয়া থাকেন। শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত দেবগণের বিচরণ-স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। হে রাজন্! যে সাতটি বর্ষ কীর্ত্তন করিলাম, তাহাতে স্থিতিশীল বৃক্ষাদি ও গতিশীল পশু, পক্ষী, মানব প্রভৃতি প্রাণি-সমুদয় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাদিগের দৈবী ও মানুষী সমৃদ্ধি বিবিধ প্রকার; উহা নির্ণয় করা নিতান্ত দুষ্কর, কিন্তু মঙ্গলার্থী ব্যক্তির তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা করা একান্ত বিধেয়। হে রাজন্! আপনি যে শশস্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শশস্থানের উত্তর ও দক্ষিণপার্শ্বে দুইটি বর্ষ আছে; নাগদ্বীপ ও কাশ্যপ-দ্বীপ শশ-স্থানের কর্ণস্বরূপ; হে রাজন্! তামার পাতের ন্যায় শিলাসংযুক্ত সুশোভিত যে মলয় পর্ব্বত আছে, তাহা জম্বুদ্বীপস্থ শশস্থানের দ্বিতীয় অবয়বস্বরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।"

——

সপ্তম অধ্যায়

উত্তরকুরু-বিবরণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি সুমেরু-পর্ব্বতের অন্য পার্শ্ব এবং মাল্যবান্ পর্ব্বতের বিষয় সম্যক্ কীর্ত্তন কর।" সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সুমেরুর উত্তর ও নীল-পর্ব্বতের দক্ষিণ-পার্শ্বে সিদ্ধগণ-নিষেবিত অতি পবিত্র উত্তরকুরু প্রতিষ্ঠিত আছে। তথায় বৃক্ষ সকল প্রতিনিয়ত মধুর রসসম্পন্ন সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধি কুসুমনিচয় প্রসব করে; সেই স্থানে সর্ব্বপ্রকার কাম্যফলপ্রদ কতকগুলি বৃক্ষ আছে; তাহারা সকলের মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া থাকে। অপর ক্ষীরি নামে কতকগুলি বৃক্ষ আছে, তাহারা অমৃতোপম ক্ষীরধারা বর্ষণ এবং ছয় প্রকার রস ক্ষরণ করিয়া থাকে। এই বৃক্ষের ফল হইতে বস্ত্র ও আভরণ-সমূহ উৎপন্ন হয়। সেই স্থানের সমস্ত ভূভাগ মণিময় ও সূক্ষ্ম কাঞ্চন-বালুকাসম্পন্ন। কোন কোন ভূমিখণ্ড হীরক, বৈদূর্য্য ও পদ্মরাগতুল্য অতি রমণীয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তত্রত্য পুষ্করিণী-সকল পঙ্কশূন্য ও মনোরম; তাহার সলিল সমুদয় ঋতুতে সাতিশয় স্বাদু ও সুখস্পর্শ হইয়া থাকে। মনুষ্য-সকল দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তথায় জন্মগ্রহণ করে; তাহারা সকলেই প্রিয়দর্শন ও বিশুদ্ধ বংশসমুদ্ভূত। স্ত্রী-সকল অপ্সরাসদৃশ। সেই স্থানের সমুদয় লোক ক্ষীরি-পাদপের অমৃতসদৃশ ক্ষীর পান করিয়া থাকে। তথায় চক্রবাক-যুগলের ন্যায় নরমিথুন[১] এককালে জন্মগ্রহণ করিয়া সমভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়। তাহারা তুল্য-রূপগুণসম্পন্ন, তুল্যবেশ-সুশোভিত, রোগশূন্য ও নিত্যসন্তুষ্ট। তাহারা একাদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে এবং কেহ কাহাকে কখন পরিত্যাগ করে না। তাহারা কলেবর পরিত্যাগ করিলে তীক্ষ্ণতুণ্ডসম্পন্ন[২] অতি ভয়ঙ্কর মহাবল ভারুণ্ড[৩] নামক পক্ষিসকল তাহাদিগের মৃতদেহ হরণ করিয়া গিরিগুহায় নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

জম্বুদ্বীপের নামোৎপত্তির কারণ

হে মহারাজ! আমি বিস্তৃতভাবে উত্তরকুরুর বিষয়ে কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে সুমেরুর পূর্ব্বপার্শ্বের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—তথায় ভদ্রাশ্ব নামে এক প্রধান প্রদেশ আছে; সেই প্রদেশে ভদ্রশালবন ও এক যোজন উন্নত কালাম্র বৃক্ষ রহিয়াছে। কালাম্র-বৃক্ষ প্রতিনিয়ত ফল-পুষ্প প্রসব করে এবং সিদ্ধ ও চারণগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া থাকে। তথায় পুরুষ-সকল মহাবল-পরাক্রান্ত, তেজস্বী ও শ্বেতবর্ণ; স্ত্রীলোকেরা কুমুদবর্ণ ও প্রিয়-দর্শন। তাহাদের মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ও গাত্র অতি শীতল; তাহারা সকলেই নৃত্য-গীতে নিতান্ত অনুরক্ত। তথায় সকলেই স্থিরযৌবন ও দশ সহস্র বসর জীবিত থাকে এবং কালাম্রফলের রস পান করে। নীল-পর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধের উত্তরে সুদর্শন নামে এক সনাতন জম্বু-বৃক্ষ[৪] আছে; এই নিমিত্ত ইহা জম্বুদ্বীপ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ জম্বুবৃক্ষ সকলকেই অভিলষিত ফল প্রদান করে এবং সিদ্ধ চারণগণ নিরন্তর উহার সেবা করিয়া থাকেন; এই গগনস্পর্শী বৃক্ষ শত-সহস্র যোজন উন্নত; উহার ফলের বিশাল আকার দুই সহস্র পাঁচ শত অরত্নি[৫]। ঐ জম্বুফল রসভরে বিদীর্ণ হইয়া পতনকালে অতি গভীর শব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে।

১। স্ত্রী-পুরুষ। ২। কঠিন ঠোঁটযুক্ত। ৩। ভাড়ুই পাখী। ৪। জামগাছ। ৫। তিন পোয়া হাত—কনুই হইতে কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর মূল পর্য্যন্ত।

ঐ ফল হইতে সুবর্ণসন্নিভ রস নির্গত ও নদীরূপে পরিণত হইয়া সুমেরুকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক উত্তর-কুরুতে প্রবাহিত হইতেছে; জম্বুফলের রস পান করিলে জম্বুদ্বীপবাসিগণের অন্তঃকরণে শান্তিসঞ্চার হয়; পিপাসা ও জরাজনিত ক্লেশের লেশও থাকে না। তথায় ইন্দ্রগোপসঙ্কাশ[১], অতি ভাস্বর দেবগণের ভূষণ জাম্বুনদ নামক কনক উৎপন্ন হয়। সেই স্থানে মানবসকল তরুণ দিবাকরতুল্য দীপ্তিসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

মাল্যবান্ পর্ব্বতের শিখরদেশে সংবর্ত্তক নামে কালাগ্নি নিরন্তর পরিদৃশ্যমান হইতে থাকে; তথায় গণ্ডশৈল সকল সুশোভিত আছে। মাল্যবান্ পর্ব্বত পঞ্চাশৎ সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ; সেই স্থানে সুবর্ণবর্ণ মনুষ্যসকল জন্মগ্রহণ করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক ঊর্দ্ধরেতাঃ[২] হইয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই দেবলোক-পরিভ্রষ্ট ও ব্রহ্মবাদী, তাঁহারা প্রাণিগণের রক্ষাবিধান করিবার নিমিত্ত সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ষট্‌ষষ্টি-সহস্র ব্যক্তি দিবাকরকে পরিবৃত করিয়া অরুণের অগ্রে গমন করেন এবং ষট্‌ষষ্টি সহস্র বৎসর সূর্য্যতাপে তাপিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া থাকেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিবিধ বর্ষপ্রসঙ্গে শাণ্ডিলী-অধিষ্ঠান কথন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি বর্ষ, পর্ব্বত ও পর্ব্বতবাসীদিগের নাম নির্দ্দেশ কর।" সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! শ্বেতপর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধ-গিরির উত্তরে রমণক নামে এক বর্ষ আছে; তথায় মনুষ্য-সকল শুক্লবংশ-সমুৎপন্ন, প্রিয়দর্শন ও শত্রু-বিহীন। নীলপর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধের উত্তরে হিরণ্ময় নামে বর্ষ আছে; হৈরণ্বতা নামে এক স্রোতস্বতী তথায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে সর্পরাজ গরুড় অবস্থান করেন; তত্রত্য মনুষ্য-সকল যক্ষের অনুগত, মহাবলপরাক্রান্ত, প্রিয়দর্শন, সতত হৃষ্টচিত্ত ও বিপুলধনশালী। এই সকল বর্ষ-বাসী মানবেরা দুই সহস্র পাঁচ শত বৎসর জীবিত থাকে।

১। ইন্দ্রগোপ কীটতুল্য কান্তি। ২। অখণ্ডিত-ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন।

শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের তিনটি শৃঙ্গ আছে; তন্মধ্যে একটি মণিময়, একটি রজতময় এবং একটি সর্ব্ব-রত্নময় ও সুরম্য গৃহপরিশোভিত, তথায় অসামান্য প্রভাশালিনী শাণ্ডিলী নামে এক দেবী বিরাজিতা আছেন। শৃঙ্গবানের উত্তরে সাগরপারে ঐরাবত বর্ষ; তথায় দিবাকর উত্তাপ প্রদান করেন না এবং মনুষ্যেরা কদাচ জরাগ্রস্ত হয় না। চন্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল-সমভিব্যাহারে তাহার চতুর্দ্দিকে আলোক প্রদান করিয়া থাকেন। তথায় পদ্মবর্ণ, পদ্মনেত্র ও পদ্ম-গন্ধসম্পন্ন মনুষ্যগণ জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহারা দেবলোকচ্যুত, ঘর্ম্মসম্পর্কশূন্য, গন্ধপ্রিয়, নিরাহার, জিতেন্দ্রিয় ও পাপশূন্য। তত্রত্য মানবেরা ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। ভগবান্ নারায়ণ ক্ষীর-সাগরের উত্তরে কনকময় অনলবর্ণ, দৈবপ্রভাবসম্পন্ন, মনের ন্যায় বেগবান্, সুবর্ণভূষিত, অষ্টচক্রে চালিত রথে উপবিষ্ট থাকেন, তিনি সর্ব্বভূতের বিভু; তিনি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, তিনি সমস্ত করেন ও করাইয়া থাকেন; তিনি পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু, তেজ ও যজ্ঞস্বরূপ এবং হুতাশন তাঁহার আনন।"

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুত্রদিগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে সঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সঞ্জয়! কালই যে বিশ্ব বিনষ্ট ও পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতেছে, তাহার আর সংশয় নাই। এই পৃথিবীর কোন পদার্থই নিত্য নহে। ভগবান্ নর ও নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভূতের সংহর্ত্তা। দেবগণ তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠ ও মনুষ্যেরা বিষ্ণু বলিয়া থাকে।"

নবম অধ্যায়

ভারতবর্ষ-বর্ণন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যে ভারতবর্ষে এই সমুদয় সৈন্য একত্রিত হইয়াছে, আমার পুত্র দুর্য্যোধন ও পাণ্ডুতনয়গণ যাহা গ্রহণে নিতান্ত লোলুপ হইয়াছে, এবং যাহার প্রতি আমার চিত্ত নিতান্ত অনুরক্ত আছে, তুমি সেই ভারতবর্ষের যথার্থ বৃত্তান্ত বর্ণন কর, আমি তোমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ বলিয়া জ্ঞান করি।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! পাণ্ডবগণ ভারতবর্ষ গ্রহণে একান্ত অভিলাষী নহেন; দুর্য্যোধন ও শকুনিই উহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত লোলুপ হইয়াছেন। অন্যান্য নানা জনপদের অধীশ্বর ক্ষত্রিয়গণ এই ভারতবর্ষ গ্রহণ করিবার মানসে কেহ কাহাকে ক্ষমা করেন না; এই ভারতবর্ষ দেবরাজ ইন্দ্র, বৈবস্বত মনু, বেণনন্দন পৃথু, মহাত্মা ইক্ষ্বাকু, যযাতি, অম্বরীষ, মুচুকুন্দ, উশীনরতনয় শিবি, মহারাজ ঋষভ, ঐল, নৃগ, কুশিক, গাধি, সোমক ও দিলীপ প্রভৃতি অন্যান্য বলবান্ ক্ষত্রিয়বর্গের নিতান্ত প্রিয়।

যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার প্রশ্নানুসারে এই ভারতবর্ষের বিষয় আমার জ্ঞানানুসারে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান্, গন্ধমাদন, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র, এই সাতটি কুলপর্ব্বত। ইহাদের সমীপবর্ত্তী সারবান বিচিত্র সানুযুক্ত সহস্র-সহস্র পর্ব্বত আছে; ঐ সমুদয় জনসমাজে অবিজ্ঞাত। এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক অপরিজ্ঞাত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে; ক্ষুদ্র লোকেরা ঐ সকল গিরিতে বাস করে।

ভারতীয় পবিত্র নদী

হে রাজন্! এই ভারতবর্ষমধ্যে যে সমুদয় নদী আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন;—গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, বাহুদা, মহানদী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, দৃষদ্বতী, স্থূলবালুকাসম্পন্ন বিপাশা, বেত্রবতী, কৃষ্ণবেণা, ইরাবতী, বিতস্তা, পয়োষ্ণী, দেবিকা, বেদস্মৃতা, বেদবতী, বেদশিরা, ইক্ষুমালবী, করীষিণী, চিত্রসেনা, চিত্রবহা, গোমতী, গণ্ডকী, পাপহারিণী, বন্দনা, কৌশিকী, ত্রিদিবা, কৃত্যা, নিচিতা, লোহতারণী, রহস্যা, শতকুম্ভা, সরযূ, চর্ম্মণ্বতী, বেত্রবতী, চন্দ্রভাগা, হস্তিসোমা, দিক্; শরাবতী, বিপাপা, পরা, ভীমরথী, কাবেরী, চুলকা, বীণা, শতবলা, নীবারা, মহিতা, সুপ্রয়োগা, পবিত্রা, কুণ্ডলা, রাজনী, পুরোমালিনী, পূর্ব্বাভিরামা, বীরা, ভীমা, ওঘবতী, পলাশিনী, মহেন্দ্রা, পাটলাবতী, অসিক্নী, কুশচিরা, মকরী, প্রবরা, মেনা, হেমা, ধৃতবতী, পুরাবতী, অনুষ্ণা, শৈব্যা, কাপী, সদানীরা, অধৃষ্যা, কুশধারা, সদাক্রান্তা, শিবা, বীরবতী, বাস্তু, সুবাস্তু, গৌরী, কম্পনা, হিরণ্বতী, বরা, বীরঙ্করা, পঞ্চমী, রথচিত্রা, জ্যোতিরথা, বিশ্বামিত্রা, কপিঞ্জলা, উপেন্দ্রা, বহুলা, কুশচীরা, মধুবাহিনী, বিনদী, পিঙ্গলা, বেণা, ভুজবেণা, বিদিশা, কৃষ্ণবেণা, তাম্রা, কপিলা, শলু, সুষামা, বেদাশ্বা, হরিপ্রায়া, মহোপমা, শীঘ্রা, পিচ্ছিলা, ভারদ্বাজী, কৌষিকী, শোণা, বহুদা, চন্দ্রমা, দুর্গমন্ত্রশিলা, ব্রহ্মবোধ্যা, বৃতস্বতী, যবক্ষা, রোহী, জাম্বুনদী, সুনসা, তমসা, দাসী, বসা, বরুণা, অসি, নালা, ধৃতিমতী, পূর্ণাশা, মহানদী, তামসী, বৃষভা, ব্রহ্মমেধ্যা, বৃহদ্বতী, কৃষ্ণা, মন্দবাহিনী, ব্রহ্মাণী, মহাগৌরী, দুর্গা, চিত্রোপলা, চিত্ররথা, মঞ্জুলা, বাহিনী, মন্দাকিনী, বৈতরণী, কোশা, মুক্তিমতী মনিঙ্গা, পুষ্পবেণী, উৎপলাবতী, লোহিত্যা, করতোয়া, বৃষকা, কুমারী, ঋষিকুল্যা, মারিষা ও সর্ব্বসঙ্গা। এই সমুদয় মহাফলপ্রদ নদী সকল লোকের মাতৃস্বরূপ এবং আর্য্য, ম্লেচ্ছ ও অন্যান্য সঙ্করজাতি এই সকল নদীর জল পান করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সহস্র সহস্র অপ্রকাশিত নদী আছে।

প্রসিদ্ধ রাজ্য

হে মহারাজ! আমি স্বীয় স্মরণানুসারে নদীসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে জনপদ-সকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—কুরুপাঞ্চাল, শাল্ব, মাদ্রেয়জাঙ্গল, শূরসেন, কলিঙ্গ, বোধ, মাল, মৎস্য, মুকুট, সৌবল্য, কুন্তল, কাশী, কৌশল, চেদি, মৎস্য, করূষ, ভোজ, সিন্ধু, পুলিন্দ, উত্তম, দশার্ণ, মেকল, উৎকল, পাঞ্চাল, কৌশিক, নৈকপৃষ্ঠ, ধুরন্ধর, সোধ, মত্রভূজিঙ্গ, অপরকাশী, জঠর, কুকুর, দশার্ণকুকুর, কুন্তি, অবন্তি, অপর কুন্তি, গোমন্ত, মন্দক, ষণ্ড, বিদর্ভ, রূপবাহিক, অশ্বক, পাংশুরাষ্ট্র, গোপরাষ্ট্র, করীতি, অধিরাজ্য, কুলাত্থ, মল্লরাষ্ট্র, কেরল, বারপাশ্ব, অপবাহ, চক্র, বক্রাতপ, শক, বিদেহ, মাগধ, স্বহ্ম, মলয়, বিজয়, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, যকৃল্লোম, মল্ল, মুদেল্ল, প্রহ্লাদ, মাহিক, সাসিক, বাহ্লীক, বাটধান, আভীর, কালযোজক, অপরান্ত, পরান্ত পহ্লব, চর্ম্মমণ্ডল, অটবীশিখর, মেরুভূত, উপাবৃত্ত, অনুপাবৃত্ত, সুরাষ্ট্র, কেকয়, কুট্টাপরান্ত, মাহেয়, কক্ষ, সামুদ্রনিষ্কুট, অন্ধ্র, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, অঙ্গমলজ, মাগধ, মানবর্জ্জক, মুহ্যমর্ত্তব, প্রাবৃষেয়, ভার্গব, পুণ্ড্র, ভার্গ, কিরাত, সুদেষ্ণ, যামুন, শাক, নিষাদ, নিষধ, আনর্ত্ত,

নৈর্ঋত, দুর্গল, পূতিমাস্য, কুন্তল, কুশল, তীরগ্রহ, সুরসেন, ঈজক, কন্যকাগুণ, তিলভার, শমীর, মধুমত্ত, সুকন্দক, কাশ্মীর, সিন্ধুসৌবীর, গান্ধার, দর্শক, অভীসার, উতূল, শৈবাল, বাহ্লীক, দর্ব্বী, বানবাদুর্ব্ব, বাতজ, আমরথ, উরগ, বাহুবাধ, কৌরব, সুদামা, সুমল্লিক, বন্ধ, করীষক, কুলিন্দোপত্যকা, বাতায়ন, দশার্ণ, রোমা, কুশবিন্দু, কক্ষ, গোপালকক্ষ, জাঙ্গল, কুরুবর্ণক, কিরাত, বর্ব্বর, সিদ্ধ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্ত, ঔড্র, পৌণ্ড্র, সৈসিকত ও পার্ব্বতীয়।

হে মহারাজ! এই সমুদয় দেশ ব্যতীত দক্ষিণ-দিকস্থ কতিপয় জনপদ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—দ্রাবিড়, কেরল, প্রাচ্য, মূষিক, বনবাসক, কর্ণাটক, মাহিষক, বিকল্প, মূর্ষিক, জিল্লিক, কুন্তল, সৌহৃদ, নগকানন, কৌকুটক, চোল, কোঙ্কণ, মালবান্নক, সমঙ্গ, কর, কুকুর, অঙ্গার, মারিষ, ধ্বজিনী, উৎসব-সঙ্কেত, ত্রিগর্ত্ত, শাল্বসেনি, বক, কোকরক, প্রোষ্ঠ, সোমবেগবশ, বিন্ধচুলক, পুলিন্দ, কল্কল, মালব, মল্লব, অপরবল্লভ, কুলিন্দ, কালব, কুণ্টক, করট, মূষক, তনবাল, সনীয়, আঘাট, সুঞ্জয়, অলিন্দ, পাশিবাট, তনয়, সুনয়, দশীবিদর্ভ, কান্তিক, তঙ্গন, পরতঙ্গন, উত্তরম্লেচ্ছ, অপরম্লেচ্ছ, ক্রূর, যবন, চীন, কাম্বোজ, সকৃদ্‌গ্রাহ, কুলত্থ, হূণ, পারসিক, রমণ, দশমালিক, যোনিবেশ, দরদ, কাশ্মীর, পত্তি, খশীর, অন্তচার, পহ্নব, গিরি-গহ্বর, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, স্তনযোষিক, প্রোষক, কলিঙ্গ, তোমর, হংসমার্গ ও করভঞ্জক।

হে মহারাজ! আমি আপনার নিকট যে সমুদয় দেশের নাম কীর্ত্তন করিলাম, ইহাতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গোপ ও ম্লেচ্ছ প্রভৃতি নানাবিধ জাতি আছে। ঐ সকল দেশ ভিন্ন পূর্ব্ব-উত্তরে অন্যান্য বহুবিধ জনপদ আছে। হে রাজন্! ভূমি সম্যক্ প্রতিপালিত হইলে কামধেনুর ন্যায় অর্থ প্রদান করে। এই নিমিত্ত ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ মহাবলপরাক্রান্ত ভূপতিগণ ভূমিলাভার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন। ভূমি দেব ও মানবগণের একমাত্র শরণ; কুক্কুর যেমন মাংসলোভে পরস্পর বিবাদ করে, তদ্রূপ ভূপতিগণ পৃথিবী-ভোগ-বাসনায় পরস্পর কলহ করিয়া থাকেন। অদ্যাপি কামোপভোগে কাহারও তৃপ্তিলাভ হয় নাই, তন্নিমিত্তই কৌরব ও পাণ্ডবগণ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা ভূমিপরিগ্রহে যত্নবান্ হইয়াছেন। হে মহারাজ! সম্যক্ অধিকৃতা ভূমি পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও স্বর্গস্বরূপ।"

দশম অধ্যায়

সত্যাদি যুগের স্থিতিকাল-পরিমাণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এই ভারতবর্ষ, হৈমবতবর্ষ ও হরিবর্ষস্থ সমস্ত লোকের আয়ু, বল এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান শুভাশুভ বৃত্তান্ত বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এই ভারতবর্ষে প্রথমে সত্য, তৎপরে ত্রেতা, তদনন্তর দ্বাপর ও পরিশেষে কলি, এই চারি যুগ ক্রমান্বয়ে প্রবর্ত্তিত হয়। সত্যযুগে আয়ুঃসংখ্যা চারি সহস্র বৎসর, ত্রেতাযুগে আয়ুঃসংখ্যা তিন সহস্র বৎসর, দ্বাপরযুগে আয়ুঃসংখ্যা দ্বিসহস্র বৎসর; কলিযুগের আয়ুঃসংখ্যার স্থিরতা নাই। এই যুগে প্রাণিগণ কেহ কেহ গর্ভাবস্থায়, কেহ কেহ বা জাতমাত্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। সত্যযুগে মানবগণ মহাবলপরাক্রান্ত, বুদ্ধিমান্, সারবান্, ধনবান্, প্রিয়দর্শন হন। তাঁহাদের শত সহস্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা মহোৎসাহসম্পন্ন, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও তপোধন মুনি হইয়া থাকেন। ত্রেতায় প্রিয়দর্শন, দৃঢ়কায়, অসীম বীর্য্যসম্পন্ন, মহাধনুর্দ্ধর, যুদ্ধবিশারদ, চক্রবর্ত্তী মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ সমুৎপন্ন হয়েন। দ্বাপরে সমুদয় বর্ণই বীর্য্যবান্, মহোৎসাহসম্পন্ন ও সর্ব্বদা পরস্পর জয়াভিলাষী হইয়া থাকে, এই সময় হইতে মনুষ্যগণের গুণ হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। কলিযুগের পুরুষগণ অল্পতেজাঃ, ক্রোধনস্বভাব, লুব্ধপ্রকৃতি ও মিথ্যাপরায়ণ হইয়া থাকে; লোকের মনে ঈর্ষা, অভিমান, ক্রোধ, কপটতা, অসূয়া, বিষয়ভোগে আসক্তি ও লোভ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। হে রাজন্! উৎকৃষ্ট গুণশালী হৈমবতবর্ষ এবং হরিবর্ষও এইরূপ।"

জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়

ভূমিপর্ব্বাধ্যায়—দ্বীপ-সমুদ্রাদির পরিমাণ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি জম্বুখণ্ডের বিষয়ে কীর্ত্তন করিলে, এক্ষণে ইহার বিস্তার, পরিমাণ, সমুদ্রের প্রকৃত প্রমাণ এবং শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, শাল্মলীদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর বিষয় কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! বহুসংখ্যক দ্বীপ এই পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। এক্ষণে সপ্ত দ্বীপ, চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—জম্বুদ্বীপ অষ্টাদশ সহস্র ছয় শত যোজন বিস্তীর্ণ। লবণ-সমুদ্রের বিস্তার ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ; ঐ সাগর নানা জনপদসমাকীর্ণ, রত্নপ্রবালাদি নানা মণি-ভূষিত, অনেক ধাতুসম্পন্ন, পর্ব্বতরাজি-পরিশোভিত, সিদ্ধচারণসঙ্কুল ও নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। এক্ষণে ন্যায়ানুসারে শাকদ্বীপের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন—জম্বুদ্বীপের যেরূপ বিস্তার কীর্ত্তিত হইল, শাকদ্বীপ তদপেক্ষা দ্বিগুণ এবং ইহার সাগর জম্বুদ্বীপের সাগর অপেক্ষাও দ্বিগুণ বিস্তীর্ণ। এই শাকদ্বীপ ক্ষীরসাগরে পরিবেষ্টিত, তথায় কতিপয় পবিত্র জনপদ-সকল অধিষ্ঠিত আছে। তত্রত্য মনুষ্যগণ কদাচ অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হয় না, তাহারা সকলেই তেজ ও ক্ষমাসম্পন্ন। ঐ স্থানে দুর্ভিক্ষজনিত ক্লেশের লেশমাত্র সহ্য করিতে হয় না। হে মহারাজ! আমি শাকদ্বীপের সংক্ষেপ-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয়, বলুন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি শাকদ্বীপের সংক্ষেপ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, এক্ষণে উহা বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন কর।"

শাকদ্বীপের বিস্তৃত বৃত্তান্ত

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! "শাকদ্বীপে মণি-বিভূষিত সাতটি পর্ব্বত ও নানারত্নের আকর[১] নদী সকল প্রবাহিত আছে। তথায় সমস্ত বিষয়ই গুণসম্পন্ন ও অতি পবিত্র দেবর্ষিগণসেবিত মহাগিরি মেরুই সর্ব্বপ্রধান। উহার পশ্চিমে মলয়পর্ব্বত বিস্তীর্ণ আছে, সেই পর্ব্বত হইতে মেঘ-সকল সঞ্চালিত হইয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার পূর্ব্বদিকে জলধর নামক এক বৃহৎ পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবরাজ ইন্দ্র সেই স্থান হইতেই সলিল গ্রহণপূর্ব্বক বর্ষাকালে বর্ষণ করেন। তাহার পর অতি উন্নত রৈবতকপর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে; ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশানুসারে তথায় রেবতী নক্ষত্র নিত্য আকাশে উদিত হয়। সুমেরুর উত্তরে অতি উন্নত, নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামল উজ্জ্বলকান্তিসম্পন্ন শ্যামগিরি প্রতিষ্ঠিত আছে; এই পর্ব্বতের শ্যামবর্ণ হেতু তত্রত্য মনুষ্যগণ শ্যামবর্ণ হইয়া থাকে।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তত্রত্য মনুষ্যগণ কিরূপে শ্যামলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই বিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় জন্মিয়াছে।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সকল দ্বীপেই গৌর, কৃষ্ণ ও তদুভয়ের মিশ্রবর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু এই গিরি হইতে শ্যামবর্ণ মাত্র হইয়া থাকে; এই জন্যই এই গিরি শ্যামগিরি বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্যামগিরির পর অতি উন্নত দুর্গ-শৈল, তথায় কেশর-সম্পন্ন[১] সিংহ জন্মগ্রহণ করে ও কুঙ্কুমবাহী সমীরণ সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই সকল পর্ব্বতের বিস্তার উত্তরোত্তর দ্বিগুণ[২], এই সকল পর্ব্বতের মহামেরু, মহাকাশ, জলদ, কুমুদ, উত্তর, জলধার ও সুকুমার, এই সাতটি বর্ষ[৩] আছে। রৈবত-পর্ব্বতের কৌমারবর্ষ, শ্যামগিরির মণিকাঞ্চনবর্ষ, কেদার পর্ব্বতের মোদাকীবর্ষ এবং দুর্গ-শৈলের মহাপুরুষবর্ষ কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার পর মহাপুমান্ নামে এক পর্ব্বত আছে; তাহার পরিমাণ জম্বুদ্বীপের তুল্য; সেই গিরি শাকদ্বীপের বেষ্টন-রূপে বিদ্যমান। শাকদ্বীপে শাক নামে এক বৃক্ষ আছে। তাহার পরিমাণ জম্বুদ্বীপের জম্বুবৃক্ষের অনুরূপ। প্রজা-সকল ঐ বৃক্ষের উপাসক। ঐ পর্ব্বতে অতি পবিত্র জনপদ-সকল সন্নিবেশিত আছে। তত্রত্য মানবগণ ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করিয়া থাকে; সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ তথায় সতত গমন করেন। প্রজা-সকল চারি বর্ণে বিভক্ত, দীর্ঘজীবী ও স্ব স্ব ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত; তথায়

১। উৎপত্তিস্থান।

১। জটাযুক্ত—সিংহের মাথায় দুই ধার দিয়া যে জটার মত বিলম্বিত থাকে, তাহাকে কেশর কহে। ২। একটির দ্বিগুণ অপরটি, তৎপরবর্ত্তী পর্ব্বত—পূর্ব্ববর্ত্তী পর্ব্বতের দ্বিগুণ এই প্রকার। ৩। বর্ষ—সমীপস্থ বিখ্যাত পর্ব্বত, উহাকে বর্ষপর্ব্বতও বলা হয়।

চৌর-ভয় নাই, জরামৃত্যুর অধিকার নাই। যেমন বর্ষাকালে নদী-সকল পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ প্রজারাও ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তথায় বহুশাখায় বিভক্ত গঙ্গা, সুকুমারী, কুমারী, সীতা, কাবেরকা, মহানদী, মণিজলা, বংক্ষু ও বর্দ্ধনিকা, এই সকল নদী প্রবাহিত হইতেছে; ইহা ভিন্ন শত সহস্র পবিত্রসলিলা নদীও বর্ত্তমান আছে। সুরপতি সেই সমুদয়ের সলিল গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র বর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই সমস্ত নদীর নাম ও পরিমাণ করা নিতান্ত সুকঠিন। সেই স্থানে মৃগ, মশক, মানস ও মন্দগ, এই চারিটি জনপদ আছে। মৃগদেশে স্বকর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, মশকদেশে সর্ব্বকামপ্রদ পরমধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়েরা বাস করিয়া থাকেন, মানসদেশ স্বধর্ম্মপরায়ণ সর্ব্বকামসম্পন্ন মহাবীর বৈশ্যগণের বাসস্থান এবং মন্দগদেশে ধর্ম্মশীল শূদ্রেরা বাস করে। সেই সকল স্থানে রাজা নাই, রাজদণ্ডের ভয় নাই এবং দণ্ডধারী পুরুষও নাই। তত্রত্য মানবগণ স্বধর্ম্ম দ্বারা পরস্পরকে রক্ষা করেন। হে মহারাজ! সমধিক দীপ্তিশালী শাকদ্বীপের বিষয় এই পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিতে পারা যায়, আর এই সকল বিষয়ই শ্রোতব্য।"

দ্বাদশ অধ্যায়

কুশদ্বীপাদি বহুবিধ দ্বীপ-বর্ণনা

"হে মহারাজ! উত্তরদিকস্থ দ্বীপ-সমুদয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ সমুদয় দ্বীপে ঘৃতসমুদ্র, দধিসমুদ্র, সুরাসমুদ্র ও জলসমুদ্র সন্নিবেশিত আছে। উক্ত দ্বীপ-সকলের পরিমাণ উত্তরোত্তর দ্বিগুণ এবং উহারা সমুদ্রে পরিবেষ্টিত। মধ্যমদ্বীপে মনঃশিলা[১]ময় গৌর-পর্ব্বত আছে; পশ্চিমদ্বীপে নারায়ণের সখা কৃষ্ণপর্ব্বত; ভগবান্ কেশব স্বয়ং উহাতে দিব্য রত্ন-সমুদয় সংস্থাপন করেন। তিনি ঐ স্থানে প্রসন্ন হইয়া প্রজাগণের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন। কুশদ্বীপের অধিবাসী জনগণ কুশস্তম্বের[২] ও শাল্মলী-দ্বীপস্থ ব্যক্তিরা শাল্মলীর[৩] অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিবাসী চারি বর্ণ নিরন্তর রত্ননিকর-পরিপূর্ণ মহাক্রৌঞ্চ-গিরির উপাসনা করিয়া থাকে।

হে মহারাজ! কুশদ্বীপের প্রথম পর্ব্বত গোমন্ত, ঐ গিরি সর্ব্বধাতুতে রঞ্জিত ও বিদ্রুমে সমাকীর্ণ; ঐ পর্ব্বতে কমললোচন প্রভু নারায়ণ মুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গত হইয়া সতত বাস করেন। দ্বীপের দ্বিতীয় পর্ব্বত হেমময় হেমগিরি; তৃতীয় দ্যুতিমান্ কুমুদ-পর্ব্বত; চতুর্থ পুষ্পবান্; পঞ্চম কুশেশয়; ষষ্ঠ হরিপর্ব্বত। এই ছয়টি পর্ব্বতোত্তম কুশদ্বীপে অধিষ্ঠিত আছে; উহাদের পরস্পরের দূরত্ব উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। কুশদ্বীপের প্রথম বর্ষের নাম ঔদ্ভিদ; দ্বিতীয় বর্ষ বেণুমণ্ডল; তৃতীয় সুরথাকার; চতুর্থ কম্বল; পঞ্চম ধৃতিমৎ; ষষ্ঠ প্রভাকর; সপ্তম কাপিল। এই সাতটি বর্ষ প্রধান। এই সমুদয় বর্ষে দেব, গন্ধর্ব্ব ও মানবগণ সতত আনন্দিত-চিত্তে বিহার করিয়া থাকেন। এই সকল স্থানের অধিবাসী অল্পায়ু হয় না; এই সকল স্থানে দস্যু বা ম্লেচ্ছজাতির সম্পর্ক নাই; ঐ বর্ষসমুদয়ের মানবগণ গৌরবর্ণ ও সুকুমার-কলেবর।

হে কুরুরাজ! এক্ষণে অন্যান্য দ্বীপের বৃত্তান্ত আমার জ্ঞানানুসারে কীর্ত্তন করিতেছি; স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে মহাপর্ব্বত আছে। ক্রৌঞ্চের পর বামন, তাহার পর অন্ধকারক, তৎপরে মৈনাক, তদনন্তর গোবিন্দ, গোবিন্দের পর নিবিড়-পর্ব্বত বর্ত্তমান আছে। এই সমস্ত পর্ব্বতের পরস্পর দূরত্ব উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। ঐ সকল পর্ব্বতে যে যে দেশ আছে, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে কুশল-দেশ ও বামন-পর্ব্বতে মনোনুগ-দেশ, তাহার পর উষ্ণ-দেশ, তাহার পর প্রাবরক-দেশ, তাহার পর অন্ধকারকদেশ, তাহার পর মুনি-দেশ, মুনিদেশের পর দুন্দুভি-স্বন-দেশ প্রতিষ্ঠিত আছে। দুন্দুভিস্বন-দেশ সিদ্ধ ও চারণগণে সমাকীর্ণ; তত্রত্য সমুদয় অধিবাসিগণ প্রায় শুক্লবর্ণ। হে মহারাজ! যে সকল দেশের উল্লেখ করিলাম, তৎসমুদয় দেব ও গন্ধর্ব্বগণের নিবাসভূমি।

পুষ্করদ্বীপে প্রভূত মণিরত্নসম্পন্ন পুষ্কর নামে এক পর্ব্বত আছে। ভগবান্ প্রজাপতি স্বয়ং তথায় বাস করেন; দেব ও মহর্ষিগণ স্তুতিবাক্য দ্বারা নিত্য তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপে বিবিধ

১। হরিতাল। ২। খোঁটায় মত দণ্ডায়মান মিলিত কুশরাশির। ৩। শিমুল বৃক্ষের।

রত্নজাত সমুৎপন্ন হয়। হে ভূপাল! যে সকল দ্বীপের নাম কীর্ত্তন করিলাম, ঐ সমুদয় দ্বীপস্থ প্রজাগণের ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ইন্দ্রিয়-সংযম ও আরোগ্য প্রশংসনীয়; তাহাদের আয়ুঃপ্রমাণ উত্তরোত্তর দ্বিগুণ এবং কর্ম্মও এক প্রকার, কিছুমাত্র ভেদ নাই। এই সকল দ্বীপের মধ্যে এক জনপদ আছে। সর্ব্বলোকেশ্বর ভগবান প্রজাপতি স্বয়ং দণ্ডধারণ করিয়া উক্ত দ্বীপ-সমুদয় রক্ষা করিয়া তথায় অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি মঙ্গলদায়ক রাজা, তিনি পিতা ও পিতামহ; তিনি কি জড়, কি পণ্ডিত, সমুদয় প্রজাগণকেই রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই জনপদে প্রজাগণের সমীপে সুসিদ্ধ ভোজন-দ্রব্যজাত স্বয়ং সমুপস্থিত হয়; তাহারা তাহাই ভক্ষণ করিয়া কালযাপন করে।

শ্বেতদ্বীপের পর সম নামে চতুরস্র[১] ত্রয়স্ত্রিংশৎ[২] মণ্ডল[৩] দৃষ্ট হয়; ঐ স্থানে বামন, ঐরাবত, সুপ্রতীক প্রভৃতি লোকবিখ্যাত দিগ্‌গজগণ[৪] অবস্থিতি করে। দিগ্‌গজগণের পরিমাণ স্থির করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে মহারাজ! ঐ স্থানে দশদিক্ হইতে বায়ু বহিতে থাকে; দিগ্‌গজগণ প্রফুল্ল কমলসদৃশ স্ব স্ব শুণ্ড দ্বারা সেই বায়ু গ্রহণ করিয়া অনবরত নিক্ষেপ করিতেছে। সেই দিগ্‌গজমুক্ত বায়ু এ স্থানে আগমন করিয়া প্রজাগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছে।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি দ্বীপ-সমুদয়ের বিষয় বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করিলে, এক্ষণে চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর প্রমাণ কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! দ্বীপ-সমুদ্রের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি; এক্ষণে রাহুর পরিমাণ শ্রবণ করুন। রাহুগ্রহ মণ্ডলাকার; তাহার ব্যাস[৫] দ্বাদশ সহস্র যোজন ও পরিধি[৬] ষট্‌ত্রিংশৎ[৭] সহস্র যোজন। অন্যান্য পুরাণবেত্তারা কহেন, রাহুর পরিমাণ ষট্‌সহস্র যোজন। চন্দ্রের ব্যাস একাদশ সহস্র যোজন ও পরিধি ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র যোজন; মতান্তরে তাহার পরিমাণ একোনষষ্টি[৮] সহস্র যোজন। সূর্য্যের ব্যাস দশ সহস্র ও পরিধি ত্রিংশৎ[৯] সহস্র যোজন; মতান্তরে তাহার পরিমাণ অষ্টশত[১০] যোজন। শীঘ্রগামী ভগবান্ সূর্য্যের পরিমাণ এইরূপ স্থির হইয়াছে। হে রাজন্! রাহু যথাকালে চন্দ্র ও সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে; চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর এই বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। আপনি জ্ঞানচক্ষু; আমি আপনার আদেশানুসারে জগতের নির্ম্মাণ প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তান্ত যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি স্বয়ং শান্তিপক্ষ আশ্রয় করিয়া স্বীয় পুত্র দুর্য্যোধনকে আশ্বাস প্রদান করুন। যে ক্ষত্রিয় এই ভূমিপর্ব্ব শ্রবণ করে, তাহার শ্রীলাভ, অর্থসিদ্ধি এবং আয়ু, বল ও তেজের বৃদ্ধি হয়। যে মহীপাল পর্ব্বাহ্নে[১] সংযত হইয়া ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের প্রীতিলাভ হয়। আমরা ভারতবর্ষে বাস করিতেছি, পূর্ব্বতন ব্যক্তিগণ ইহাতে বাস করিয়া যে প্রকার পুণ্যকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় আপনি শ্রুত হইয়াছেন।"

ভূমিপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১। চতুষ্কোণ। ২। তেত্রিশ। ৩। রাজ্য। ৪। দিক্‌রক্ষক হস্তী। ৫। বৃত্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মধ্যস্থলের ব্যবধান। ৬। বৃত্তের বহির্ভাগের বেষ্টনীর পরিমাণ। ৭। ছত্রিশ। ৮। উনষাট্। ৯। ত্রিশ। ১০। আট শত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভগবদ্গীতাপর্ব্বাধ্যায়—ভীষ্মের নিধনবার্ত্তা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানজ্ঞ, সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী সঞ্জয় রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত ও চিন্তাপরায়ণ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সহসা সমুপস্থিত হইয়া দীনবচনে কহিলেন, "মহারাজ! আমি সঞ্জয়, আপনাকে নমস্কার করি। ভরতগণের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন *; যিনি যোদ্ধাগণের অগ্রগণ্য ও ধনুর্দ্ধরগণের আশ্রয়, আজি সেই কুরুপিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন; আপনার পুত্র যাঁহার বীর্য্য-আশ্রয় করিয়া দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত ও সমরশায়ী হইয়াছেন; যিনি কাশী নগরীর মহাযুদ্ধে সমবেত সমস্ত পৃথিবীপালকে

১। পূর্ণিমাদি পুণ্যদিনে।

* পৃথিবীবিবরণ বলিতে বলিতে যুদ্ধের পূর্ব্বঘটনা সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া সঞ্জয় একবারে ভীষ্মের নিধনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। এ সম্বন্ধে প্রসঙ্গসঙ্গতি এই যে—ভীষ্ম-বধবার্ত্তায় বিস্মিত ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ বাসনায় গীতার প্রথমেই প্রশ্ন করিবেন—"ধর্ম্মক্ষেত্রে·····কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়।" ইত্যাদি। সেইখানেই সঞ্জয় অর্জ্জুনের বিষাদান্তে শঙ্খশব্দে যুদ্ধ ঘোষণা হইতে সমস্ত বীরবধাদি বৃত্তান্ত বর্ণন করিবেন।

একরথে পরাজিত করিয়াছিলেন, পরশুরাম যাঁহাকে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই, আজি সেই ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে সংহারপ্রাপ্ত হইয়াছেন; যিনি শৌর্য্যে মহেন্দ্রের ন্যায়, স্থৈর্য্যে গিরীন্দ্রের[১] ন্যায়, সহিষ্ণুতায়[২] পৃথিবীর ন্যায়, ও গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, আজি সেই ভীষ্ম বাণদন্ত[৩], ধনুর্ব্বক্ত্র[৪] খড়্গজিহ্ব[৫], দুরাসদ[৬], নরসিংহ[৭] পাঞ্চালপুত্রের হস্তে নিপাতিত হইলেন। পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য যাঁহাকে সমরোদ্যত নিরীক্ষণ করিয়া সিংহভীত গোসমূহের ন্যায় ভয়ে ও উদ্বেগে কম্পমান হইয়াছিল, আজি সেই বীরঘাতী মহাবীর ভীষ্ম দশ রাত্র আপনার সেনাগণকে রক্ষা ও দুষ্কর কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিয়া আদিত্যের ন্যায় অস্তপ্রাপ্ত হইয়াছেন; যিনি ইন্দ্রের ন্যায় অক্ষুব্ধ-চিত্তে সহস্র সহস্র শরবর্ষণ করিয়া দশ দিকে দশ কোটি যোদ্ধাকে নিঃশেষিত করিয়াছেন, আজি সেই ভীষ্ম দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণায়[৮] অযোগ্য ব্যক্তির ন্যায় নিহত হইয়া বাতভগ্ন[৯] তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইয়াছেন।"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ভীষ্মনিধন শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের ত্রাস

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "সঞ্জয়! বাসবসদৃশ[১০] কুরুচূড়ামণি[১১] ভীষ্ম কি প্রকারে শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়া রথ হইতে নিপাতিত হইলেন? যে দেবকল্প বীর পিতার নিমিত্ত[১২] ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমার পুত্রগণ সেই ভীষ্মের অভাবে কিরূপে অবস্থান করিতেছে? সেই মহাপ্রাজ্ঞ, মহোৎসাহ, মহাবল, মহাত্মা ভীষ্ম নিহত হওয়াতে তাহাদিগের মন কি প্রকার হইয়াছে? সেই কুরুকুলশ্রেষ্ঠ মহাবীরকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমার মন নিতান্ত কাতর হইতেছে। হে সঞ্জয়! তিনি যুদ্ধযাত্রা করিলে কাহারা তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল, কাহারা পুরোবর্ত্তী[১৩] ছিল, কাহারা তাঁহার নিকটে অবস্থান করিয়াছিল, কাহারা তাঁহার নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল, কোন্ সকল বীর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল এবং সেই মহারথ অরিসৈন্যে প্রবেশ করিলে কোন্ শৌর্য্যশালী পুরুষেরাই বা তাঁহার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিয়াছিল? যেমন দিবাকর তমোরাশি[১] বিনষ্ট করেন, সেইরূপ যে মহাবীর পরসৈন্য[২] পরাহত[৩] করিয়াছিলেন ও শত্রুগণের ভয় উৎপাদনপূর্ব্বক দুস্তর[৪] কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়াছেন, কোন্ দুর্দ্ধর্ষ কৃতী[৫] আজ সেই ভীষ্মকে নিবারিত করিয়াছে? তুমি কি নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলে?

হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ কি প্রকারে শান্তনুনন্দনকে সমরে নিবারিত করিল? যুধিষ্ঠির কি প্রকারে সেই সেনান্তক[১], বাণদন্ত, তরস্বী, বিস্তৃতানন, ভীষণমূর্ত্তি, শত্রুসৈন্যের গ্রাসকারী, খড়্গজিহ্ব, দুর্দ্ধর্ষ, অসামান্য পুরুষবর, হ্রীমান্[২], অপরাজিত, উগ্রধন্বা[৩], প্রধান রথারোহী, পরমস্তকচ্ছেদী[৪] ভীষ্মকে নিবারিত করিল? পাণ্ডবগণের মহাসৈন্য যাঁহাকে সমরোদ্যত ও কালাগ্নির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ দেখিয়া মৃত্যুগ্রস্তের ন্যায় হস্ত-পাদ বিক্ষেপ করিত; তিনি দশ রাত্র পরসৈন্যগণকে আক্রমণ ও দুষ্কর কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া আদিত্যের ন্যায় অস্তপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যে পুরুষ ইন্দ্রের ন্যায় অক্ষয় শরনিকর[৫] বর্ষণপূর্ব্বক দশ দিনের যুদ্ধে দশ কোটি যোদ্ধা নিহত করিয়াছিলেন, তিনি আজি আমার দুষ্টমন্ত্রণায় অযোগ্যরূপে[৬] নিহত হইয়া বাতভগ্ন তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইয়াছেন।

হে সঞ্জয়! পাঞ্চালদিগের সেনাগণ কি প্রকারে ভীষণপরাক্রম ভীষ্মকে প্রহার করিতে সমর্থ হইল, পাণ্ডবগণ কি প্রকারে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিল, দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিতে ভীষ্ম কি নিমিত্ত জয়ী হইতে পারিলেন না, ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য সন্নিহিত[৭] থাকিতে যোদ্ধৃপ্রধান ভীষ্ম কি নিমিত্ত নিধন প্রাপ্ত হইলেন এবং পাঞ্চালপুত্র শিখণ্ডী কি প্রকারে দেবগণের দুরাক্রম্য সেই অতিরথ ভীষ্মকে সমরে সংহার করিল?

১। হিমালয়ের। ২। সহগুণে। ৩। যাঁহার দন্ত সুতীক্ষ্ণ বাণতুল্য। ৪। যাঁহার মুখের হাঁ ধনুকতুল্য প্রসারিত—ভয়াবহ। ৫। যাঁহার জিহ্বা তরবারীর মত লম্বলকে। ৬। অন্যের অনাক্রমণীয়। ৭। পুরুষশ্রেষ্ঠ। ৮। দুষ্ট পরামর্শে। ৯। বায়ু দ্বারা ভগ্ন। ১০। ইন্দ্রতুল্য। ১১। কুরুকুলের মুকুটস্বরূপ। ১২। অভিপ্রায়ে। ১৩। অগ্রবর্ত্তী।

১। কোন্ কোন্। ২। অন্ধকার। ৩। বিপক্ষ সৈন্য—শত্রুসেনা। ৪। বিনাশ। ৫। দুঃসাধ্য। ৬। কার্য্যকুশল। ৭। সেনাগণের যমস্বরূপ—সৈন্য বিনাশক। ৮। লজ্জাশীল। ১। ভীষণ যোদ্ধা। ১০। শত্রুর মস্তকচ্ছেদনকর্ত্তা। ১১। বাণসমূহ। ১২। অন্যায়ভাবে। ১৩। নিকটে বিদ্যমান।

যিনি সংগ্রামকালে প্রতিনিয়ত মহাবল পরশুরামের সমক্ষেও স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেন, যিনি পরশুরাম কর্ত্তৃক অপরাজিত ও ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত, সেই ভীষ্ম কি প্রকারে নিহত হইলেন, বল ; আমরা তাঁহার মৃত্যুতে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়াছি। আমাদের কোন্ সকল মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্মকে পরিত্যাগ করেন নাই ? কোন্ সকল বীর দুর্য্যোধনের আদেশ অনুসারে ভীষ্মকে পরিবৃত[১] করিয়াছিলেন ? শিখণ্ডী প্রভৃতি সকলে যখন ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিয়াছিল, তখন কৌরবগণ কি ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়াছিল ? আমার হৃদয় প্রস্তরময় ও নিতান্ত কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই ; এই নিমিত্তই পুরুষোত্তম ভীষ্মের মৃত্যু শ্রবণ করিয়াও তাহা বিদীর্ণ হইতেছে না। যে দুর্দ্ধর্ষ পুরুষ অপ্রমেয় সত্য, মেধা, অস্ত্র ও নীতির আশ্রয়, তিনি আজ কি প্রকারে নিহত হইলেন ? ভীষ্মরূপ সমুন্নত মহামেঘ, মৌর্ব্বী-গর্জ্জন, ধনুর্জ্যা-নিরূপ[২] পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণের উপর বাণরূপ বারিধারা বর্ষণপূর্ব্বক দানবান্তকারী দেবরাজের ন্যায় অরাতিরথ[৩] সমুদয় নিপাতিত করিয়াছেন। অস্ত্র-সকল সাগর, শরনিকর জলজন্তু, কার্ম্মুক-সকল ঊর্ম্মি, গদা ও খড়্গসকল মকর, গজ ও তুরঙ্গ আবর্ত্ত, পদাতিসকল মৎস্য, শঙ্খদুন্দুভিধ্বনিসকল তরঙ্গশব্দ ; এই সাগরের ক্ষয় নাই ; ইহাতে দ্বীপ নাই ও ভেলাও নাই ; যে পরবীরবিনাশী[৪] ভীষ্ম তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পদাতি ও রথ-সমুদয় এই দুষ্পার সাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকেন, যাঁহার কোপ অনলের ন্যায় ও যাঁহার তেজে শত্রুগণ পরিতাপিত[৫] হয়, বেলাভূমির সাগররোধের[৬] ন্যায় কোন্ সকল বীর তাঁহাকে অবরুদ্ধ[৭] করিয়াছিল ?

শত্রুবিনাশন ভীষ্ম যখন দুর্য্যোধনের হিতার্থ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন কাহারা তাঁহার পুরোবর্ত্তী হইয়াছিল, কাহারা তাঁহার দক্ষিণ দিক্ রক্ষা করিয়াছিল, কাহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠভাগে শত্রুগণকে নিবারণ করিয়াছিল, কাহারা তাঁহার অগ্রভাগে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল, কাহারা তাঁহার উত্তর-চক্র[১] রক্ষা করিয়াছিল, কাহারা তাঁহার বামচক্রে অবস্থান করিয়া সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিয়াছিল, কাহারা অতি দুর্গম পুরোবর্ত্তী সৈন্যগণের পুরোভাগ রক্ষা করিয়াছিল, কাহারা অতি দুর্গতি ভোগ করিয়া পার্শ্বদেশ রক্ষা করিয়াছিল এবং কাহারাই বা সৈন্যদলে অবস্থান করিয়া পর-বীরগণের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিয়াছিল ? হে সঞ্জয় ! বীরগণ ভীষ্মকে কি প্রকারে রক্ষা করিয়াছিল এবং বীরগণই বা ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া কি নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সৈন্যগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই ? পাণ্ডবগণ কিরূপে হিরণ্যগর্ভসদৃশ[২] ভীষ্মকে প্রহার করিতে সমর্থ হইয়াছিল ?

কৌরবগণ যে দ্বীপের[৩] আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন, তাহার নিমজ্জনসংবাদ[৪] কহিতেছ ; আমার প্রচুর বলসম্পন্ন পুত্র যাঁহার বীর্য্য আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণকে গণনা করিত না, শত্রুগণ কি প্রকারে তাঁহার প্রাণসংহার করিল ? পূর্ব্বে দেবগণ দানবসংহারসময়ে[৫] যে মহারথ যুদ্ধদুর্ম্মদ ভীষ্মের সাহায্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, যে পুত্রের জন্মগ্রহণে ভুবনবিখ্যাত শান্তনু শোক, দৈন্য ও দুঃখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তুমি কি প্রকারে কহিতেছ, সেই ভুবনবিখ্যাত, প্রধান আশ্রয়, প্রাজ্ঞ, স্বধর্ম্মনিরত, শৌচাচারপরায়ণ[৬], বেদবেদাঙ্গের[৭] তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্ম প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন ? সর্ব্বাস্ত্রে সুশিক্ষিত, শান্ত, দান্ত, মনস্বী শান্তনুনন্দন প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া বোধ হইতেছে যে, অবশিষ্ট সমুদয় বলও নিহত হইয়াছে। যখন পাণ্ডবগণ বৃদ্ধ গুরুকে বিনষ্ট করিয়া রাজ্য ইচ্ছা করিতেছে, তখন বোধ হয়, ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্মের বলই অধিক। পূর্ব্বে সর্ব্বাস্ত্রবিৎ[৮] পরশুরাম অম্বার নিমিত্ত সমরোদ্যত হইয়া যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, পুরন্দরের সমকক্ষ ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য সেই ভীষ্মের মৃত্যুসংবাদ কহিতেছ ; ইহা অপেক্ষা দুঃখের

১। বেষ্টন। ২। ধনুকের টঙ্কার শব্দরূপ। ৩। শত্রুর পক্ষে প্রধান যোদ্ধা। ৪। শত্রুপক্ষীয় বীরগণের বধকারী। ৫। পরিতাপ প্রাপ্ত। ৬। তীর অতিক্রম করিয়া উপরে জল উঠিতে বাধাদানের। ৭। রুদ্ধগতি—আটক।

১। অগ্রভাগ। ২। ব্রহ্মার তুল্য। ৩। দুর্গম সমুদ্ররূপ ভীষ্মের। ৪। জলমগ্ন হওয়ার কথা। ৫। দৈত্যবধকালে। ৬। পবিত্র আচারনিষ্ঠ। ৭। ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ববেদের এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষশাস্ত্রের। ৮। সমগ্র অস্ত্রে অভিজ্ঞ।

বিষয় আর কি আছে? যিনি পরবীরঘাতী[১] ক্ষত্রিয়ান্তকারী[২] জামদগ্ন্যের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই, সেই মহাবুদ্ধি ভীষ্ম আজি শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইলেন! অতএব দ্রুপদনন্দন শিখণ্ডী তেজ, বীর্য্য ও বলে মহাবীর্য্য পরশুরাম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিখণ্ডী যখন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত ভীষ্মকে সংহার করে, তখন কোন্ সকল বীর অনুগমন করিয়াছিল?

হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণের সহিত ভীষ্মের কি প্রকার যুদ্ধ হইয়াছিল, কীর্ত্তন কর। আজি আমার পুত্রের সেনা অনাথা যোষার ন্যায়, গোপহীন গোকুলের[৩] ন্যায় সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দেখ, সমরকালে সমুদয় লোকের পৌরুষ[৪] যাঁহার উপর নির্ভর করে, সেই ভীষ্ম পরলোকগত হওয়াতে আমাদের মন কি প্রকার হইয়াছে! আর তিনি জীবিত থাকিতেই বা আমাদের কিরূপ সামর্থ্য ছিল! অগাধ সলিলে[৫] নৌকা মগ্ন হইলে যেরূপ দুঃখ হয়, বোধ করি আমার পুত্রগণ মহাবীর্য্য ভীষ্মকে নিহত দেখিয়া সেইরূপ শোকাকুল হইতেছে। পুরুষোত্তম ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া যখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন উহা পাষাণময়, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাতে অস্ত্র, ও নীতি ও মেধা অপ্রমেয়, আজি সেই ভীষ্ম রণক্ষেত্রে কিরূপে বিনষ্ট হইলেন? যখন শান্তনুতনয় ভীষ্ম কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন, তখন কালই মহাবীর্য্যসম্পন্ন ও সকল লোকের দুরতিক্রমণীয়! কেহই অস্ত্র, শৌর্য্য, তপ, মেধা, ধৃতি বা ত্যাগ দ্বারা মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না; আমি পুত্রশোকে অভিভূত হইলেও দুঃখ চিন্তা না করিয়া ভীষ্ম হইতে পরিত্রাণ প্রত্যাশা করিয়াছিলাম।

হে সঞ্জয়! যখন দুর্য্যোধন ভীষ্মকে আদিত্যের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে দেখিলেন, তখন তিনি কিরূপ হইয়াছিলেন? আমি চিন্তা করিয়া দেখিতেছি যে, আত্মীয় ও পরকীয়[৬] মহীপালগণের সৈন্য কিঞ্চিন্মাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে না। ঋষিগণ অতি নিদারুণ ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্নিমিত্তই[৭] পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে নিহত করিয়া রাজ্যাভিলাষ করিতেছেন; অথবা আমরাই তাঁহাকে নিপাতিত করিয়া রাজ্যলাভে ইচ্ছা করিতেছি। ক্ষাত্রধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণের কিছুমাত্র অপরাধ নাই; সাতিশয় কষ্টজনক আপৎকাল উপস্থিত হইলে আর্য্যগণের ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য।

হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ কি প্রকারে সেই মহাবলপরাক্রান্ত অপরাজিত[১] ভীষ্মকে প্রতিরুদ্ধ[২] করিয়াছিল, সেনা-সকল কি প্রকারে সংযোজিত[৩] হইয়াছিল, মহাত্মাগণ[৪] কি প্রকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কুরুকুলপিতামহ ভীষ্ম শত্রুহস্তে কি প্রকারে বিনাশিত হইলেন, তিনি নিহত হইলে দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও শাঠ্যপরায়ণ[৫] দুঃশাসন কি কহিয়াছিল, যুদ্ধবিশারদ দুরাত্মা ধূর্ত্তগণ নর, বারণ[৬] ও বাজি[৭]গণের শরীরে আস্তীর্ণ[৮], শর, শক্তি, মহাখড়্গ ও তোমরসঙ্কুল অতি ভীষণ সংগ্রামসভায়[৯] প্রবেশ করিলে ভীষ্ম ভিন্ন আর কোন্ যোদ্ধারা সেই যুদ্ধরূপ প্রাণদ্যূতে[১০] ক্রীড়া করিয়া থাকে এবং শরবিদ্ধ, নিপাতিত ও পরাজিত হইয়াও জয়যুক্ত হয়, বল! সংগ্রামভূষণ[১১] ভীষণকর্ম্মা ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার আর শান্তি নাই। আমার হৃদয়ে পুত্রবিয়োগজনিত[১২] যে শোকানল সমুত্থিত হইয়াছে, তুমি যেন তাহা ঘৃত দ্বারা উদ্দীপিত করিতেছ। সকললোকবিখ্যাত[১৩] যে পুরুষ মহদ্ভার[১৪] গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমার পুত্রগণ তাঁহাকে নিহত দেখিয়া যে প্রকার পরিতাপ করিতেছে, তাহা শ্রবণ করিব। অতএব সেই সংগ্রামে যাহা কিছু ঘটনা হইয়াছে, তৎসমুদয় বর্ণন কর। দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বুদ্ধিতে নীতিযুক্ত বা নীতি-বহির্ভূত যাহা যাহা ঘটিয়াছে, জয়লাভসমুৎসুক[১৫] কৃতাস্ত্র ভীষ্ম সকল তেজোযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন, কুরু ও পাণ্ডবসৈন্যের যে ব্যক্তি যে সমরে যাহার সহিত যে প্রকারে সংগ্রাম করিয়াছে, তৎসমুদয় নিঃশেষে কীর্ত্তন কর।"

১। শত্রুপক্ষীয় বীরনিহন্তা। ২। ক্ষত্রিয়গণের নিঃশেষে সংহারক। ৩। গোগণের। ৪। পুরুষত্ব। ৫। গভীর জলে ৬। পরপক্ষীয়। ৭। সেই জন্যই।

১। অজেয়। ২। নিবারিত। ৩। বিন্যস্ত। ৪। প্রবীণ বীরগণ। ৫। শঠতায় অভ্যস্ত। ৬। হস্তী। ৭। অশ্ব। ৮। বাহনার্থ সজ্জিত। ৯। যুদ্ধক্ষেত্রে। ১০। প্রাণপণে—জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া। ১১। যুদ্ধপ্রিয়—যুদ্ধনিপুণ। ১২। পুত্রবিয়োগ তুল্য। ১৩। সমস্ত লোকে প্রসিদ্ধ। ১৪। গুরুভার। ১৫। জয়লাভে উন্মুখ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সঞ্জয়কর্ত্তৃক যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যে প্রশ্ন করিতেছেন, ইহা আপনার উপযুক্ত বটে, কিন্তু দুর্য্যোধনে দোষারোপ করা আপনার উচিত নয়; যে মনুষ্য আপনার দুশ্চরিত্র-নিবন্ধন[১] অশুভ ভোগ করে, অন্যের প্রতি সেই পাপের আশঙ্কা করা তাহার কর্ত্তব্য নহে। হে রাজন্! যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার নিন্দনীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে সকল লোকের বধ্য হয়। পাণ্ডব ও তাঁহাদের অমাত্যগণ আপনাদিগের অনুষ্ঠিত শঠতা বিলক্ষণ অনুভব করিয়াও কেবল আপনার মুখাপেক্ষায় অরণ্যমধ্যে দীর্ঘকাল উহা সহ্য করিয়াছেন।

মহারাজ! আমি প্রত্যক্ষ ও যোগবলে তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও অমিতজেতাঃ ভূপতিগণের যাহা কিছু দর্শন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন; শোকে মনোনিবেশ করিবেন না, এক্ষণে যেরূপ ঘটিতেছে, তাহা পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছি। অতএব যাঁহার প্রসাদে আমি দিব্য জ্ঞান[২], অতীন্দ্রিয়[৩] দৃষ্টি, দূর হইতে শ্রবণ, পরচিত্ত-বিজ্ঞান[৪] উৎকৃষ্ট আকাশগতি, শাস্ত্রবহিষ্কৃত[৫] ব্যক্তি-দিগের উৎপত্তির কারণজ্ঞান, অতীত ও অনাগত[৬] বৃত্তান্তের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং যে মহাত্মার বরদানে অস্ত্রসমূহের অস্পৃশ্য[৭] হইয়াছি, এক্ষণে আপনার পিতা সেই ধীমান্ পরাশরনন্দনকে নমস্কার করিয়া ভরতগণের সেই অদ্ভুত লোমহর্ষণ বিচিত্র যুদ্ধ সবিস্তারে[৮] কহিতেছি, শ্রবণ করুন।

সেই সমুদয় সেনা বিধানানুসারে ব্যূহিত[৯] ও সযত্ন[১০] হইলে দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে কহিলেন, 'হে দুঃশাসন! তুমি শীঘ্র ভীষ্মের রক্ষাকারী রথসকল যোজনা করিতে ও সেনাগণকে সজ্জীভূত হইতে আদেশ কর। চিরাকাঙ্ক্ষিত সসৈন্য পাণ্ডব ও কৌরবগণের সমাগম[১১] সমুপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে ভীষ্মকে রক্ষা করা ব্যতিরেকে আর কার্য্য নাই; তিনি রক্ষিত হইলে পাণ্ডব, সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিবেন। সেই বিশুদ্ধাত্মা কহিয়াছেন যে, "আমি শিখণ্ডীকে বধ করিব না; শুনিয়াছি, শিখণ্ডী পূর্ব্বে স্ত্রী ছিল; অতএব সংগ্রামকালে আমি উহাকে পরিত্যাগ করিব।" সেই নিমিত্ত আমার মতে আমার পক্ষের সমুদয় বীর ভীষ্মকে বিশেষরূপে রক্ষা ও শিখণ্ডীর প্রাণসংহারে যত্নবান্ হউক এবং সর্ব্বাস্ত্র-কুশল প্রাচ্য[১], প্রতীচ্য[২], দাক্ষিণাত্য[৩] ও উদীচ্য[৪]-গণও পিতামহকে রক্ষা করুক; অরক্ষিত হইলে মহাবল সিংহও শৃগাল কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়; আমরা যেন সিংহরূপ ভীষ্মকে শৃগালরূপ শিখণ্ডীর হস্তে নিপাতিত না করি। হে দুঃশাসন! যুধামন্যু বামচক্রে ও উত্তমৌজা দক্ষিণচক্রে অবস্থান করিয়া অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতেছে; আবার অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতেছে, এইরূপ সুরক্ষিত ও ভীষ্মের পরিহার্য্য শিখণ্ডী যাহাতে ভীষ্মকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ না হয়, তাহাই কর'।"

১। দুষ্টস্বভাব জন্য। ২। দৈবলব্ধ বোধশক্তি। ৩। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত। ৪। অন্যের মনোগত বিষয়ের বোধ। ৫। শাস্ত্র উল্লঙ্ঘনকারী। ৬। ভবিষ্যৎ। ৭। অবধ্য। ৮। সবিস্তর —বিস্তারপূর্ব্বক। ৯। যুদ্ধনীতি অনুযায়ী ব্যূহরচনায় রক্ষিত। ১০। যুদ্ধার্থ যত্নবান্। ১১। যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইবার সময়।

ষোড়শ অধ্যায়

উভয়পক্ষের যুদ্ধসজ্জা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! রজনী প্রভাত হইলে ভূপালগণের 'সাজ সাজ' শব্দে, শঙ্খ ও দুন্দুভির রবে, সেনাগণের সিংহনাদে, তুরঙ্গের হ্রেষারবে, রথনেমির ঘর্ঘর ঘোষে, মাতঙ্গের বৃংহিতে ও যোদ্ধাগণের বাহ্বাস্ফোটন[৫] শব্দে দশদিক্ আকুলিত হইয়া উঠিল। সূর্য্যোদয়ানন্তর উভয় পক্ষের সৈন্যগণ, দুর্দ্ধর্ষ অস্ত্র, শস্ত্র ও কবচ-সকল নয়ন-গোচর হইতে লাগিল। সুবর্ণমণ্ডিত হস্তি-সকল চপলাসনাথ[৬] জলধরের ন্যায়, সৈন্যগণ-পরিবৃত রথনিকর নানাবিধ নগরের ন্যায় ও পিতামহ ভীষ্ম পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, দেখিলাম। অনন্তর শরাসন, ঋষ্টি, খড়্গ, গদা, শক্তি, তোমর ও অন্যান্য শুভ্রবর্ণ প্রহরণ[৭]সমূহে শোভিত যোদ্ধা-সকল শত সহস্র গজ, পদাতি, রথী ও তুরঙ্গ বাগুরাকারে[৮] অবস্থান করিতেছে; উভয় পক্ষের

১—৪। পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দেশীয়। ৫। স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক বাহুর উপর সশব্দ করতলের আঘাত। ৬। সবিদ্যুৎ। ৭। অস্ত্রশস্ত্র। ৮। জালের মত—যেন বিপক্ষেরা সেই সৈন্যরূপ পাশে আবদ্ধ হয়—এইরূপ ভাবে।

নানাবিধ দীপ্তিমান্ ধ্বজদণ্ড-সকল সমুত্থিত হইয়াছে; কাঞ্চন-মণিভূষিত সহস্র সহস্র ধ্বজপট-সকল জ্বলন্ত অনলের ন্যায়, অমরাবতীস্থ শুভ্রবর্ণ ইন্দ্রপতাকার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে; সমরাভিলাষী সন্নদ্ধ[১] বীরপুরুষেরা সমুৎসুকচিত্তে ঐ সকল পতাকা নিরীক্ষণ করিতেছেন। ঋষভাক্ষ[২] প্রধান যোদ্ধারা বিচিত্র কবচ, আয়ুধ, তল[৩] ও তূণীর ধারণ করিয়া সেনামুখে[৪] শোভা পাইতেছেন। সুবলনন্দন শকুনি, শল্য, অবন্তিরাজ, বিন্দ, অনুবিন্দ, কেকয়গণ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, কলিঙ্গরাজ, শ্রুতায়ুধ, রাজা জয়ৎসেন, বৃহদ্বল, কৌরব, সাত্বত, কৃতবর্ম্মা ও দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী অন্যান্য রাজা ও রাজপুত্রগণ স্ব স্ব সৈন্যে অবস্থান করিতেছেন; এই সকল অক্ষৌহিণীপতি মহারথগণ কৃষ্ণাজিন পরিধানপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের নিমিত্ত হৃষ্টচিত্তে ব্রহ্মলোকগমনে[৫] দীক্ষিত হইয়া দশ অক্ষৌহিণী পরিগ্রহ করিয়াছেন। সেনাপতি ভীষ্ম এক অক্ষৌহিণী মহাসেনা সমভিব্যাহারে সকলের অগ্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; তিনি শ্বেত উষ্ণীষ, শ্বেত ছত্র ও শ্বেত কবচ ধারণ করিয়া সমুদিত চন্দ্রের ন্যায় শোভামান হইলেন। কুরু ও পাণ্ডব রজতময়[৬] রথে অবস্থিত হেমনির্ম্মিত তালধ্বজশোভিত[৭] ভীষ্মকে শ্বেতমেঘ-সমারূঢ় শীতাংশুর[৮] ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন; যেমন ক্ষুদ্র মৃগগণ জৃম্ভমাণ[৯] মহাসিংহকে সন্দর্শন করিয়া ভীত হয়, সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সৃঞ্জয়গণ ভীষ্মকে অবলোকন করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। আপনার এই শোভাশালী একাদশ ও পাণ্ডবগণের মহাপুরুষ পালিত[১০] সপ্ত অক্ষৌহিণী উন্মত্তমকরাবর্ত্তযুক্ত[১১], মহাগ্রহ[১২]-সমাকুল, যুগান্তকালীন সমবেত সাগরদ্বয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মহারাজ! যেরূপ কৌরবগণের সৈন্য-সকল একত্র সমবেত হইয়াছে, আমি ঈদৃশ সৈন্যসমবায়[১৩] কখন নয়ন বা শ্রবণগোচর করি নাই।"

১। উত্তমের সহিত সজ্জিত। ২। বৃষভনেত্র। ৩। দস্তানা। ৪। রণক্ষেত্রে—সৈন্যগণের সম্মুখে। ৫। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গযাত্রার। ৬। রৌপ্যনির্ম্মিত। ৭। তালতরু পরিমাণ উচ্চ সুবর্ণধ্বজে শোভিত। ৮। শুভ্র মেঘমধ্যস্থ চন্দ্রের। ৯। হাইতোলায় বিস্তৃত বদন। ১০। রণনিপুণ বীর দ্বারা চালিত। ১১। মত্ত মকরাকীর্ণ জলপূর্ণযুক্ত। ১২। ভীষণ কুম্ভীর। ১৩। সেনানিবেশ—সৈন্যসজ্জা।

সপ্তদশ অধ্যায়

বিঘ্ন সূচনা—কর্ণের ভীষ্ম-ঈর্ষা

"মহারাজ! ভগবান্ বেদব্যাস যে প্রকার কহিয়াছিলেন, ভূপালগণ সেই প্রকার একত্র হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। ঐ দিন চন্দ্রমা মঘানক্ষত্রে[১] গমন করিয়াছিলেন। দীপ্যমান সপ্ত[২] মহাগ্রহ আকাশে[৩] পতিত হইয়াছিল এবং প্রজ্বলিত শিখাসমুপেত দিবাকর যেন দ্বিধাভূত[৪] হইয়া সমুদিত হইয়াছিলেন। মাংসশোণিতভোজী গোমায়ু ও বায়সগণ শরীরভক্ষণে লোলুপ হইয়া প্রদীপ্ত দিগ্বিভাগে[৫] শব্দ করিতে লাগিল। কুরুপিতামহ ভীষ্ম ও অরিনিসূদন দ্রোণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সংযত হইয়া 'পাণ্ডবগণের জয় হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন এবং আপনার নিমিত্ত যে প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তদনুসারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন।

ভীষ্ম প্রথমে সমুদয় মহীপালগণকে আনয়ন করিয়া কহিলেন, 'হে ক্ষত্রিয়গণ! সংগ্রামই স্বর্গগমনের অনাবৃত[৬] দ্বার; এই দ্বার আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রলোক ও ব্রহ্মলোকে গমন কর। নাভাগ, যযাতি, মান্ধাতা নহুষ ও মৃগ ঈদৃশ কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া পরমস্থানে গমন করিয়াছেন। ব্যাধি দ্বারা গৃহে প্রাণত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্ম্ম; শস্ত্র দ্বারা মৃত্যুই তাহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম।'

মহীপালগণ ভীষ্মের বাক্যাবসানে রথারোহণ করিয়া স্ব স্ব সৈন্যসমভিব্যাহারে গমন করিলেন। কিন্তু হে নৃপ! বিকর্ত্তননন্দন কর্ণ তাঁহার অমাত্য ও বন্ধুগণকে ভীষ্মনিমিত্ত অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করাইলেন। কর্ণ ব্যতীত অন্যান্য ভূপাল ও আপনার পুত্রগণ সিংহনাদে দশদিক্ মুখরিত[৭] করিতে লাগিলেন; সৈন্য-সকল শ্বেতচ্ছত্র, পতাকা, ধ্বজ, গজ, বাজী, রথ ও পদাতি দ্বারা সাতিশয় শোভমান হইতে লাগিল। ভেরী, পণব, দুন্দুভি ও রথনেমির নিনাদে মেদিনীমণ্ডল

১। মঘা নক্ষত্রের অধিপতি পিতৃগণ; মৃত পিতৃগণের বাসস্থান চন্দ্রলোকে। চন্দ্রের মঘামিলন দিনে যুদ্ধারম্ভে ইহাই সূচিত হয় যে, বীরগণের পিতৃলোকে গতি হইবে—যুদ্ধে মৃত্যু ঘটিবে। ২—৩। গ্রহলোক হইতে অন্তরীক্ষে সাতটি মহাগ্রহ স্খলিত হইয়াছিল। রাহু ও কেতু দুইটি উপগ্রহ, মূল গ্রহ রবি আদি সপ্ত; উক্ত দুইটি উপগ্রহ লইয়া নবগ্রহ সংজ্ঞা। ৪। দুই ভাগে বিভক্ত—দুইটি সূর্য্য। ৫। চতুর্দ্দিকে। ৬। খোলা। ৭। ধ্বনিত।

আকুলিত হইয়া উঠিল। মহারথগণ কাঞ্চনময় অঙ্গদ ও কেয়ূর দ্বারা অগ্নিমান্[১] পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। বিমল আদিত্যসদৃশ কুরুচমূপতি[২] পিতামহ ভীষ্ম পঞ্চতারামণ্ডিত[৩] তালকেতু[৪] দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন। আপনার মহাধনুর্দ্ধর ভূপালগণ ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে যথাস্থানে অবস্থান করিলেন। গোবাসন-দেশীয় রাজা শৈব্য পতাকা-শোভিত করিরাজে আরোহণ করিয়া রাজগণ-সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। পদ্মবর্ণ অশ্বত্থামা সিংহলাঙ্গুলকেতু[৫] রথে আরোহণপূর্ব্বক সকলের অগ্রসর হইয়া গমন করিলেন; শ্রুতায়ুধ, চিত্রসেন, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, শল্য-ভূরিশ্রবা ও বিকর্ণ, এই সাত মহাধনুর্দ্ধর উৎকৃষ্ট বর্ম্ম ধারণ ও রথে আরোহণ করিয়া অশ্বত্থামার অনুসরণক্রমে ভীষ্মের পুরোবর্ত্তী হইলেন। তাঁহাদিগের অত্যুন্নত সুবর্ণ-ময় ধ্বজসকল রথসমূহ অলঙ্কৃত করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। আচার্য্যপ্রধান দ্রোণের ধ্বজ, সুবর্ণময় বেদী ও কমণ্ডলুভূষিত এবং শরাসনযুক্ত পরিদৃশ্যমান হইল। অনেক শত-সহস্র সেনাসম-বেত দুর্য্যোধনের মণিময় ধ্বজ নাগচিহ্নে[৬] শোভিত হইতে লাগিল। কলিঙ্গদেশবাসী, পৌরব, কাম্বোজ ও সুদক্ষিণগণ এবং ক্ষেমধন্বা ও শল্য দুর্য্যোধনের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মগধরাজ বৃষভ-ধ্বজভূষিত মহামূল্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক শারদ-মেঘসদৃশ[৭] পূর্ব্বদেশীয় সেনাগণের অগ্রগ[৮] হইয়া শত্রু সমূহের অভিমুখে গমন করিলেন; অঙ্গপতি বৃষ-কেতু ও মহানুভব কৃপাচার্য্য সেই সৈন্যগণের রক্ষা করিতে লাগিলেন। অতি যশস্বী জয়দ্রথ রজতময় বরাহকেতু[৯] দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন; শত সহস্র রথ, অষ্ট সহস্র হস্তী ও ছয় অযুত অশ্বারোহী তাঁহার বশবর্ত্তী ছিল; তিনি অগ্রে অবস্থানপূর্ব্বক অনন্ত-রথনাগাশ্বসঙ্কুল[১০] মহৎ সৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। কলিঙ্গরাজ যষ্টি সহস্র রথ এবং যন্ত্র, তোমর, তূণীর ও পতাকা-পরিশোভিত পর্ব্বতসঙ্কাশ অযুত নাগ, পাবকধ্বজ, শ্বেতচ্ছত্র উরোভূষণ[১১], চামর ও ব্যজনে শোভমান হইয়া গমন করিলেন। মহা-বীর কেতুমান্ বিচিত্র অঙ্কুশযুক্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া মেঘারূঢ় ভানুমানের[১] ন্যায় তাঁহার সমভি-ব্যাহারে গমন করিলেন। তেজস্বী ভগদত্তও ঐরা-বতের ন্যায় সেই হস্তীতে আরোহণ করিলে তাঁহার সদৃশ ও কেতুমানের সমকক্ষ বিন্দ ও অনুবিন্দ গজস্কন্ধে সমারূঢ় হইলেন। আচার্য্য দ্রোণ, পিতামহ ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, বাহ্লীক ও কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত ব্যূহ হস্তিরূপ অঙ্গ, ভূপালরূপ মস্তক ও অশ্বরূপ পক্ষে সুশোভিত হইয়া যেন হাস্য করিতে করিতে গমন করিতে[২] লাগিল।"

অষ্টাদশ অধ্যায়

মুখ্যসেনাসজ্জা—ভীষ্মের পৃষ্ঠরক্ষা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মুহূর্ত্তকাল পরেই হৃদয়কম্পন[৩] তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর হইতে লাগিল; ক্ষণমাত্রেই শঙ্খ ও দুন্দুভির বাদ্য, মাতঙ্গের বৃংহিত, তুরঙ্গের হ্রেষিত, যুদ্ধার্থিগণের গর্জ্জিত, রথনেমির ঘর্ঘর-ঘোষে যেন ধরামণ্ডল বিদীর্ণ ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। উভয় পক্ষেরই সৈন্যগণ পরস্পর সমাগমে কম্পমান হইতে লাগিল। দেখিলাম, হিরণ্যভূষিত নাগ ও রথ-সকল চপলাবিলসিত[৪] জলদজালের[৫] ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। স্বীয় ও পরকীয়গণের কাঞ্চনময় অঙ্গদ-শোভিত জ্বলিতানলসদৃশ বহুবিধ ধ্বজ মহেন্দ্র-গৃহনিবেশিত[৬] শুভ্র মহেন্দ্রকেতুর ন্যায় শোভমান হইল, বীরগণ অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন কবচে বিভূষিত হইয়া অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান হইলেন। কুরুযোদ্ধাগণ বিচিত্র আয়ুধ, কার্ম্মুক ও মৌর্ব্বীত্রাণ[৭] ধারণ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ঋষভাক্ষগণ সেনামুখে গমন করিয়া সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। আপনার পুত্র দুর্বিষহ, দুঃশাসন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, বিবিংশতি, চিত্রসেন ও বিকর্ণ আর সত্যব্রত, পুরুমিত্র, জয়, ভূরিশ্রবা, শল ও তাঁহাদিগের অনুযায়ী বিংশতি সহস্র রথ ভীষ্মের পৃষ্ঠগোপ্তা[৮] হইল; অভীষাহ, শূর, সেন, শিবি, শাল্ব, বসাতি, মৎস্য, অম্বষ্ঠ,

---

১। আগ্নেয়—প্রজ্বলিত অগ্নিযুক্ত। ২। কুরুসেনাপতি। ৩। পাঁচটি তারকাচিহ্নিত। ৪। পতাকাযুক্ত তালপ্রমাণ তরুর ন্যায় উচ্চ ধ্বজ। ৫। সিংহপুচ্ছে চিহ্নিত পতাকাযুক্ত। ৬। হস্তিচিহ্নে। ৭। শরৎকালের মেঘতুল্য। ৮। অগ্রগামী। ৯। শূকরচিহ্ন। ১০। অগণিত রথ, গজ ও অশ্বগণযুক্ত। ১১। বক্ষের অলঙ্কার।

১। সূর্য্যের। ২। পাখীর ন্যায় ঊর্দ্ধে উৎপতিত হইতে। ৩। হৃৎকম্পকারী। ৪। বিদ্যুৎযুক্ত। ৫। মেঘের। ৬। ইন্দ্রপূজায় প্রতিষ্ঠিত। ৭। দস্তানা। ৮। পৃষ্ঠরক্ষক।

ত্রিগর্ত্ত, কৈকেয়, সৌবীর, কৈতব এবং পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ এই দ্বাদশ জনপদের বীরগণ জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া রথপরম্পরায় পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন; মাগধ-ভূপতি দশ সহস্র ত্বরম্বী কুঞ্জরসৈন্য লইয়া ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইলেন; সেই সৈন্যের মধ্যে ষষ্টি লক্ষ ব্যক্তি রথ-সমূহের চক্র ও হস্তিগণের পাদরক্ষা করিতে লাগিল এবং লক্ষ লক্ষ পদাতিক ধনু, চর্ম্ম, অসি, নখর[১] ও প্রাস হস্তে করিয়া অগ্রে গমন করিল। হে রাজন্! আপনার পুত্রের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যমুনা সহ সঙ্গত জাহ্নবীর ন্যায় নয়নগোচর হইতে লাগিল।"

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়

পাণ্ডবপক্ষের সৈন্যসজ্জা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এই একাদশ অক্ষৌহিণী ব্যূহিত হইয়াছে দেখিয়াও মানুষ, দৈব, গান্ধর্ব্ব ও আসুর ব্যূহবেত্তা যুধিষ্ঠির কি প্রকারে অল্পসৈন্য লইয়া ভীষ্মের বিপক্ষে ব্যূহরচনা করিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে নরনাথ! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে ব্যূহিত দেখিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়। বৃহস্পতি কহিয়াছেন, শত্রুসৈন্য অপেক্ষা আপনার সৈন্য অল্প হইলে তাহাদিগকে বিস্তারিত ও অধিক হইলে তাহাদিগকে সংহত করিয়া সংগ্রাম করিবে। অধিক সৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইলে অল্পসৈন্যদিগকে সূচীমুখাকারে[২] সন্নিবেশিত করিবে। আমাদিগের সৈন্য শত্রু অপেক্ষাও অল্প; অতএব বৃহস্পতির বাক্যানুসারে ব্যূহ রচনা কর।'

ধনঞ্জয় কহিলেন, 'মহারাজ! আপনার নিমিত্ত বজ্রপাণি-শিক্ষিত বজ্রাখ্য[৩] নামে অচল[৪] ও দুর্জ্জয় ব্যূহ রচনা করিতেছি। যিনি সমরে সমীরণের ন্যায় শত্রুগণের দুঃসহ, যুদ্ধোপায়বিচক্ষণ[১] যোদ্ধাদিগের অগ্রগণ্য, সেই ভীমসেন আমাদের অগ্রযোদ্ধা[২] হইয়া রিপুসৈন্যের তেজোরাশি বিনাশিত করিবেন। যেমন হীনবল মৃগ সকল সিংহ-সন্দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইবে। যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তদ্রূপ আমরা সেই প্রাকার[৩]স্বরূপ যোধপ্রধান ভীমসেনকে আশ্রয় করিব। এই ভূমণ্ডলে এমন পুরুষ নাই যে, ভীমকর্ম্মা ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইলে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়।'

মহাবাহু ধনঞ্জয় এই কথা কহিয়া সৈন্যগণকে যথোক্ত প্রকারে ব্যূহিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পরিপূর্ণ ও স্তিমিত[৪] ভাগীরথীর ন্যায় পাণ্ডবগণের মহতী সেনা কৌরবগণকে আগমন করিতে দেখিয়া মন্দ মন্দ গমন করিতে আরম্ভ করিল। যিনি বজ্রসারময়ী[৫] গদা গ্রহণ করিয়া মহাবেগে বিচরণ করিলে সমুদ্রও শুষ্ক হইয়া যায়, সেই ভীমসেন সেনাগণের অগ্রনেতা[৬] হইলেন এবং মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব ও রাজা ধৃষ্টকেতু ইঁহারাও অগ্রনেতা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। বিরাট এবং অক্ষৌহিণীপরিবৃত রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রগণসমভিব্যাহারে পৃষ্ঠগোপ্তা হইলেন। মহাদ্যুতি নকুল ও সহদেব ভীমসেনের চক্ররক্ষক[৭] হইলেন; অভিমন্যু ও দ্রৌপদেয়গণ তাঁহার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভদ্রকগণ-সমভিব্যাহারে তাহাদিগের সকলকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত শিখণ্ডী ভীষ্মবধের নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান্ হইয়া তাঁহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিলেন। মহাবল যুযুধান অর্জ্জুনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন, পাঞ্চালনন্দন যুধামন্যু ও উত্তমৌজা এবং কৈকেয়, ধৃষ্টকেতু ও মহাবীর চেকিতান অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার চক্ররক্ষক হইলেন। ইঁহারা সকলেই আপনার সৈন্যগণকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! মহাবীর অর্জ্জুন, 'ঐ সকল ব্যক্তি ধৃতরাষ্ট্রের দায়াদ, উঁহারা আপনার অংশে

১। তীক্ষ্ণ নখাগ্রসদৃশ শর। ২। ইহার নাম সূচীব্যূহ। যে স্থলে বিপক্ষ সৈন্য অধিক তথায় এইরূপ কর্ত্তব্য। এই ব্যূহে পিপীলিকা-পংক্তির ন্যায় অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ সংহত অর্থাৎ সম্মিলিত করিয়া সেনা-সংস্থান করিতে হয়। সম্মুখ ভাগে বিপক্ষ সৈন্য প্রবল হইলে এইরূপ ব্যূহরচনা করা উচিত। ৩। ইহার নাম 'বজ্র' ব্যূহ। কখনও সূচীব্যূহের ন্যায় সৈন্যগণকে সংহত করিতে হয়, কখনও বিপক্ষের সমক্ষে যাহাতে বেশী বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ ভাবে ছড়াইয়া সাজাইতে হয়, এবং প্রয়োজনবশে কখনও সূচীব্যূহের মত সৈন্য সাজাইতে হয়। বজ্রব্যূহে এই তিন প্রকার রচনা-রীতি অবলম্বনীয়। ৪। অটুট।

১। যুদ্ধকৌশলে অভিজ্ঞ। ২। সমরে সম্মুখবর্ত্তী। ৩। প্রাচীর—আবরণ। ৪। চাঞ্চল্যরহিত—স্থির। ৫। বজ্রবৎ দৃঢ়। ৬। অগ্রণী—প্রধান পরিচালক। ৭। সৈন্যের চারিদিকের রক্ষক।

রহিল', ইহা ভীমসেনকে কহিলে পর পাণ্ডবসৈন্যসকল অনুকূল-বাক্যে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল।

রাজা যুধিষ্ঠির সচল অচলের ন্যায় বৃহত্তর মত্ত মাতঙ্গ-সমূহ সহকারে মধ্যম-সৈন্যে[১] অবস্থান করিলেন। মহানুভব পাঞ্চালনন্দন যজ্ঞসেন অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের নিমিত্ত পরাক্রান্ত বিরাটের অনুবর্ত্তী হইলেন; তাঁহাদিগের রথে আদিত্য ও চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, সুবর্ণভূষিত, নানা চিহ্নশালী ধ্বজ-সকল শোভা পাইতে লাগিল। তৎপরে মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগকে উৎসারিত করিয়া[২] সভ্রাতৃক সপুত্র যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের রথে একমাত্র কপিধ্বজ কৌরব ও পাণ্ডবগণের অন্যান্য সমুদয় ধ্বজ অতিক্রম করিয়া শোভমান হইল। বহু সহস্র পদাতিক ভীমসেনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অসি, শক্তি ও ঋষ্টি হস্তে করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। মদস্রাবী, মহাবল, হেমজালজড়িত[৩] পদ্মগন্ধী[৪], দশ সহস্র বারণ[৫] বর্ষণকারী মেঘ ও গমনশীল ভূধরের ন্যায় রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুবর্ত্তী হইল।

মনস্বী ভীমসেন পরিঘোপম[৬] ভীষণ গদা গ্রহণ করিয়া মহাসৈন্য আকর্ষণপূর্ব্বক বিপক্ষসৈন্যের প্রতি গমনোন্মুখ হইলেন; তখন কোন যোদ্ধারই সাধ্য নাই যে, নিকটে গিয়া দিবাকরের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষণীয়[৭] পরন্তপ ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। যে ব্যূহে ভয়ের লেশ নাই, সকল দিকেই যাহার মুখ, চাপরূপ বিদ্যুৎ যাহার ধ্বজ, যাহা অতি ভীষণ ও মানবগণের অজেয়, গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণ কৌরবসেনার বিপক্ষে সেই বজ্রাখ্য ব্যূহ রচনা করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে সৈন্যগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিল। আকাশে মেঘের লেশ নাই; তথাপি গর্জ্জনশীল সমীরণ জলবিন্দু সহকারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রবল বায়ু ফর্কর বর্ষণপূর্ব্বক ধূলিপটল উৎক্ষিপ্ত করিল। সমুদয় জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। অতি বৃহৎ উল্কা পূর্ব্বাভিমুখে নিপতিত হইয়া সূর্য্যের প্রতি আস্ফালন করিয়া[৮] মহাশব্দে বিদীর্ণ হইয়া গেল।

১। মধ্যভাগস্থিত সৈন্যের রক্ষকরূপে। ২। সরাইয়া দিয়া। ৩। স্বর্ণনির্ম্মিত পৃষ্ঠাবরণবস্ত্রে আবৃত। ৪। পদ্মতুল্য সুগন্ধ। ৫। হস্তী। ৬। দীর্ঘ মুষলতুল্য। ৭। দুর্দ্দর্শ—অতি কষ্টে দর্শনযোগ্য। ৮। স্পর্দ্ধা করিয়া—আপন তেজের আধিক্য দেখাইয়া।

সৈন্যগণ সুসজ্জিত হইলে দিবাকর প্রভাশূন্য হইলেন; পৃথিবী ঘোরশব্দে কম্পিত ও বিশীর্ণ হইতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে ভূরি ভূরি নির্ঘাত-শব্দ সমুৎপন্ন হইল এবং এরূপ দুর্ব্বিষহ ধূলিপটল প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিল যে, আর কিছুই নয়নগোচর হইল না। কিঙ্কিণীজালজড়িত কাঞ্চনমালা, উৎকৃষ্ট বসন ও পতাকাপরিশোভিত আদিত্যের ন্যায় তেজোযুক্ত ধ্বজ সকল সহসা সমীরণভরে বিকম্পিত হইলে বায়ুতাড়িত তালবনের ন্যায় সমুদয় জগৎ ঝনঝনায়মান[১] হইয়া উঠিল। হে রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ সমরপ্রিয় পাণ্ডবগণ গদাপাণি ভীমসেনকে অগ্রস্থিত দেখিয়া আপনাদের সৈন্যের প্রতিপক্ষে ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক যেন তাহাদিগের মজ্জা গ্রাস করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

বিংশতিতম অধ্যায়

সৈন্যসজ্জায় সঞ্জয়ের মন্তব্য

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! সূর্য্যোদয় হইলে সেনাপতি ভীষ্মের অধীন কৌরবসেনা অথবা ভীমপরিপালিত পাণ্ডবসেনা—এই উভয় পক্ষের কোন্ পক্ষ প্রথমে প্রফুল্লচিত্তে যুদ্ধার্থী হইয়াছিল? চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু কাহাদিগের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়াছিলেন? শ্বাপদগণ কাহার সেনাগণের প্রতি[২] গর্জ্জন[৩] করিয়াছিল এবং কোন্ পক্ষের যুবকগণ প্রসন্নবদন হইয়াছিল? এই সমুদয় যথাবৎ বর্ণন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! উভয় পক্ষই তুল্যরূপে পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইয়াছে; উভয় পক্ষই হৃষ্টচিত্তে ব্যূহিত হইয়া বনরাজির ন্যায় বিচিত্র এবং হস্তী, রথ ও অশ্বে পরিপূর্ণ হইয়াছে;[৪] উভয় পক্ষের সেনাগণই অপরিমিত, ভীমরূপ ও দুর্ব্বিষহ এবং উভয় পক্ষই সৎপুরুষসমবেত[৫] ও স্বর্গলাভের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে। কৌরবগণ পশ্চিমাভিমুখে ও পাণ্ডবগণ পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থান করিতেছেন। কৌরবসেনা অসুরসেনার ন্যায় ও পাণ্ডবসেনা দেবসেনার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

১। কাণ-বালাপালাকর কর্কশ শব্দ। ২। প্রতিকূলে। ৩। অনিষ্টসূচক লক্ষণ প্রকাশ। ৪। প্রধান প্রধান পুরুষপরম্পরাসমিলিত।

সমীরণ পাণ্ডবগণের পৃষ্ঠভাগে প্রবাহিত হইতেছে; শ্বাপদগণ ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের প্রতি গর্জ্জন করিতেছে। আপনার পুত্রের হস্তিগণ শত্রুপক্ষের গজেন্দ্র-সমূহের তীব্রতর মদগন্ধ সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছে না। দুর্য্যোধন পদ্মবর্ণ, সুবর্ণকক্ষ[১], জালমণ্ডিত, মদস্রাবী মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া কুরুগণের মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন; বন্দী ও মাগধগণ তাঁহার স্তুতিবাদ করিতেছে। চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতপ্রভ আতপত্র ও সুবর্ণমালা তাঁহার মস্তকে শোভা পাইতেছে। গান্ধাররাজ শকুনি পার্ব্বতীয় গান্ধারগণ-সমভিব্যাহারে[২] তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। পিতামহ ভীষ্ম শ্বেতচ্ছত্র, শ্বেত ধনু, শ্বেত উষ্ণীষ, শ্বেত ধ্বজ, কৈলাস সদৃশ[৩] শ্বেত অশ্ব ও খড়্গে সুশোভিত হইয়া সকল সৈন্যের অগ্রগামী হইলেন। কতিপয় বাহ্লীক অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয়, সৈন্ধব, সৌবীর ও মহাশূর পাঞ্চনদগণ[৪] এবং শল্য দুর্য্যোধনের সৈন্যদলের অন্তর্গত রহিলেন। অদীনসত্ত্ব মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য রক্তবর্ণ তুরঙ্গসংযোজিত সুবর্ণময় রথে আরোহণ ও শরাসন ধারণপূর্ব্বক প্রায় সমুদয় ভূপালের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিয়া রাজার ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। বার্দ্ধক্ষত্রি, ভূরিশ্রবা, পুরুমিত্র ও জয়, ইঁহারা সকলে সৈন্যগণের মধ্যে এবং শাল্ব, মৎস্যদেশীয় ও কেকয়েরা পঞ্চ ভ্রাতা যুদ্ধাভিলাষী হইয়া গজ-সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিলেন। যাঁহার বাণের অগ্রভাগ উৎকৃষ্ট, সেই মহাধনুর্দ্ধর চিত্রযোধী কৃপাচার্য্য শক, কিরাত ও যবনগণ-সমভিব্যাহারে সেনার উত্তরভাগে গমন করিতে লাগিলেন। বিখ্যাত মহারথ অস্ত্রশস্ত্রধারী বৃষ্ণি ও ভোজগণ এবং সুরাষ্ট্রদেশীয় যোধগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত যে বৃহৎ সৈন্যদল—যাহা কৃতবর্ম্মা রক্ষা করিতেছিলেন, ঐ বৃহতীসেনা সৈন্যের দক্ষিণভাগে গমন করিল। যাহারা অর্জ্জুনের মৃত্যু বা তাঁহাকে জয় করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সংশপ্তকগণের অযুত রথী ও শৌর্য্যশালী ত্রিগর্ত্তগণও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যে স্থানে অর্জ্জুন অবস্থিত ছিলেন, সেই স্থানেই সৈন্যগণসমভিব্যাহারে গমন করিলেন।

১। স্বর্ণনির্ম্মিত সজ্জায় শোভিতপার্শ্ব। ২। গান্ধারদেশজ সৈন্যগণসহ। ৩। শ্বেতপর্ব্বত সদৃশ। ৪। পঞ্চনদদেশীয় সৈন্যসমূহ —বর্ত্তমান পাঞ্জাবী শিখ।

মহারাজ! অত্যুৎকৃষ্ট এক লক্ষ হস্তী; এক এক হস্তীর প্রতি, এক এক শত রথ; এক এক রথের প্রতি, এক এক শত অশ্ব; এক এক অশ্বের প্রতি, দশ দশ ধনুর্দ্ধর; এক এক ধনুর্দ্ধরের প্রতি, দশ দশ চর্ম্মী[১]; এইরূপে ব্যূহিত আপনার সেনাগণকে লইয়া সেনাপতি ভীষ্ম কোন দিন দৈব, কোন দিন গান্ধর্ব্ব ও কোন দিন আসুর ব্যূহ রচনা করেন। মহারথসঙ্কুল সাগরের ন্যায় গভীরধ্বনিযুক্ত এই ব্যূহ সমরে পশ্চিমাভিমুখে অবস্থান করে। আপনার সেই সেনা যেরূপ অসংখ্য ও ভয়ানক, পাণ্ডবগণের সেনা সেরূপ নয়; কিন্তু কেশব ও ধনঞ্জয় যাহাদিগের নেতা, আমার মতে তাহারাই বৃহৎ ও দুর্জ্জয়।"

একবিংশতিতম অধ্যায়

পাণ্ডবপক্ষে সঞ্জয়ের জয়াশা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! দুর্য্যোধনের বৃহতী সেনা সমুদ্যত হইয়াছে এবং ভীষ্ম অভেদ্য ব্যূহ প্রস্তুত করিয়াছেন দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির বিষণ্ণ ও বিবর্ণ হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'ধনঞ্জয়! পিতামহ ভীষ্ম যখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের যোদ্ধা হইয়াছেন, তখন আমরা কি তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব? মহাতেজাঃ ভীষ্মের এই শাস্ত্রানুসারে বিরচিত অক্ষোভ্য অভেদ্য ব্যূহ অবলোকন করিয়া আমি সসৈন্য সংশয়াপন্ন হইয়াছি, এক্ষণে এই মহাব্যূহ হইতে কি প্রকারে পরিত্রাণ ও জয়লাভ করিব?'

হে রাজন! ধনঞ্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরকে আপনার অনীকিনী অবলোকনে দুর্ম্মনায়মান দেখিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! যে কারণে অল্পসংখ্যক লোকেও সমধিক প্রজ্ঞা, শৌর্য্য ও গুণশালী বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে পরাজয় করিতে পারে, তাহা শ্রবণ করুন। দেবাসুরযুদ্ধে পিতামহ ব্রহ্মা মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে কহিয়াছিলেন যে, জিগীষুগণ সত্য, আনৃশংস্য, উত্তম ও একমাত্র ধর্ম্ম দ্বারা যে প্রকার জয়লাভ করিয়া থাকেন, বলবীর্য্য দ্বারা সে প্রকার হয় না; মহর্ষি নারদ, ভীষ্ম ও দ্রোণও ইহা অবগত

১। ঢালওয়ালা।

আছেন; অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম ও লোভের বিষয় অবগত এবং নিরহঙ্কার হইয়া উত্তম সহকারে যুদ্ধ করুন; যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়। নারদ কহিয়াছেন যে, যে স্থানে কৃষ্ণ, সেই স্থানেই জয়। অতএব আমাদিগের যে জয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে রাজন্! যেমন অন্যান্য গুণগ্রাম বাসুদেবের বশংবদ, জয়ও তদ্রূপ; ইনি যে স্থানে গমন করেন, জয়ও সেই স্থানে ইঁহার অনুগমন করিয়া থাকে; অতএব যে স্থানে অনন্ততেজাঃ[১], শত্রুগণের সমীপেও অব্যথিতচিত্ত[২], সনাতন পুরুষ কৃষ্ণ, সেই স্থানেই জয়। এই অপ্রতিহতসায়ক[৩] জনার্দ্দন পূর্ব্বে হরিরূপ পরিগ্রহ-পূর্ব্বক দেবাসুরগণের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া, কে জয়লাভ করিবে জিজ্ঞাসা করিলে. তাঁহারা কহিলেন, আমরা কৃষ্ণের অনুগত, আমরাই জয়ী হইব; বস্তুতঃ তাঁহারাই জয়লাভ করিলেন। শক্রাদি সুরগণ তাঁহার প্রসাদে ত্রৈলোক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণ যখন কহিতেছেন, আপনার জয়লাভ হইবে, তখন আপনার আর কোন চিন্তা বা দুঃখের কারণ দেখিতেছি না।"

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়

ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধসজ্জা

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কুরু-কুলতিলক পাণ্ডবগণ আপনাদিগের সেনাসমূহের ভীষ্ম-সেনার প্রতিপক্ষে ব্যূহ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা স্বর্গ-লাভের কামনা করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় সকলের মধ্যস্থিত শিখণ্ডীর সেনাগণকে, ভীমসেন অগ্রচারী[৪] ধৃষ্টদ্যুম্নকে এবং ইন্দ্রের ন্যায় ধনুর্দ্ধর সাত্বতপ্রধান যুযুধান দক্ষিণ[৫]-সেনাগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির হস্তিগণের মধ্যে ইন্দ্ররথসদৃশ, যুদ্ধোপকরণসম্পন্ন, হেমরত্নচিত্রিত, সুবর্ণময়-ভাণ্ড[৬]রথে আরোহণ করিলেন; তাঁহার মস্তকে সমুন্নত দন্তনির্ম্মিত শলাকাশালী[৭] শ্বেতবর্ণ আতপত্র শোভা পাইতে লাগিল। মহর্ষিগণ স্তুতিপাঠপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ, পুরোহিত-সকল শত্রুবধ ঘোষণা এবং ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ জপ, ও মহৌষধি দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির সহস্র গো, পুষ্প, ফল ও নিষ্ক-সমূহ ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া ইন্দ্রের ন্যায় সমরক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীব ও বাণ হস্তে করিয়া সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল অগ্নির ন্যায় শিখাশালী, শত কিঙ্কিণীশোভিত, সুবর্ণখচিত, শ্বেততুরঙ্গযুক্ত, সুছত্র, কপিধ্বজ ও কেশবাধিষ্ঠিত রথে আরোহণ করিলেন। যাঁহার সমান ধনুর্দ্ধর এই পৃথিবীতে হয় নাই ও হইবেও না, যে মহাভুজ অস্ত্র-অস্ত্র পরিত্যক্ত ভুজযুগলেও নর ও নাগগণকে নিধন করেন, সেই অর্জ্জুন আপনার পুত্রের সেনাগণকে উচ্ছিন্ন[১] করিবার নিমিত্ত রৌদ্র[২]রূপ ধারণ করিলেন। যিনি ক্রীড়ায় মৃগরাজের ন্যায়, বিক্রমে দেবরাজের ন্যায় ও দর্পে বারণরাজের ন্যায়, সেই দুর্জ্জয় ভীমসেন নকুল ও সহদেবের সহিত বীর রথের[৩] পরিরক্ষক হইলেন; আপনার যোদ্ধ গণ তাঁহাকে সেনাগ্রভাগে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়ে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পঙ্কনিমগ্ন হস্তীর ন্যায় ব্যথিত হইতে লাগিল।

অনন্তর ভগবান্ জনার্দ্দন সেনামধ্যে অবস্থিত রণদুর্ম্মদ রাজপুত্র ধনঞ্জয়কে কহিলেন 'হে অর্জ্জুন! যিনি সেনামধ্যে অবস্থান করিয়া রোষাবেগে সকলকে উত্তাপিত ও সিংহের ন্যায় আমাদের সেনাগণকে আকৃষ্ট করিতেছেন, ইনিই সেই ভীষ্ম; ইনি ত্রিশত অশ্বমেধ আহরণ[৪] করিয়াছেন। যেমন জলদজাল আদিত্যমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, সেইরূপ এই সম্মুখবর্ত্তী সেনাগণ তাঁহাকে আবৃত করিয়া রক্ষা করিতেছে; ইহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ কর'।"

১। অসীম শক্তিশালী। ২। উদ্বেগশূন্য। ৩। অমোঘ শর—যাঁহার বাণ অব্যর্থ। ৪। অগ্রগামী। ৫। দক্ষিণদিকের—ডাইনের। ৬। ক্ষুদ্র ঘর্ণকুম্ভ—সোণার কলসযুক্ত। ৭। শলাকাযুক্ত।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনকৃত দুর্গাস্তব

সঞ্জয় কহিলেন, "রাজন! ভগবান্ বাসুদেব দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে সমরোদ্যত নিরীক্ষণ করিয়া অর্জ্জুনের হিতার্থ পুনরায় কহিলেন, 'হে মহাবাহো! শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত পবিত্র ও সংগ্রামাভিমুখ হইয়া দুর্গার স্তব কর।'

১। উৎসন্ন—বিনাশ। ২। ভীষণ। ৩। মহাবীর যোদ্ধার। ৪। অনুষ্ঠান।

অর্জ্জুন ধীমান্ বাসুদেবের বাক্যানুসারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তোত্র আরম্ভ করিলেন :—

"হে সিদ্ধসেনানি! আর্য্যে! মন্দরবাসিনি! কুমারি! কালি! কপালি! কপিলে! কৃষ্ণপিঙ্গলে! তোমাকে নমস্কার; হে ভদ্রকালি! তোমাকে নমস্কার; হে মহাকালি! তোমাকে নমস্কার! হে চণ্ডি! হে চণ্ডে! তোমাকে নমস্কার; হে তারিণি! বরবর্ণিনি! কাত্যায়নি! মহাভাগে! করালি! বিজয়ে! জয়ে! শিখিপিচ্ছধ্বজধরে! নানাভরণভূষিতে! অট্টশূলপ্রহরণে! খড়্গখেটকধারিণি! গোপেন্দ্রানুজে! জ্যেষ্ঠে! নন্দগোপকুলসম্ভবে! মহিষরুধিরপ্রিয়ে! কৌশিকি! পীতবাসিনি! অট্টহাসে! কোকমুখে! রণপ্রিয়ে! তোমাকে নমস্কার; হে উমে! শাকম্ভরি! শ্বেতে! কৃষ্ণে! কৈটভনাশিনি! হিরণ্যাক্ষি! বিরূপাক্ষি! ধূম্রাক্ষি! তোমাকে নমস্কার। তুমি বেদশ্রবণজনিত মহাপুণ্যস্বরূপ, ব্রহ্মণ্যস্বরূপ এবং হুতাশনস্বরূপ; তুমি জম্বুকটক[১] ও চৈত্য[২] সন্নিধানে নিরন্তর অবস্থান কর; তুমি সমুদয় বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা ও দেহিগণের মহানিদ্রা। হে স্কন্দজননি! ভগবতি! দুর্গে! কান্তারবাসিনি! তুমি স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, সাবিত্রী, বেদমাতা ও বেদান্ত। আমি বিশুদ্ধ অন্তরাত্মার সহিত তোমাকে স্তব করিতেছি; তোমার প্রসাদে রণক্ষেত্রে যেন জয়লাভ করিতে সমর্থ হই। তুমি ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত দুর্গম পথে, ভয়ে, দুর্গম স্থানে ও পাতালে নিত্য বাস এবং দানবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া থাক। তুমি জৃম্ভণী, মোহিনী, মায়া, হ্রী, শ্রী, সন্ধ্যা, প্রভাবতী, সাবিত্রী, জননী, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, চন্দ্রসূর্য্যবিবর্দ্ধিনী, দীপ্তি ও সম্পন্নদিগের সম্পত্তি। সিদ্ধচারণগণ সমরভূমিতে তোমাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।'

দুর্গার বরদান

মানববৎসলা[৩] বরদা ভগবতী কৌন্তেয়ের ভক্তি দেখিয়া অন্তরীক্ষে আগমন ও বাসুদেবের সম্মুখে অবস্থান করিয়া কহিলেন, 'হে বীর! তুমি অল্পকাল মধ্যেই অরাতিগণকে পরাজিত করিবে, তুমি নর; নারায়ণ তোমার সহায়; অন্য শত্রুর কথা কি, স্বয়ং বজ্রধর ইন্দ্রও তোমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন না।' ইহা কহিয়া দেবী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় বরলাভপূর্ব্বক জয়লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া রথে আরোহণ করিলেন এবং বাসুদেবের শঙ্খধ্বনির সহিত নিজ শঙ্খ ধ্বনিত করিতে লাগিলেন।

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করেন, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, শত্রু, সর্প প্রভৃতি এবং দংষ্ট্রী ও রাজকুল[১] হইতে তাঁহার ভয় থাকে না; তিনি বিবাদে ও সংগ্রামে জয়প্রাপ্ত, বন্ধন ও চৌর[২] হইতে বিমুক্ত, দুর্গ হইতে উত্তীর্ণ, লক্ষ্মীমান্ এবং আরোগ্য ও বলসম্পন্ন হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকেন। আমি ধীমান্ ব্যাসের প্রসাদে ঐ সকল ঘটনা দর্শন করিয়াছি। আপনার কোপনস্বভাব দুরাত্মা পুত্রগণ কালপাশে অবগুণ্ঠিত[৩] হইয়া মোহবশতঃ মহর্ষি নর ও নারায়ণকে জানিতে পারেন নাই! ব্যাস, নারদ, কণ্ব, পরশুরাম ও মহর্ষি নর দুর্য্যোধনকে বারণ করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহাদিগের সেই সময়োচিত বাক্য গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানে দ্যুতি ও কান্তি; যেখানে হ্রী, সেই স্থানে শ্রী ও বুদ্ধি; যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই কৃষ্ণ ও যে স্থানে কৃষ্ণ, সেই স্থানেই জয়।"

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়

উভয়পক্ষীয় সৈন্যের অবস্থা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমার পুত্র ও পাণ্ডবগণের মধ্যে কোন্ পক্ষের যোদ্ধগণ এই রণক্ষেত্রে প্রথমে হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কোন্ পক্ষ প্রফুল্ল ও কোন পক্ষ দুর্ম্মনায়মান হইয়াছিল এবং কাহারই বা প্রথমে হৃদয়কম্পন প্রহার করিয়াছিল, তাহা আমাকে বল! কাহাদিগের সেনা-সমূহে গন্ধের প্রাদুর্ভাব ও মাল্য অবিকৃত ছিল এবং কোন্ পক্ষের যোদ্ধগণের বাক্য সকল অনুকূল হইয়াছিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! তৎকালে উভয় পক্ষের যোদ্ধারাই হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিল; উভয় পক্ষেই গন্ধের প্রাদুর্ভাব ও মাল্য সমভাবসম্পন্ন ছিল। উভয় পক্ষের সমুদ্ধত ও ব্যূহিত সৈন্যগণের পরস্পর সংসর্গে সাতিশয় বিমর্দ্দ উপস্থিত হইল এবং উভয় পক্ষের

১। জম্বুদ্বীপের রাজধানী। ২। দেবালয়। ৩। মানুষপ্রিয়া—মানবের প্রতি স্নেহযুক্তা।

১। রাজপুরুষগণ—সমরবিভাগীয় কৌজদারগণ। ২। চোর। ৩। আবৃত—বদ্ধ।

পরস্পর দর্শনকালে শূর ও রণশূর'গণের পরস্পর গর্জ্জন, আনন্দোৎফুল্ল সৈন্যগণের সিংহনাদ, কুঞ্জরগণের বৃংহিত, বাদিত্র-শব্দ এবং শঙ্খ ও ভেরীধ্বনি একত্র হইয়া তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল।"

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা প্রথম অধ্যায়—সৈন্যদর্শন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! কৌরব ও পাণ্ডবগণ সংগ্রামাভিলাষে ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্য ব্যূহিত অবলোকন করিয়া দ্রোণাচার্য্য-সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "আচার্য্য! ঐ দেখুন, আপনার শিষ্য ধীমান ধৃষ্টদ্যুম্ন মহতী পাণ্ডবসেনা ব্যূহিত করিয়াছে। যুযুধান, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ কুন্তীভোজ, নরোত্তম শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর উত্তমৌজা, অভিমন্যু ও মহারথ দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, এই সকল শৌর্য্যশালী, মহারথ, ভীমার্জ্জুনের সমকক্ষ, মহাধনুর্দ্ধর বীরপুরুষগণ ঐ ব্যূহিত সেনামধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে। আমাদিগের যে সকল প্রধান সেনানায়ক আছেন, আপনাকে অবগত করাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নামও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ এবং অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র-সম্পন্ন যুদ্ধবিশারদ বীরপুরুষগণ আমার নিমিত্ত প্রাণদানে অধ্যবসায়ারূঢ়[১] হইয়াছেন। আমাদিগের এই ভীষ্মপালিত সৈন্য অপরিমিত[২]; কিন্তু ভীমরক্ষিত পাণ্ডবসেনা পরিমিত[৩]। এক্ষণে আপনারা সকলে স্ব স্ব বিভাগানুসারে সমুদয় ব্যূহদ্বারে অবস্থানপূর্ব্বক পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করুন।'

তখন প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম রাজা দুর্য্যোধনের হর্ষবর্দ্ধনার্থ সিংহনাদ সহকারে উচ্চস্বরে শঙ্খধ্বনি করিলেন। পরক্ষণেই শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক ও গোমুখ[৪] সকল আহত[৫] এবং তাহা হইতে তুমুল শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল।

১। যুদ্ধনিপ্ত বীর। ২। উদ্যত। ৩। অধিক হইলেও অল্প কার্য্যক্ষম। ৪। অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও অধিক কার্য্যক্ষম। ৫। গোমুখাকৃতি শঙ্খসদৃশ বাদ্য। ৬। বাদিত।

এদিকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে সমারূঢ় হইলেন এবং বাসুদেব পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খ, ভীমকর্ম্মা ভীমসেন পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ, রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খ, নকুল সুঘোষ শঙ্খ, সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খ এবং কাশিরাজ শিখণ্ডী, মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদেয়গণ ও অভিমন্যু—ইঁহারা সকলে পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই তুমুল শব্দ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদারিত করিল।

হে রাজন্! অনন্তর ধনঞ্জয় এই সমারব্ধ যুদ্ধে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে যথাযোগ্যরূপে অবস্থিত দেখিয়া নিজে শরাসন উত্তোলনপূর্ব্বক বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে অচ্যুত! উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর; দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়াচরণবাসনায় যে সকল ব্যক্তি আগমন করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে কাহারা যুদ্ধ করিবেন, আমাকে কাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে এবং কে যোদ্ধুকাম[১] হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিব'।" সঞ্জয় কহিলেন, "হে ভারত! অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যস্থলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও সমস্ত নৃপতিগণের সম্মুখে রথস্থাপন করিয়া কহিলেন, 'হে পার্থ! ঐ সমস্ত কৌরবগণ সমবেত হইয়াছেন, অবলোকন কর।'

অর্জ্জুন বিষাদ

ধনঞ্জয় উভয় সেনার মধ্যে তাঁহার পিতৃব্য[২], পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা[৩] শ্বশুর ও মিত্রগণ অবস্থান করিতেছেন দেখিলেন। অর্জ্জুন সেই সমস্ত বন্ধুগণকে অবলোকন করিবামাত্র কারুণ্যরসবশংবদ[৪] ও বিষণ্ণ হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে মধুসূদন! এই সমস্ত আত্মীয়গণ যুদ্ধার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন, কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে; মুখ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে; গাণ্ডীব হস্ত হইতে স্রস্ত[৫] হইয়া পতিত হইতেছে; সমুদয় ত্বক্ দগ্ধ হইতেছে; আমার আর অবস্থান

১। যুদ্ধাভিলাষী। ২। পিতার সহোদর বা জ্ঞাতি ভ্রাতা—জ্যেঠা-খুড়া। ৩। গুরু—অস্ত্রগুরু। ৪। সহচর—মিত্র। ৫। করুণার বশবর্ত্তী। ৬। স্খলিত।

করিবার সামর্থ্য নাই; চিত্ত যেন উদ্‌ভ্রান্ত[১] হইতেছে; আমি কেবল দুর্নিমিত্তই নিরীক্ষণ করিতেছি। এই সমস্ত আত্মীয়গণকে নিহত করা শ্রেয়স্কর[২] বোধ হইতেছে না। হে কৃষ্ণ! আমি আর জয়, রাজ্য ও সুখের আকাঙ্ক্ষা করি না। যাঁহাদিগের নিমিত্ত রাজ্য, ভোগ ও সুখের কামনা করিতে হয়, সেই আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধিগণ সকলেই এই যুদ্ধে জীবন ও ধন পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অবস্থান করিতেছেন; তবে আমাদিগের আর রাজ্য, ধন ও জীবনে প্রয়োজন কি? ইঁহারা আমাদিগকে বধ করিলেও আমি ইঁহাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না; পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, ত্রৈলোক্যরাজ্য লাভ হইলেও আমি ইঁহাদিগকে বধ করিতে বাসনা করি না। হে জনার্দ্দন! ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে নিহত করিলে আমাদিগের কি প্রীতি হইবে? এই আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকেই পাপভাগী হইতে হইবে; অতএব সবান্ধবে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করা কোনক্রমেই আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। হে মাধব! আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব? ইহাদিগের চিত্ত লোভ দ্বারা অভিভূত হইয়াছে বলিয়া ইহারাই যেন কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহ[৩]জনিত পাতক দেখিতেছে না; কিন্তু আমরা কুলক্ষয়ের দোষ দর্শন করিয়াও কি নিমিত্ত এই পাপবুদ্ধি হইতে নিবৃত্ত হইব না? কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়; কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে সমস্ত কুল অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; কুল অধর্ম্মপূর্ণ হইলে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচার-দোষে দূষিত হয়; কুলস্ত্রীগণ দূষিত হইলে বর্ণসঙ্কর[৪] সমুৎপন্ন হয়; এই বর্ণসঙ্কর কুল ও কুলনাশকদিগকে নিরয়[৫]গামী করে; কুলনাশকদিগের পিতৃগণের পিণ্ড ও উদকক্রিয়া[৬] বিলুপ্ত হয়; সুতরাং তাঁহারা পতিত হইয়া থাকেন। কুলনাশক ব্যক্তিদিগের বর্ণসঙ্করের হেতুভূত এই সমস্ত দোষে জাতিধর্ম্ম ও সনাতন কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়। শুনিয়াছি, কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে মনুষ্যগণকে চিরকাল নরকে বাস করিতে হয়। হা! কি কষ্ট! আমরা এই মহাপাপের অনুষ্ঠানে অধ্যবসায়াঢ়[৭] হইয়া রাজ্যসুখের লোভে আত্মীয়দিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমি প্রতীকার-পরাঙ্মুখ[৮] ও শস্ত্রহীন হইলে যদি রাজ্য-সুখলোভে স্বজনবিনাশ-সমুদ্যত শস্ত্রপাণি[৯] ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাকে যুদ্ধে বিনাশ করে, তাহাও আমার কল্যাণকর হইবে'।" সঞ্জয় কহিলেন, "ধনঞ্জয় এইরূপ কহিয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকাকুলিতচিত্তে রথে উপবেশন করিলেন।"

১। অত্যন্ত বিচলিত। ২। মঙ্গলজনক। ৩। বান্ধবহিংসা। ৪। নীচজাতি। ৫। নরক। ৬। শ্রাদ্ধতর্পণাদি।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়—বিষাদনাশক সাংখ্যযোগ

সঞ্জয় কহিলেন, "ভগবান্ বাসুদেব কৃপাবশংবদ, অশ্রুপূর্ণ-লোচন, বিষণ্ণবদন অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'অর্জ্জুন! ঈদৃশ বিষম সময়ে কি নিমিত্ত তোমার এই অনার্য্য-সেবিত, স্বর্গপ্রতিরোধক[১], অকীর্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল? হে পার্থ! তুমি ক্লীবতা[২] অবলম্বন করিও না; ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। হে পরন্তপ! অতিতুচ্ছ হৃদয়দৌর্ব্বল্য দূরীভূত করিয়া উত্থিত হও।'

অর্জ্জুন কহিলেন, 'ভগবন্! আমি কি প্রকারে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত শরজাল দ্বারা প্রতি-যুদ্ধ করিব? মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া যদি ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ; কিন্তু ইহাদিগকে বধ করিলে ইহকালেই রুধিরলিপ্ত অর্থ ও কাম উপভোগ করিতে হইবে। ফলতঃ এই যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের মধ্যে কোন্‌টির গৌরব অধিক, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না, কেন না, যাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া আমরা স্বয়ং জীবিত থাকিতে অভিলাষ করি না, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই সম্মুখে উপস্থিত। কাতরতা ও অবশ্যম্ভাবী কুলক্ষয়-জনিত দোষে আমার স্বাভাবিক শৌর্য্যাদি অভিভূত ও আমার চিত্ত ধর্ম্মান্ধ[৩] হইয়াছে; এই নিমিত্ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হয় বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাকে উপদেশ প্রদান কর।

১। প্রতিবিধানে পশ্চাৎপদ। ২। শস্ত্রধারী। ৩। স্বর্গগমনে বাধাজনক। ৪। কাপুরুষতা—দৌর্ব্বল্য। ৫। ধর্ম্মানুরোধে বহির্দৃষ্টিরহিত।

ভূমণ্ডলে অকণ্টক[১] সুসমৃদ্ধ রাজ্য ও সুরগণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও আমার ইন্দ্রিয়গণ এই শোকে পরিশুষ্ক হইবে। অমি এমন কিছুই দেখিতেছি না, যাহাতে আমার শোকাপনোদন হইতে পারে'।" সঞ্জয় কহিলেন, "অতএব আমি যুদ্ধ করিব না' শত্রুতাপন গুড়াকেশ[২] অর্জ্জুন হৃষীকেশ-সম্মুখে এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

হে ভারত! তখন হৃষীকেশ সহাস্য-আস্যে উভয় সেনার মধ্যবর্ত্তী বিষণ্ণবদন অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তোমার মুখ হইতে পণ্ডিতগণের ন্যায় বাক্যসকল বিনির্গত হইতেছে; কিন্তু তুমি অশোচ্য[৩] বন্ধুগণের নিমিত্ত শোক করিয়া মূর্খতা প্রকাশ করিতেছ। পণ্ডিতগণ কি মৃত, কি জীবিত, কাহারও নিমিত্ত অনুশোচনা[৪] করেন না। আমি পূর্ব্বে যে কখনও ছিলাম না, এমন নহে; সেইরূপ তুমিও যে ছিলে না, এমন নহে; এই রাজগণও ছিলেন না, এমন নহে; অতঃপর আমরা সকলে থাকিব না, এমনও নহে। এই দেহ যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হয়, জীবাত্মাও তদ্রূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; ধীরব্যক্তি তদ্বিষয়ে মুগ্ধ হয়েন না। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের যে সম্বন্ধ, তাহাই শীত উষ্ণ ও সুখ-দুঃখের কারণ; সেই সম্বন্ধ কখন উৎপন্ন হয়, কখন বিনষ্ট হয়, অতএব তুমি এই অনিত্য সম্বন্ধ-সকল সহ্য কর। এই সম্বন্ধ-সকল যাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারে না, সেই সমদুঃখসুখ[৫] ধীর পুরুষ মোক্ষলাভের যোগ্য। যাহা কখন ছিল না, তাহা কখন হয় না এবং যাহা বিদ্যমান আছে, তাহারও কখন অভাব হয় না, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ ভাব ও অভাবের এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। যিনি এই দেহাদিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তাঁহার বিনাশ নাই; কোন ব্যক্তি সেই অব্যয় পুরুষকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। হে ভারত! তত্ত্বদর্শীপণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, এই সকল শরীর অনিত্য; কিন্তু শরীরী জীবাত্মা নিত্য, অবিনাশী[৬] ও অপ্রমেয়; অতএব তুমি যুদ্ধ কর। যিনি মনে করেন, এই জীবাত্মা অন্যকে বিনাশ করে এবং যিনি মনে করেন, অন্যে এই জীবাত্মাকে বিনাশ করে, তাঁহারা উভয়েই অনভিজ্ঞ; কেন না, জীবাত্মা কাহাকেও বিনাশ করেন না এবং

১। বাধাবিহীন। ২। ইন্দ্রিয়জয়ী। ৩। শোকের অযোগ্য। ৪। শোক। ৫। সুখ-দুঃখে তুল্যজ্ঞানী। ৬। বিনাশহীন।

জীবাত্মাকেও কেহ বিনাশ করিতে পারে না। ইঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হয়েন না; ইনি অজ[১], নিত্য, শাশ্বত[২] ও পুরাণ; শরীর বিনষ্ট হইলে ইনি বিনষ্ট হয়েন না। যে পুরুষ ইঁহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন, তিনি কি কাহাকে বধ করেন, না বধ করিতে আদেশ করেন? যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী[৩] জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব[৪] দেহান্তর পরিগ্রহ করেন। ইনি শস্ত্রে ছেদিত[৫], অগ্নিতে দগ্ধ, জলে ক্লেদিত[৬] বা বায়ুতে শোষিত[৭] হন না। ইনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থিরভাব, অচল ও অনাদি; অতএব অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। ইনি চক্ষুরাদির অগোচর, মনের অবিষয়[৮] ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। অতএব তুমি এই জীবাত্মাকে এবম্প্রকার[৯] অবগত হইয়া অনুশোচনা পরিত্যাগ কর।

হে মহাবাহো! যদি জীবাত্মা সর্ব্বদা জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে জাত ও মৃত বোধ কর, তাহা হইলে ত ইহার নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্যই নহে; কেন না, জাত ব্যক্তির মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তির জন্ম অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য; অতএব ঈদৃশ বিষয়ে শোকাকুল হওয়া তোমার উচিত নয়। ভূতসকল উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্ত[১০] ছিল; ধ্বংসসময়েও অব্যক্ত হইয়া থাকে; কেবল জন্মমরণের অন্তরালসময়ে[১১] প্রকাশিত হয়; অতএব তদ্বিষয়ে পরিবেদনা[১২] কি? কেহ এই জীবাত্মাকে বিস্ময়ের সহিত বর্ণন করেন, কেহ বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন, কেহ শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে পারে না। হে ভারত! জীবাত্মা সর্ব্বদা সকলের দেহে অবধ্যরূপে অবস্থান করেন, অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্ত শোক করা উচিত নয়।

তুমি স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর এ প্রকার বিকম্পিত[১৩] হইবে না; ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের আর শ্রেয়স্কর কর্ম্ম নাই। হে পার্থ! যে সকল ক্ষত্রিয় যদৃচ্ছাক্রমে[১৪] উপস্থিত অনাবৃত[১৫] স্বর্গদ্বারস্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ লাভ করে, তাহারাই

১। জন্মরহিত। ২। অক্ষয়। ৩। আত্মা। ৪। নূতন। ৫। ছিন্ন। ৬। স্নিগ্ধ—ক্লেদযুক্ত। ৭। শুষ্ক। ৮। অনুভব। ৯। এইরূপ। ১০। অপ্রকাশ। ১১। মধ্যাবস্থায়—মধ্য সময়ে। ১২। শোক। ১৩। বিচলিত। ১৪। স্বেচ্ছায়। ১৫। মুক্ত।

সুখী। যদি তুমি এই ধর্ম্ম[১]যুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি হইতে পরিভ্রষ্ট ও পাপভাগী হইবে; লোকে চিরকাল তোমার অকীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবে; সম্ভাবিত[২] ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও অধিকতর দুঃসহ। যে সকল মহারথ তোমাকে বহুমান[৩] করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট তোমার গৌরব থাকিবে না; তাঁহারা মনে করিবেন, তুমি ভয়প্রযুক্ত সংগ্রাম-পরাঙ্মুখ হইয়াছ। তাঁহারা তোমাকে কত অবক্তব্য কথা কহিবেন এবং তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবেন; ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আর কি আছে? সমরে বিনষ্ট হইলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে; জয়লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে; অতএব যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয়[৪] হইয়া উত্থান[৫] কর; সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ ও জয়-পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে পাপভাগী হইবে না।

কর্ম্মযোগ প্রশংসা

হে পার্থ! যে জ্ঞান দ্বারা আত্মতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে কর্ম্মযোগবিষয়িণী[৬] বুদ্ধি অবগত হও; এই বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তুমি কর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে। কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান বিফল হয় না। তাহাতে প্রত্যবায়[৭] ও নাই, ধর্ম্মের অত্যল্প অংশও মহদ্‌ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। হে কুরুনন্দন! কর্ম্মযোগবিষয়ে সংশয়রহিত বুদ্ধি একমাত্র[৮] হইয়া থাকে; কিন্তু প্রমাণজনিত[৯] বিবেকরহিত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি অনন্ত ও বহুশাখাবিশিষ্ট। যাহারা আপাতমনোহর[১০] শ্রবণরমণীয় বাক্যে অনুরক্ত, বহুবিধ ফলপ্রকাশক বেদবাক্যই যাহাদিগের প্রীতিকর, যাহারা স্বর্গাদি ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করে না, যাহারা কামনাপরায়ণ, স্বর্গই যাহাদিগের পরমপুরুষার্থ, জন্ম, কর্ম্ম ও ফলপ্রদ, ভোগ ও ঐশ্বর্য্যলাভের সাধনভূত নানাবিধ ক্রিয়াপ্রকাশক বাক্যে যাহাদিগের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে এবং যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে একান্ত সংসক্ত[১], সেই বিবেকবিহীন মূঢ় ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে সশংয়শূন্য হয় না। হে অর্জ্জুন! বেদসকল সকাম ব্যক্তিদিগের কর্ম্মফল-প্রতিপাদক; অতএব তুমি শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্বসহিষ্ণু[২] ধৈর্য্যশালী, যোগক্ষেমরহিত ও অপ্রমাদী হইয়া নিষ্কাম হও। যেমন কূপ, বাপী, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ে যেমন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, একমাত্র মহাহ্রদে সেই সকল প্রয়োজন সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ সমুদয় বেদে যে সকল কর্ম্মফল বর্ণিত আছে, সংশয়রহিত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ একমাত্র ব্রহ্মে তৎসমুদয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কর্ম্মেই তোমার অধিকার হউক, কর্ম্মফলে যেন কামনা না হয়; কর্ম্মফল যেন তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয় এবং কর্ম্মপরিত্যাগে তোমার আসক্তি না হউক। হে ধনঞ্জয়! তুমি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ[৩] হইয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ই তুল্য জ্ঞান করিয়া কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান কর, পণ্ডিতেরা সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ের তুল্যজ্ঞানই যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ; কাম্যকর্ম্ম-সমুদয় সাতিশয় অপকৃষ্ট[৪], অতএব তুমি কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কর; সকাম ব্যক্তিরা অতি দীন। যাঁহার কর্ম্মযোগবিষয়িণী বুদ্ধি উপস্থিত হয়, তিনি ইহজন্মেই পরমেশ্বরপ্রসাদে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয় পরিত্যাগ করেন। অতএব তুমি কর্ম্মযোগের নিমিত্ত যত্ন কর। ঈশ্বরের আরাধনা দ্বারা বন্ধনহেতু কর্ম্মসকলের মোক্ষসাধনতাসম্পাদক[৫] চাতুর্য্যই[৬] যোগ। কর্ম্মযোগবিশিষ্ট মনীষিগণ[৭] কর্ম্মজনিত ফল পরিত্যাগ করেন; সুতরাং জন্মবন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অনাময়[৮] পদ প্রাপ্ত হয়েন। যখন তোমার বুদ্ধি অতি গহন[৯] মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইবে, তখন তুমি শ্রোতব্য[১০] ও শ্রুত বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করিবে; তৎসম্বন্ধে তোমার আর কিছুই জিজ্ঞাস্য থাকিবে না। তোমার বুদ্ধি নানাবিধ বৈদিক ও লৌকিক বিষয়-শ্রবণে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আছে; যখন উহা বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট না হইয়া স্থিরভাবে পরমেশ্বরে অবস্থান করিবে, তখনই তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে।'

১। ধর্ম্মসঙ্গত। ২। প্রথিতযশাঃ—সম্মানিত। ৩। যথেষ্ট সম্মান। ৪। কর্ত্তব্য-বিষয়ে স্থির। ৫। উদ্যম। ৬। কর্ম্মযোগসম্পর্কিত। ৭। পাপ। ৮। একাগ্র—একরূপ। ৯। বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বিধিনিষেধের অধীন। ১০। বর্ত্তমান-রম্য—উপস্থিত উপাদেয়।

১। অত্যন্ত আসক্ত। ২। রাগ-বিরাগে সহনশীল। ৩। ঈশ্বরনিষ্ঠ। ৪। হীন। ৫। মুক্তি-সাধনশক্তি সংসাধক। ৬। নিপুণতাই। ৭। বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ। ৮। দুঃখাদি-রহিত। ৯। দুস্ত্যজ্য। ১০। শ্রবণযোগ্য।

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে কেশব! সমাধিস্থ[১] স্থিতপ্রজ্ঞ[২] ব্যক্তির লক্ষণ কি? তাঁহার বাক্য, অবস্থান ও গতি কি প্রকার?'

কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে পার্থ! যিনি সর্ব্বপ্রকার মনোগত কামনা পরিত্যাগ করেন, যাঁহার আত্মা আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি দুঃখে অক্ষুব্ধচিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য এবং অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ-বিবর্জ্জিত, সেই মুনি স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি পুত্র, মিত্র প্রভৃতি সকলের প্রতি স্নেহশূন্য, যিনি অনুকূল বিষয়ে অভিনন্দন[৩] ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ করেন না, তাঁহারই প্রজ্ঞা নিশ্চলা ও তিনিই স্থিত-প্রজ্ঞ। কূর্ম্ম[৪] যেমন আপন অঙ্গ-সকল সঙ্কোচন করে[৫], সেইরূপ যিনি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহরণ[৬] করেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা নিশ্চলা ও তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ না করেন, বিষয়-সকল তাঁহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে; বিষয়াভি-লাষ নিবৃত্ত হয় না; কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া বিষয়বাসনা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন। হে কৌন্তেয়! ক্ষোভজনক ইন্দ্রিয়গণ যত্নশীল বিবেকী পুরুষের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক হরণ করে; এই নিমিত্ত যোগশীল ব্যক্তি তাহাদিগকে সংযমপূর্ব্বক মৎপরায়ণ[৭] হইয়া থাকিবেন। এইরূপে ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত থাকে, তাঁহারই প্রজ্ঞা নিশ্চলা ও তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। প্রথমে বিষয়চিন্তা, চিন্তা হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে অভিলাষ, অভিলাষ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়। যিনি আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনি রাগ-দ্বেষবর্জ্জিত আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, আত্মপ্রসাদ থাকিলে সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়। প্রসন্নাত্মার বুদ্ধিই আশু নিশ্চল হইয়া উঠে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বুদ্ধি নাই; সুতরাং সে চিন্তা করিতেও পারে না; চিন্তা করিতে না পারিলে শান্তি হয় না; শান্তিহীন ব্যক্তির সুখ কোথায়? যে চিত্ত স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়-গণের বশীভূত হয়, সেই চিত্ত বায়ু কর্ত্তৃক সমুদ্রে ইতস্ততঃ-বিঘূর্ণিত নৌকার ন্যায় জীবাত্মার বুদ্ধিকে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে। অতএব হে মহাবাহো! যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে নিগৃহীত[৮] হইয়াছে সেই ব্যক্তিরই প্রজ্ঞা নিশ্চলা ও তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। অজ্ঞান-তিমিরাবৃতমতি[৯] ব্যক্তিদিগের নিশাস্বরূপ[১০] ব্রহ্মনিষ্ঠাতে[১১] জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ জাগরিত[১২] থাকেন এবং প্রাণিগণ যে বিষয়নিষ্ঠাস্বরূপ দিবায় প্রবোধিত[১৩] থাকে, আত্মতত্ত্বদর্শী যোগীদিগের সেই রাত্রি[১৪]। যেমন নদী-সকল সর্ব্বদা পরিপূর্ণ স্থিরপ্রতিষ্ঠ[১৫] সমুদ্রে প্রবেশ করে, ভোগ সকল সেইরূপে যাহাকে আশ্রয় করিয়া লীন হইয়া যায়, তিনিই মোক্ষ লাভ করেন; ভোগার্থী ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না। যিনি কামনা-সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমতা-বিহীন হইয়া ভোগ্য বস্তু-সমুদয় উপভোগ করেন, তিনি মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। হে পার্থ! ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এই প্রকার; ইহা প্রাপ্ত হইলে সংসারে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। যিনি চরমসময়েও এই ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠায় অবস্থান করেন, তিনিও পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়েন।'

১। পরমেশ্বরে নিবিষ্টচিত্ত। ২। স্থিরবুদ্ধি। ৩। অনুরাগ। ৪। কচ্ছপ। ৫। ভিতরের দিকে গুটাইয়া লয়। ৬। প্রত্যানয়ন। ৭। ভগবানে একান্ত নিষ্ঠ।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়—কর্ম্মযোগ

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে কেশব! যদি তোমার মতে কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে এই মারাত্মক কর্ম্মে কি নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেছ? তুমি কখন জ্ঞানের, কখন বা কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া আমার বুদ্ধিকে মুগ্ধপ্রায় করিতেছ; এক্ষণে যাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, এমন এক পক্ষ নিশ্চয় করিয়া বল।'

কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে পার্থ! আমি পূর্ব্বেই কহি-য়াছি যে, ইহলোকে নিষ্ঠা দুই প্রকার;—এক, শুদ্ধ-চেতা[১]দিগের জ্ঞানযোগ; দ্বিতীয়, কর্ম্মযোগীদিগের

১। সংযমবলে বিমুখ। ২—৭। রাত্রিতে নিদ্রা ও দিনে জাগরণ, ইহা লোকের স্বাভাবিক। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে যাহাদের বুদ্ধি আবৃত, ব্রহ্মনিষ্ঠা তাহাদের পক্ষে রাত্রি, তাহাতে তাহারা নিদ্রিত. সুতরাং দেখিতে পায় না. যোগিগণের তথাবিধ রাত্রি দিবাস্বরূপ হয়, তাহাতে তাঁহারা জাগরিত; সুতরাং দর্শনে সমর্থ। প্রাণিগণ বিষয়নিষ্ঠারূপ দিবাতে জাগরিত—বিষয়-ভোগে ব্যাপৃত থাকে; আর আত্মদর্শীরা তাহাতে নিদ্রিত, ভোগবিরত থাকেন। ৮। চাঞ্চল্য রহিত। ৯। নির্ম্মল হৃদয়।

কর্ম্মযোগ। পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না এবং জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে কেবল সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। কেহ কখন কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না; পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও প্রাকৃতিক[১] গুণ-সমুদয়ই তাহাকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলকে সংযম করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সকল স্মরণ করে, সেই মূঢ়াত্মা কপটাচারী বলিয়া কথিত হয়। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি মনোদ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি নিয়ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর; কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ; কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তোমার শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না। যে কর্ম্ম বিষ্ণুর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, লোকে তদ্দ্বারাই বদ্ধ হইয়া থাকে; অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান কর। পূর্ব্বে প্রজাপতি প্রজাগণকে যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন,—হে প্রজাগণ! তোমরা যজ্ঞ দ্বারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হও; যজ্ঞ তোমাদিগের কামনা পরিপূর্ণ করুক। তোমরা যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে সংবর্দ্ধিত কর; দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুক; এইরূপ পরস্পর সংবর্দ্ধন করিলে তোমরা উভয়েই পরম কল্যাণ লাভ করিবে; দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে অভিলষিত ভোগ্য-সকল প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি দেবগণপ্রদত্ত ভোগ্য-সকল তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া উপভোগ করে, সে চোর। সাধুগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয়েন; কিন্তু যাহারা কেবল আপনার নিমিত্ত পাক করে, সেই পাপাত্মগণ পাপই ভোজন করিয়া থাকে। প্রাণিগণ অন্ন হইতে, অন্ন পর্জ্জন্য[২] হইতে, পর্জ্জন্য যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে, কর্ম্ম বেদ হইতে এবং বেদ ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যে ব্যক্তি ইহলোকে বিষয়াসক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মাদি চক্রের অনুবর্ত্তী না হয়, তাহার আয়ু পাপময় ও জীবন বৃথা।

১। স্বাভাবিক। ২। বারিবর্ষণকারী মেঘ—বৃষ্টি।

আত্মাতেই যাঁহার প্রীতি, আত্মাতেই যাঁহার আনন্দ এবং আত্মাতেই যাঁহার সন্তোষ, তাঁহাকে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হয় না; কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাঁহার পুণ্য হয় না, কর্ম্ম না করিলেও তাঁহার পাপ হয় না এবং তাঁহাকে মোক্ষের নিমিত্ত ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষ লাভ করেন; অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর; জনক প্রভৃতি মহাত্মগণ কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং যাহা মান্য[১] করেন, তাহারা তাহারই অনুবর্ত্তী হয়, অতএব তুমি লোকদিগের ধর্ম্মরক্ষণার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান কর। দেখ, ত্রিভুবনের মধ্যে আমার কিছুই অপ্রাপ্য নাই; সুতরাং আমার কোন প্রকার কর্ত্তব্যও নাই; তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি। যদি আমি আলস্যহীন হইয়া কখন কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে সমুদয় লোকে আমার অনুবর্ত্তী হইবে; অতএব আমি কর্ম্ম না করিলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে এবং আমিই বর্ণসঙ্কর ও প্রজাগণের মলিনতার হেতু হইব। অতএব মূর্খেরা যেমন ফলপ্রত্যাশী হইয়া কর্ম্ম করে, তদ্রূপ বিদ্বানেরা আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া লোকদিগের ধর্ম্মরক্ষণের নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞদিগের বুদ্ধিভেদ উৎপন্ন না করিয়া স্বয়ং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক তাহাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবেন। সকল প্রকার কর্ম্মই প্রকৃতির গুণস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইতেছে; কিন্তু অহঙ্কার-বিমূঢ়মতি[২] ব্যক্তি আপনাকে ঐ সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে জানিয়া গুণকর্ম্মবিভাগের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বিষয়ে আসক্ত হয়েন না। যাহারা প্রকৃতির সত্ত্ব প্রভৃতি গুণে সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে আসক্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি তাদৃশ অল্পদর্শী মন্দমতিদিগকে বিচালিত করিবেন না।

তুমি আমাতে সমুদয় কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, আমি অন্তর্য্যামী পুরুষের অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি, এইরূপ ভাবিয়া, কামনা, মমতা ও শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক

১। কর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও কর্ম্মনিবর্ত্তক যে শাস্ত্রকে প্রমাণরূপে গ্রহণ।
২। অহঙ্কারে মোহাপন্ন।

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যাহারা শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া নিরন্তর আমার মতের অনুসরণ করে, তাহারা সকল কর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়। যাহারা অসূয়াপরবশ হইয়া অনুষ্ঠান না করে, সেই সকল বিবেকশূন্য ব্যক্তি সমুদয় কর্ম্ম ও ব্রহ্মবিষয়ে মুগ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন; অতএব যখন সকল প্রাণীই স্বভাবের অনুবর্ত্তী, তখন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলে কি হইতে পারে? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ আছে; ঐ উভয়ই মুমুক্ষুর[১] প্রতিবন্ধক[২]; অতএব উহাদের বশবর্ত্তী হইবে না। সম্যক্ অনুষ্ঠিত পর-ধর্ম্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ; পরধর্ম্ম অতি ভয়ানক; অতএব স্বধর্ম্মে মরণও শ্রেয়স্কর।'

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও কে তাহাকে বলপূর্ব্বক পাপাচরণে নিয়োজিত করে?'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! এই কামই ক্রোধরূপে পরিণত, রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন, দুষ্পূরণীয়[৩] ও অতিশয় উগ্র; ইহাকেই মুক্তিপথের বৈরী বলিয়া জানিবে। যেমন ধূম দ্বারা অগ্নি, মল দ্বারা দর্পণ[৪] ও জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ জ্ঞানিগণের চির-বৈরী, দুষ্পূরণীয়, অনলস্বরূপ কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহার আবির্ভাব[৫]স্থান; এই কাম আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে; হে অর্জ্জুন! অতএব তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে দমন এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানবিনাশী পাপরূপ কামকে বিনাশ কর; দেহাদি বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা সংশয়রহিত বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; যিনি সেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনিই আত্মা। হে মহাবাহো! তুমি আত্মাকে এইরূপ অবগত হইয়া এবং মনকে সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করিয়া কামরূপ দুরাসদ[৬] শত্রুকে বিনাশ কর।'

১। মুক্তিকামীর। ২। বাধাসৃষ্টিকারক। ৩। অনায়াসে যাহার পূরণ হয় না—পর পর আশা আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেই থাকে। অতি অধিক আহারী ব্যক্তির যেমন পেট কিছুতেই ভরে না। ৪। আয়না। ৫। উৎপত্তি। ৬। দুর্জ্জয়।

অষ্টবিংশতিতম অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়—জ্ঞানযোগ

ভগবান্ বলিলেন, 'আমি পূর্ব্বে আদিত্যকে এই অব্যয়যোগ কহিয়াছিলাম; তৎপরে আদিত্য মনুকে ও মনু ইক্ষ্বাকুকে কহিয়াছিলেন এবং নিমি প্রভৃতি রাজর্ষিগণও পরম্পরাগত' এই যোগবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন, অনন্তর কালক্রমে উহা বিলুপ্ত হইয়াছিল, আজি আমি তোমার নিকটে সেই পুরাতন যোগ-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম; তুমি আমার ভক্ত ও সখা; তন্নিমিত্ত আমি তোমাকে এই রহস্য কহিলাম।'

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে কেশব! আদিত্য জন্মগ্রহণ করিলে পর তোমার জন্ম হইয়াছিল; অতএব আমি কি প্রকারে অবগত হইব যে, তুমি অগ্রে তাঁহাকে এই যোগবৃত্তান্ত কহিয়াছিলে?'

কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! আমি অনেকবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি; তোমারও বহু জন্ম অতীত হইয়াছে; তুমি তাহার কিছুই জান না; কিন্তু আমি তৎসমুদয়ই অবগত আছি। আমি জন্মরহিত, অনশ্বর[১] স্বভাব ও সকলের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আত্মমায়ায় জন্ম-গ্রহণ করি। যে যে সময়ে ধর্ম্মের বিপ্লব[২] ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আত্মাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে-যুগে জন্মগ্রহণ করি। হে অর্জ্জুন! যিনি আমার এই অলৌকিক জন্ম ও অলৌকিক কর্ম্ম যথার্থ অবগত হইতে পারেন, তিনি শরীর পরিত্যাগ করিয়া আমাকে লাভ করেন; তাঁহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। অনেকে আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্ত, একান্ত আশ্রিত এবং জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার সাযুজ্য[৩] লাভ করিয়াছে। হে পার্থ! যাহারা যেরূপে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই প্রকারেই অনুগ্রহ করি। যে যাহা করুক, সকলেই আমার সেবাপথে আগমন করিতেছে। মনুষ্যলোকে অচিরকালেই কর্ম্ম-সকল সফল হয়; এই নিমিত্ত কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যেরা প্রায়ই ইহলোকে দেবতার অর্চ্চনা করিয়া

১। পূর্ব্বাপর ধারাবাহিকরূপে আগত। ২। বিনাশরহিত। ৩। বিরুদ্ধ ভাবের উদ্ভব। ৪। সংযোগ—সাম্য।

থাকে। আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে[১] ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি; তথাপি আমি সংসারবিহীন; আমাকে কর্ত্তা মনে করিও না। কর্ম্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কর্ম্মফলেও আমার স্পৃহা নাই। যে ব্যক্তি আমাকে এইরূপ অবগত হইতে পারে, তাহাকে কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইতে হয় না। পূর্ব্বতন মুমুক্ষুগণ আমাকে এই প্রকারে অবগত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেন; অতএব তুমি প্রথমে পূর্ব্বতনদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর।

ইহলোকে বিবেকিগণও কর্ম্ম ও অকর্ম্ম-বিষয়ে মোহিত হইয়া আছেন; অতএব তুমি যাহা অবগত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইবে, আমি তোমাকে সেই কর্ম্মের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ম্মের গতি অতি দুরবগাহ, অতএব বিহিত কর্ম্ম, অবিহিত কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ এই তিনের তত্ত্ব অবগত হইতে হয়; যিনি কর্ম্ম বিদ্যমান থাকিতেও আপনাকে কর্ম্মশূন্য এবং কর্ম্মত্যাগ হইলেও কর্ম্মযুক্ত বলিয়া বোধ করেন, তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্, যোগী ও সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। যাঁহার সমুদয় কর্ম্ম নিষ্কাম, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া থাকেন; তাঁহার কর্ম্ম-সমুদয় জ্ঞানানলে[২] দগ্ধ হইয়া যায়। যিনি কর্ম্ম-ফলে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক চিরতৃপ্ত হইয়া থাকেন এবং কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তিনি কর্ম্মে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার কিছুমাত্র কর্ম্ম করা হয় না। যিনি কামনা ও সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করেন, যাঁহার মন ও আত্মা বিশুদ্ধ, তিনি কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও পাপভাগী হয়েন না। যিনি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, শীত, উষ্ণ ও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও বৈরবিহীন এবং যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ হয়েন না। যিনি কামনা পরিত্যাগ করিয়া-ছেন, রাগাদি হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহার চিত্ত জ্ঞানে অবস্থান করিতেছে, তিনি যজ্ঞার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম্ম-সকল বিলয় হইয়া যায়। স্রুক্‌স্রুবাদি পাত্র-সকল ব্রহ্ম; হবনীয়[১] ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অগ্নিও ব্রহ্ম ও যিনি হোম করেন, তিনিও ব্রহ্ম; এই প্রকার কর্ম্ম-স্বরূপ ব্রহ্মে যাঁহার সমাধি হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। কতকগুলি যোগী সম্যক্‌রূপে দেবযজ্ঞই[২] অনুষ্ঠান করেন; কোন কোন যোগী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম-সকল[৩] আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন; কেহ কেহ সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে, আর কেহ কেহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকল আহুতি দিয়া থাকেন। কেহ কেহ ধ্যেয় বিষয়[৪] দ্বারা উদ্দীপিত আত্মধ্যানরূপ যোগাগ্নিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ও প্রাণবায়ুর কর্ম্ম-সকল আহুতি প্রদান করেন। দৃঢ়ব্রত যতিগণ দ্রব্যদান, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, সমাধি, বেদপাঠ ও বেদজ্ঞান, এই কয়েকটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ প্রাণবৃত্তিতে অপানবৃত্তিকে আহুতি প্রদান করিয়া পূরক[৫], অপান-বৃত্তিতে প্রাণবৃত্তিকে আহুতি প্রদান করিয়া রেচক[৬] এবং প্রাণ ও অপানের গতিরোধ করিয়া কুম্ভক[৭]রূপ প্রাণায়াম করেন; আর কেহ কেহ নিয়তাহার[৮] হইয়া প্রাণবৃত্তি সমুদয়কে প্রাণবৃত্তিতেই হোম করিয়া থাকেন। এই সকল যজ্ঞবেত্তা যজ্ঞ দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞশেষ-রূপ অমৃত ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করেন, কিন্তু যজ্ঞহীন ব্যক্তির পরলোকের কথা দূরে থাকুক, ইহলোকও নাই। এবংবিধ ভূরি ভূরি[৯] যজ্ঞ বেদ দ্বারা বিস্তারিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন; তুমি ইহা অবগত হইয়া মুক্তিলাভ কর। ফলের সহিত সমুদয় কর্ম্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত আছে, অতএব দ্রব্যময় দৈবযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ।

হে ধনঞ্জয়! তুমি প্রণিপাত, প্রশ্ন ও সেবা দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা কর, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা তোমাকে তাহার উপদেশ প্রদান করিবেন। জ্ঞানলাভ করিলে তুমি আর এ প্রকার বন্ধুবধাদিজনিত মোহে অভিভূত হইবে না, তুমি আপনাতে সমুদয় ভূতকে অভিন্ন অবলোকন করিয়া পরিশেষে পরমাত্মাকে আত্মায় অভিন্ন দেখিবে। যদ্যপি তুমি সকল পাপী অপেক্ষা অধিক পাপী হও, তথাপি সেই জ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা

১। ব্রাহ্মণগণের সত্ত্বগুণ অধিক, তাঁহাদের কার্য্য ইন্দ্রিয়-দমনপূর্ব্বক যোগতপস্যাদি। রজোবহুল ক্ষত্রিয়গণের কার্য্য যুদ্ধাদি দ্বারা রাজ্যশাসন-পালন। বৈশ্যগণ রজোমিশ্রিত তমঃপ্রধান, তাঁহাদের কার্য্য বাণিজ্য ও কৃষি-গোরক্ষাদি। শূদ্র কেবল তমঃপ্রধান, ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সেবা দ্বারা সাহায্যই তাহাদের কার্য্য। জাতি দেখিয়া গুণকর্ম্মের এইরূপ কল্যাণকর বিভাগ—গুণ দেখিয়া জাতিবিভাগ নহে। ২। জ্ঞানরূপ অগ্নিতে।

১। আহুতির নিমিত্ত প্রদত্ত। ২। দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞই। ৩। কর্ম্মত্যাগরূপ। ৪। পদার্থ। ৫। নাসিকাপথে অভ্যন্তরে বায়ুপূরণ। ৬। অভ্যন্তরে পূরিত বায়ুর নিঃসরণ। ৭। অভ্যন্তরে বায়ু নিরোধ। ৮। সংযত-আহার। ৯। বহু বহু।

সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে। হে অর্জ্জুন! যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন কাষ্ঠ-সমুদয় ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্ম্ম ভস্মীভূত করিয়া থাকে। ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় শুদ্ধিকর আর কিছুই নাই, মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্ম্মযোগে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আপনা হইতেই আত্মজ্ঞান লাভ করে। যে ব্যক্তি গুরুর উপদেশে শ্রদ্ধাবান, গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরাৎ[১] মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু জ্ঞান ও শ্রদ্ধাবিহীন সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সংশয়াত্মার এই লোক ও পরলোক কিছুই নাই এবং সুখও নাই। হে ধনঞ্জয়! যিনি যোগ দ্বারা কর্ম্ম-সকল ঈশ্বরে সমর্পণ ও জ্ঞান দ্বারা সংশয়চ্ছেদ করিয়াছেন, কর্ম্মসকল সেই অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে বদ্ধ করিতে পারে না। অতএব হে ভারত! আত্মজ্ঞানরূপ অসি দ্বারা হৃদয়নিহিত, অজ্ঞানসম্ভূত! সংশয় ছেদ করিয়া কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান কর এবং উত্থিত হও।'

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়—সন্ন্যাসযোগ

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ম্মসন্ন্যাস[২] ও কর্ম্মযোগ[৩] উভয়ের কথাই কহিতেছ, এক্ষণে উভয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয়স্কর, তাহা অবধারিত করিয়া বল।'

কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তির কারণ, কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মযোগেই শ্রেষ্ঠ। যাঁহার দ্বেষ নাই ও আকাঙ্ক্ষা নাই, তিনিই নিত্য-সন্ন্যাসী, কারণ, তাদৃশ নির্দ্বন্দ্ব পুরুষেরাই অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন। মূর্খেরাই সন্ন্যাস ও যোগ উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন ফল কহে; কিন্তু পণ্ডিতেরা এরূপ কহেন না; বাস্তবিকও যিনি সন্ন্যাস ও যোগ এই উভয়ের একটিমাত্র সম্যক্ অনুষ্ঠান করেন, তিনি উভয়েরই ফল প্রাপ্ত হয়েন। সন্ন্যাসীরা মোক্ষ নামক যে স্থান লাভ করেন, কর্ম্মযোগীরাও সেই স্থান প্রাপ্ত হয়েন; যিনি সন্ন্যাস ও যোগ উভয়ই একরূপ দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী কিন্তু কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস দুঃখপ্রাপ্তির কারণ; কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইয়া অচিরাৎ ব্রহ্মলাভ করেন। যিনি যোগযুক্ত হইয়া বিশুদ্ধচিত্ত হয়েন, যাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, যাঁহার আত্মা সকল ভূতের আত্মাস্বরূপ, তিনি লোকযাত্রা-নির্ব্বাহার্থ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হয়েন না। পরমার্থদর্শী[১] কর্ম্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, অশন[২], গমন, শয়ন, আলাপ, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ[৩] ও নিমেষ[৪] করিয়াও মনে করেন, আমি কিছুই করিতেছি না, ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে। যিনি আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করেন, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় তাঁহাতে পাপ লিপ্ত হয় না। কর্ম্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া শরীর, মন, বুদ্ধি ও মমত্ববুদ্ধি[৫] বর্জ্জিত ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। পরমেশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া কৈবল্য[৬] প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু ঈশ্বরনিষ্ঠাবিমুখ[৭] ব্যক্তি কামনা বশতঃ ফলপ্রত্যাশী[৮] হইয়া বদ্ধ হয়। জিতেন্দ্রিয় দেহী[৯] মনে মনে সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বারবিশিষ্ট দেহপুরে সুখে অবস্থান করেন। তিনি স্বয়ং কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না ও অন্যকেও প্রবৃত্ত করেন না। বিশ্বকর্ত্তা[১০] ঈশ্বর জীবলোকের কর্তৃত্ব ও কর্ম্ম-সকল সৃষ্টি করেন না এবং কাহাকেও কর্ম্মফলভাগী করেন না, স্বভাবই তৎসমুদয়ের প্রবর্ত্তক। ঈশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না, জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত হয় বলিয়া জীব-সকল মোহাবিষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা জ্ঞান দ্বারা আত্মার অজ্ঞানকে বিনাশিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান আদিত্যের ন্যায় প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরে যাঁহাদিগের সংশয়রহিত বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাঁহাদিগের আত্মা, ঈশ্বরেই যাঁহাদিগের নিষ্ঠা এবং ঈশ্বরই যাঁহাদিগের পরম আশ্রয়, তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া মোক্ষ লাভ করেন।

পণ্ডিতগণ বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী কুক্কুর ও চণ্ডালকে তুল্যরূপ দেখেন। এইরূপ যাঁহাদিগের মন সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থান করে, তাঁহারা জীবনাবস্থাতেই সংসার জয় করেন এবং

১। অবিলম্বে—শীঘ্র। ২। কর্ম্মত্যাগ। ৩। ফলত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মাচরণ।

১। ব্রহ্মদর্শনকারী। ২। ভোজন। ৩—৪। চক্ষুর পাতা খোলা ও বোজান। ৫। 'আমি' 'আমার' জ্ঞান। ৬। কেবল—একরূপতা। ৭। ঈশ্বরে বিশ্বাসবিহীন। ৮। ফলাকাঙ্ক্ষী। ৯। জীবাত্মা। ১০। বিশ্বের বিধাতা।

নির্দ্দোষ ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই সমভাবে আছেন, সুতরাং সমদর্শী[১] ব্যক্তিরাও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মে অবস্থান করেন, তিনি প্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হইয়া হর্ষযুক্ত বা অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হয়েন না; কেন না, তিনি মোহ হইতে মুক্ত হইয়া স্থিরবুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহার চিত্ত বাহ্য-বিষয়ে আসক্ত হয় না, তিনি অন্তঃকরণে শান্তিসুখ অনুভব করেন, পরিশেষে ব্রহ্মে সমাধি লাভ করিয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হয়েন। যে সকল সুখ বিষয় হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা দুঃখের কারণ ও বিনশ্বর; পণ্ডিতগণ তাহাতে আসক্ত হয়েন না। যিনি ইহলোকে শরীর পরিত্যাগের পূর্ব্বে কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যোগী ও তিনিই সুখী। আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার আরাম ও আত্মাতেই যাঁহার দৃষ্টি, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা পাপকে বিনাশ করিয়াছেন, সংশয়কে ছেদন করিয়াছেন, চিত্তকে বশীভূত করিয়াছেন এবং সকলের হিতানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছেন, সেই তত্ত্বদর্শিগণই মোক্ষ লাভ করেন। যে সকল সন্ন্যাসী কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তকে আয়ত্ত করিয়াছেন, এবং আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহকাল ও পরকাল উভয়ত্রই মোক্ষ লাভ করেন। যে মোক্ষপরায়ণ মুনি মন হইতে বাহ্য-বিষয় সকল বহিষ্কৃত, নয়নদ্বয় ভ্রূযুগলের মধ্যে সংস্থাপিত, নাসার অভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপানবৃত্তিকে সমভাবাপন্ন করিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি বশীভূত এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ দূরপরাহত[২] করিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। মানবগণ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা এবং সকল লোকের মহেশ্বর ও সুবৃহৎ জানিয়া শান্তি লাভ করেন।'

ত্রিংশত্তম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়—ধ্যানযোগ

'হে অর্জ্জুন! যিনি ফলে বিতৃষ্ণ[৩] হইয়া কর্ত্তব্য-কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী; কিন্তু যিনি অগ্নিসাধ্য ইষ্ট[৪] ও অনগ্নি পূর্ত্ত প্রভৃতি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসীও নহেন, যোগীও নহেন। পণ্ডিতেরা যাহা সন্ন্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই যোগ, অতএব কর্ম্মফল পরিত্যাগ না করিলে কেহ যোগী হইতে পারে না। যে মুনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কর্ম্মই তাঁহার সহায়, আর যিনি তাহাতে আরোহণ করিয়াছেন, কর্ম্মত্যাগই তাঁহার সহায়। যিনি সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য ও ভোগসাধন কর্ম্মে আসক্ত না হয়েন, তিনিই তখন যোগারূঢ় বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। আত্মা দ্বারা আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, তাহাকে অবসন্ন করিবে না, কারণ, আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু। যে আত্মা আত্মাকে জয় করিয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু, আর যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ হইয়াছে, সেই আত্মাই শত্রুর ন্যায় আত্মার অপকারে প্রবৃত্ত হয়। শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান ও অপমান উপস্থিত হইলে কেবল জিতাত্মা প্রশান্ত ব্যক্তির আত্মাই সাক্ষাৎ আত্মভাব অবলম্বন করে। যাঁহার আত্মা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, যিনি নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি লোষ্ট্র[১], প্রস্তর ও কাঞ্চন সমজ্ঞান করেন, সেই যোগীই যোগারূঢ় বলিয়া উল্লিখিত হয়েন। যিনি সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু, সকলকেই সমজ্ঞান করেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যোগী ব্যক্তি নির্জ্জনে নিরন্তর অবস্থান এবং আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তঃকরণ ও দেহ বশীভূত করিয়া চিত্তকে সমাধান[২] করিবেন। জিতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত একাগ্রমনে পবিত্র স্থানে ক্রমান্বয়ে কুশ, অজিন ও বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত, অনতি-উচ্চ, অনতি-নীচ, স্থিরতর আসন সংস্থাপন করিয়া তাহাতে উপবেশন; শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সম ও সরলভাবে ধারণ এবং দৃষ্টিকে অন্যান্য দিক্ হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে। যোগী ব্যক্তি প্রশান্তাত্মা[৩], নির্ভয়, ব্রহ্মচারী, সংযতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া আমাতেই চিত্ত অর্পণপূর্ব্বক অবস্থান করিবে। সংযতচিত্ত যোগী এইরূপে অন্তঃকরণকে সমাহিত করিলে আমার সারূপ্য[৪]রূপ মোক্ষপ্রধান

১। সমদৃষ্টিসম্পন্ন। ২। একান্ত ত্যাগ। ৩। আকাঙ্ক্ষারহিত। ৪। যজ্ঞ।

১। মাটির ডেলা। ২। সমতাযুক্ত। ৩। স্থির। ৪। সমানরূপতা—রূপসাম্য।

শান্তি লাভ করে। হে অর্জ্জুন! অতিভোজনশীল বা একান্ত অনাহারী এবং অতিনিদ্রালু[১] বা একান্ত নিদ্রাহীন ব্যক্তির সমাধি হয় না। যাঁহার আহার, বিহার, কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই দুঃখ-বিনাশক সমাধি লাভ করিতে পারেন। যখন বশীভূত চিত্ত সর্ব্বপ্রকার কাম্যবিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করে, তখনই তাহা সমাহিত[২] বলিয়া উল্লিখিত হয়। জিতচিত্ত যোগী ব্যক্তির চিত্ত আত্মযোগানুষ্ঠানকালে নির্ব্বাত-নিষ্কম্প[৩] দীপের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকে। যে অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়, যে অবস্থায় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকেই অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়, যে অবস্থায় বুদ্ধিমাত্রলভ্য, অতীন্দ্রিয়, আত্যন্তিক সুখ উপলব্ধি হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না, যে অবস্থা লাভ করিলে অন্য লাভকে অধিক বলিয়া বোধ হয় না এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না, সেই অবস্থার নামই যোগ; যাহাতে দুঃখের সম্পর্কও নাই, তাহাই বিশেষরূপে অবগত হইবে এবং অধ্যবসায়সহকারে ও নির্ব্বেদশূন্যচিত্তে অভ্যাস করিবে। সঙ্কল্প-সমুৎপন্ন কামনা-সকল নিঃশেষিত ও অন্তঃকরণ দ্বারা ইন্দ্রিয়সমুদয় বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে। মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া স্থিরবুদ্ধি দ্বারা অল্পে অল্পে বিরতি অভ্যাস করিবে; অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। চঞ্চল-স্বভাব মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মার বশীভূত করিবে। প্রশান্তচিত্ত, রজোবিহীন[৪], নিষ্পাপ, জীবন্মুক্ত[৫] যোগী নিরতিশয় সুখ লাভ করেন। নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে মনকে সর্ব্বদা বশীভূত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারজনিত[৬] সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হয়েন। সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী, সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সকল ভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সকল ভূতকে অবলোকন করেন। যে ব্যক্তি আমাতে সকল বস্তু ও সকল বস্তুতে আমাকে দর্শন করে, আমি তাহার অদৃশ্য হই না; সে ব্যক্তিও আমার অদৃশ্য হয় না। যে ব্যক্তি আমার সহিত একীভূত[১] হইয়া আমাকে সর্ব্বভূতস্থ[২] মনে করিয়া ভজনা করে, সে যে কোন প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করুক, আমাতেই অবস্থান করে। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আপনার সুখ-দুঃখের ন্যায় সকলের সুখ-দুঃখ দর্শন করে, সেই শ্রেষ্ঠ যোগী।'

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে মধুসূদন! তুমি আত্মার সমতারূপ যে যোগের কথা উল্লেখ করিলে, মনের চঞ্চলতানিবন্ধন আমি ইহার দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব দেখিতেছি না; মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, ইন্দ্রিয়গণের ক্ষোভকর, অজেয় ও দুর্ভেদ্য; যেমন বায়ুকে নিরুদ্ধ করা অতি কঠিন, মনকে নিগৃহীত করাও সেইরূপ দুষ্কর বোধ হইতেছে!'

কৃষ্ণ কহিলেন 'হে অর্জ্জুন! চঞ্চলস্বভাব মন যে দুর্নিগ্রহ[৩], তাহাতে সংশয় নাই · কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে নিগৃহীত করিতে হয়। যাহার চিত্ত অবশীভূত, যোগ লাভ করা তাহার পক্ষে দুর্ঘট। যে যত্নশীল ব্যক্তি অন্তঃকরণকে বশীভূত করিয়াছে, সে ব্যক্তি যথোক্ত উপায় দ্বারা যোগলাভ করিতে সমর্থ।'

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ কিন্তু যত্নহীন ও যোগভ্রষ্টচেতাঃ[৪], সে যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়? হে মহাবাহো! সে কি যোগ ও কর্ম্ম উভয় হইতে ভ্রষ্ট, নিরাশ্রয় ও ব্রহ্মলাভের উপায়ে অনভিজ্ঞ হইয়া ছিন্ন-মেঘের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় না? হে কৃষ্ণ! তুমি আমার এই সংশয় ছেদন কর; তোমা ভিন্ন আর কেহ এই সংশয় ছেদন করিতে সমর্থ হইবে না।'

কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কি ইহলোকে, কি পরলোকে কুত্রাপি বিনষ্ট হয় না; কোন শুভকর্ম্মকারীই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারীদিগের প্রাপ্য লোকে বহু বৎসর অবস্থান করিয়া সদাচার ও ধনসম্পন্নদিগের গৃহে অথবা বুদ্ধিমান্ যোগীদিগেরই বংশে জন্মগ্রহণ করে; যোগীদিগের কুলে জন্ম অতি দুর্লভ। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেই জন্মে পৌর্ব্বদেহিক[৫] বুদ্ধি লাভ করে এবং মুক্তিলাভবিষয়ে পূর্ব্বজন্ম অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করিয়া

১। অত্যন্ত নিদ্রাসেবী। ২। সমাধিস্থ। ৩। বায়ুবিহীন স্থান-স্থিত কম্পনরহিত। ৪। মলশূন্য। ৫। জীবিতাবস্থায় মুক্ত—কামনা-বাসনাবিহীন জীবিতাবস্থা। ৬। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে জাত।

১। এক। ২। সকল প্রাণীতে বিদ্যমান। ৩। বশে আনা দুঃসাধ্য। ৪। যোগ হইতে স্খলিত চিত্ত। ৫। পূর্ব্বজন্মলব্ধ।

থাকে। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি কোন অন্তরায়[১]বশতঃ ইচ্ছা না করিলেও পূর্ব্বজন্মকৃত অভ্যাসই তাঁহাকে ব্রহ্ম-নিষ্ঠ করে। তখন তিনি যোগজিজ্ঞাসু[২] হইয়াই বেদোক্ত কর্ম্মফল অপেক্ষা সমধিক ফল লাভ করেন। নিষ্পাপ যোগী অধিকতর যত্নসহকারে অনেক জন্মে সিদ্ধ হইয়া পরিশেষে পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন। হে অর্জ্জুন! যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি যোগী হও। হে পার্থ! যে ব্যক্তি আমাতে অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, তিনি আমার মতে সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম।'

——

একত্রিংশত্তম অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়—জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

ভগবান্ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত ও আমার আশ্রিত হইয়া যোগাভ্যাসপূর্ব্বক যে প্রকারে আমাকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর। আমি যে অনুভবসহকৃত[৩] জ্ঞান সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, ইহা বিদিত হইলে, শ্রেয়োবিষয়ে[৪] আর কিছুই জ্ঞাত হইতে অবশিষ্ট থাকে না। সহস্র সহস্র মনুষ্যমধ্যে কোন ব্যক্তি আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত যত্নবান্ হয়; আর যত্নশীল সিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রকৃতরূপে আমাকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়। আমার মায়ারূপ প্রকৃতি ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই আট প্রকারে বিভক্ত, এতদ্ভিন্ন আমার একটি জীবস্বরূপ পরা[৫] প্রকৃতি আছে, উহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। হে পার্থ! স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত-সমুদয় এই ক্ষেত্র[৬] ও ক্ষেত্রজ্ঞ[৭]স্বরূপ প্রকৃতিদ্বয় হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে। অতএব আমিই এই সমস্ত বিশ্বের পরম কারণ ও আমিই ইহার প্রলয়কর্ত্তা[৮]; হে ধনঞ্জয়! আমা ভিন্ন ইহার সৃষ্টি-সংহারের[৯] আর শ্রেষ্ঠ স্বতন্ত্র কারণ নাই। যেমন সূত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে। হে অর্জ্জুন! আমি সলিলে রসরূপে, চন্দ্র-সূর্য্যে প্রভাবরূপে, সমুদয় বেদে ওঁকাররূপে, আকাশে শব্দরূপে, মনুষ্য সকলে পৌরুষরূপে, পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধরূপে, অনলে তেজোরূপে, সর্ব্বভূতে জীবনরূপে ও তপস্বিগণে তপস্যারূপে অবস্থান করিতেছি। হে পার্থ! তুমি আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন[১] বীজ বলিয়া বিদিত হও। আমি বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি, তেজস্বীদিগের তেজ, বলবানের দুরাকাঙ্ক্ষাশূন্য বল ও সর্ব্বভূতের বল ও ধর্ম্মানুগত কাম। যে সমস্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আছে, তাহা আমা হইতে উৎপন্ন এবং আমারই অধীন; কিন্তু আমি কদাচ ঐ সকলের বশীভূত নহি। জগতীস্থ[২] সমুদয় লোক এই ত্রিগুণাত্মক[৩] ভাবে বিমোহিত হইয়া আমাকে ইহাদের অতিরিক্ত অবিনাশী বলিয়া বিদিত হইতে সমর্থ হয় না।

অলৌকিক গুণময়ী নিতান্ত দুস্তরা আমার এক মায়া আছে; যাহারা আমাকে আশ্রয় করে, তাহারাই ঐ মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। ঐ মায়া কর্ত্তৃক যাহাদিগের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে এবং যাহারা অসুরভাব অবলম্বন করিয়াছে, সেই সমস্ত দুষ্কর্ম্মকারী নরাধম মূর্খ কদাচ আমাকে প্রাপ্ত হয় না। আর্ত্ত[৪], আত্মজ্ঞানাভিলাষী, অর্থাভিলাষী ও জ্ঞানী, হে অর্জ্জুন! এই চারি প্রকার পুণ্যবান্ লোক আমার আরাধনা করিয়া থাকে; তন্মধ্যে অতিমাত্র ভক্ত ও যোগযুক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; আমি জ্ঞানবানের এবং জ্ঞানবান্ আমার একান্ত প্রিয়। পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার উপাসকই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু আমার মতে জ্ঞানীই আত্মাস্বরূপ; তিনি মদেকচিত্ত[৫] হইয়া আমাকে একমাত্র উত্তম গতি অবধারণ করিয়া আশ্রয় করিয়া থাকেন। বহুজন্ম অতিক্রান্ত হইলে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বাসুদেবই এই সচরাচর বিশ্ব, এইরূপ বিবেচনা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু তাদৃশ মহাত্মা নিতান্ত দুর্লভ। অন্য উপাসকেরা স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত ও নানা প্রকার কামনা দ্বারা হতজ্ঞান হইয়া

১। বাধাবিঘ্ন। ২। যোগবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু। ৩। অনুভবের সহিত আচরিত।৪। মুক্তিরূপ মঙ্গল সম্বন্ধে। ৫। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ৬। প্রকৃতি। ৭। জীবাত্মা। ৮। লয়কারক। ৯। উৎপত্তির উপসংহারের—প্রবাহনিবৃত্তির।

১। নিত্য—ক্ষয়রহিত। ২। ব্রহ্মাণ্ডস্থিত। ৩। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণগঠিত। ৪। পীড়িত—কাতর। ৫। একমাত্র ভগবানেই অর্পিতচিত্ত।

প্রসিদ্ধ[১] নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক ভূত, প্রেত প্রভৃতি ক্ষুদ্র দেবতাদিগের আরাধনা করিয়া থাকে। যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে যে কোন দেবতার অর্চ্চনা করিতে অভিলাষ করেন, আমিই তাঁহাদিগকে সেই অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকি, তাঁহারা সেই শ্রদ্ধাসহকারে সেই সকল দেবতার আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হন; তৎপরে আমা হইতেই হিতকর অভিলষিত সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু সেই সমস্ত অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের দেবতালব্ধ[২] ফল-সমুদয় ক্ষয় হইয়া যায়। দেবযাজী ব্যক্তিরা দেবতা প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমি অব্যক্ত; কিন্তু নির্ব্বোধ মনুষ্যেরা আমার অব্যয় ও অতি উৎকৃষ্ট স্বরূপ অবগত না হইয়া আমাকে মনুষ্য, মীন ও কূর্ম্মাদিভাবাপন্ন মনে করে। আমি যোগমায়ায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছি, সকলের সমক্ষে কদাচ প্রকাশমান হই না; এই নিমিত্ত মূঢ়েরা আমাকে জন্মহীন ও অব্যয় বলিয়া অবগত নহে। হে অর্জ্জুন! আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন বিষয়ই বিদিত আছি, কিন্তু আমাকে কেহই জ্ঞাত নহে। হে অর্জ্জুন! জন্মগ্রহণ করিলে ভূতসকল ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থিত শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব নিমিত্ত মোহে বিমোহিত হইয়া থাকে; কিন্তু যে সমস্ত পুণ্যাত্মাদিগের পাপ বিনষ্ট ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-নিমিত্ত মোহ অপগত হইয়াছে, সেই সমস্ত কঠোর-ব্রতপরায়ণ মহাত্মারাই আমার আরাধনা করেন। যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া জরা-মৃত্যু হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবার জন্য যত্ন করেন, তাঁহারাই সমগ্র অধ্যাত্মবিষয়, নিখিল কর্ম্ম ও সনাতন ব্রহ্ম অবগত হইতে সমর্থ হয়েন। যাহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন, সেই সমস্ত সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আমাকে বিস্মৃত হয়েন না।'

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়—অক্ষরব্রহ্মযোগ

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম কাহাকে বলে? অধিভূত ও অধিদৈবই বা কি? মনুষ্যদেহে অধিযজ্ঞ কিরূপে অবস্থান করিতেছে? সংযতচিত্ত ব্যক্তিরা মৃত্যুকালে কি প্রকারে ব্রহ্মকে বিদিত হয়েন?"

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! যিনি পরম, অক্ষয় ও জগতের মূল কারণ, তিনিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মের অংশস্বরূপ জীব, দেহ অধিকার করিয়া অবস্থান করিলে তাহাকে অধ্যাত্ম বলা যায়। যাহাতে ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা যজ্ঞকর্ম্ম। বিনশ্বর[১] দেহাদি পদার্থ ভূত-সকলকে অধিকার করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত উহাকে অধিভূত বলা যায়। সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী বৈরাজ পুরুষ দেবতাদিগের অধিপতি বলিয়া তাঁহাকে অধিদৈবত বলা যায়। আর আমিই এই দেহে যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে অবস্থান করিতেছি, এই নিমিত্ত অধিযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকি। যিনি অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রয়াণ করেন, তিনি নিঃসন্দেহ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি একান্তমনে অন্তকালে যে যে বস্তু স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সে সেই সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব তুমি সকল সময়ে আমাকে স্মরণ কর ও সমরে প্রবৃত্ত হও। আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে অর্জ্জুন! অভ্যাসরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া অনন্যমনে সেই দিব্য পরমপুরুষকে চিন্তা করিলে তাঁহাতেই লীন হয়। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে অবিচলিত-চিত্তে ভক্তি ও যোগবলে ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণবায়ু সমাবেশিত করিয়া পুরাতন, বিশ্বনিয়ন্তা[২], সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্যরূপ, আদিত্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, অজ্ঞানান্ধকারের উপর[৩] বর্ত্তমান, দিব্য পরমপুরুষকে চিন্তা করে, সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। হে অর্জ্জুন! বেদবেত্তারা যাঁহাকে অক্ষয় বলিয়া থাকেন এবং বিষয়াসক্তিশূন্য যতিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন ও যাঁহাকে বিদিত হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, আমি সেই প্রাপ্য বস্তুলাভের উপায় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর:—

১। গতানুগতিক—রুচিকর। ২। দেবতা হইতে প্রাপ্ত।

১। বিনাশশীল। ২। ব্রহ্মাণ্ডপরিচালক। ৩। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত অবস্থায়।

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দ্বার-সমুদয় সংযত, হৃদয়কমলে মনকে নিরুদ্ধ ও ভ্রূমধ্যে প্রাণবায়ু সন্নিবেশিত করিয়া যোগজনিত ধৈর্য্য অবলম্বন এবং ব্রহ্মের অভিধান[১] ওঁ এই একাক্ষর উচ্চারণ ও আমাকে স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রয়াণ করেন, তিনি পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি অনন্যমনে সতত আমাকে স্মরণ করেন, সেই সমাহিত যোগী আমাকে অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হয়েন; মহাত্মারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াও মোক্ষরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া দুঃখের আলয় অনিত্য পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়েন না। প্রাণিগণ ব্রহ্মলোক অবধি সমুদয় লোক হইতেই পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হয়; কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। সহস্র দৈব যুগে ব্রহ্মার এক দিন এবং ঐরূপ সহস্র যুগে এক রাত্রি হয়। যাঁহারা ইহা বিদিত হইয়াছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই অহোরাত্রবেত্তা[২]। ব্রহ্মার দিবস হইতে ব্যক্ত চরাচর ভূত-সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; আর রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই কারণরূপ অব্যক্ত পদার্থে সমস্ত বস্তু বিলীন হইয়া যায়। সেই ভূতসমূহ ব্রহ্মার দিবসাগমে বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া রাত্রিসমাগমে বিলীন হয় এবং পুনরায় দিবসাগমে কর্ম্মাদিপরতন্ত্র ও সমুৎপন্ন হইয়া পুনরায় রাত্রিসমাগমে বিলীন হইয়া থাকে। সেই চরাচরের কারণরূপ অব্যক্ত অপেক্ষাও পরতর[৩] অতিশয় অব্যক্ত সনাতন আর একটি ভাব আছে; উহা সমস্ত ভূত বিনষ্ট হইলেও কদাচ বিনষ্ট হয় না। অতীন্দ্রিয় ও অক্ষয় ভাবকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন; উহাই আমার স্বরূপ; উহা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের আর বিনিবর্ত্তন হয় না[৪]। হে অর্জ্জুন! সেই পরম-পুরুষকে একান্ত ভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়; ভূতসকল তাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে এবং তিনিই এই বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। যোগীরা যে কালে গমন করিলে আবৃত্তি[৫] ও যে কালে গমন করিলে অনাবৃত্তি[৬] প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আমি সেই কালের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর;—যে স্থানে দিবস শুক্লবর্ণ[৭] ও অগ্নির ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং ছয় মাস উত্তরায়ণ[৮], ব্রহ্মবেত্তারা তথায় গমন করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর যে স্থানে রাত্রি[৯], ধূম[১০] ও কৃষ্ণ[১১]বর্ণ এবং ছয় মাস দক্ষিণায়ন[১২]; কর্ম্মযোগীরা তথায় চন্দ্রপ্রভাশালী স্বর্গ-লাভ[১৩] করিয়া নিবৃত্ত হয়েন। জগতের শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটি শাশ্বত গতি আছে; তন্মধ্যে একতর দ্বারা অনাবৃত্তি ও অন্যতর দ্বারা আবৃত্তি হইয়া থাকে। হে পার্থ। যোগী ব্যক্তি এই দুইটি গতি অবগত হইয়া কদাচ বিমোহিত হয়েন না; অতএব তুমি সকল কালে যোগানুষ্ঠানপরায়ণ হও। শাস্ত্রে বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, জ্ঞানীরা এই নির্ণীত তত্ত্ব অবগত হইয়া তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করেন এবং জগতের মূল বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।'

১। নাম—পরিচায়কসংজ্ঞা। ২। দিবারাত্রির পরিমাণ বিষয়ে বিজ্ঞ। ৩। নিগূঢ়। ৪। ফিরিয়া আসে না—ব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকে। ৫। জন্মবন্ধন। ৬। সংসারনিবৃত্তি—মোক্ষ।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

নবম অধ্যায়—রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ

ভগবান্ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি অসূয়াশূন্য: অতএব যাহা অবগত হইলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, আমি সেই গোপনীয় উপাসনাসহকৃত ঈশ্বরজ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই উৎকৃষ্ট জ্ঞান বিদ্যাশ্রেষ্ঠ, রাজগণেরও গোপনীয়, অতি পবিত্র, প্রত্যক্ষফলদ ধর্ম্মানুগত ও অব্যয়; ইহা অনায়াসেই অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। যাহারা এই ধর্ম্মে বিশ্বাস না করে, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুসমাকুল সংসারপথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! আমি অব্যক্তরূপে সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছি; আমাতে ভূত-সকল অবস্থান করিতেছে; কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি, আর আমাতেও কোন ভূত অবস্থান করিতেছে না; আমার এই ঐশিকী[৮] অঘটঘটনাচাতুরী[৯] নিরীক্ষণ কর। আমার আত্মা ভূতসকল ধারণ ও পালন করিতেছে; কিন্তু কোন ভূতেই

১। সত্ত্বময়। ২। মাঘ মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত। ৩—৫। রজঃ ও তমোময়। ৬। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত। ৭। পিতৃলোক। ৮। ঐশী—নিয়তি বিষয়িণী। ৯। অসম্ভব-সম্ভাবনাকারিণী নিপুণতা।

অবস্থান করিতেছে না। যেমন সমীরণ সর্ব্বত্রগামী ও মহৎ হইলেও প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থান করে, তদ্রূপ সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিয়া রহিয়াছে জানিবে। হে অর্জ্জুন! কল্পক্ষয়কালে[১] ভূতগণ আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় লীন হয় এবং কল্পপ্রারম্ভে আমি পুনরায় উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি স্বীয় মায়ায় অধিষ্ঠিত হইয়া জন্মান্তরীণ[২] কর্ম্মানুসারে প্রলয়কালবিলীন[৩] কর্ম্মাদিপরবশ[৪] ভূত-সমুদয় বারংবার সৃষ্টি করিতেছি; কিন্তু আমি সেই সকল সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম্মের আয়ত্ত[৫] নহি; আমি সকল কর্ম্মেই অনাসক্ত হইয়া উদাসীনের ন্যায় নিরন্তর অবস্থান করিয়া থাকি। মায়া আমার অধিষ্ঠান[৬] মাত্র লাভ করিয়া এই সচরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছে এবং আমার অধিষ্ঠান নিমিত্তই এই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে। আমি সকল ভূতের ঈশ্বর; আমি মানুষ-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছি বলিয়া বিফল আশাসম্পন্ন, বিফল কর্ম্মপরায়ণ, বিফল জ্ঞানযুক্ত বিচেতন, মূঢ় ব্যক্তিরা আমার পরম তত্ত্ব অবগত না হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে; কারণ, তাহারা রাক্ষসী[৭], আসুরী[৮] ও মোহিনী[৯] প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া আছে। কিন্তু মহাত্মগণ দৈবী প্রকৃতি আশ্রয়পূর্ব্বক আমাকে সকল ভূতের কারণ ও অব্যয়রূপ অবগত হইয়া অনন্যমনে আরাধনা করেন; সতত ভক্তিযুক্ত ও অবহিত হইয়া আমার নাম কীর্ত্তন করেন, যত্নবান্ ও দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং প্রতিনিয়ত সাবধান হইয়া ভক্তিসহকারে আমার উপাসনা করেন। আর কেহ তত্ত্বজ্ঞানরূপ যজ্ঞ, কেহ অভেদ ভাবনা, কেহ পৃথক্ ভাবনা দ্বারা, কেহ বা সর্ব্বাত্মক বলিয়া ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপে আমাকে আরাধনা করিয়া থাকেন। দেখ, আমি যজ্ঞ, স্বধা, ঔষধ, মন্ত্র, আজ্য, অগ্নি ও হোম; আমি এই জগতের পিতা, পিতামহ, মাতা ও বিধাতা; আমি জ্ঞেয়, পবিত্র, ওঁকার, ঋক্, সাম ও যজু; আমি কর্ম্মফল, ভর্ত্তা[১০], প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, প্রভব, প্রলয়, আধার, লয়স্থান ও অব্যয় বীজ। হে অর্জ্জুন! আমি তাপপ্রদান এবং বৃষ্টিরোধ ও বৃষ্টি প্রদান করি। আমিই অমৃত, মৃত্যু, সৎ ও অসৎ।

ত্রিবেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপর[১], সোমপায়ী বিগতপাপ মহাত্মগণ যজ্ঞ দ্বারা আমার সংকার করিয়া সুরলোকলাভের অভিলাষ করেন, পরিশেষে অতি পবিত্র সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট দেবভোগ্যসকল উপভোগ করিয়া থাকেন। অনন্তর পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। এইরূপে তাঁহারা বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপর ও ভোগাভিলাষী হইয়া গমনাগমন[২] করিয়া থাকেন। যাহারা অনন্যমনে আমাকে চিন্তা ও আরাধনা করে, আমি সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে যোগক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি। যাহারা শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমাকেই পূজা করিয়া থাকে। আমি সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু; কিন্তু তাহারা আমাকে যথার্থতঃ বিদিত হইতে পারে না; এই নিমিত্ত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকে। দেবব্রতপরায়ণ[৩] ব্যক্তিরা দেবগণ, পিতৃব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তিরা পিতৃগণ ও ভূতসেবকেরা ভূত-সকলকে এবং আমার উপাসকেরা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। যিনি ভক্তিসহকারে আমাকে ফল, পত্র, পুষ্প ও জল প্রদান করেন, আমি সেই মহাত্মা ব্যক্তির সেই সমুদয় দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন! তুমি যে কিছু কর্ম্ম অনুষ্ঠান, যাহা ভক্ষণ, যাহা হোম, যে বস্তু দান ও যেরূপ তপঃসাধন করিয়া থাক, তৎসমুদয় আমাকে সমর্পণ করিও; তাহা হইলে কর্ম্মজনিত শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত হইবে এবং কর্ম্মার্পণরূপ[৪] যোগযুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে। আমি সকল ভূতে একরূপ; কেহ আমার শত্রু বা মিত্র নাই। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার আরাধনা করে, তাহারা আমাতেই অবস্থান করিয়া থাকে। যদি দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যমনে আমার উপাসনা করে, সে সাধু; তাহার অধ্যবসায় অতি সুন্দর; সে অবিলম্বে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নিরন্তর শান্তি লাভ করে এবং তাহার বিনাশ নাই। অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ ও ভক্তিপরায়ণ রাজর্ষিগণের কথা দূরে থাকুক, যাহারা নিতান্ত পাপাত্মা, যাহারা কৃষি প্রভৃতি কার্য্যে নিরত বৈশ্য ও যাহারা অধ্যয়নবিরহিত

১। ব্রহ্মার স্থিতিকালের অবসানে—মহাপ্রলয় সময়ে। ২। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের। ৩। প্রলয়কালে লয়প্রাপ্ত। ৪। স্ব স্ব কর্ম্মের অধীন। ৫। অধীন। ৬। আশ্রয়। ৭—৯। মোহকারিণী রাক্ষস ও অসুরসম্বন্ধীয়া। ১০। পালনকর্ত্তা।

১। কর্ম্মানুষ্ঠাননিরত। ২। জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারে আগমন—সংসার হইতে গমন। ৩। যজ্ঞাদিনিষ্ঠ। ৪। কর্ম্মফলত্যাগরূপ।

শূদ্র, তাহারা এবং স্ত্রীলোকেরাও আমাকে আশ্রয় করিলে অত্যুৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে। হে অর্জ্জুন! তুমি এই অনিত্য অসুখকর লোক প্রাপ্ত হইয়া আমাকে আরাধনা ও নমস্কার কর; আমাতে মন সমর্পণপূর্ব্বক আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও এবং সর্ব্বদা আমার পূজা কর। তুমি এইরূপে আমাতে আত্মা সমাহিত করিলে আমাকে লাভ করিবে।'

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

দশম অধ্যায়—বিভূতিযোগ

ভগবান্ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি আমার বাক্য-শ্রবণে নিতান্ত প্রীত হইতেছ; এক্ষণে আমি তোমার হিতবাসনায় পুনরায় যে সমস্ত উৎকৃষ্ট বাক্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর,—মহর্ষি ও সুরগণও আমার প্রভাব অবগত নহেন; আমি সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের আদি। যিনি আমাকে অনাদি, জন্মবিহীন ও সকল লোকের ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি জীবলোকে মোহবিরত ও পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। আমি বুদ্ধি, জ্ঞান, ব্যাকুলতা, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশঃ ও অযশ। আমা হইতেই প্রাণিগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাব উৎপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বতন সনকাদি চারি জন ও ভৃগু প্রভৃতি সাত জন মহর্ষি এবং মনু-সকল[১] আমারই প্রভাবসম্পন্ন ও আমারই মন হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা এই লোক ও প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি আমার এই বিভূতি ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ঐশ্বর্য্য[২] সম্যক্ বিদিত হইয়াছেন, তিনি সংশয়রহিত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা আমাকে সকলের কারণ ও আমা হইতে সমস্ত প্রবর্ত্তিত জানিয়া প্রীতমনে আমার অর্চ্চনা করেন। তাঁহারা আমাতে মনঃ ও প্রাণ সমর্পণ করিয়া আমাকে বিদিত হয়েন এবং আমার নাম কীর্ত্তন করিয়া একান্ত সন্তোষ ও পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। আমি সেই সমস্ত প্রীতচিত্ত উপাসকদিগের বুদ্ধি প্রদান করি; তাঁহারা তদ্দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া দীপ্তিশীল জ্ঞানপ্রদীপ দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নিরাকরণ করিয়া থাকি।'

১। স্বায়ম্ভুবপ্রমুখ ১৪ জন। ২। সমস্ত জানিবার শক্তি।

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাসদেব তোমাকে পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, দিব্য, আদিদেব ও জন্মবিহীন বলিয়া থাকেন এবং তুমিও আপনাকে ঐরূপ নির্দ্দেশ করিলে। এক্ষণে তুমি যেরূপ কহিতেছ, আমি তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও[৩] সন্দেহ করি না। দেব ও দানবগণ তোমাকে সম্যক্ অবগত নহেন; তুমি আপনিই আপনাকে বিদিত হইতেছ। হে দেবদেব! হে ভূতভাবন[৩]! তুমি যে সমস্ত বিভূতি দ্বারা এই লোক-সমুদয় ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, এক্ষণে সেই সকল দিব্য বিভূতি সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন কর, আমি কিরূপে তোমাকে সতত চিন্তা করিয়া অবগত হইতে সমর্থ হইব এবং কোন্ কোন্ পদার্থেই বা তোমাকে চিন্তা করিব? এক্ষণে তুমি পুনরায় সবিস্তার আপনার ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি কীর্ত্তন কর; তোমার এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না।'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! আমার বিভূতির ইয়ত্তা নাই; অতএব এক্ষণে প্রধান প্রধান বিভূতি-সকল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে অর্জ্জুন! আমি আত্মা ও সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে অবস্থান করিতেছি। আমি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত; আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতির্ম্মণ্ডলীর মধ্যে সমুজ্জ্বল সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি ও নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র। আমি বেদের মধ্যে সাম, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়-সমুদয়ের মধ্যে মন ও ভূতগণের মধ্যে চৈতন্য। আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষরাক্ষসের মধ্যে কুবের, বসুগণের মধ্যে পাবক, পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু, পুরোহিতগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বৃহস্পতি, সেনানীদিগের মধ্যে কার্ত্তিকেয় ও জলাশয়-সকলের মধ্যে সাগর। আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্য-সকলের মধ্যে ওঁকার, যজ্ঞ-সমুদয়ের মধ্যে জপযজ্ঞ, স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষসমূহের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ

১। দূর। ২। অতি অল্প পরিমাণও। ৩। প্রাণিগণের উৎপাদনকারক।

ও সিদ্ধ-সমুদয়ের মধ্যে মহামুনি কপিল। আমি অশ্বগণমধ্যে অমৃতমন্থনোদ্ভূত[১] উচ্চৈঃশ্রবা, মাতঙ্গমধ্যে ঐরাবত, মনুষ্যমধ্যে রাজা, আয়ুধমধ্যে বজ্র ও ধেনুগণমধ্যে কামধেনু। আমি উৎপত্তিহেতু কন্দর্প[২], সবিষ ভুজঙ্গগণের মধ্যে বাসুকি, নির্ব্বিষ ভুজঙ্গগণের মধ্যে অনন্ত, জলচরসকলের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, নিয়ামক[৩]দিগের মধ্যে যম ও দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ। আমি গণনাকারীদিগের কাল, মৃগগণের মধ্যে মৃগেন্দ্র[৪], পক্ষিমধ্যে বৈনতেয়, বেগবান্‌দিগের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে দাশরথি রাম, মৎস্যগণমধ্যে মকর ও স্রোতস্বতীর[৫] মধ্যে জাহ্নবী। আমি সৃষ্টপদার্থ সকলের আদি, অন্ত ও মধ্য, বিদ্যা-সকলের মধ্যে আত্মবিদ্যা, বাদিগণের বাদ, অক্ষর-সকলের মধ্যে অকার ও সমাসমধ্যে দ্বন্দ্ব। আমি অনন্ত কাল, সর্ব্বতোমুখ[৬] বিধাতা, সর্ব্বসংহারক মৃত্যু ও অভ্যুদয়লাভের যোগ্য প্রাণীদিগের অভ্যুদয়[৭]। আমি নারীগণমধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্ (বাক্য), স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। আমি সামবেদের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ[৮], ঋতুর মধ্যে বসন্ত, প্রতারকদিগের দ্যূত ও তেজস্বীদিগের তেজঃ। আমি জয়, ব্যবসায় ও সত্ত্ববান্‌দিগের সত্ত্ব। আমি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবমধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিদিগের মধ্যে ব্যাস ও কবিগণের মধ্যে শুক্র। আমি শাসনকর্ত্তাদিগের দণ্ড, জয়াভিলাষীদিগের নীতি, গোপ্য বিষয়ের মধ্যে মৌনভাব, জ্ঞানবান্‌দিগের জ্ঞান ও সকল ভূতের বীজ। হে অর্জ্জুন! এই চরাচর ভূত আমা হইতে স্বতন্ত্র নহে; সুতরাং আমার দিব্য বিভূতির ইয়ত্তা নাই। হে পার্থ! আমি সংক্ষেপে এই বিভূতিবিস্তার[৯] কীর্ত্তন করিলাম; বস্তুতঃ যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও প্রভাব বলসম্পন্ন, সেই সমস্তই আমার প্রভাবের অংশ দ্বারা সম্ভূত হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! আমি একাংশ দ্বারা বিশ্ব-সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি; অতএব এক্ষণে আমার বিভূতির বিষয় পৃথক্‌রূপে জানিবার প্রয়োজন নাই।

১। অমৃতমন্থনকালে সমুদ্র হইতে উত্থিত। ২। কাম। ৩। শাসন দ্বারা সপথে প্রবর্ত্তক। ৪। সিংহ। ৫। নদীর। ৬। সকল দিকেই মুখবিশিষ্ট—সর্ব্বত্র অভিজ্ঞসম্পন্ন। ৭। মঙ্গল। ৮। অগ্রহায়ণ। ৯। ঐশ্বর্য্যের বিস্তৃত বিবরণ।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়—বিশ্বরূপদর্শন

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া যে পরম গুহ্য আত্মা ও দেহ প্রভৃতির বিষয় কীর্ত্তন করিলে, তদ্দ্বারা আমার ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। হে পদ্মপলাশলোচন! আমি তোমার মুখে ভূতগণের উৎপত্তি, প্রলয় এবং তোমার অক্ষয়-মাহাত্ম্য সবিস্তর শ্রবণ করিলাম। হে পুরুষোত্তম! তুমি আপনার ঐশ্বর[১] রূপের বিষয় যেরূপ কীর্ত্তন করিলে, আমি তাহা দর্শন করিতে অভিলাষ করি; হে যোগেশ্বর! এক্ষণে তুমি যদি আমাকে তাহা দর্শন করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া থাক, তাহা হইলে সেই অব্যয় রূপ প্রদর্শন কর।'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি আমার নানাবর্ণ ও নানাপ্রকার আকারবিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ প্রত্যক্ষ কর। অদ্য আমার কলেবরে আদিত্য, বসু, রুদ্র ও মরুদ্‌গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য বহুতর বস্তু-সকল দর্শন কর। হে অর্জ্জুন! সচরাচর বিশ্ব এবং অন্য যে কিছু অবলোকন করিবার অভিলাষ থাকে, তাহাও নিরীক্ষণ কর। কিন্তু তুমি এই চক্ষু দ্বারা আমার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবে না; এক্ষণে আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি; তুমি তদ্দ্বারা আমার অসাধারণ যোগ অবলোকন কর'।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাযোগেশ্বর হরি পার্থকে বহুমুখ ও বহুনয়নসম্পন্ন, দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত, দিব্যায়ুধধারী, দিব্য মাল্য ও অম্বরে পরিশোভিত, দিব্যগন্ধচর্চ্চিত[২], সর্ব্বতোমুখ, অদ্ভুতদর্শন, পরম ঐশ্বর রূপ প্রদর্শন করিলেন। যদি নভোমণ্ডলে এককালে সহস্র সূর্য্য সমুদিত হয়, তাহা হইলে তাহার তৎকালীন তেজঃপুঞ্জের উপমা হইতে পারে। ধনঞ্জয় তখন তাঁহার দেহে বহু প্রকারে বিভক্ত, একস্থানস্থিত, সমগ্র বিশ্ব নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া

১। ঈশ্বরাত্মক—ঐশ্বর্য্যযুক্ত। ২। উত্তম গন্ধ অনুলিপ্ত।

কহিলেন, 'হে দেব! আমি তোমার দেহমধ্যে সমস্ত দেবতা, জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রভৃতি সমস্ত ভূত, পদ্মাসনস্থিত ভগবান্ ব্রহ্মা এবং দিব্য মহর্ষি ও উরগগণ অবলোকন করিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর! আমি তোমার বহুতর বাহু, উদর, বক্ত্র ও নেত্রসম্পন্ন অনন্ত রূপ নিরীক্ষণ করিলাম; কিন্তু ইহার আদি, অন্ত ও মধ্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমি তোমাকে কিরীটধারী, গদাচক্রলাঞ্ছিত[১], প্রদীপ্ত হুতাশন ও সূর্য্যসঙ্কাশ, নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য এবং অপ্রমেয় নিরীক্ষণ করিতেছি। তুমি অক্ষয়, পরব্রহ্ম, জ্ঞাতব্য, বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়, নিত্য, সনাতন-ধর্ম্মপ্রতিপালক পরমপুরুষ। তোমার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্ত নাই। তুমি অনন্তবীর্য্য ও অনন্তবাহু; হুতাশন তোমার মুখমণ্ডলে সতত প্রদীপ্ত হইতেছে; চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার নেত্র; তুমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে এই বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছ এবং একাকী হইয়াও অন্তরীক্ষ ও সমস্ত দিগ্বলয় ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তোমার এই ভীষণ অত্যদ্ভুত রূপ নিরীক্ষণ করিয়া এই লোকত্রয় ব্যথিত হইতেছে। সকল সুরগণ শঙ্কিত-মনে তোমার শরণাপন্ন হইতেছেন। কেহ কেহ বা 'আমাদিগকে রক্ষা কর' বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন; সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ 'স্বস্তি' বলিয়া তোমার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছেন। রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুৎ পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর, বিশ্বদেব ও সিদ্ধগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় সাতিশয় বিস্মিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন। আমি এই সমস্ত লোক-সমভিব্যাহারে তোমার বহু নয়ন ও অনেক মুখসম্পন্ন, বহু বাহু, বহু উরু ও বহু চরণসংযুক্ত, অনেক উদরপরিশোভিত ও বহুদংষ্ট্রাকরাল[২] আকার নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি; আমি তোমার নভোমণ্ডলস্পর্শী, বহু-বর্ণসম্পন্ন, বিবৃতানন, বিশাললোচন ও অতি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া কোনক্রমেই ধৈর্য্য ও শান্তি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেছি না। আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত বিচলিত হইয়াছে। হে জগন্নাথ! তুমি প্রসন্ন হও, তোমার কালাগ্নিসন্নিভ দংষ্ট্রাকরাল মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া আমার দিগ্‌ভ্রম জন্মিয়াছে; আমি কিছুতেই সুখলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

১। গদা ও চক্রচিহ্নে চিহ্নিত। ২। ভীষণ দন্তসমন্বিত।

মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অন্যান্য মহীপালগণ ও আমাদিগের যোদ্ধৃবর্গ সমভিব্যাহারে সত্বর তোমার ভয়ঙ্কর আস্য বিবরে প্রবেশ করিতেছে; তন্মধ্যে কাহার উত্তমাঙ্গ চূর্ণীকৃত এবং কেহ বা তোমার বিশাল দশনসন্ধিতে[১] সংলগ্ন হইয়াছে। যেমন নদীপ্রবাহ সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই সকল বীরপুরুষেরা তোমার অতি প্রদীপ্ত মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। যেমন সমৃদ্ধ বেগশালী পতঙ্গসকল বিনাশের নিমিত্ত অতি প্রদীপ্ত হুতাশনমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ এই সমস্ত লোকেরা বিনষ্ট হইবার নিমিত্ত তোমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তুমি প্রজ্বলিত মুখ বিস্তার করিয়া এই সমুদয় লোককে গ্রাস করিতেছ এবং তোমার প্রখর তেজ বিশ্বকে পরিপূর্ণ করিয়া লোক-সকলকে সন্তপ্ত করিতেছে। হে দেবাদিদেব! আমি তোমাকে নমস্কার করি; তুমি প্রসন্ন হও। আমি তোমার কোন বৃত্তান্তই অবগত নহি; এক্ষণে তুমি কে, তাহা কীর্ত্তন কর; আমি তোমাকে বিদিত হইতে অভিলাষী হইয়াছি।'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! আমি লোকক্ষয়কারী ভয়ঙ্কর সাক্ষাৎ কালরূপী হইয়া লোক-সকলকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে কেবল তোমা ব্যতিরেকে প্রতিপক্ষীয় বীরপুরুষ সকলেই বিনষ্ট হইবেন; অতএব তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হইয়া শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া যশোলাভ ও অতি সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর। হে অর্জ্জুন! আমি পূর্ব্বেই ইহাদিগকে নিহত করিয়া রাখিয়াছি; এক্ষণে তুমি এই বিনাশের নিমিত্তমাত্র হও। হে অর্জ্জুন! আমি দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণকে বিনষ্ট করিয়া রাখিয়াছি; তুমি ইহাদিগকে সংহার কর; ব্যথিত হইও না; অনতিবিলম্বে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও; তুমি অবশ্যই শত্রুদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে'।" সঞ্জয় কহিলেন, "তখন অর্জ্জুন কম্পিতকলেবরে ও কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া ভীতমনে ও গদ্‌গদবচনে কহিলেন, 'বাসুদেব! তোমার নাম কীর্ত্তন করিলে সকলে যে নিতান্ত হৃষ্ট ও একান্ত অনুরক্ত হইয়া থাকে, সিদ্ধগণ যে তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং রাক্ষসেরা যে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে

১। দাঁতের ফাঁকে।

পলায়ন করিয়া থাকে, তাহা যুক্তিযুক্ত। তুমি ভগবান্ ব্রহ্মা অপেক্ষা গুরুতর ও জগতের আদিকর্ত্তা এবং ব্যক্ত ও অব্যক্তের মূলকারণ অবিনাশী ব্রহ্ম; এই নিমিত্তই সকলে তোমাকে নমস্কার করিয়া থাকে। তুমি আদিদেব, পুরাতন পুরুষ ও বিশ্বের একমাত্র নিধান[১]; তুমি বেত্তা[২], বেদ্য[৩] ও পরম তেজ; হে অনন্তমূর্ত্তি! তুমি এই বিশ্বের সর্ব্বত্রই বিরাজমান আছ। তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক[৪], প্রজাপতি ও প্রপিতামহ[৫]। হে সর্ব্বেশ্বর! আমি তোমাকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার করি; আমি তোমার সম্মুখে নমস্কার করি; আমি তোমার পশ্চাতে নমস্কার করি; আমি তোমার চতুর্দ্দিকেই নমস্কার করি। তুমি অনন্তবীর্য্য ও অমিতপরাক্রমসম্পন্ন; তুমি সমুদয় বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছ; এই নিমিত্ত সকলে তোমাকে সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। আমি তোমাকে মিত্র বিবেচনা করিয়া 'হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা!' বলিয়া যে সম্বোধন করিয়াছি এবং তুমি একাকীই থাক বা বন্ধুজনসমক্ষেই অবস্থান কর, বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন সময়ে তোমাকে যে উপহাস করিবার নিমিত্ত তিরস্কার করিয়াছি, এক্ষণে তুমি সেই সকল ক্ষমা কর; আমি তোমার মহিমা অবগত না হইয়া প্রমাদ বা প্রণয়পূর্ব্বক ঐরূপ ব্যবহার করিতাম। তুমি স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের পিতা, পূজ্য ও গুরু, ত্রিলোকমধ্যে তোমা অপেক্ষা সমধিক বা তোমার তুল্য প্রভাবসম্পন্ন আর কেহই নাই; অতএব আমি দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তোমায় প্রণাম করিয়া প্রসন্ন করিতেছি; যেমন পিতা পুত্রের, মিত্র মিত্রের ও স্বামী প্রিয়তমার অপরাধ সহ্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি তোমার অদৃষ্টপূর্ব্ব[৬] রূপ নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; কিন্তু আমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইতেছে। হে কৃষ্ণ! তুমি প্রসন্ন হইয়া পূর্ব্বরূপ ধারণ ও আমাকে প্রদর্শন কর, আমি তোমার কিরীটসমলঙ্কৃত গদা-চক্রলাঞ্ছিত সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি অবলোকন করিতে ইচ্ছা করি।'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন। আমি প্রসন্ন হইয়া যোগমায়া-প্রভাবে তোমাকে তেজোময় অনন্ত বিশ্বরূপ পরম রূপ প্রদর্শন করিয়াছি; তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা পূর্ব্বে নিরীক্ষণ করে নাই। তোমা ব্যতিরেকে মনুষ্যলোকে আর কেহই বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, ক্রিয়াকলাপ ও অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা আমার ঈদৃশ রূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হয়েন না। তুমি ইহা নয়নগোচর করিয়া ব্যথিত ও বিমোহিত হইও না; এক্ষণে ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতমনে পুনরায় আমার পূর্ব্বরূপ প্রত্যক্ষ কর'।" সঞ্জয় কহিলেন, "এই বলিয়া বাসুদেব নিতান্ত ভীত অর্জ্জুনকে পুনরায় স্বকীয় সৌম্যমূর্ত্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিলেন।

তখন অর্জ্জুন কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে জনার্দ্দন! আমি এক্ষণে তোমার প্রশান্ত মানুষ-মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলাম।'

কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! তুমি আমার যে নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য মূর্ত্তি অবলোকন করিলে, দেবগণ উহা নেত্রগোচর করিবার নিমিত্ত নিয়ত অভিলাষ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহই বেদাধ্যয়ন, দান, তপঃ ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমার ঐ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না; অনন্যসাধারণ ভক্তিপ্রদর্শন করিলেই আমাকে এইরূপে জ্ঞাত হইতে পারে এবং আমাকে দর্শন ও আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মানুষ্ঠান করে, যে আমার ভক্ত ও একান্ত অনুরক্ত, যে পুত্র-কলত্র প্রভৃতি পরিবারের প্রতি আসক্তিরহিত, যাহার কাহারও সহিত বিরোধ নাই এবং আমিই যাহার পরমপুরুষার্থ, সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।'

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়—ভক্তিযোগ

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! যাহারা মদ্‌গতচিত্তে[১] তোমার উপাসনা করে এবং যাহারা কেবল অক্ষয় ও অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা করিয়া থাকে, এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়?'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! যাহারা আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও নিবিষ্টমনাঃ হইয়া

১। আধার। ২। সর্ব্বজ্ঞ। ৩। জ্ঞেয়। ৪। চন্দ্র। ৫। ব্রহ্মা। ৬। যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই, তদ্রূপ।

১। অনন্যমনে—একমাত্র ভগবানে মন রাখিয়া।

পরম ভক্তিসহকারে আমার উপাসনা করিয়া থাকে, তাহারাই আমার মতে প্রধান যোগী ; আর যাহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্ব্বভূতে হিতানুষ্ঠাননিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অক্ষয়, অনির্দ্দেশ্য[১], অব্যক্ত, অচিন্তনীয়, সর্ব্বব্যাপী, হ্রাসবৃদ্ধিহীন, কূটস্থ[২] এবং নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। দেহাভিমানীরা অতি কষ্টে অব্যক্ত গতি লাভ করিতে সমর্থ হয় ; অতএব যাহারা অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তমনাঃ হয়, তাহারা অধিকতর দুঃখভোগ করিয়া থাকে ; যাহারা মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে সমস্ত কার্য্য সমর্পণপূর্ব্বক একান্ত ভক্তিসহকারে আমাকেই ধ্যান ও উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে অচিরকালমধ্যে এই মৃত্যুর আকর সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

হে অর্জ্জুন! তুমি আমাতে স্থিরতর রূপে চিত্ত আহিত[৩] ও বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর ; তাহা হইলে পরকালে আমাতেই বাস করিতে সমর্থ হইবে। যদি আমার প্রতি চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তাহা হইলে আমার অনুস্মরণরূপ অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ কর। যদি তদ্বিষয়েও অসমর্থ হও, তাহা হইলে তুমি আমার প্রীতিসম্পাদনার্থ ব্রত, পূজা প্রভৃতি কার্য্য-সকল অনুষ্ঠান করিলেও মোক্ষলাভে সমর্থ হইবে। যদি ইহাতেও অশক্ত হও, তাহা হইলে একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হইয়া সংযত-চিত্তে সকল কর্ম্মফল পরিত্যাগ কর ; কারণ, বিবেকশূন্য অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়স্কর ; জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেয়স্কর ; ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলপরিত্যাগ শ্রেয়স্কর, কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিলে শান্তিলাভ হয়। যে ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি দ্বেষশূন্য, কৃপালু, মমতাবিহীন, নিরহঙ্কার, সমদুঃখ-সুখ, ক্ষমাবান্, সতত প্রসন্নচিত্ত, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও দৃঢ়নিশ্চয়, যিনি আমাতেই মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন এবং সুখ ও দুঃখ সমান জ্ঞান করেন, তিনিই আমার প্রিয়। লোক-সকল যাঁহা হইতে উদ্বিগ্ন হয় না, যিনি লোকদিগকে উদ্বিগ্ন করেন না এবং যিনি অনুচিত হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগশূন্য, তিনি আমার প্রিয়। যিনি নিস্পৃহ, শুচি, দক্ষ, পক্ষপাতরহিত ও আধিশূন্য এবং যিনি সকাম কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি শোক, হর্ষ, দ্বেষ, আকাঙ্ক্ষা ও পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিমান্ হয়েন, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, নিন্দা ও প্রশংসা তুল্যরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন, যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট হয়েন, কোন স্থলেই প্রতিনিয়ত বাস করেন না এবং স্থিরমতি ও স্থিরভক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি মৎপরায়ণ হইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে উক্ত প্রকার ধর্ম্মরূপ অমৃত পান করেন, তিনিই আমার প্রিয়।'

১। নির্দ্দেশের অতীত—'ইহা এই' এই প্রকার পরিচয়ের বহির্ভূত। ২। হৃদয়স্থ—হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ। ৩। সংন্যস্ত।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞযোগ

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই কয়েকটি বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।'

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! এই শরীরই ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হয় ; যিনি ইহা বিদিত হইয়াছেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ ; আমি সকল ক্ষেত্রেরই ক্ষেত্রজ্ঞ ; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে বৈলক্ষণ্য-জ্ঞান[১], তাহাই আমার অভিপ্রেত যথার্থ জ্ঞান। এক্ষণে ক্ষেত্র যে প্রকার ধর্ম্মবিশিষ্ট, যে সমস্ত ইন্দ্রিয়বিকারযুক্ত, যেরূপে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে উদ্ভূত হয়, যেরূপে স্থাবর-জঙ্গমাদি-ভেদ বিভিন্ন হয়, স্বরূপতঃ যেরূপ এবং যে প্রকার প্রভাবসম্পন্ন, তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ হেতুবিশিষ্ট নির্ণীতার্থ[২] বহুবিধ বেদ, তটস্থলক্ষণ[৩] ও স্বরূপলক্ষণ[৪] দ্বারা উহা নিরূপিত করিয়াছেন। পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূল প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, পাঁচ ইন্দ্রিয়বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি ও ধৈর্য্য—এই কয়েকটি ক্ষেত্রধর্ম্ম। হে অর্জ্জুন! উক্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়াদি বিকারশালী ক্ষেত্র সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। অমানিতা, অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষমা, আর্জ্জব, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মসংযম, বিষয়বৈরাগ্য, নিরহঙ্কারিতা

১। বিশেষ ধারণা। ২। যাহার অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। ৩। কল্পিত নিদর্শনে প্রকৃত নির্ণয়। ৪। সহজ পরিচয়।

এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ ও দোষের বারংবার সমালোচন, প্রীতিত্যাগ এবং পুত্র, কলত্র ও গৃহাদির প্রতি অনাসক্তি এবং ইষ্ট ও অনিষ্টাপাতে সমচিত্ততা, আমার প্রতি অব্যভিচারিণী[১] ভক্তি, নির্জ্জনে অবস্থান, জনসমাজে বিরাগ, আত্মজ্ঞান-পরায়ণতা এবং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন[২], ইহাই জ্ঞান; ইহার বিপরীত অজ্ঞান।

এক্ষণে জ্ঞেয় বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। উহা বিদিত হইলে লোকে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অনাদি ও নির্ব্বিশেষস্বরূপ ব্রহ্মই জ্ঞেয়; তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন; সর্ব্বত্রই তাঁহার কর, চরণ, কর্ণ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিরাজিত আছে। তিনি সকলকে আবৃত করিয়া[৩] অবস্থান করিতেছেন। তিনি ইন্দ্রিয়বিহীন, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় ও রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গুণ সকল প্রকাশ করেন; তিনি আসক্তিশূন্য ও সকল বস্তুর আধার; তিনি নির্গুণ, কিন্তু সর্ব্বগুণপালক[৪]; তিনি চরাচর এবং সকল ভূতের অন্তরে ও বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন। তিনি অতি সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত অবিজ্ঞেয়; তিনি অতি সন্নিকৃষ্ট ও দূরবর্ত্তী; তিনি ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়া বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি ভূতদিগের ভর্ত্তা[৫], তিনি প্রলয়কালে সমুদয় গ্রাস করেন, সৃষ্টিকালে নানা রূপ পরিগ্রহ করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকেন। তিনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জ্যোতি ও অন্ধকারের অতীত; তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয়, তিনি জ্ঞানপ্রাপ্য। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। হে অর্জ্জুন! আমি তোমার নিকট ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই তিনটি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। আমার ভক্তগণ ইহা অবগত হইয়া আমার ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে সমর্থ হয়।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি; দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বিকার এবং সুখ-দুঃখাদি গুণ-সমুদয় প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে প্রকৃতি এবং সুখ-দুঃখ-ভোগ-বিষয়ে পুরুষই কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। পুরুষ দেহে অধিষ্ঠান করিয়া তজ্জনিত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। ইন্দ্রিয়গণের সহিত তাঁহার সম্পর্কই সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের একমাত্র কারণ। তিনি এই দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও দেহ হইতে ভিন্ন; কারণ, তিনি সাক্ষিস্বরূপ, অনুগ্রাহক, বিধানকর্ত্তা, প্রতিপালক, মহেশ্বর ও অন্তর্যামী। যে ব্যক্তি এইরূপে পুরুষ ও সমগ্র গুণের সহিত প্রকৃতিকে অবগত হয়েন, তিনি শাস্ত্রসম্মত পথ[১] অতিক্রম করিলেও মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ধ্যান ও মন দ্বারা দেহমধ্যে আত্মাকে সন্দর্শন করে; কেহ কেহ বা প্রকৃতি-পুরুষের বৈলক্ষণ্যরূপ যোগ দ্বারা, কেহ কেহ বা কর্ম্মযোগ দ্বারা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ; কেহ কেহ বা আত্মাকে বিদিত না হইয়া অন্যের নিকট উপদেশবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, সেই সমস্ত শ্রুতি-পরায়ণ ব্যক্তিরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় পদার্থই উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত পদার্থ বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও ঈশ্বর কদাচ বিনষ্ট হয়েন না; তিনি সকল ভূতে নির্ব্বিশেষরূপে[২] অবস্থান করিতেছেন। যিনি পরমেশ্বরকে ঐরূপ দেখেন, তিনি যথার্থই দেখিয়া থাকেন। লোক-সকল সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করিলে অবিদ্যা দ্বারা আত্মাকে বিনষ্ট করে না; এই নিমিত্ত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি সর্ব্ব-প্রকার কর্ম্ম-সম্পাদন করেন, কিন্তু আত্মা স্বয়ং কোন কর্ম্ম করেন না; যিনি ইহা সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনি সম্যগ্‌দর্শী। যখন লোকে একমাত্র প্রকৃতিতে অবস্থিত ভূতসকলের ভিন্ন ভাব প্রত্যক্ষ করে, তখন সেই প্রকৃতি হইতেই পূর্ণব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অব্যয় পরমাত্মা দেহে অবস্থান করিলেও অনাদিত্ব নির্গুণত্ব প্রযুক্ত কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না এবং কোন প্রকার কর্ম্মফল দ্বারাও কদাচ লিপ্ত হয়েন না। যেমন আকাশ সকল পদার্থে অবস্থান করিলেও কোন পদার্থ দ্বারা উপলিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা সকল দেহে অবস্থান করিলেও দৈহিক গুণ-দোষ দ্বারা কখনই লিপ্ত হয়েন না। হে অর্জ্জুন! যেমন সূর্য্য একমাত্র হইলেও সমস্ত বিশ্বকে সুপ্রকাশিত করেন, তদ্রূপ একমাত্র আত্মা সমস্ত দেহ প্রকাশিত করিয়া থাকেন। যাহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অন্তর[৩] এবং ভৌতিক প্রকৃতি

১। অনন্যা। ২। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানে দৃষ্টি। ৩। সমস্ত ব্যাপিয়া। ৪। সকল গুণের পোষক। ৫। প্রভু—পালক।

১। বিধিনিষেধ। ২। তুল্যভাবে। ৩। প্রভেদ।

হইতে মোক্ষোপায় বিদিত হয়েন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।'

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—গুণত্রয়বিভাগযোগ

ভগবান্ বলিলেন, 'হে অর্জ্জুন! আমি পুনরায় উৎকৃষ্ট জ্ঞান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষিগণ ইহা অবগত হইয়া দেহান্তে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন এবং ইহা আশ্রয় করিলে আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না ও প্রলয়কালেও ব্যথিত হয়েন না। হে অর্জ্জুন! মহাপ্রকৃতি আমার গর্ভাধানস্থান; আমি তাহাতে সমস্ত জগতের বীজ নিক্ষেপ করিয়া থাকি; তাহাতেই ভূতসকল উৎপন্ন হয়। সমস্ত যোনিতে যে সকল স্থাবরজঙ্গমাত্মক মূর্ত্তি সম্ভূত হয়, মহৎ প্রকৃতি সেই মূর্ত্তি-সমুদয়ের যোনি এবং আমি বীজপ্রদ পিতা। প্রকৃতি-সম্ভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটি গুণ দেহের অভ্যন্তরে অব্যয় দেহীকে আশ্রয় করিয়া আছে। তন্মধ্যে সত্ত্ব-গুণ নির্ম্মলত্ব প্রযুক্ত নিতান্ত ভাস্বর[১] ও নিরুপদ্রব; এই নিমিত্ত উহা দেহীকে সুখী ও জ্ঞানসম্পন্ন করে। রজোগুণ অনুরাগাত্মক এবং অভিলাষ ও আসক্তি হইতে সমুদ্ভূত; উহা দেহীকে কর্ম্মে নিবদ্ধ করিয়া রাখে। তমোগুণ অজ্ঞানসমুৎপন্ন ও সকল দেহীর মোহজনক, উহা প্রাণিগণকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা অভিভূত করিয়া রাখে। সত্ত্বগুণ প্রাণিগণকে সুখে মগ্ন, রজোগুণ কর্ম্মে সংসক্ত এবং তমোগুণ জ্ঞানকে তিরোহিত করিয়া প্রমাদের বশীভূত করে। সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমকে, তমোগুণ রজঃ ও সত্ত্বকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে। যখন সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন এই দেহে সমুদয় ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানরূপ প্রকাশ জন্মে। রজোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, স্পৃহা ও অশান্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ জন্মিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কেহ কলেবর পরিত্যাগ করে, সে হিরণ্যগর্ভোপাসক-দিগের[২] প্রকাশময় লোকসকল প্রাপ্ত হয়। রজোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যযোনিতে তাহার জন্ম হইয়া থাকে; আর যদি কেহ তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে দেহ ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার পশ্বাদি-যোনিতে জন্ম হয়। সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল সুনির্ম্মল সাত্ত্বিক সুখ; রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ এবং তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান সমুত্থিত হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক লোক ঊর্দ্ধে ও রাজসিক লোক মধ্যে অবস্থান করেন এবং জঘন্য-গুণসঞ্জাত[১] প্রমাদ-মোহাদির বশীভূত তামসিক লোক অধোগতি লাভ করিয়া থাকে। মানব বিবেকী হইয়া গুণ-সকলকে সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া নিরীক্ষণ করিলে এবং গুণ হইতে অতিরিক্ত আত্মাকে অবগত হইলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেহী দেহসমুদ্ভূত এই তিনটি গুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম-মৃত্যু-জরা-জনিত দুঃখ-পরম্পরা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।'

অর্জ্জুন কহিলেন, 'হে বাসুদেব! মনুষ্য কোন্ সকল চিহ্ন ও কিরূপ আচারসম্পন্ন হইলে এই তিনটি গুণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়?'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! যিনি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইলে দ্বেষ করেন না এবং ঐ সকল নিবৃত্ত হইলেও অভিলাষ করেন না, যিনি উদাসীনের ন্যায় আসীন[২] হইয়া সুঃখ-দুঃখাদি গুণকার্য্য দ্বারা বিচলিত হয়েন না, প্রত্যুত[৩] গুণসকল স্বকার্য্যেই ব্যাপৃত আছে, তৎসমুদয়ের সহিত আমার কোন সংস্রব নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, যিনি সমদুঃখসুখ, আত্মনিষ্ঠ ও ধীমান্, যিনি লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চন সমদৃষ্টিতেই দর্শন করেন, যাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই একরূপ, যিনি আত্মনিন্দা, আত্মপ্রশংসা, মান ও অপমান এবং শত্রু ও মিত্র তুল্যরূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন আর যিনি সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী[৪], তিনিই গুণাতীত। যে ব্যক্তি অসাধারণ ভক্তিযোগ সহকারে আমাকে সেবা করেন, তিনি উক্ত সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হয়েন। হে অর্জ্জুন! আমি ব্রহ্ম, নিত্য, মোক্ষ, শাশ্বত ধর্ম্ম ও অখণ্ড সুখের আস্পদ।'

১। উজ্জ্বল। ২। ব্রহ্মার উপাসকগণের।

১। নিন্দিত গুণ হইতে জাত। ২। স্থির। ৩। বাস্তবিক। ৪। দৃষ্ট ও অদৃষ্টফলজনক কর্ম্মবিষয়ে উভয়পরিত্যাগী।

ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়—পুরুষোত্তমযোগ

ভগবান্ বলিলেন, 'হে অর্জ্জুন! সংসাররূপ এক অব্যয় অশ্বত্থ[১]-বৃক্ষ আছে, ঊর্দ্ধে উহার মূল এবং অধোদিকে উহার শাখা; বেদ-সমুদয় উহার পত্র; যিনি এই অশ্বত্থ-বৃক্ষ বিদিত হইয়াছেন, তিনি বেদবেত্তা। ঐ বৃক্ষের শাখা অধঃ ও ঊর্দ্ধ-দেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছে, উহা সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং রূপ, রস প্রভৃতি বিষয়-সকল উহার পত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ বৃক্ষের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মপ্রসূতি[২]-সকল অধঃপ্রদেশে জীবলোকে বিস্তীর্ণ হইতেছে। এই বৃক্ষের রূপ নিরী-ক্ষিত[৩] হয় না; ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, এবং ইহা কিরূপে অবস্থান করিতেছে, তাহাও অবগত হওয়া যায় না। এই বদ্ধমূল অশ্বত্থ-বৃক্ষ সুদৃঢ় নির্ম্ম-মত্ব[৪]রূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া উহার মূলীভূত বস্তু অনুসন্ধান করিবে। উহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। 'যাঁহা হইতে এই চির-ন্তনী[৫] সংসারপ্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, আমি সেই আদিপুরুষের শরণাপন্ন হই' এই বলিয়া তাঁহার অনু-সন্ধান করিতে হইবে। যাঁহারা অভিমান, মোহ ও পুত্র-কলত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সুখ ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই সমস্ত আত্মজ্ঞানপরায়ণ, নিষ্কাম, অবিদ্যাশূন্য মহাত্মারা অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না; চন্দ্র, সূর্য্য ও হুতাশন যাঁহাকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হয়েন না; তাহাই আমার পরম পদ। এই জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ, ইনি প্রকৃতিবিলীন[৬] পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করেন। যেমন বায়ু কুসুমাদি হইতে গন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ যখন জীব শরীর লাভ ও শরীর পরিত্যাগ করে, তখন পূর্ব্বদেহ হইতে ইন্দ্রিয়-সমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে। এই জীব শ্রোত্র[১], চক্ষু, ত্বক্, রসনা, ঘ্রাণ ও মনোমধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া বিষয়-সমুদয় উপভোগ করে। বিমূঢ় ব্যক্তিরা দেহান্তরগামী, দেহাবস্থিত বা রূপাদি বিষয়ের উপভোগে লিপ্ত, ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবকে কদাচ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না; জ্ঞান-চক্ষুঃসম্পন্ন মহাত্মারাই উহা অবলোকন করিয়া থাকেন। যোগী ব্যক্তিগণ যত্নবান্ হইয়া দেহে অবস্থিত জীবকে সন্দর্শন করেন; কিন্তু অবিশুদ্ধচিত্ত বিমূঢ় ব্যক্তিরা যত্ন করিলেও তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে পারে না। চন্দ্র, অনল ও নিখিল ভুবনবিকাশী[২] সূর্য্য আমারই তেজে তেজস্বী। আমি ওজঃ[৩]প্রভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূত-সকলকে ধারণ এবং রসাত্মক চন্দ্র হইয়া ওষধি[৪]সমুদয়ের পুষ্টিসাধন করি। আমি জঠরাগ্নি[৫] হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ু সমভি-ব্যাহারে দেহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য পাক করিয়া থাকি।

আমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আছি, আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও উভয়ের অভাব জন্মিয়া থাকে। আমি চারিবেদ দ্বারা বিদিত হই এবং আমি বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবেত্তা। ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে সমুদয় ভূতই ক্ষর ও কূটস্থ পুরুষ অক্ষর। ইহা ভিন্ন অন্য একটি উত্তম পুরুষ আছেন, তাঁহার নাম পরমাত্মা; সেই অব্যয় পরমাত্মা ত্রিলোকমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত প্রতিপালন করিতেছেন। আমি ক্ষর ও অক্ষর, এই দুই প্রকার পুরুষ অপেক্ষা উত্তম, এই নিমিত্ত বেদ ও লোকমধ্যে পুরুষোত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি মোহশূন্য হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিদিত হয়, সেই সর্ব্ববেত্তা, সর্ব্বপ্রকারে আমার আরাধনা করে। হে অর্জ্জুন! আমি এই পরম গুহ্য শাস্ত্র কীর্ত্তন করিলাম, ইহা বিদিত হইলে লোক বুদ্ধিমান্ ও কৃত-কার্য্য হয়।'

১। সংসারকে অশ্বত্থবৃক্ষ রূপক করা হইয়াছে। 'শ্ব' শব্দের অর্থ—পরবর্ত্তী প্রভাতকাল। ইহার সহিত স্থিতিবোধক 'ত্থ' শব্দযোগে সংসারের অল্পকালস্থায়িত্ব নির্ণীত হইয়াছে; তাহার সহিত আবার অভাবার্থ 'অ' যোগ হওয়ায় নিষ্কর্ষার্থ হইয়াছে—অতটুকু অল্পকালও যাহার স্থায়িত্ব নাই। বস্তুতঃ সংসার সেইরূপই ক্ষণভঙ্গুর। ২। কার্য্যপরম্পরা। ৩। উপলব্ধ—জ্ঞানের বিষয়ী-ভূত। ৪। মমতাশূন্য। ৫। অনন্তকালস্থায়ী। ৬। প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত।

১। কর্ণ। ২। বিশ্বের প্রকাশকর। ৩। তেজোযুক্ত শক্তি। ৪। বৃক্ষ-লতাদি। ৫। উদরস্থ পাকাগ্নি।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়—দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগ

ভগবান বলিলেন, 'হে অর্জ্জুন! যাহারা দৈব-সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অভয়, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানোপায়ে[১] পরিনিষ্ঠা[২], দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, ঋজুতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অখলতা, প্রাণীর প্রতি দয়া, অলোলুপতা[৩], মৃদুতা, হ্রী, অপচলতা[৪], তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমানিতা এই ষড়্‌বিংশতি গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা আসুরসম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানে অভিভূত হয়। দৈব-সম্পদ্ মোক্ষের ও আসুরসম্পদ্ বন্ধের হেতু। তুমি দৈবসম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব শোক করিও না।

হে অর্জ্জুন! ইহলোকের দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার ভূত সৃষ্ট হইয়াছে; দৈব বিষয় বিস্তারিতরূপে কহিয়াছি, এক্ষণে আসুর বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আসুরস্বভাব লোক সকল ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির বিষয় অবগত নহে; তাহাদিগের শৌচ নাই, আচার নাই ও সত্য নাই; তাহারা জগৎকে সত্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থাবর্জ্জিত, ঈশ্বরশূন্য, ধর্ম্মাধর্ম্মবাসনাবশে অনুৎপন্ন কেবল কামহেতুক স্ত্রী-পুরুষ সম্ভূত কহে। সেই সকল অল্পবুদ্ধি লোক এইরূপ জ্ঞান আশ্রয় করিয়া মলিনচিত্ত, উগ্রকর্ম্মা ও অহিতকারী হইয়া জগতের ক্ষয়ের নিমিত্ত সমুদ্ভূত হয়; দম্ভ, অভিমান, মদ, অশুচিব্রত[৫] ও দুষ্পূরণীয় কামনা অবলম্বন এবং মোহবশতঃ অসৎ প্রতিগ্রহ করিয়া ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়; আমরণ অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া থাকে; কামোপভোগই পরম পুরুষার্থ বলিয়া নিশ্চয় করে; শত শত আশাপাশে বদ্ধ ও কামক্রোধের বশীভূত হইয়া কামভোগার্থ অন্যায়পূর্ব্বক অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা করে; আজি আমার এই মনোরথ পূর্ণ হইল ও এই মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে, আমি এই শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি, অন্য শত্রুকেও বিনাশ করিব, আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান, আমি সুখী, আমি যাগ করিব, দান করিব ও আমোদ করিব, এই প্রকার অজ্ঞানে বিমোহিত, অনেকবিধ চিত্তবিভ্রম ও মোহজালে আচ্ছন্ন এবং কামভোগে আসক্ত হইয়া অতি কুৎসিত নরকে নিপতিত হয়। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও অসূয়া আশ্রয় করিয়া আপনার ও পরের দেহে আমার দ্বেষ করে এবং আপনা আপনি সম্মানিত, অহঙ্কৃত ও ধন-মান-মদে প্রমত্ত হইয়া দম্ভসহকারে অবিধিপূর্ব্বক নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। আমি সেই সমস্ত দ্বেষপরবশ, ক্রূর-স্বভাব, অশুভকারী নরাধমকে নিরন্তর সংসারে আসুরযোনিমধ্যে নিক্ষেপ করি। তাহারা আসুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে লাভ করিতে পারে না, সুতরাং অধম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কাম, ক্রোধ ও লোভ, নরকের এই ত্রিবিধি দ্বার। অতএব এই তিনটি পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি নরকের এই ত্রিবিধি দ্বার হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি আপনার কল্যাণ আচরণ করেন এবং তৎপরে পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সুখ প্রাপ্ত হয় না ও পরম গতি প্রাপ্ত হয় না। অতএব কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থা-বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। তুমি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম অবগত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান কর।'

১। আত্মজ্ঞানসাধনে। ২। ঐকান্তিকভাব। নিষ্ঠাভক্তি। ৩। অচাঞ্চল্য। ৪। অপবিত্র কার্য্য।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়—শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ

অর্জ্জুন কহিলেন 'হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তাহাদের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, কি রাজসিক অথবা তামসিক?'

কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! দেহিগণের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা তিন প্রকার;—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তাহাদের বিবরণ শুন। সকলের শ্রদ্ধাই সত্ত্বগুণের অনুযায়িনী, পুরুষও সত্ত্বময়; তন্মধ্যে পূর্ব্বে যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, পরেও সেইরূপ শ্রদ্ধাবান্ হইবেন। সাত্ত্বিক লোক দেবগণের, রাজসিকেরা যক্ষ ও রক্ষোগণের এবং তামসিকগণ ভূত ও প্রেতসমূহের পূজা করিয়া থাকে।

যে সকল হীনচেতাঃ ব্যক্তি দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ ও বলসম্পন্ন হইয়া শরীরস্থ ভূতগণকে ক্লেশিত করিয়া অশাস্ত্রবিহিত ঘোরতর তপস্যা করে, তাহারা আমাকেই ক্লেশিত করিয়া থাকে। তাহাদিগকে অতিশয় ক্রূরস্বভাব বলিয়া জানিবে। সকলের প্রীতিকর আহার তিন প্রকার, যজ্ঞ তিন প্রকার, তপ তিন প্রকার এবং দান তিন প্রকার; তাহাদের এই প্রভেদ শুন। আয়ুঃ, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও রুচিবর্দ্ধন, রস ও স্নেহযুক্ত, দীর্ঘকাল স্থায়ী, মনোহর আহার সাত্ত্বিকদিগের প্রীতিকর। অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি দাহী এবং দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ আহার রাজসিকগণের অভিলষিত এবং বহুক্ষণে পক্ক, গতরস, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র ভোজ্য তামসদিগের প্রীতিকর।

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তিরা একাগ্রমনে কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানে যে অবশ্য-কর্ত্তব্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্ত্বিক। হে অর্জ্জুন! ফললাভ বা মহত্ত্ব-প্রকাশের নিমিত্ত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজসিক। বিধি, অন্নদান, মন্ত্র, দক্ষিণা ও শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞ তামসিক বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শুচিতা, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীরিক তপঃ; অভয়, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং বেদাভ্যাস বাঙ্ময় তপ; চিত্তশুদ্ধি, অক্রূরতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ[১] ও ভাবশুদ্ধি মানসিক তপ। ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে যে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক; সৎকার, মান, পূজা, লাভ ও দম্ভ প্রকাশের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত তপ রাজসিক, এই তপস্যা অনিয়ত[২] ও ক্ষণিক। যে তপস্যা দুরাগ্রহ[৩] ও আত্মপীড়া দ্বারা অথবা অন্যের উৎসাদনার্থ[৪] অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসিক।

কেবল দাতব্য জ্ঞানে দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া অনুপকারী ব্যক্তির প্রতি যে দান, তাহাই সাত্ত্বিক; প্রত্যুপকার বা স্বর্গাদির উদ্দেশে ক্লেশসহকারে যে দান অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজসিক; অনুপযুক্ত স্থানে, অনুপযুক্ত কালে ও অনুপযুক্ত পাত্রে সৎকারবর্জ্জিত তিরস্কারসহকৃত যে দান, তাহাই তামসিক।

১। ইন্দ্রিয়সংযম। ২। নিয়মরহিত—বিধিনিষেধাদির অননুমোদিত। ৩। দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত। ৪। উচ্ছেদের জন্য।

ব্রহ্মের নাম তিন প্রকার; ওঁ, তৎ ও সৎ; পূর্ব্বে এই ত্রিবিধ নাম দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছিল; এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদীদিগের বিধানোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপ ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া 'তৎ' উচ্চারণপূর্ব্বক নানাবিধ যজ্ঞ, তপ ও দানক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে অর্জ্জুন! অস্তিত্ব, সাধুত্ব ও মঙ্গলকর্ম্মে সৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যজ্ঞ, তপ ও দান এবং ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মও সৎ শব্দে অভিহিত হয়। অশ্রদ্ধাসহকৃত হোম, দান, তপস্যা ও অন্যান্য কর্ম্ম অসৎ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তৎসমুদয় ইহলোকে বা পরলোকে সফল হয় না।'

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়—মোক্ষযোগ

অর্জ্জুন কহিলেন, 'মহাবাহো! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত তত্ত্ব পৃথক্‌রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, তুমি তাহা কীর্ত্তন কর।'

বাসুদেব কহিলেন, 'হে অর্জ্জুন! পণ্ডিতেরা কাম্যকর্ম্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস এবং সকল প্রকার কর্ম্মফল ত্যাগকেই ত্যাগ কহিয়া থাকেন। কেহ কেহ কহেন, ক্রিয়াকলাপ দোষের ন্যায় পরিত্যাগ করা বিধেয়। অন্যেরা কহিয়া থাকেন, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই কয়েকটি কার্য্য কোনরূপেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে প্রকৃত ত্যাগ কিরূপ, তুমি তাহা শ্রবণ কর। তামসাদিভেদে ত্যাগ তিন প্রকার। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কদাচ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, ইহার অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর। এই কয়েকটি কার্য্য বিবেকীদিগের চিত্তশুদ্ধির কারণ। হে পার্থ! আমার নিশ্চিত মত এই যে, আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া এই সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ।

নিত্য-কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু মোহবশতঃ যে নিত্যকর্ম্মত্যাগ, তাহা তামস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। নিতান্ত দুঃখজনক বলিয়া কায়ক্লেশ ও ভয়প্রযুক্ত যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করা, তাহা

রাজস ত্যাগ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। রাজস-ত্যাগী পুরুষ ত্যাগফললাভে সমর্থ হয় না। আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যবোধে যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণসম্পন্ন মেধাবী ও সংশয়রহিত ত্যাগী ব্যক্তি দুঃখাবহ বিষয়ে দ্বেষ ও সুখাবহ বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করেন না। দেহী নিঃশেষে সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যিনি কর্ম্ম-ফলত্যাগী, তাঁহাকেই ত্যাগী বলা যাইতে পারে। কর্ম্মের ইষ্ট, অনিষ্ট, ইষ্টানিষ্ট এই ত্রিবিধ ফল অভি-হিত হইয়া থাকে। যাঁহারা ত্যাগী নহেন, তাঁহারা পরলোক প্রাপ্ত হইলে ঐ সমস্ত ফল লাভ করেন। কিন্তু সন্ন্যাসীরা উহা লাভ করিতে কদাচ সমর্থ হয়েন না। হে অর্জ্জুন! সকল কর্ম্মের সিদ্ধি-বিষয়ে কর্ম্মবিধিশূন্য বেদান্তসিদ্ধান্তে শরীর, কর্ত্তা, পৃথক্-বিধকরণ[১], পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা ও দৈব এই পাঁচ প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে। ন্যায্য বা অন্যায্যই হউক, মনুষ্য কায়, মন ও বাক্য দ্বারা যে কার্য্য অনুষ্ঠান করে, এই পাঁচটিই তাহার কারণ; এই কারণ অব-ধারিত হইলে যে অসংস্কৃত বুদ্ধি বশতঃ নিরুপাধি আত্মার কর্ত্তৃত্ব নিরীক্ষণ করে, সেই দুর্ম্মতি কখন সাধুদর্শী নহে। যিনি আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন না, যাঁহার বুদ্ধি কার্য্যে আসক্ত হয় না, তিনি লোক-সমুদয়কে বিনষ্ট করিয়াও বিনাশ করেন না এবং তাঁহাকে বিনাশজনিত ফলভোগও করিতে হয় না। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা[২] কর্ম্মে প্রবৃত্তিসম্পাদনের হেতু; আর কারণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা ক্রিয়ার আশ্রয় হইয়া থাকে। সাঙ্খ্য শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা প্রত্যেকে সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! আমি এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

লোকে যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতগণের মধ্যে অভিন্নরূপে অবস্থিত ও অব্যয় পরমাত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। যে জ্ঞান দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ পৃথক্‌রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা রাজসিক জ্ঞান আর একমাত্র প্রতিমাদিতে ঈশ্বর পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছেন, এইরূপ অবাস্তবিক[৩] অযৌক্তিক তুচ্ছ জ্ঞান তামসিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

কর্ত্তৃত্বাভিমান বিরহিত নিষ্কাম ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুরাগ ও বিদ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত নিত্য কর্ম্মই সাত্ত্বিক; সকাম ও অহঙ্কারপরতন্ত্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বহুল আয়াসকর কর্ম্ম রাজসিক। আর ভাবী শুভাশুভ, বিত্তক্ষয়, হিংসা ও পৌরুষ পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহবশতঃ যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসিক।

অনাসক্ত, নিরহঙ্কার, ধৈর্য্য ও উৎসাহসম্পন্ন এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিবিষয়ে বিকারবিরহিত কর্ত্তাই সাত্ত্বিক; অনুরাগপরায়ণ, কর্ম্মফলপ্রার্থী, লুব্ধপ্রকৃতি, হিংস্রক, অশুচি ও হর্ষশোকসমন্বিত কর্ত্তাই রাজসিক। আর অন-বহিত[১] বিবেকবিহীন, উদ্ধত, শঠ, পরাবমানী[২], অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী[৩] কর্ত্তাই তামসিক।

হে অর্জ্জুন! গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের ত্রিবিধ ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; আমি উহা সম্যক্‌রূপে পৃথক্ পৃথক্ কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ অবগত হওয়া যায়, তাহা সাত্ত্বিকী; যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া যায় না, তাহা রাজসী; আর যে বুদ্ধি অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন[৪] হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ও সমস্ত পদার্থ বিপরীতরূপে প্রতিপন্ন করে, তাহা তামসী।

যে ধৃতি চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন অন্য বিষয় ধারণ না করিয়া মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-সমুদয় ধারণ করে, তাহা সাত্ত্বিকী। যে ধৃতি প্রসঙ্গতঃ ফল-লাভের অভিসন্ধি করিয়া থাকে, তাহা রাজসী। আর অবিবেচক পুরুষ যাহার প্রভাবে স্বপ্ন, ভয় শোক, বিষাদ ও গর্ব্ব পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহাই তামসী ধৃতি।

হে অর্জ্জুন! যে সুখে অভ্যাস বশতঃ আসক্ত হইতে হয় এবং যাহা লাভ করিলে দুঃখের অবসান হইয়া থাকে, এক্ষণে সেই ত্রিবিধ সুখের বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। যাহা অগ্রে বিষের ন্যায় ও পরি-ণামে অমৃতের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং যদ্দ্বারা

১। বিভিন্ন উপাদান—উপকরণ। ২। জ্ঞানের উদ্বোধক। ৩। কাল্পনিক—অপ্রকৃত।

১। অনভিনিবিষ্ট—অসাবধান। ২। পরের অপমানকারী। ৩। চিরক্রিয়—আজ কাল করিয়া যে কার্য্যে বিলম্ব করে। ৪। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত।

আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, তাহা সাত্ত্বিক সুখ; বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগ বশতঃ যাহা অগ্রে অমৃততুল্য, পরিশেষে বিষতুল্য প্রতীয়মান হয়, তাহা রাজস সুখ; আর যে সুখ অগ্রে এবং পশ্চাতে আত্মার মোহ সম্পাদন করে, যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে সমুত্থিত হয়, তাহা তামসিক সুখ। পৃথিবী বা স্বর্গে এই স্বাভাবিক গুণত্রয়-বিরহিত কোন প্রাণী কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় না। এই স্বভাবপ্রভব গুণত্রয় দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্ম-সমুদয় বিভক্ত হইয়াছে। শম, দম, শৌচ, ক্ষমা, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য, এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, সমরে অপরাঙ্মুখতা, দান ও ঈশ্বরভাব এই কয়েকটি ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম। কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্য এই কয়েকটি বৈশ্যের স্বাভাবিক কার্য্য এবং একমাত্র পরিচর্য্যাই শূদ্রজাতির স্বাভাবিক কার্য্য। মনুষ্য স্ব স্ব কর্ম্মনিরত হইয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। এক্ষণে স্বকর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগের যেরূপে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। যাঁহা হইতে সকলের প্রবৃত্তি প্রাদুর্ভূত হইতেছে, যিনি এই বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, মনুষ্য স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। সমাক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ; কেন না, স্বভাববিহিত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে দুঃখভোগ করিতে হয় না। হে অর্জ্জুন! যেমন ধূমরাশি দ্বারা হুতাশন সমাচ্ছন্ন থাকে, তদ্রূপ সমস্ত কার্য্যই দোষ দ্বারা সংস্পৃষ্ট আছে; অতএব স্বাভাবিক কার্য্য দোষযুক্ত হইলেও কদাচ পরিত্যাগ করিবে না। আসক্তিবিবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয় ও স্পৃহাশূন্য মনুষ্য সন্ন্যাস দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম-নিবৃত্তিরূপ সত্ত্বশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে পার্থ; সিদ্ধ পুরুষ যাহাতে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন, এক্ষণে সেই জ্ঞাননিষ্ঠার বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য বিশুদ্ধ বুদ্ধিসংযুক্ত হইয়া ধৈর্য্য দ্বারা বুদ্ধি সংযত করিবে; শব্দাদি বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া রাগ ও দ্বেষ-বিরহিত হইবে; বাক্য, কায় ও মনোবুদ্ধি সংযত করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয়, ধ্যান ও যোগানুষ্ঠানপূর্ব্বক লঘু আহার ও নির্জ্জনে বাস করিবে; অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ[১] পরিত্যাগপূর্ব্বক মমতাশূন্য হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তিনি ব্রহ্মে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া শোক ও লোভের বশীভূত হয়েন না; সকল প্রাণীর প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হয়েন এবং আমার প্রতিও তাঁহার দৃঢ়-ভক্তি জন্মে। তিনি ভক্তিপ্রভাবে আমার স্বরূপ ও আমার সর্ব্বব্যাপিত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন। লোকে আমাকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মসমুদয় অনুষ্ঠান করিয়া আমারই অনুকম্পায় অব্যয় শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! তুমি মনোবৃত্তি দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হও এবং বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া সতত আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর; তাহা হইলে তুমি আমার অনুগ্রহে দুস্তর দুঃখ-সকল উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে; কিন্তু যদি অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। যদি তুমি অহঙ্কার-প্রযুক্ত 'যুদ্ধ করিব না', এইরূপ অধ্যবসায় করিয়া থাক, তাহা হইলে উহা নিতান্ত নিষ্ফল; কারণ, প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবে। হে অর্জ্জুন! তুমি মোহবশতঃ এক্ষণে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ না, তোমাকে ক্ষত্রিয়সুলভ শূরতার[১] বশীভূত হইয়া তাহা অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যেমন সূত্রধার দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূতসকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ভূত-সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে তাঁহারই শরণাপন্ন হও; তাঁহার অনুকম্পায় পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।

হে অর্জ্জুন! আমি এই পরম গুহ্যজ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ইহা সম্যক্ আলোচনা করিয়া যেরূপ অভিলাষ হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। তুমি আমার একান্ত প্রিয়; এই নিমিত্ত তোমাকে পুনরায় পরম গুহ্য হিতকর বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ এবং আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান ও আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অতিশয় প্রিয়-পাত্র, এই নিমিত্ত অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি আমাকে

১। প্রতিগ্রহ—অর্থাদি গ্রহণ।

১। শৌর্য্যের—বীরত্বের।

অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। তুমি সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব। এক্ষণে তুমি আর শোকাকুল হইও না।

আমি তোমাকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠানশূন্য, ভক্তিবিহীন ও শুশ্রূষাবিরহিত ব্যক্তিকে বিশেষতঃ যে লোক আমার প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া থাকে, তাহাকে কদাচ শ্রবণ করাইও না। যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ্য বিষয় কীর্ত্তন করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহ আমাকে প্রাপ্ত হইবেন, এই নরলোকে তাঁহা অপেক্ষা আমার প্রিয়কারী ও প্রিয়তম আর হইবে না। যে ব্যক্তি আমাদিগের এই ধর্ম্মানুগত সংবাদ অধ্যয়ন করিবে, তাহার জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা আমারই অর্চ্চনা করা হইবে। যে মনুষ্য অসূয়াপরবশ না হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে এই সংবাদ শ্রবণ করিবে, সে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মাদিগের শুভলোকসকল প্রাপ্ত হইবে। হে ধনঞ্জয়! তুমি কি একাগ্রমনে এ সংবাদটি শ্রবণ করিলে? এবং ইহা দ্বারা কি তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ অপগত হইল?

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! তোমার অনুগ্রহে মোহান্ধকার নিরাকৃত[১] হওয়াতে আমি স্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমার সকল সন্দেহই দূর হইয়াছে, এক্ষণে তুমি যাহা কহিলে, আমি অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব'।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আমি বাসুদেব ও অর্জ্জুনের এইরূপ অদ্ভুত ও লোমহর্ষণ কথোপকথন শ্রবণ করিলাম। ব্যাসদেবের অনুগ্রহে সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণের মুখে এই পরম গুহ্য-যোগ শ্রবণ করিয়াছি। হে রাজন্! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এই পবিত্র ও অদ্ভুত সংবাদ যতই স্মরণ করিতেছি, ততই পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইতেছি। আমি বাসুদেবের সেই অলৌকিক রূপ বারংবার স্মরণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিস্ময় ও হর্ষসাগরে ভাসমান হইতেছি; এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, যে পক্ষে বাসুদেব ও অর্জ্জুন অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগেরই রাজ্যলক্ষ্মী, জয়, অভ্যুদয় ও নীতি লাভ হইবে।"

১। অপগত—দূরীকৃত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পদ্মনাভ ভগবান্ বাসুদেবের নিজ মুখপদ্ম হইতে যাহা বিনিঃসৃত, একমাত্র সেই গীতাই উত্তমরূপে পাঠ করা কর্ত্তব্য; অন্যান্য শাস্ত্র পাঠের আর আবশ্যক কি? কারণ, গীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী, হরি সর্ব্বদেবময়, গঙ্গা সর্ব্বতীর্থময়ী, মন্ত্র সমস্ত দেবতায় অধিষ্ঠিত। গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী এবং গোবিন্দ এই চারিটি শব্দোচ্চারণপূর্ব্ব পদার্থ যাঁহার হৃদয়ে বিদ্যমান, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। গীতায় ছয় শত কুড়ি শ্লোকে ভগবান্ কৃষ্ণের উত্তর উক্তি, সাতান্ন শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রশ্ন প্রকটন, সাতষট্টি শ্লোকে সঞ্জয়ের সংবাদ-বিবরণ এবং একটিমাত্র শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রের গীতোক্ত বিষয়ের উপষ্টম্ভ সঙ্কলিত আছে। মহাভারতের সারসর্ব্বস্ব গীতারূপ অমৃত উদ্ধৃত করিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনের মুখে অর্পণ করিয়াছেন।

ভগবদ্গীতাপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

ভীষ্মবধপর্ব্বাধ্যায়—রণবাদ্য

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহারথগণ ধনঞ্জয়কে বাণ ও গাণ্ডীবধারী দেখিয়া পুনরায় ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ এবং তাঁহাদের অনুযায়ী বীরসমুদয় সাগরসম্ভূত শঙ্খবাদ্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভেরী[১], পেশী[২], ক্রকচ[৩], গোবিষাণিক[৪] প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদিত হওয়াতে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। দেব, গন্ধর্ব্ব, পিতৃলোক, সিদ্ধ, চারণ ও মহর্ষিগণ সুররাজকে অগ্রে লইয়া সেই সংগ্রামসন্দর্শনার্থ আগমন করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মাভিগমনে অর্জ্জুনাদির বিস্ময়

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সাগরোপম উভয়-পক্ষীয় সৈন্যগণকে সংগ্রামে সমুদ্যত দেখিয়া কবচ ও আয়ুধ পরিত্যাগপূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি, যতবাক্ ও পূর্ব্বমুখীন হইয়া রিপুসৈন্যমধ্যস্থ পিতামহ ভীষ্মের সমীপে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে রথ

১। বৃহৎ ঢাক। ২। বড় ঢোল। ৩। জয়মঙ্গল—করাত দিয়া কাঠ ফাড়ার শব্দের ন্যায় শব্দকারী। ৪। গো-শৃঙ্গের বাঁশী—শিঙা।

হইতে অবতরণপূর্ব্বক গমন করিতে দেখিয়া সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য ভূপতিগণও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রাধান্যানুসারে কৃষ্ণের অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে ধর্ম্মরাজ! আপনি কি নিমিত্ত আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রিপুসৈন্যাভিমুখে পাদচারে[১] গমন করিতেছেন?'

ভীমসেন কহিলেন, 'হে রাজন্! শত্রুসৈন্যগণ সুসজ্জিত হইয়াছে; এ সময়ে আপনি কবচ ও অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ভ্রাতৃবর্গকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কোথায় চলিয়াছেন?'

নকুল কহিলেন, 'আপনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া এইরূপ ব্যবহার করাতে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে; অতএব বলুন, কোথায় গমন করিতেছেন?'

সহদেব কহিলেন, 'হে মহারাজ! এক্ষণে এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামসময় সমুপস্থিত হইয়াছে; এ সময় আপনার যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য; আপনি তাহা না করিয়া শত্রুগণের অভিমুখে কোথায় যাইতেছেন?'

যতবাক্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক উক্ত প্রকার অভিহিত হইয়াও কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না; কেবল তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতই করিতে লাগিলেন। তখন মনস্বী জনার্দ্দন হাসিতে হাসিতে ভীমসেন প্রভৃতিকে কহিতে লাগিলেন, 'হে পাণ্ডবগণ! আমি যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি; উনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্য প্রভৃতি গুরুজনদিগকে সম্মানিত করিয়া শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। পূর্ব্বপুরুষপরম্পরায় শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ, গুরু ও বান্ধবগণের সম্মান করিয়া শাস্ত্রানুসারে বলবান্ শত্রুবর্গের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, অবশ্যই তাহার জয়লাভ হইয়া থাকে।'

পাণ্ডবদৌর্ব্বল্য-ধারণায় কৌরবগণের হর্ষ

মহাত্মা মধুসূদন কৌরব-সৈন্যগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই কথা কহিবামাত্র মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল এবং অনেকে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। দুর্য্যোধনের সৈন্যমধ্যস্থ বীরপুরুষগণ যুধিষ্ঠিরকে তদবস্থ দেখিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন, এই ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক কাপুরুষ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই ভীত হইয়া সহোদরগণ-সমভিব্যাহারে শরণগ্রহণার্থ[১] ভীষ্মের সমীপে গমন করিতেছে। আহা! মহাবীর ধনঞ্জয়, বৃকোদর, নকুল ও সহদেব সহায় থাকিতে নির্লজ্জ যুধিষ্ঠির কি প্রকারে ভীতের ন্যায় গমন করিতেছে? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ঐ কাপুরুষ ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে নাই; নচেৎ কি নিমিত্ত সংগ্রামসময় সমুপস্থিত হওয়াতে উহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল?'

বীরপুরুষগণের এই বাক্য শ্রবণে কৌরবপক্ষীয় সমুদয় সৈন্যগণ হৃষ্টচিত্তে কৌরবগণের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং যুধিষ্ঠির, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ ও কেশবের নিন্দা করিয়া পতাকা কম্পিত করিতে লাগিল। কৌরবসৈন্যগণ এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল। ঐ সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির কি বলেন, ভীষ্ম বা কি প্রত্যুত্তর প্রদান করেন এবং সমরশ্লাঘী ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও বাসুদেবই বা কি কহেন, উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মনে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইল।

যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মাভিবাদন

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত শরশক্তিসঙ্কুল শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সংগ্রামার্থ সমুপস্থিত শান্তনুতনয়ের সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহার চরণদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে দুর্দ্ধর্ষ! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি; আপনার সহিত সংগ্রাম করিব; অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করুন।'

ভীষ্ম কহিলেন, 'হে রাজন্! যদি তুমি অনুজ্ঞা গ্রহণার্থ আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে আমি 'পরাভব হউক' বলিয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম, কিন্তু এক্ষণে আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি; আশীর্ব্বাদ করি, যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ কর। সংগ্রামে তোমার অন্যান্য যে সমুদয় অভিলাষ আছে, তাহাও সিদ্ধ হউক, তোমার কখনই পরাজয় হইবে না, এক্ষণে আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে রাজন্! পুরুষ অর্থের

১। পায় হাঁটিয়া।

১। আশ্রয় লইবার জন্য।

দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে; এ কথা যথার্থ। কৌরবগণ অর্থ দ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে, অতএব আমি এক্ষণে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় তোমাকে কহিতেছি যে, কৌরবগণ আমাকে অর্থপ্রদান করিয়া বশীভূত করিয়াছে; সুতরাং তাহাদের পক্ষ হইয়াই সংগ্রাম করিতে হইবে, তোমার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে পারিব না; অতএব ইহা ব্যতীত আমার নিকট তুমি কি প্রার্থনা কর?'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'পিতামহ! আপনি আমার হিতার্থী হইয়া মন্ত্রণা ও কৌরবগণের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করুন, আমি এই বর প্রার্থনা করি।'

ভীষ্ম কহিলেন, 'হে রাজন্! তোমার বিপক্ষগণের পক্ষ হইয়া আমাকে অবশ্যই যুদ্ধ করিতে হইবে। যাহা হউক, এ বিষয়ে তোমার যাহা অভিলাষ থাকে, ব্যক্ত কর; আমি তাহা সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইব না।'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে পিতামহ! আমি আপনাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি অপরাজেয়, অতএব আমি কিরূপে আপনাকে সংগ্রামে পরাজয় করিব? হে মহাত্মন্! যদি আপনি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়েন, তবে উক্ত বিষয়ে সৎপরামর্শ প্রদান করুন।'

ভীষ্ম কহিলেন, 'হে রাজন্! আমাকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে পারে, এমন ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ পুরন্দরও আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারেন না।'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে পিতামহ! আমি আপনাকে প্রণতিপূর্ব্বক কহিতেছি, আপনি সংগ্রামে আপনার বধোপায় বলুন।'

ভীষ্ম কহিলেন, 'বৎস! আমাকে সমরে পরাজয় করিতে পারে, এমন কেহই নাই; এক্ষণে আমার মৃত্যুকালও উপস্থিত হয় নাই, অতএব তুমি পুনরায় আমার নিকট আগমন করিও।'

দ্রোণাভিবাদন

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতামহের বাক্য মস্তকে ধারণ ও তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক সর্ব্বসৈন্য-সমক্ষে ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে আচার্য্য দ্রোণের রথাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় সমুপস্থিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে দুর্দ্ধর্ষ! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি, ন্যায়ানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব; আপনার অনুজ্ঞাগ্রহণ ব্যতীত কিরূপে শত্রু-সমুদয় পরাজিত করিব?'

দ্রোণ কহিলেন, 'হে রাজন্! তুমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া যদি আমার অনুমতি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আগমন না করিতে, তাহা হইলে আমি 'পরাজয় হউক' বলিয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আমার পূজা করাতে তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; নির্ভয়ে যুদ্ধ কর। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার জয়লাভ হইবে। তুমি স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত কর, আমি তাহা সম্পাদন করিতে সম্মত আছি। হে রাজন্! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নয়; এ কথা যথার্থ। কৌরবগণ অর্থ দ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে; সুতরাং নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় তোমাকে কহিতেছি যে, আমি কৌরবগণের পক্ষ হইয়াই যুদ্ধ করিব, তোমার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে পারিব না; অতএব ইহা ব্যতীত তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা কর?'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! আমাকে জয়লাভের আশীর্ব্বাদ ও আমার হিত-মন্ত্রণা এবং কৌরবগণের পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করুন!'

দ্রোণ কহিলেন, 'হে রাজন্! যখন মহাত্মা মধুসূদন তোমার মন্ত্রী, তখন তোমার জয়লাভের সংশয় কি? আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, তুমি সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজিত করিবে। হে ধর্ম্মরাজ! যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই কৃষ্ণ এবং যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই জয়; অতএব তুমি স্বচ্ছন্দে গমন করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এক্ষণে আমাকে আর কি বলিতে হইবে বল।'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'আর্য্য! আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। আপনি নিতান্ত অপরাজেয়, আমি আপনাকে কিরূপে সংগ্রামে পরাজিত করিতে সমর্থ হইব?'

দ্রোণ কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! আমি যতক্ষণ রণক্ষেত্রে সমুপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধ করিব, ততক্ষণ তোমার জয়লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই; অতএব ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে শীঘ্র আমাকে সংহার করিতে যত্নবান্ হও।'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে আচার্য্য! আমি আপনাকে প্রণাম করিয়া কহিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার বধোপায় বলুন।'

দ্রোণ কহিলেন, 'বৎস! আমি সমরক্ষেত্রে ক্রুদ্ধচিত্তে শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে আমাকে বধ করিতে পারে, এরূপ লোক দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু আমি সমরে অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন অচেতনের ন্যায় অবস্থান করিব, সেই সময় আমাকে সংহার করিতে পারিলেই আমি নিহত হইব। সত্য-বাদী ব্যক্তির মুখে মহৎ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিলেই আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করিব, যথার্থ কহিলাম।'

কৃপাচার্য্য-অভিবাদন

মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া কৃপের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার চরণবন্দন ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, 'আর্য্য! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইতেছি, আজ্ঞা করুন, শত্রুগণকে পরাজয় করি।'

কৃপ কহিলেন, 'হে রাজন্! যদি তুমি সংগ্রামে কৃতনিশ্চয় হইয়া অনুজ্ঞা গ্রহণার্থ আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে আমি 'পরাজয় হউক' বলিয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম। হে মহারাজ! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নয়, এ কথা যথার্থ। কৌরবগণ অর্থ দ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিব, তোমার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইব না; অতএব বল, ইহা ব্যতীত আমার নিকট তোমার আর কি প্রার্থনা আছে?'

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে আচার্য্য! আমি আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্রবণ করুন', এইমাত্র বলিয়া ব্যথিত ও গতচেতন হইলেন।

কৃপাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মহারাজ! আমি অবধ্য; যাহা হউক, তুমি যুদ্ধ কর, তোমার জয়লাভ হইবে। আমি তোমার আগমনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; সত্য কহিতেছি, সতত জয়াশীর্ব্বাদ করিব।'

শল্য-অভিবাদন

মহারাজ যুধিষ্ঠির আচার্য্য কৃপের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া মদ্ররাজ শল্যের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার চরণ-বন্দন ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, 'মাতুল! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছি; আজ্ঞা করুন, শত্রুগণকে পরাজয় করি।'

শল্য কহিলেন, 'হে মহারাজ! যদি তুমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া আমার অনুমতি গ্রহণ করিতে না আসিতে, তাহা হইলে আমি 'পরাভব হউক' বলিয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিতাম। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আমাকে পূজা করাতে আমি পরম পরিতুষ্ট হইলাম; তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হউক। আমি তোমাকে যুদ্ধ করিতে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি যুদ্ধ কর; জয়লাভ হইবে। এক্ষণে তোমার কি ইচ্ছা বল; আমি তোমাকে কি প্রদান করিব? হে রাজন্! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে; এ কথা যথার্থ। কৌরবগণ অর্থ দ্বারা আমাকে বশীভূত করিয়াছে; সুতরাং আমি তাহাদের পক্ষ হইয়াই যুদ্ধ করিব; তোমার পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে পারিব না; অতএব আমি তোমাকে ক্লীবের ন্যায় কহিতেছি, তুমি ইহা ব্যতীত যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই করিব।'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে মহারাজ! আপনি আমার হিতার্থী হইয়া মন্ত্রণা ও কৌরবগণের পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করুন, আমার এই প্রার্থনা।'

শল্য কহিলেন, 'ভাগিনেয়! কৌরবগণ অর্থ দ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে; সুতরাং তাহাদের পক্ষ হইয়া যথাশক্তি যুদ্ধ করিব। সেই সংগ্রামে তোমার কি হিতসাধন করিতে হইবে, বল।'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে মাতুল! আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি সংগ্রাম সময়ে সূতপুত্র কর্ণের তেজ হ্রাস করিবেন।'

শল্য কহিলেন, 'হে কুন্তীনন্দন! তোমার এই অভিলাষ পূর্ণ হইবে। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে গমনপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, আমি কহিতেছি, তোমার জয় লাভ হইবে।'

কর্ণ কৃষ্ণকথোপকথন—কর্ণের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা

মহারাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে স্বীয় মাতুল মদ্ররাজ শল্যকে সম্মানিত করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সেই মহাসৈন্য হইতে বিনির্গত হইলেন। ঐ সময় মহাত্মা বাসুদেব কর্ণের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন,

'হে কর্ণ! শ্রুত হইলাম, তুমি ভীষ্মদ্বেষী, সংগ্রাম-স্থলে ভীষ্ম বর্ত্তমান থাকিতে তুমি যুদ্ধ করিবে না। অতএব যে পর্য্যন্ত ভীষ্ম নিহত না হয়েন, সেই পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষ হইয়া সংগ্রাম কর। ভীষ্ম নিহত হইলে পুনরায় দুর্য্যোধনের পক্ষ হইবে।'

কর্ণ কহিলেন, 'হে কেশব! আমি কদাপি দুর্য্যোধনের বিপ্রিয়াচরণ করিতে পারিব না। নিশ্চয় জানিও, আমি দুর্য্যোধনের হিতার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিব।' মহাত্মা বাসুদেব কর্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলেন।

কৌরববীর যুযুৎসুর পাণ্ডবপক্ষে যোগদান

অনন্তর পাণ্ডবাগ্রজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সৈন্যগণ-মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, 'যিনি আমার হিতসাধন করিতে বাসনা করেন, আগমন করুন; আমি তাঁহাকে বরণ করিব।' তখন ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুযুৎসু সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রীতমানসে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 'মহারাজ! আমি তোমার পক্ষ হইয়া কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিব।'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! চল, সকলে একত্রিত হইয়া তোমার মূঢ় সহোদরগণের সহিত সংগ্রাম করি। এ বিষয়ে বাসুদেব, আমি ও আমার ভ্রাতৃগণ আমরা সকলে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি। আমি তোমাকে যুদ্ধার্থ বরণ করিলাম। তুমি আমার নিমিত্ত যুদ্ধ কর। স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে, তুমি একাকী ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ও পিণ্ড[১]রক্ষা করিবে। আমরা তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ কর। অমর্ষপরায়ণ দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন অচিরাৎ নিহত হইবে।'

হে মহারাজ! অনন্তর যুযুৎসু সহোদরগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবসেনাগণকে দুন্দুভি শ্রবণ করাইয়া পাণ্ডবপক্ষে গমন করিলেন। তখন মহাভুজ যুধিষ্ঠির সন্তুষ্টচিত্তে কনকোজ্জ্বল দেদীপ্যমান কবচ ধারণ করিলেন; যোদ্ধৃগণ সকলে স্ব স্ব রথে অধিরোহণ ও ব্যূহ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন; শত শত দুন্দুভি ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং বীরপুরুষগণ বিবিধ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পার্থিবগণ পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে রথস্থ দেখিয়া পুনরায় সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। পাণ্ডবগণ মান্য ব্যক্তিদিগের মান রক্ষা করিতেছেন দেখিয়া ভূপতিগণ আনন্দিতচিত্তে তাঁহাদিগকে পূজা ও তাঁহাদের সৌহার্দ্দ্য, দয়া ও জ্ঞাতিগণের প্রতি অনুগ্রহের বিষয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে পাণ্ডবগণের প্রতি সাধুবাদ ও স্তুতিবাদ হইতে লাগিল। কি ম্লেচ্ছ, কি আর্য্য, তত্রস্থ সমস্ত লোকই হৃষ্টচিত্তে সমুদয় দর্শন, শ্রবণ ও গদগদস্বরে পাণ্ডবগণের চরিত্র কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মনস্বিগণ মহাভেরী ও গোক্ষীরসদৃশ[১] শঙ্খের ধ্বনি করিতে লাগিলেন।"

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

কুরুক্ষেত্রের প্রথম-দিবসীয় যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! অস্মৎপক্ষীয়[২] ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্য সমুদয় এইরূপে ব্যূহিত হইলে পর কৌরব-পাণ্ডবগণের মধ্যে কাহারা অগ্রে প্রহার করিয়াছিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ ব্যূহিত হইলে পর আপনার পুত্র দুঃশাসন ভ্রাতার বাক্যানুসারে ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া সেনাগণ-সমভিব্যাহারে সংগ্রামার্থ গমন করিতে লাগিলেন; ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণও ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে হৃষ্টচিত্ত হইয়া সমরে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়পক্ষীয় সেনাগণের সিংহনাদ ও কিলকিলা শব্দ, ক্রকচ, গোশৃঙ্গ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও মুরজের ধ্বনি এবং হস্তিগণের বৃংহিত ও অশ্বগণের হ্রেষা-রবে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সৈন্যগণ পরস্পর তর্জ্জন-গর্জ্জনপূর্ব্বক ধাবমান হইল। এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণের সমাগম হইলে সেই বিপুল সৈন্য-সমুদয় শঙ্খ ও মৃদঙ্গ[৩]র শব্দ-শ্রবণে বায়ুবেগে বিকম্পিত বনরাজির ন্যায় প্রচলিত হইতে লাগিল। ঐ অশিব মুহূর্ত্তে ভূপতি, হস্তী ও অশ্বে সমাকুল সৈন্যগণ বাতবেগে পরিচালিত সাগরের ন্যায় তুমুল নিনাদ করিতে লাগিল।

১। জলপিণ্ডদানের যোগ্য ব্যক্তি।

১। দুগ্ধধবল—দুধের মত সাদা। ২। আমাদের পক্ষের—দুর্য্যোধন পক্ষের। ৩। পাঞ্চোরাজের।

ভীমের ভীষণ যুদ্ধে কৌরব-ভীতি

সেই সাগরোপম সৈন্য-সমুদয়ের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইলে মহাবল ভীমসেন বিপুল বলীবর্দ্দে[১]র ন্যায় গভীর নিনাদ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনের ভীমরবে শঙ্খ ও দুন্দুভির নির্ঘোষ, করিকুলের বৃংহিত ও সৈন্যগণের সিংহনাদ আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! বৃকোদরের সেই অশনি-নির্ঘোষসদৃশ ভীষণ রব শ্রবণে আপনার সমুদয় সৈন্যগণ বিত্রাসিত[২] হইল। যেমন মৃগগণ সিংহের ভীষণ রব শ্রবণে বিষ্ঠা-মূত্র পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ বাহনগণ ভীমসেনের সিংহনাদশ্রবণে ভীত হইয়া বিষ্ঠা-মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন এইরূপ মহামেঘের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিয়া আপনার পুত্রগণকে ভীত করিয়া সৈন্যমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন।

কৌরবগণ সেই অসামান্য বলশালী বৃকোদরকে সৈন্যমধ্যে সমাগত দেখিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার উপর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বৃকোদর মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় শরজালে লুক্কায়িত রহিলেন। দুর্য্যোধন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, দুঃশাসন, অতিরথ, দুর্ম্মর্ষণ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ ও সৌমদত্তি ইঁহারা সকলে মহাচাপ কম্পন এবং নির্ম্মোকত্যক্ত আশীবিষের ন্যায় নারাচ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পুরন্দর যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গ-সমুদয়ের উপর বজ্র প্রহার করেন, তদ্রূপ অভিমন্যু, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ দুর্য্যোধনাদির উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! সেই প্রথম সংগ্রামে ভীষণ জ্যানিঃস্বন ও তলধ্বনি শ্রবণ করিয়া কি আপনার পক্ষীয়, কি শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ কেহই রণে পরাঙ্মুখ হইল না। আমি স্বচক্ষে নিমিত্তবেধী[৩] দ্রোণ-শিষ্যগণের ক্ষিপ্রকারিতা দেখিলাম। তৎকালে শরাসনের জ্যানির্ঘোষ মুহূর্ত্তমাত্রও নিবৃত্ত হইল না; প্রদীপ্ত শরনিকর আকাশ হইতে নিপতিত জ্যোতিষ্ক-সমুদয়ের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। অন্যান্য ভূপতিগণ প্রেক্ষকে[৪]র ন্যায় সেই ভীষণ জ্ঞাতিযুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন।

১। বিশাল-দেহ বৃষ। ২। ভয়প্রাপ্ত—ভীতিগ্রস্ত। ৩। লক্ষ্যভেদী। ৪। নিরপেক্ষ দর্শকের।

অনন্তর সেই মহারথ সকল ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; তৎকালে সেই রণস্থলস্থিত হস্তী, অশ্ব, রথসমাকুল উভয়-পক্ষীয় সৈন্যগণকে চিত্রপটস্থ[১] বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং ভগবান্ ভাস্কর সৈন্যসমুত্থিত ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হইলেন। শরাসনধারী ভূপতিগণ রাজা দুর্য্যোধনের শাসনানুসারে সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে বিপক্ষপক্ষে নিপতিত হইলেন। সেই গজ, অশ্ব, ভেরী ও শরাসনসমাকুল সংগ্রামস্থলে ভূপতিগণ ধাবমান হওয়াতে ক্ষুব্ধ সমুদ্রনিঃস্বন সদৃশ ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। এ দিকে পাণ্ডবপক্ষীয় বহুসংখ্যক নরপতি যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সৈন্যসমূহ-সমভিব্যাহার দুর্য্যোধনের সৈন্য-সমুদয়ের উপর নিপতিত হইতে লাগিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনাগণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সৈন্যগণ কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত, কখনও ভগ্ন ও কখনও প্রত্যাবৃত্ত হওয়াতে আত্মীয় ও পর এই উভয়ের কিছুই ইতরবিশেষ বোধ হইল না। হে মহারাজ! সেই মহাভয়াবহ তুমুল সংগ্রামসময়ে মহাত্মা ভীষ্ম সমুদয় সৈন্যকে অতিক্রম করিয়া দেদীপ্যমান হইতে লাগিলেন।"

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

উভয়পক্ষের মিলিত যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন,"হে মহারাজ! ঐ দিন পূর্ব্বাহ্ণে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উহাতে বহুসংখ্যক ভূপতিদেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়। কৌরব ও সৃঞ্জয়গণ পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া সিংহের ন্যায় ভীষণধ্বনি করিয়া সমুদয় পৃথ্বী ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণের কিলকিলা শব্দ, তল ও শঙ্খের গভীর নিঃস্বন, পরস্পর স্পর্দ্ধাশালী বীরগণের সিংহনাদ, তলত্রাভিহত[২] শরাসন-জ্যার ভীষণ ধ্বনি, পদাতিগণের ধ্বনি, আয়ুধসমূদয়ের নিঃস্বন, পরস্পর ধাবমান গজ-সমূদয়ের ঘণ্টানিনাদ এবং পর্জ্জন্যধ্বনি সদৃশ রথনির্ঘোষে এক অদ্ভুত তুমুল লোমহর্ষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।

তখন কৌরবগণ নিষ্ঠুরচিত্ত হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

১। ছবিতে আঁকা মূর্ত্তি। ২। দস্তানায় আবৃত হস্তদ্বারা আকর্ষিত।

শান্তনুতনয় ভীষ্ম স্বয়ং কালদণ্ড সদৃশ ঘোর-দর্শন শরাসন ধারণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের অভিমুখীন হইলে অর্জ্জুনও লোকবিশ্রুত গাণ্ডীব গ্রহণ করিয়া ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইলেন। পরস্পর বধাভিলাষী ঐ দুই কুরুবীরের মধ্যে কেহই কাহাকে শরপ্রহার দ্বারা বিকম্পিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি কৃত-বর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইলেন, তাঁহাদের উভয়ের তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইল। সাত্যকি কৃতবর্ম্মার প্রতি ও কৃতবর্ম্মা সাত্যকির প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ দুই পুরুষের কলেবর শরনিকরে সমাচিত[১] হওয়াতে উঁহারা বসন্তকালীন কুসুমিত কিংশুকবৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

মহাবীর অভিমন্যু বৃহদ্বলের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবল বৃহদ্বল অভিমন্যুর ধ্বজ ছিন্ন ও সারথিকে নিহত করিলেন। ধ্বজ ও সারথি বিনষ্ট হওয়াতে মহাবীর সুভদ্রাতনয় ক্রোধান্বিতচিত্তে নয় বাণ দ্বারা বৃহদ্বলের গাত্র বিদ্ধ করিয়া দুই নিশিত ভল্ল নিক্ষেপপূর্ব্বক একটি দ্বারা ধ্বজ ও অপরটি দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠ[২]-সারথিকে নিপাতিত করিলেন; সেই বীরপুরুষদ্বয় তীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

মহাবীর ভীমসেন, মহামানী সমরবিশারদ জাতবৈর[৩] মহারথ দুর্য্যোধনসহ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত কুরুবংশীয় বীর-পুরুষদ্বয় পরস্পরের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই দুই মহাত্মার বিচিত্র সংগ্রাম-সন্দর্শনে সকল লোকের মনে বিস্ময় ভাবের আবির্ভাব হইল।

মহাবীর দুঃশাসন মহারথ নকুলের সম্মুখীন হইয়া নিশিত সায়কসমুদয় দ্বারা তাঁহার কলেবর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর মাদ্রীনন্দন হাস্য করিতে করিতে নিশিত বাণ দ্বারা দুঃশাসনের ধ্বজ ও সশর শরাসন ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলের প্রতি পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক[৪] নিক্ষেপ এবং তাঁহার তুরঙ্গসমুদয় ও ধ্বজ ছেদন করিলেন।

১। সমাচ্ছন্ন। ২। পার্শ্বরক্ষক। ৩। শত্রুতাপন্ন। ৪। বাণ।

মহাবীর দুর্ম্মুখ মহাবল-পরাক্রান্ত সমরে যত্নশীল সহদেবের সমীপবর্ত্তী হইয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, তখন প্রভূত বলবীর্য্য-শালী সহদেব এক তীক্ষ্ণশর নিক্ষেপ করিয়া দুর্ম্মুখের সারথিকে নিপাতিত করিলেন। ঐ রণদুর্ম্মদ বীরপুরুষদ্বয় প্রহার ও প্রতিপ্রহার[১]-মানসে সায়কসমুদয় নিক্ষেপ করিয়া পরস্পর বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং মদ্ররাজের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মদ্রপতি শর দ্বারা যুধিষ্ঠিরের শরাসন দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য এক সুদৃঢ় কোদণ্ড গ্রহণ করিলেন এবং সন্নতপর্ব্ব শরসমুদয় দ্বারা মদ্রপতিকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক 'থাক্ থাক্' বলিয়া তর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাব-মান হইলেন। বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণ ক্রোধপরবশ হইয়া মহাত্মা দ্রুপদপুত্রের বিপুল শরাসন ছেদন করিলেন এবং মহাঘোর কালনদের ন্যায় এক শর তাঁহার শরীরে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য ধনু ও চতুর্দ্দশ বাণ গ্রহণপূর্ব্বক দ্রোণের প্রতি শরাঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই বীর-পুরুষদ্বয় ক্রোধান্বিত হইয়া পরস্পর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর শঙ্খ সৌমদত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইয়া 'থাক্ থাক্' বলিয়া তাঁহার প্রতি তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর সৌমদত্তি বাণ দ্বারা শঙ্খের দক্ষিণভুজ বিদ্ধ করিয়া তাঁহার জত্রুদেশে বাণাঘাত করিতে লাগিলেন। দেব ও দানবের ন্যায় সেই বীরপুরুষদ্বয়ের সংগ্রাম অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। মহারথ ধৃষ্টকেতু ক্রোধনস্বভাব বাহ্লীকের সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইলেন। মহাবল বাহ্লীক অমর্ষপরায়ণ ধৃষ্টকেতুর প্রতি বাণবৃষ্টি করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন চেদি-রাজ ধৃষ্টকেতু ক্রোধান্বিত হইয়া মত্তমাতঙ্গ তুল্য পরাক্রমশালী বাহ্লীকের প্রতি নয় বাণ পরিত্যাগ করিলেন। মঙ্গল[২] ও বুধের[৩] তুল্য সেই বীরদ্বয়

১। আঘাত—প্রতিঘাত। ২। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে মঙ্গলগ্রহ বুধগ্রহের শত্রু।

সংগ্রামস্থলে মুহুর্ম্মুহুঃ বীরনাদ করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

ভীমনন্দন ক্রূরকর্ম্মা ঘটোৎকচ অলম্বুষ রাক্ষসের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নবতি[১] বাণ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক তাঁহার কলেবর ক্ষত-বিক্ষত করিল; মহাবল অলম্বুষও বারংবার শরনিক্ষেপপূর্ব্বক ভীমতনয়ের শরীর বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বৃত্র ও বাসবতুল্য পরাক্রমশালী সেই বীরপুরুষদ্বয় শরবিদ্ধকলেবর হইয়া সংগ্রামস্থলে অধিকতর শোভা পাইতে লাগিল। বলবান্ শিখণ্ডী অশ্বত্থামার সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা সুতীক্ষ্ণ নারাচপ্রহার দ্বারা ক্রোধপরায়ণ শিখণ্ডীকে বিকম্পিত করিলেন; মহাবল-পরাক্রান্ত শিখণ্ডীও নিশিত সায়ক নিক্ষেপ পূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে তাড়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা দুই জনে পরস্পরের প্রতি বিবিধ শর প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

বাহিনীপতি বিরাট ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন, তাঁহাদের পরস্পর তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল; মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, মহাবীর বিরাট ক্রুদ্ধ হইয়া ভগদত্তের উপর তদ্রূপ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঘনঘটা[২] যেরূপ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে, মহারাজ ভগদত্ত তদ্রূপ শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক বিরাটকে আচ্ছাদিত করিলেন; শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য কৈকেয়াধিপতি বৃহৎক্ষত্রের সমীপে গমনপূর্ব্বক শরবর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন; বৃহৎক্ষত্রও কৃপের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরে উভয়ে উভয়ের অশ্ব সংহার, ধনু ছেদন ও রথ ভগ্ন করিয়া অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বীরপুরুষদ্বয়ের অসিযুদ্ধ ক্রমে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

অরাতিতাপন মহারাজ দ্রুপদ ক্রুদ্ধ হইয়া সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ জয়দ্রথ তিন বাণ দ্বারা দ্রুপদকে বিদ্ধ করাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সিন্ধুরাজের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শুক্র[৩] ও মঙ্গল[৪] সদৃশ সেই দুই বীর-পুরুষের ঘোরতর যুদ্ধ দর্শন করিয়া দর্শকগণ পরম প্রীত হইলেন। আপনার পুত্র মহাবীর বিকর্ণ মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহাদের উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পর বাণ প্রহার করিয়া কেহই কাহাকেও কম্পিত করিতে পারিলেন না দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

মহারথ চেকিতান পাণ্ডবগণের হিতার্থী হইয়া ক্রোধান্ধচিত্তে সুশর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইলেন। সুশর্ম্মা বহুবিধ সায়ক বর্ষণ করিয়া চেকিতানকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; মহাবীর চেকিতানও ক্রোধান্বিত হইয়া পর্ব্বতোপরি মহামেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় সুশর্ম্মার উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সিংহ যেমন মত্তমাতঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া গমন করে, তদ্রূপ গান্ধাররাজ শকুনি মহাবল-পরাক্রান্ত যুধিষ্ঠিরাগ্রজ প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। ইন্দ্র যেমন দানবকে বিদারিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরতনয় ক্রোধান্বিত হইয়া বাণবর্ষণ দ্বারা শকুনির কলেবর বিদারণ করিতে লাগিলেন; শকুনিও শর-নিকর বর্ষণপূর্ব্বক প্রতিবিন্ধ্যের দেহ বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর সহদেবতনয় শ্রুতকর্ম্মা কাম্বোজদেশীয় মহারথ সুদক্ষিণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সুদক্ষিণ বিবিধ বাণ নিক্ষেপ করিয়াও মৈনাকাচলসন্নিভ মহারথ শ্রুতকর্ম্মাকে বিচালিত করিতে পারিলেন না। শ্রুতকর্ম্মা শরনিকর-প্রহার দ্বারা সুদক্ষিণের কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিলেন। অরাতিনিপাতন মহাবীর অর্জ্জুনতনয় ইরাবান্ ক্রুদ্ধ হইয়া অমর্ষপরায়ণ শতায়ুর প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহার অশ্ব-সমুদয় বিনষ্ট করিয়া সিংহনাদ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন শতায়ু ক্রুদ্ধ হইয়া গদাগ্র দ্বারা অর্জ্জুননন্দনের অশ্ব-সমুদয় বিনষ্ট করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সসৈন্য সপুত্র কুন্তিভোজের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে আমরা বিন্দ ও অনুবিন্দের ঘোর পরাক্রম দেখিলাম। তাঁহারা স্থিরচিত্তে সেই মহতী সেনার সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। অনুবিন্দ গদা দ্বারা কুন্তিভোজকে তাড়না করিতে লাগিলেন, কুন্তিভোজও তাঁহার উপর বাণবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন কুন্তিভোজতনয় বিন্দের প্রতি শর প্রহার করিতে

১। নব্বই। ২। মেঘসমূহ—মেঘাড়ম্বর। ৩—৪। জ্যোতিষ মতে সমতুল্য বলশালী।

আরম্ভ করিলেন ; বিন্দও কুন্তিভোজনন্দনকে বাণাঘাত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। কৈকেয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা স্বকীয় সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সসৈন্য পাঁচ জন গান্ধারের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

আপনার পুত্র বীরবাহু রথিশ্রেষ্ঠ বিরাটতনয় উত্তরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নয় বাণ দ্বারা তাঁহার কলেবর বিদ্ধ করিলেন, মহাবীর উত্তরও তাঁহার গাত্রে নিশিত শর প্রোথিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর চেদিরাজ উলূকের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন, উলূকও তাঁহার প্রতি সলোম[১] নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই বীরযুগল পরস্পরের দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কেহ কাহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না।

হে মহারাজ! এইরূপে আপনার ও পাণ্ডবগণের সহস্র সহস্র রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ ঘোরতর[২] দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ যুদ্ধ মুহূর্ত্তমাত্র মধুরদর্শন হইয়াছিল ; পরে নিতান্ত সঙ্কুল[৩] হইয়া উঠিল, তখন আর কিছুই নয়নগোচর হইল না। ঐ সময় গজ গজের সহিত, রথী রথীর সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত ও পদাতি পদাতির সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর শূরগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। দেবর্ষি, সিদ্ধ ও চারণগণ তথায় সমুপস্থিত হইয়া সেই দেবাসুর-সংগ্রাম সদৃশ ভয়ঙ্কর সমর সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন সহস্র রথ, সহস্র হস্তী, অশ্ব ও পুরুষগণ বিপরীত দিকে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে ইতস্ততঃ বহু সহস্র রথী, গজ ও আরোহিগণকে পরস্পর মুহুর্ম্মুহুঃ সংগ্রাম করিতে দৃষ্ট হইল।"

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

সঙ্কুলযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে নরনাথ! ঐ যুদ্ধে বহু সহস্র পদাতি মর্য্যাদা অতিক্রমপূর্ব্বক সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ সময় পুত্র পিতাকে, পিতা ঔরস পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, ভাগিনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে ও সখা সখাকে জানিতে পারে নাই। ফলতঃ পাণ্ডবগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক যুদ্ধবিশারদ বীর রথ লইয়া রথীদিগকে আক্রমণ করিলে রথ দ্বারা রথ, রথেষা দ্বারা রথেষা[১], রথকূবর দ্বারা রথকূবর[২] ভগ্ন হইতে লাগিল। কোন কোন বীরপুরুষ পরস্পর জিঘাংসা-পরবশ হইয়া তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, কতকগুলি রথ রথ-সন্নিপাতে[৩] অচল হইয়া পড়িল। মদস্রাবী মহাকায় কুঞ্জরগণ তোরণপতাকাশোভিত বেগবান্ শত্রুপক্ষীয় মহাগজ-সমুদয়ের দন্তযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং পরস্পর পরস্পরের দন্ত দ্বারা ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া নিতান্ত ব্যথিতের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। হস্তি-বিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত অপ্রভিন্ন[৪] মাতঙ্গগণ অঙ্কুশাহত হইয়া মদস্রাবী বারণগণের সম্মুখীন হইল। বহুসংখ্যক মহাগজ মাতঙ্গসমুদয়ের সম্মুখীন হইয়া বৃকের ন্যায় ধ্বনি করিয়া ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। সম্যক্ শিক্ষিত মদাক্তগণ্ড[৫] মহাগজগণের ঋষ্টি, তোমর ও নারাচ দ্বারা নিরুদ্ধ ও মর্ম্মস্থলে আহত হইয়া কতকগুলি প্রাণত্যাগ করিয়া নিপতিত ও কতকগুলি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

বিশালবক্ষ গজের পাদরক্ষকগণ পরস্পর হননেচ্ছায় ঋষ্টি, শরাসন, পরশু, গদা, মুষল, ভিন্দিপাল, তোমর, পরিঘ ও সুশাণিত খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক মহাবেগে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। পরস্পরের প্রতি ধাবমান শূরগণের নর-শোণিতলিপ্ত খড়্গ-সমুদয় সমধিক শোভা ধারণ করিল। বীরবাহু ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত নিশিত অসিসমুদয় শত্রুগণের মর্ম্মে নিপতিত হইবার সময়ে তাহা হইতে তুমুল শব্দ বহির্গত হইল। গদামুষলরুগ্ন[৬] খড়্গাহত হস্তিদন্তবিদীর্ণ-কলেবর[৭] ও গজমর্দ্দিত মানব-গণ প্রেত-সমুদয়ের ন্যায় দারুণ স্বরে ইতস্ততঃ চীৎকার করিতে লাগিল। অশ্বারোহিগণ চামর-ভূষিত, মহাবেগসম্পন্ন, হংস-সদৃশ শোভমান অশ্বসমুদয় লইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল। সেই সমুদয়

১। পক্ষযুক্ত। ২। ঘোরতর।

১। রথের ঈষা—রথদণ্ড। ২। রথের চাকার খিল। ৩। ভগ্নরথস্তূপে। ৪। অক্ষত। ৫। মদসিক্ত-গণ্ডদেশ। ৬। গদা ও মুষলের আঘাতে পীড়িত। ৭। হাতীর দাঁতের আঘাতে ভিন্নদেহ।

মহাবীর কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সুবর্ণমণ্ডিত তীক্ষ্ণ শরসমুদয় সর্প-সমূহের ন্যায় নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। কোন কোন অশ্বারোহী অশ্বের সহিত লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক বৃহৎ রথে উত্থান করিয়া রথিগণের শিরশ্ছেদন করিল; রথসমীপে সমুপস্থিত বহুসংখ্যক অশ্বারোহীকে নতপর্ব্ব ভল্লদ্বারা সংহার করিল। নবমেঘসন্নিভ, কনকভূষণমণ্ডিত, মত্ত মাতঙ্গগণ স্ব স্ব কুম্ভ ও পার্শ্বদেশ পাটিত[১] হইলেও অশ্ব-সকলকে নিপাতিত করিয়া পদ দ্বারা মর্দ্দন করিতে লাগিল। অনেকে প্রাসের আঘাতে নিতান্ত কাতর হইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন বীরপুরুষ আরোহিসহিত অশ্বগণকে ও কেহ কেহ বারণগণকে উন্মথিত করিয়া সহসা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। করিগণ দন্তাগ্র দ্বারা আরোহীর সহিত তুরঙ্গমগণকে উৎক্ষিপ্ত ও রথ-সমুদয় মর্দ্দিত করিয়া গমন করিতে লাগিল। কোন কোন প্রভূত-মদশালী মহাগজ শুণ্ড ও চরণ দ্বারা আরোহিসহিত অশ্বগণকে নিহত করিল। ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ তীক্ষ্ণ শর-সমুদয় হস্তিগণের দন্তদ্বয়ের মধ্যভাগ, গাত্র ও পার্শ্বদেশে নিপতিত হইতে লাগিল। বীরগণের বাহু-বিনির্ম্মুক্ত মহোল্কা-সদৃশ শক্তিসমুদয় নর ও অশ্বগণের গাত্র এবং লৌহময় কবচসকল ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। বীরগণ দ্বীপিচর্ম্ম ও ব্যাঘ্রচর্ম্মে নিবদ্ধ কোষনিষ্কাশিত নির্ম্মল খড়্গসমুদয় দ্বারা শত্রুগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। কোন কোন হস্তী শুণ্ড দ্বারা অশ্বের সহিত রথসমুদয় আকর্ষণ ও নিক্ষেপপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সংগ্রামে সহস্র সহস্র যোদ্ধৃগণ শক্তি-বিদারিত, পরশু-ছিন্ন, হস্তি-মর্দ্দিত, অশ্ব-পদাহত ও রথনেমি-সংছিন্ন হইয়া কেহ পুত্র, কেহ পিতা, কেহ ভ্রাতা, কেহ মাতুল, কেহ ভাগিনেয় ও কেহ কেহ অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদিগকে স্মরণপূর্ব্বক করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিল। অনেকের নাড়ী বিকীর্ণ[২] উরু ভগ্ন, বাহু ছিন্ন ও পার্শ্ব বিদীর্ণ হওয়াতে নিতান্ত কাতর হইয়া জীবিতলালসায়[৩] ঘোরতর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ পিপাসায় নিতান্ত অধীর ও ভূতলে পতিত হইয়া জল যাচ্ঞা করিতে লাগিল। অনেকে রক্তাক্তকলেবর ও একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া আপনাদিগকে ও মহাশয়ের[১] পুত্রগণকে নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু সমরোৎসাহী শূরবর ক্ষত্রিয়গণ তৎকালে অস্ত্র পরিত্যাগ বা ক্রন্দন করিলেন না। তাঁহারা ক্রোধভরে দশন দ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও ভ্রূকুটি বন্ধনপূর্ব্বক পরস্পর অবেক্ষণ[২] করিয়া হৃষ্টচিত্তে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অত্যন্ত মহাবল-পরাক্রান্ত সত্ত্বশালী বীরগণ শরাঘাতে একান্ত জর্জ্জরিত হইয়া ও তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনেক বীরপুরুষ সংগ্রামে বিরথ হইয়া অন্যের রথগ্রহণেচ্ছায় নিপতিত হইবামাত্র শত্রুপক্ষীয় হস্তিগণের দন্তাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া কুসুমিত কিংশুক-বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরক্ষয়কারী মহাসংগ্রাম ক্রমে তুমুল হইয়া উঠিলে সৈন্য-সমুদয়মধ্যে বহুতর ভীষণ শব্দ হইতে লাগিল। ঐ সময় পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, ভাগিনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, সখা সখাকে ও বান্ধব বান্ধবকে নিধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে সেই নির্ম্মর্য্যাদ[৩] মহা ভয়ঙ্কর সমরে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইল। পাণ্ডব সৈন্যগণ এই দিবসের যুদ্ধে ভীষ্মের নিকট কম্পিত হইতে লাগিল; মহাবীর ভীষ্ম সমুচ্ছ্রিত, রজতময়, পঞ্চতারা-সুশোভিত, তালকেতু রথে আরোহণ করিয়া মেরুস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।"

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

অভিমন্যুর অভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! এই দারুণ দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ গতপ্রায় ও বহুসংখ্যক বীরপুরুষ নিহত হইতে আরম্ভ হইলে মহাবীর দুর্ম্মুখ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, শল্য ও বিবিংশতি আপনার পুত্রের অনুমতিক্রমে ভীষ্মের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারথ শান্তনুতনয় উক্ত পঞ্চ অতিরথ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পাণ্ডবসৈন্যসাগরে অবগাহন করিলেন। চেদি, কাশী, পুরূষ ও পাঞ্চাল-দেশীয় সৈন্যগণমধ্যে ভীষ্মের তালধ্বজ বহুধা প্রচলিত হইতে লাগিল। মহাবীর গাঙ্গেয় সমরাঙ্গনে বহু সৈন্যের মস্তক, রথ, বাহন ও ধ্বজ সমুদয় ছেদন করিতে লাগিলেন। সমরক্ষেত্রে

১। ছিন্ন। ২। ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। ৩। প্রাণের মমতায়।

১। ধৃতরাষ্ট্রের। ২। কুটিল নিরীক্ষণ। ৩। রণনীতি-লঙ্ঘনকারী।

ভ্রমমাণ মহাবীর ভীষ্মের রথমার্গস্থিত[১] কুঞ্জরগণ মর্ম্মে তাড়িত হইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে লগিল।

এইরূপে মহাবীর শান্তনুতনয় সমরক্ষেত্রে সৈন্য সংহার করিতে আরম্ভ করিলে মহাবল-পরাক্রান্ত অভিমন্যু একান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া পিঙ্গলবর্ণ তুরঙ্গ-সমুদয়ে যোজিত সুবর্ণ-মণ্ডিত কর্ণিকারকেতু-সুশোভিত রথে আরোহণপূর্ব্বক ভীষ্ম ও তাঁহার রক্ষক রথীদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং ভীষ্মের কেতুকে তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার ও তাঁহার অনুরথগণের[২] সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু কৃতবর্ম্মাকে এক বাণ ও শল্যকে পাঁচ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া স্বীয় প্রপিতামহের উপর নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং মহাবেগে এক তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার সুবর্ণভূষিত ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে ক্রোধভরে সর্ব্বাবরণভেদী সন্নতপর্ব্ব ভল্লপ্রহারে দুর্ম্মুখের সারথির মস্তক, অপর নিশিত ভল্ল দ্বারা কৃপের সুবর্ণ-মণ্ডিত শরাসন এবং যেন নৃত্য করিতে করিতে তীক্ষ্ণ শরপ্রয়োগপূর্ব্বক বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত শরসমুদয় ছেদন করিয়া গাণ্ডীবের ন্যায় শরাসনধ্বনি করিয়া চারিদিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তলাঘব-দর্শনে দেবগণ পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। মহাবীর অভিমন্যুর লক্ষ্যের প্রতি শরনিক্ষেপ একবারও ব্যর্থ হয় না দেখিয়া ভীষ্মপ্রমুখ বীরগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ অর্জ্জুনের ন্যায় সত্ত্বসম্পন্ন ও হুতাশনের ন্যায় প্রভাবশালী জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম-অভিমন্যু যুদ্ধ

তখন মহাবীর ভীষ্ম মহাবেগে অভিমন্যুকে আক্রমণপূর্ব্বক নয় বাণ দ্বারা তাঁহার কলেবর বিদ্ধ করিলেন। পরে তিন ভল্ল দ্বারা উঁহার ধ্বজচ্ছেদনপূর্ব্বক তিন বাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য এবং শল্যও অর্জ্জুনতনয়ের প্রতি বিবিধ শর প্রহার করিলেন; কিন্তু মহাবীর অভিমন্যু কিছুতেই কম্পিত হইলেন না। তিনি দুর্য্যোধনপক্ষীয় বীরগণে পরিবৃত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ রথীর উপর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং শরবৃষ্টি দ্বারা মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাদের মহাস্ত্র-সমুদয় নিরাকরণপূর্ব্বক ভীষ্মের উপর শরনিক্ষেপ করত সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সংগ্রামে ভীষ্মকে শরনিকর দ্বারা নিপীড়িত করায় মহাবীর অর্জ্জুনতনয়ের অসাধারণ বাহুবল সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইল। মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনতনয়ের পরাক্রম-সন্দর্শনে তাঁহার উপর বিবিধ শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি অনায়াসে তৎসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুনতনয় নয় বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক ভীষ্মের রথধ্বজ ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে সমুদয় লোক চীৎকার করিয়া উঠিল। মহাবীর ভীষ্মের রজতময় মণিবিভূষিত উচ্চতর তালধ্বজ অভিমন্যুর সায়ক-প্রভাবে ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। সমরোৎসাহী ভীমসেন ভীষ্মের রথধ্বজ অর্জ্জুনতনয়ের শরে ছিন্ন ও ভূতলে নিপতিত দেখিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবল-পরাক্রান্ত ভীষ্ম সমরাঙ্গনে বিবিধ দিব্য মহাস্ত্র-সমুদয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি অভিমন্যুর প্রতি সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন দেখিয়া সমুদয় লোক চমৎকৃত হইল। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় দশ জন মহাধনুর্দ্ধর সপুত্র বিরাট, দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, কৈকেয় ও সাত্যকি অভিমন্যুকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহাবেগে তাঁহার নিকট ধাবমান হইলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাঁহাদিগকে সত্বরে আগমন করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর তিন ও সাত্যকির উপর নয় বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক মহাবেগে এক ক্ষুরধার নিশিত সায়কে ভীমের সুবর্ণময় সিংহধ্বজ ছেদন করিয়া উহা ভূতলে নিপাতিত করিলেন।

বিরাটতনয় উত্তরের পতন

মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর তদ্দর্শনে অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে তিন, কৃপকে এক ও কৃতবর্ম্মাকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর উত্তর মহাগজে আরোহণপূর্ব্বক মদ্রাধিপতি শল্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রুপদতনয়ের মহাগজ মহাবেগে রথ আক্রমণ করিতেছে দেখিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত মদ্ররাজ বলপূর্ব্বক তাহার বেগ নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাগজ ক্রুদ্ধ হইয়া পদ দ্বারা শল্যের রথের যুগকাষ্ঠ আক্রমণপূর্ব্বক অশ্বচতুষ্টয় সংহার করিল। মহাবীর মদ্রাধিপতি সেই বাহনবিহীন

১। রথের পথমধ্যবর্ত্তী—রথপথে পতিত। ২। পশ্চাদ্গামী বীরদিগের।

স্যন্দনে অবস্থানপূর্ব্বক ভুজঙ্গসদৃশ ভীষণ লৌহময় শক্তি গ্রহণ করিয়া উত্তরের গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। শল্যনিক্ষিপ্ত শক্তি বর্ম্ম ভেদ করিয়া কলেবরে প্রবেশ করাতে বিরাটতনয় চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় অবলোকন করিয়া উত্তরীয়-বসন ও তোমর পরিত্যাগপূর্ব্বক গজস্কন্ধ হইতে নিপতিত হইলেন। তখন মদ্ররাজ শল্য খড়্গ গ্রহণ করিয়া রথ হইতে সহসা অবতরণপূর্ব্বক সেই মহাগজের শুণ্ড ছেদন করিলেন। হস্তী ইতিপূর্ব্বে শরনিকর-প্রহারে ভিন্নবর্ম্মা ও ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল, এক্ষণে ছিন্নশুণ্ড হওয়াতে নিতান্ত কাতর ও চীৎকার করিয়া নিপতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মদ্ররাজ এইরূপে স্বকার্য্যসাধন করিয়া সত্বর কৃতবর্ম্মার রথে আরোহণ করিলেন।

ভ্রাতৃবধে ক্রুদ্ধ শ্বেতের সমরাভিযান

তখন বিরাটতনয় শ্বেত সমরে স্বীয় ভ্রাতা উত্তরকে নিহত ও সমস্ত মহাবীরকে বর্ত্তমান দেখিয়া ক্রোধভরে নতপর্ব্ব সায়ক-সমুদয় নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাদের শরাসন-সকল ছেদন করিলেন। মহাবীরগণ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন-সমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক সাত জনে এককালে শ্বেতের উপর সাত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর শ্বেত সাত ভল্ল নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাদের ধনু ছেদন করিলেন। তখন মহাবীরগণ কোপে কম্পিত হইয়া শক্তিগ্রহণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া শ্বেতের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহোল্কা সদৃশ অশনিনিস্বন শক্তিসমুদয় প্রজ্বলিত হইয়া গমন করিতে লাগিল; কিন্তু মহাবীর শ্বেত অর্দ্ধপথে তৎসমুদয় ছেদন করিলেন। পরে এক সর্ব্বকায়বিদারণ সায়ক শ্বেতগাত্রে নিক্ষিপ্ত হইল। মহাবীর শ্বেত শরাঘাতে একান্ত ব্যথিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথোপস্থে নিপতিত হইলেন। সারথি তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া সত্বরে রথ লইয়া প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল।

মহাবল-পরাক্রান্ত শ্বেত মুহূর্ত্তমধ্যে পুনরায় লব্ধসংজ্ঞ হইলেন। তখন তিনি সুবর্ণবিভূষিত অন্যান্য অশ্ব-সমুদয় লইয়া রণস্থলে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত রথিগণের রথধ্বজ ছেদন করিলেন। পরে তাঁহাদের অশ্ব ও সারথিগণকে বাণবিদ্ধ করিয়া তাঁহাদের উপর শরবৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক শল্যের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! সেনাপতি শ্বেত শল্যের রথের প্রতি গমন করিবামাত্র সৈন্যমধ্যে মহান্ হলাহলা শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন আপনার পুত্র ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া বহুসংখ্যক শূর সমভিব্যাহারে শল্যের রথ সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে মৃত্যুগ্রাস হইতে বিমুক্ত করিলেন। অনন্তর তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। আপনার এবং শত্রুগণের রথী ও হস্তিসমুদয় পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সময় বৃদ্ধ কুরুপিতামহ ভীষ্ম অভিমন্যু, ভীমসেন, সাত্যকি, কৈকেয়, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং চেদিসৈন্যগণের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।"

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

শ্বেত-কৌরব-দ্বন্দ্বযুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এইরূপে মহাধনুর্দ্ধর শ্বেত শল্যরথের প্রতি সমুপস্থিত হইলে পাণ্ডব ও কৌরবগণ, বিশেষতঃ শান্তনুতনয় ভীষ্ম কি করিয়াছিলেন, সবিস্তর কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ মহারথগণ সেনাপতি শ্বেতকে অগ্রসর করিয়া আপনার পুত্রকে বল-বিক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আত্মত্রাণার্থ শিখণ্ডীকে অগ্রে লইয়া ভীষ্মকে নিধন করিবার মানসে তাঁহার হেমভূষিত রথসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। হে রাজন্! ঐ সময়ে আপনাদিগের ও শত্রুপক্ষের সৈন্যগণ পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া বহুসংখ্যক লোক সংহার করিল; আমি উহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহাবীর শান্তনুতনয় শরাঘাতে বীরগণের মস্তকচ্ছেদন ও রথোপস্থসকল[1] শূন্য করিতে লাগিলেন। ঐ সূর্য্যসদৃশ প্রতাপশালী মহাবীর অনবরত শরবর্ষণ দ্বারা সূর্য্যকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। রবি যেমন সমুদিত হইয়া তমোরাশি বিনাশ করেন, তদ্রূপ শান্তনুতনয় সমরমধ্যে অসংখ্য বীরপুরুষকে সংহার করিতে লাগিলেন; ঐ মহাবীর কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ক্ষত্রিয়ান্তক সহস্র সহস্র সায়ক মহাবেগে গমনপূর্ব্বক মহাবল-পরাক্রান্ত যোদ্ধৃগণের শিরশ্ছেদন করিতে লাগিল। বলবিক্রমশালী রথিগণ তীক্ষ্ণশরে

১। রথস্থ দ্রব্যসমূহ।

ছিন্নমস্তক হইয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে রথমধ্যে নিপতিত রহিলেন। রথ রথের উপর ও অশ্ব অশ্বের উপর নিপতিত হইল। কোন কোন অশ্ব পৃষ্ঠে লম্বমান রণনিহত স্বীয় আরোহীকে বহন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। খড়্গ-তূণীরধারী বদ্ধপরিকর[১] শত শত বীরগণ ছিন্নকবচ ও নিহত হইয়া ধরাতলে বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধকুশল বীরগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া ভূতলে পতিত, পুনরুত্থিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরস্পর পীড়িত হইয়া রণস্থলে বিলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। মত্তগজ নিপাতিত হইল, শত শত রথিগণ শত্রুপক্ষীয়-রথীদিগকে মর্দ্দন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। কেহ কেহ শরাঘাতে নিহত হইয়া রথোপরি নিপতিত হইল। সারথি নিহত হইবামাত্র উচ্চ রথ-সমুদয় নিপতিত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় ধূলিপটল মহাবেগে সমুত্থিত হওয়াতে সংগ্রামনিরস্ত[২] ব্যক্তিগণ কেবল শরাসনধ্বনিশ্রবণ করিতে লাগিল। তাহারা শত্রুর গাত্র স্পর্শ করিয়াও তাহাকে শত্রু বলিয়া বুঝিতে পারিল না। সৈন্যগণ সুসজ্জিত হইয়া পরস্পরের প্রতি আক্রমণ করিতে লাগিল। ঐ তুমুল সংগ্রামে কর্ণবিদারী পটহধ্বনি সমুত্থিত হওয়াতে বীরগণের বাণশব্দ এবং কোন্ বীর পৌরুষ প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার নামও শ্রবণগোচর হইল না। ঐ সময় পিতা স্বীয় পুত্রকে চিনিতে না পারিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঋজুগামী বাণ-সমূহ দ্বারা রথচক্র ও যুগ ভগ্ন, ভারবাহী অশ্ব নিহত ও যোদ্ধা সারথি-সমভিব্যাহারে রথ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। যোদ্ধৃগণ ভগ্নধুর[৩], ভিন্নচক্র রথমধ্যে দেখিল যে, স্বীয় বান্ধবগণ কেহ ছিন্নমস্তক, কেহ বা মর্ম্মাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ফলতঃ মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবীর শান্তনুতনয় শত্রু সংহার করিতে আরম্ভ করিলে বিপক্ষপক্ষের প্রায় কেহই অনাহত রহিল না।

শ্বেত-কৌরবের তুমুল যুদ্ধ

মহাবীর শ্বেতও কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র রাজপুত্রকে সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক রথিগণের মস্তক, অঙ্গদভূষিত বাহু, ধনু, ক্ষুদ্র ও বিশাল রথ, রথচক্র ও পতাকা-সমুদয় ছেদন করিলেন! সহস্র সহস্র হস্তী, অশ্ব ও মানবগণ তাঁহার শরাঘাতে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক ধরাতলশায়ী হইল। হে মহারাজ! আমরা সেই সময় শ্বেতের ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলাম। সমরার্থ সুসজ্জিত কৌরবগণ শ্বেতের শরপাত হইতে বিমুক্ত হইয়া শান্তনুতনয়ের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ সংগ্রাম-সময়ে একমাত্র ভীষ্ম মেরুপর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে রহিলেন। যেমন মরীচিমালী ভাস্কর গ্রীষ্মকালে স্বীয় কিরণজাল দ্বারা রস আকর্ষণ করেন, তদ্রূপ মহাবীর শান্তনুতনয় শরনিকর দ্বারা অরাতিকুলের প্রাণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ চক্রপাণি যেমন অসুরগণকে নিহত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভীষ্ম বাণবর্ষণপূর্ব্বক শত্রুগণকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অরাতিগণ ভীষ্মের শরে নিতান্ত কাতর হইয়া শ্বেতকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন-প্রিয়চিকীর্ষু মহাবলপরাক্রান্ত শান্তনুতনয় জীবিতাশা ও ভয় এককালে পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন।

শ্বেতসহ ভীষ্মের ভীষণ সমর

মহাবীর ভীষ্ম সেনাপতি শ্বেতকে কৌরবসৈন্য নিধন করিতে দেখিয়া এইরূপে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করিয়া মহাবেগে তাঁহার সমীপে ধাবমান হইলেন। মহাবীর শ্বেত ভীষ্মের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীষ্মও তাঁহার প্রতি বহুসংখ্যক শর সন্ধান করিলেন; তাঁহারা উভয়েই বৃষভদ্বয়ের ন্যায়, মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায়, ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পরস্পর বধাভিলাষী হইয়া অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র নিবারণপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত শ্বেত যদি পাণ্ডবগণকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে অসামান্য বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাবীর ভীষ্ম এক দিনেই তাঁহাদিগকে নিঃশেষিত করিতে পারিতেন।

হে মহারাজ! বহুক্ষণ এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের সংগ্রাম হইলে, পরিশেষে মহাবীর শ্বেত ভীষ্মকে

১। দৃঢ়সঙ্কল্প। ২। যুদ্ধনিবৃত্ত। ৩। যাহার রথের ধূরা ভগ্ন হইয়াছে এইরূপ।

সমরে পরাঙ্মুখ করিলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণের আহ্লাদ ও দুর্য্যোধনের বিষাদের আর পরিসীমা রহিল না। মহাবীর দুর্য্যোধন তৎক্ষণাৎক্রোধান্বিত-চিত্তে বহুসংখ্যক ভূপতি ও সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বায়ুবেগ যেমন বৃক্ষগণকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ মহাবীর শ্বেত ভীষ্মকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সৈন্য-সমুদয় সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে অতি অল্পকালের মধ্যে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া ক্রোধ-কম্পিতকলেবরে পুনরায় ভীষ্মসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। তখন বৃত্র ও বাসবের ন্যায় সেই বীরপুরুষদ্বয় পরস্পর বধাভিলাষী হইয়া পরস্পরের প্রতি শরনিক্ষেপপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্বেত ভীষ্মের উপর সাত বাণ নিক্ষেপ করিলেন; মত্তহস্তী যেমন মত্তহস্তীকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ পরাক্রমশালী ভীষ্ম বলপূর্ব্বক শ্বেতকে আক্রমণ করিয়া অভিভূত করিলেন। তখন মহাবীর শ্বেত পুনরায় ভীষ্মকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীষ্ম শ্বেতের উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বলবান্ শ্বেত ভীষ্মের শর সহ্য করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় অকম্পিত রহিলেন এবং ভীষ্মের উপর সন্নতপর্ব্ব পঞ্চবিংশতি সায়ক নিক্ষেপ করিলেন; তদ্দর্শনে সমুদয় লোক চমৎকৃত হইল। পরে মহাবীর শ্বেত সহাস্য-বদনে সৃক্কণী লেহন করিতে করিতে দশ বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক ভীষ্মের শরাসন দশধা খণ্ড করিলেন। তদনন্তর লোমযুক্ত এক বাণ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের তালকেতুর অগ্রভাগ ছেদন করিলেন। আপনার পুত্রগণ মহাবীর ভীষ্মের কেতু নিপতিত দেখিয়া তাঁহাকে শ্বেতের বশীভূত ও নিহত বলিয়া স্থির করিলেন এবং পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন।

শ্বেতসমরে দুর্য্যোধনের ভীষ্ম-সাহায্য

তখন দুর্য্যোধন ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া ভীষ্মের রক্ষার্থ আপনার সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন; সৈন্যগণ অতি যত্নসহকারে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিল। সমরোৎসাহী দুর্য্যোধন তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরগণ! শ্বেত অবশ্য বিনষ্ট হইবে; শান্তনুতনয় ভীষ্ম মহাবল-পরাক্রান্ত, তাঁহার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই।' মহারথগণ দুর্য্যোধনের এইরূপ উত্তেজনাবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া সত্বর চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবীর বাহ্লীক, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, শল্য, জরাসন্ধতনয়, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি ইঁহারা সত্বরে চতুর্দ্দিক্ হইতে শ্বেতের উপর শর-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত শ্বেত স্বীয় হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক নিশিত সায়ক-সমুদয় দ্বারা সেই ক্রোধান্বিত বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কেশরী যেমন কুঞ্জরগণকে নিবারণ করে, তদ্রূপ মহাবীর শ্বেত ক্রমে সেই সমুদয় বীরগণকে পরাঙ্মুখ করিয়া বহুসংখ্যক শরবর্ষণপূর্ব্বক ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিলেন। তখন শান্তনুনন্দন অন্য এক ধনু গ্রহণপূর্ব্বক শ্বেতের উপর কঙ্কপক্ষযুক্ত শর সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সেনাপতি শ্বেত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া সর্ব্বলোকসমক্ষে প্রভূত সায়ক দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন এইরূপে সর্ব্ববীরপ্রধান ভীষ্মকে শ্বেত কর্ত্তৃক নিরাকৃত দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন, এবং ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় বহুতর সৈন্যও বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ভীষ্মকে শ্বেতের শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ অবলোকন করিয়া সকলেই তাঁহাকে শ্বেতের বশীভূত ও তৎকর্ত্তৃক নিহত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবীর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম স্বীয় ধ্বজ উন্মথিত ও সৈন্যগণকে নিরাকৃত দেখিয়া একান্ত ক্রোধান্বিতচিত্তে শ্বেতের উপর বহুসংখ্যক শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রথিকুলশ্রেষ্ঠ মহাবীর শ্বেত ভীষ্মের সেই সমুদয় বাণ নিবারণ করিয়া ভল্ল দ্বারা পুনরায় তাঁহার বাণসমুদয় ছেদন করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীষ্ম তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে সুতীক্ষ্ণ সাত ভল্ল যোজন-পূর্ব্বক চারিটি দ্বারা শ্বেতের চারি অশ্ব, দুইটি দ্বারা ধ্বজ ও একটি দ্বারা সারথির মস্তক ছেদন করিলেন। তখন মহারথ শ্বেত সেই অশ্বশূন্য রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া একান্ত ক্রোধপরবশ ও নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। মহাবীর ভীষ্ম রথিশ্রেষ্ঠ শ্বেতকে বিরথ দেখিয়া নিশিত

শর দ্বারা তাঁহাকে তাড়ন করিতে লাগিলেন। শ্বেত ভীষ্মের চাপচ্যুত শরনিকরে তাড়িত হইয়া স্বীয় রথে শরাসন সংস্থাপনপূর্ব্বক কালদণ্ডসদৃশ মহাভয়ঙ্কর কাঞ্চনবিনির্ম্মিত শক্তি গ্রহণ করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, 'হে পুরুষোত্তম শান্তনুতনয়! ক্ষণকাল অবস্থানপূর্ব্বক আমার পরাক্রম অবলোকন কর।' হে মহারাজ! পাণ্ডবগণের হিতার্থী ও আপনার অহিতচিকীর্ষু[১] মহাবীর শ্বেত এই বলিয়া ভীষ্মের প্রতি সেই শক্তি নিক্ষেপ করিলেন! আপনার পুত্রগণ সেই নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ শ্বেত-নিক্ষিপ্ত শক্তি সন্দর্শন করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। শক্তি নভস্তল হইতে নিপতিত মহোল্কার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অন্তরীক্ষে গমন করিতে লাগিল। শান্তনুতনয় তদ্দর্শনে একান্ত সংভ্রান্ত হইয়া আট বাণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই উৎকৃষ্ট হেমনিষ্মিত শক্তি নয় খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্রগণের সমুদয় সৈন্য উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

কালোপহতচিত্ত[২] বিরাটতনয় শ্বেত শক্তি ব্যর্থ হইল দেখিয়া নিতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। তিনি একান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া ভীষ্মকে সংহার করিবার মানসে গদা গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধসংরক্তলোচনে দ্বিতীয় যমের ন্যায় ধাবমান হইলেন। প্রতাপশালী ভীষ্ম সেই গদার বেগ অনিবার্য্য জানিতে পারিয়া আত্মরক্ষার্থ সহসা রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। মহাবীর শ্বেত নিতান্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া সেই মহাগদা বিঘূর্ণনপূর্ব্বক ভীষ্মের রথোপরি নিক্ষেপ করিলে সেই ভীষণ গদাঘাতে ভীষ্মের রথ, ধ্বজ, সারথি, অশ্ব, ও যুগন্ধর চূর্ণীকৃত হইল।

এ দিকে শল্য প্রভৃতি রথিগণ রথিশ্রেষ্ঠ শ্বেতকে বিরথ দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। তখন মহাবীর ভীষ্ম অন্য এক রথে আরোহণপূর্ব্বক শরাসন কম্পিত করিয়া মহারথ শ্বেতের সমীপে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে স্বীয় হিতকারী এই দৈববাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইল, 'হে মহাবাহো ভীষ্ম! শীঘ্র যত্ন কর, ভগবান্ বিশ্বযোনি শ্বেতের এই নিধনকাল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।' শান্তনুতনয় দেবদূতের এই বাক্য-শ্রবণে নিতান্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্বেতবধে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

মহাবীর সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কৈকেয়গণ, ধৃষ্টকেতু ও অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথ-সমুদয় রথিশ্রেষ্ঠ শ্বেতকে সমরাঙ্গনে পাদচারে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া সকলে একত্র হইয়া তাঁহার সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্ম উক্ত মহারথগণকে আগমন করিতে দেখিয়া দ্রোণ, শল্য ও কৃপের সাহায্যে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শ্বেত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে সন্নিরুদ্ধ দেখিয়া খড়্গ আকর্ষণপূর্ব্বক ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ভীষ্ম দেবদূতের বাক্যে শ্বেতবধে প্রোৎসাহিত[১] হইয়াছিলেন; সুতরাং শ্বেত কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সত্বরে সেই ছিন্নধনু পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য ধনু গ্রহণ ও ক্ষণকালমধ্যে তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া ভীমসেন প্রভৃতি মহারথগণ কর্ত্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত মহাবীর শ্বেতের প্রতি ধাবমান হইলেন; প্রতাপশালী ভীমসেন ভীষ্মকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার উপর ষষ্টি শর নিক্ষেপ করিলেন।

বিরাটতনয় শ্বেতের পতন

তখন মহাবীর শান্তনুতনয় ঘোরতর শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক অভিমন্যুকে ও তিন শর দ্বারা অন্যান্য মহারথগণকে নিবারিত করিয়া সাত্যকির প্রতি এক শত, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি বিংশতি ও কৈকেয়ের প্রতি পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত দেবব্রত ভীষ্ম এইরূপে শরনিকর দ্বারা সেই মহারথগণকে নিবারিত করিয়া শ্বেতের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সাক্ষাৎ কালান্তক যমোপম এক ভীষণ সায়ক তূণীর হইতে নিষ্কাশিত করিয়া শ্বেতের প্রতি সন্ধান করিলেন। দেব, নাগ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও রাক্ষসগণ সেই ব্রহ্মাস্ত্র-সুসঙ্গত লোকযুক্ত শর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অস্তাচল-গমনোন্মুখ ভাস্কর সদৃশ প্রভাশালী সেই ভীষ্মনিক্ষিপ্ত শর মহাবীর শ্বেতের কবচ ভেদ-পূর্ব্বক প্রাণ লইয়া বহির্গত ও মহাশনির ন্যায়

১। অবজ্ঞাভিলাষী। ২। কালগ্রস্থিত—আসন্নমৃত্যু।

১। অতিশয় উৎসাহান্বিত।

প্রজ্বলিত হইয়া ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর শ্বেত ভীষ্ম কর্ত্তৃক এইরূপে নিহত হইয়া গিরিশৃঙ্গের ন্যায় নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণ ও তৎপক্ষ ক্ষত্রিয়-সমুদয় শোক করিতে লাগিলেন এবং কৌরবগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন। দুঃশাসন শ্বেতকে নিহত হইতে দেখিয়া বাদিত্র সহকারে চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই মহাবলপরাক্রান্ত বীরবরাগ্রগণ্য বিরাটতনয় শ্বেত সংগ্রামে ভীষ্মশরে নিহত হইলে ধনুর্দ্ধর শিখণ্ডী প্রভৃতি মহারথগণ কম্পিত হইতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণ সেনাপতি নিহত হইল দেখিয়া সৈন্যগণকে বিশ্রাম করিতে আদেশ করিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনাগণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। পার্থিবগণ বিমনাঃ হইয়া দ্বৈরথযুদ্ধে শ্বেতকে নিহত দেখিয়া চিন্তা করিতে করিতে শিবিরে প্রবেশ করিলেন।"

——

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের পুনঃ যুদ্ধসংবাদশ্রবণেচ্ছা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! সেনাপতি শ্বেত সংগ্রামে নিহত হইলে মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ কি করিয়াছিলেন? সেনাপতি শ্বেত নিহত হইয়াছে, যাহারা তাহার রক্ষার্থে যত্ন করিয়াছিল, তাহারা পলায়ন করিয়াছে এবং আমাদের পক্ষ জয় লাভ করিয়াছে শুনিয়া আমার মন অত্যন্ত প্রীত হইয়াছে; প্রত্যবায় চিন্তা করিয়াও লজ্জিত হইতেছে না এবং সমরানুরাগী ক্রোধপরায়ণ কুরুরাজ দুর্য্যোধন সর্ব্বথা হৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সে পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত শত্রুতাচরণ করিয়া তাঁহারই ভয়ে পুনরায় তাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; পরে তাঁহাদিগেরই প্রতাপে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্গম দেশে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন সদাচারপরায়ণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিয়া তাঁহার নিতান্ত ভক্ত ও আশ্রয় বিরাট-পুত্র শ্বেতকে কি নিমিত্ত বিনাশ করিল? বোধ হয়, হীনমতি দুর্য্যোধন, শকুনি প্রভৃতি কতকগুলি পুরুষাধম কর্ত্তৃক অধঃপাতিত হইয়াছে। দেখ, কুরুকুলচূড়ামণি ভীষ্ম, মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও গান্ধারীর এবং আমার যুদ্ধপক্ষে অভিলাষ ছিল না এবং বৃষ্ণিবংশাবতংস বাসুদেব, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইঁহারাও সংগ্রামাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি, গান্ধারী, বিদুর, পরশুরাম ও মহাত্মা ব্যাস—আমরা দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে বারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সে কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের মতানুসারে পাণ্ডবগণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিয়া এই ঘোরতর ব্যসনসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে বল, কৃষ্ণ-সমবেত অর্জ্জুন শ্বেতের বিনাশ ও ভীষ্মের জয়লাভ সন্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া কি করিয়াছিলেন? অর্জ্জুন হইতে আমার নিতান্ত শঙ্কা হইতেছে, উহা কোনমতেই নিবারিত হয় না। মহাবীর ধনঞ্জয় অত্যন্ত লঘুহস্ত; স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সে শর দ্বারা শত্রুগণকে প্রমথিত করিবে। যে বীর সংগ্রামে অরিগণের উপর বজ্রসদৃশ শরনিকর প্রয়োগ করিয়া থাকে, তৎকালে সেই অমোঘক্রোধ, বেদবেত্তা, সূর্য্যাগ্নি-সদৃশ প্রতাপ-শালী, ঐন্দ্রাস্ত্রজ্ঞ, লঘুহস্ত, উপেন্দ্রসদৃশ ইন্দ্রসূনু[১] অর্জ্জুনকে সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া তোমাদের মন কিরূপ হইল? মহাবীর শ্বেতকে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত মহাপ্রাজ্ঞ দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন কি করিয়াছিলেন? স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আমাদের পূর্ব্বতন অপরাধ ও সেনাপতি শ্বেতের বিনাশ-নিবন্ধন পাণ্ডবগণের মনে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধনের অপরাধমূলক পাণ্ডুতনয়গণের ক্রোধচিন্তা করিয়া আমি কি দিবা, কি রজনী, কখনই শান্তিলাভ করিতে পারি না। যাহা হউক, কিরূপে সেই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা সবিস্তর কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয়ের পুনঃ যুদ্ধবিবরণবর্ণন—শল্য-সমর

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন। এক্ষণে যে বিপদ্ সমুপস্থিত হইয়াছে, কেবল আপনারই দোষ ইহার মূল; এ বিষয়ে দুর্য্যোধনের দোষ, ইহা আপনার বক্তব্য নহে। এক্ষণে আপনার যেরূপ বুদ্ধি হইয়াছে, জল বহির্গত হইলে সেতু-বন্ধন ও গৃহ প্রজ্বলিত হইলে কূপ-খননের

১। ইন্দ্রতনয়।

অভিপ্রায়ের অনুরূপ। যাহা হউক, এক্ষণে সংগ্রাম-বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। সেই দারুণ দিনের মধ্যাহ্ন-সময়ে সেনাপতি শ্বেত ভীষ্ম কর্ত্তৃক নিহত হইলে অরাতিকুলনিপাতন সমরশ্লাঘী বিরাটতনয় শঙ্খ শল্যকে কৃতবর্ম্মার সহিত অবস্থান করিতে দেখিয়া ঘৃতাহুত হব্যবাহের[১] ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি প্রভূত রথ-সমুদয়ে পরিবৃত হইয়া শক্রচাপসদৃশ মহাশরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক বাণবৃষ্টি করিতে করিতে শল্যকে নিধন করিবার মানসে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষীয় সপ্ত মহারথ সেই মত্তবারণবিক্রান্ত বিরাটতনয়কে সমরে আগমন করিতে দেখিয়া শল্যকে মৃত্যু দংষ্ট্রা[২] হইতে বিমুক্ত করিবার মানসে চতুর্দ্দিক্ হইতে শঙ্খকে নিবারিত করিতে লাগিলেন।

তখন শান্তনুতনয় ভীষ্ম মেঘের ন্যায় সুগভীর গর্জ্জন করিয়া তালতরু সদৃশ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক শঙ্খের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় সেনাগণ সেই মহাধনুর্দ্ধর মহারথকে সমরে সমুদ্যত দেখিয়া ভয়ে বাতবেগাহত নৌকার ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় শঙ্খকে ভীষ্ম হইতে রক্ষা করিবার মানসে সত্বর শঙ্খের দিকে অগ্রসর হইলেন। তদ্দর্শনে সমুদয় যোদ্ধগণ হাহাকার করিতে লাগিল। এক তেজ অন্য তেজসম্পৃক্ত হইলে যেরূপ হয়, ভীমার্জ্জুনসমাগমে তদ্রূপ হইয়াছে দেখিয়া সমুদয় লোক বিস্ময়ান্বিত হইল। অনন্তর শল্য ও শঙ্খে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে আরম্ভ হইলে, মহাবীর শল্য গদা-হস্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শঙ্খের চারি অশ্ব বিনষ্ট করিলেন। তখন বিরাট-তনয় শঙ্খ খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে সেই হতাশ্ব রথ হইতে অর্জ্জুনের রথে গমন করিয়া সুস্থচিত্ত হইলেন। ঐ সময় ভীষ্মের রথ হইতে শরনিকর বহির্গত হইয়া অন্তরীক্ষ, ভূমি ও পর্ব্বত-সমুদয় সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর ভীষ্ম বহুসংখ্যক পাঞ্চাল, মৎস্য, কেকয় ও প্রভদ্রকগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। তিনি সমরে অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া সেনাপরিবৃত প্রিয়-সম্বন্ধী দ্রুপদের সমীপে গমন-পূর্ব্বক শর-সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মকালে অগ্নি যেমন বনরাজি দগ্ধ করে, ভীষ্মের শরনিকর দ্রুপদের সৈন্যগণকে তদ্রূপ দগ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর ভীষ্ম সমরে বিধূম পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ মধ্যাহ্নকালীন দিনকরের ন্যায় প্রতাপশালী ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হইলে, পাণ্ডবগণ ভয়-ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন, কিন্তু রক্ষা করিতে পারে, এমন কাহাকেও অবলোকন করিলেন না।

এইরূপে সৈন্যগণ হত ও পলায়িত হওয়াতে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যদিগের মধ্যে মহান্ হাহাকার সমুত্থিত হইল। তখন মহাবীর ভীষ্ম শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া আশীবিষ-সদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং সায়ক দ্বারা চতুর্দ্দিক্ একাকার করিয়া একে একে পাণ্ডবপক্ষীয় রথিগণকে সংহার করিলেন। এইরূপে সেই সৈন্য-সমুদয় নিহত ও প্রমথিত হইলে, ভগবান্ মরীচিমালী অস্তগত হইলেন; তখন আর কিছুই নয়নগোচর হইল না। পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে রণে নিতান্ত পরাক্রান্ত দেখিয়া সৈন্যগণকে অবহারার্থ[১] আদেশ করিলেন।”

১। স্বতনিক্ষিপ্ত অগ্নির। ২। যমের দাঁত—কালের গ্রাস।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ভীষ্মপরাক্রম দর্শনে যুধিষ্ঠিরের হতাশ

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! সৈন্যগণ বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলে দুর্য্যোধন হৃষ্টচিত্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের ক্রোধ ও ভীষণ পরাক্রম দেখিয়া আপনার পরাজয়চিন্তায় নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়া সমুদয় ভ্রাতা ও ভূপতিগণ-সমভিব্যাহারে সত্বর কৃষ্ণের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ‘হে বাসুদেব! দেখ, অনল যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ ভীষণপরাক্রম ভীষ্ম আমার সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছেন; আমরা কিরূপে উঁহার সম্মুখীন হইব? আমার সৈন্যগণ ধনুর্দ্ধর মহাবল-পরাক্রান্ত শান্তনু-নন্দনকে দেখিয়া ও তাঁহার বাণে আহত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। বরং ক্রুদ্ধ যম, বজ্রপাণি পুরন্দর, পাশহস্ত বরুণ ও গদাধারী কুবেরকে সংগ্রামে পরাজিত করা যায়, তথাপি মহাতেজাঃ মহারথ ভীষ্মকে কদাপি পরাজিত করা যায় না। অতএব আমি স্বীয় হীনবুদ্ধিপ্রভাবে[২]

১। বিশ্রামের জন্য। ২। অল্প জ্ঞানহেতু।

ভীষ্মরূপ অগাধ জলধি-জলে নিমগ্ন হইলাম। হে গোবিন্দ! এই সমুদয় ভূপালগণকে ভীষ্মরূপ মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা অপেক্ষা বনে গমনপূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মহাবীর ভীষ্ম আমার সেনা-সমুদয় সংহার করিবেন। যেমন পতঙ্গ কালপ্রেরিত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করে, তদ্রূপ আমার সৈন্যগণ আত্মবিনাশের নিমিত্ত ভীষ্মের সমীপে গমন করিতেছে। হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! আমি এককালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলাম; আমার মহাবল-পরাক্রান্ত ভ্রাতারা বিপক্ষপক্ষের শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে। তাহারা অত্যন্ত সৌভ্রাত্রশালী; তন্নিমিত্তই আমার অপরাধে রাজ্যভ্রষ্ট ও সুখচ্যুত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! সকলেই জীবনকে বহুজ্ঞান করিয়া থাকে; জীবন অতি দুর্লভ। আমি জীবিত-নির্ব্বিশেষে[১] তপশ্চরণ করিব, তথাপি সমুদয় মিত্রবর্গের প্রাণবিনাশে কদাপি প্রবৃত্ত হইব না।

মহাবল-পরাক্রান্ত ভীষ্ম একাকী দিব্যাস্ত্র দ্বারা আমার বহু সহস্র রথীকে সংহার করিবেন। অতএব হে মাধব! এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, সত্বর তাহা স্থির করিয়া বল। মহাবীর অর্জ্জুনকে সমরে উদাসীনের ন্যায় বোধ হইতেছে। কেবল মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসরণপূর্ব্বক একাকী বাহুবীর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বীরঘাতিনী গদা দ্বারা গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতির মধ্যে অতি দুষ্কর কার্য্য করিতেছে। মহাবীর বৃকোদর অপকট যুদ্ধ করিয়া শত বৎসরে এই সমুদয় কৌরবসৈন্য নিঃশেষিত করিতে পারে। তোমার সখা ধনঞ্জয় অদ্বিতীয় অস্ত্রবেত্তা; কিন্তু সে আমাদিগকে ভীষ্ম ও দ্রোণের শরানলে দগ্ধ দেখিয়াও উপেক্ষা করিতেছে। বীরবরাগ্রগণ্য ভীষ্ম ও দ্রোণের দিব্যাস্ত্র-সমুদয় বারংবার প্রযুক্ত হইয়া সমুদয় ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিবে। ভীষ্মের যেরূপ পরাক্রম, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যান্য ভূপতি-সমভিব্যাহারে আমাদিগকে এককালে উৎসন্ন করিবেন। অতএব হে যোগেশ্বর জনার্দ্দন! মেঘ যেমন দাবাগ্নি প্রশমিত করে, তদ্রূপ ভীষ্মকে সংহার করিতে পারে, এমন কোন মহারথের যদি অনুসন্ধান করিতে পার, তাহা হইলে তোমার প্রসাদে পাণ্ডবগণ হতশত্রু ও স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বন্ধুবান্ধবগণ-সমভিব্যাহারে পরমাহ্লাদে কালাতিপাত করে।'

১। আজীবন।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের আশ্বস্তি

মহামনাঃ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া শোকোপহত-চিত্তের ন্যায় বহুক্ষণ অন্তর্মনাঃ[১] হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজকে নিতান্ত শোকার্ত্ত ও দুঃখোপহতচিত্ত দেখিয়া আহ্লাদজনক বাক্যে কহিতে লাগিলেন, 'হে ভরতকুলপ্রদীপ! আপনি শোক করিবেন না; শোক করা আপনার উপযুক্ত নয়। আপনার ভ্রাতারা মহাবল-পরাক্রান্ত ও ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য; আমি, মহারথ সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার প্রিয়কারী এবং সৈন্যসমেত অন্যান্য বহুসংখ্যক ভূপতিগণ আপনার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী ও ভক্ত। আপনার হিতচিকীর্ষু ও প্রিয়ানুষ্ঠাননিরত মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈনাপত্যকার্য্যে[২] নিযুক্ত হইয়াছেন। মহাবাহু শিখণ্ডী নিশ্চয়ই ভীষ্মকে সংহার করিবেন।'

১। বিমনা—উদ্বিগ্নচিত্ত। ২। সেনাপতিপদে।

ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎসাহদান—ব্যূহরচনা

মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার সমক্ষে সভামধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, 'হে ধৃষ্টদ্যুম্ন! আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর, ক্রুদ্ধ হইও না। তুমি বাসুদেব-সদৃশ প্রভাব-সম্পন্ন; আমাদের সেনাপতিপদ গ্রহণ করিয়াছ। পূর্ব্বে কার্ত্তিকেয় যেমন দেবগণের সেনানায়ক হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি এক্ষণে পাণ্ডবগণের সেনানী হইয়াছ। অতএব এক্ষণে বলবিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক কৌরবগণকে সংহার কর। আমি, মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর, কৃষ্ণ, মাদ্রীনন্দনদ্বয়, দ্রৌপদীতনয়গণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ভূপতিগণ, আমরা সকলেই তোমার অনুগমন করিব।'

তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তত্রস্থ সমস্ত লোককে হর্ষিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'ভগবান্ শম্ভু আমাকে দ্রোণান্তক করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আমি আজি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য ও জয়দ্রথ প্রভৃতি সমুদয় সমরদুর্ম্মদ বীরগণের সহিত সংগ্রাম করিব।' এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সমুদ্যত হইলে পর, যুদ্ধদুর্ম্মদ পাণ্ডবগণ উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, 'হে পার্ষত' ক্রৌঞ্চারুণ[২]নামক ব্যূহ দ্বারা সমুদয় শত্রুকে নিবারণ করা যায়; পূর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধসময়ে মহামতি বৃহস্পতি পুরন্দরকে ঐ ব্যূহের কথা কহিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা সেই ব্যূহ নির্ম্মাণ করিব, কৌরবগণ ও অন্যান্য ভূপতিসমুদয় সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যূহ সন্দর্শন করিবেন।'

মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া প্রভাতে ধনঞ্জয়কে সর্ব্বসৈন্যের অগ্রে সন্নিবেশিত করিলেন। মহারথ অর্জ্জুনের কেতু ইন্দ্রের আদেশানুসারে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত ও ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ পতাকা-সমুদয়ে সমলঙ্কৃত হইয়াছিল। উহা আকাশগামী গন্ধর্ব্বপুরের ন্যায় নভোমণ্ডলে বিরাজিত হইতে লাগিল; দেখিলে বোধ হয়, যেন উহা নৃত্য করিতেছে। সূর্য্য-সমীপে থাকিলে ব্রহ্মার যেরূপ শোভা হয়, সেই কেতু-সমীপে থাকাতে অর্জ্জুনের ও অর্জ্জুন-সমীপে থাকাতে সেই কেতুর তদ্রূপ শোভা হইল। মহারাজ দ্রুপদ বহুতর সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডব-সেনাগণের মস্তক এবং মহারাজ কুন্তিভোজ ও শৈব্য তাহার চক্ষু হইলেন। দশার্ণাধিপতি এবং প্রয়াগ, দাশেরক, অনূপক ও কিরাতগণ গ্রীবাদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির পটচ্চর, হুণ্ড পৌরবক ও নিষাদগণের সহিত পৃষ্ঠ হইলেন। মহাবীর ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীতনয়গণ, অভিমন্যু, সাত্যকি এবং পিশাচ, দরদ, পৌণ্ড্র, কুণ্ডীবিষ, মড়ক, লড়ক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, বাহিক, তিত্তির, পাণ্ড্র, ঔড্র, শবর, তুম্বুর, বৎস ও নাকুল[৩] পক্ষদ্বয়ে এবং নকুল ও সহদেব বামপার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই ব্যূহের উভয় পক্ষে অযুত, মস্তকে নিযুত, পৃষ্ঠে এক অর্ব্বুদ বিংশতিসহস্র এবং গ্রীবায় এক নিযুত সপ্ততি সহস্র রথ সন্নিবেশিত হইল। ইহার চতুর্দ্দিকে পক্ষে[৪] ও পক্ষান্তে জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় বারণগণ অবস্থান করিতে লাগিল। বিরাট কেকয়গণকে এবং কাশিরাজ ও শৈব্য তিন অযুত রথ লইয়া সেই ব্যূহের জঘন[১] পালন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে সেই মহাব্যূহ নির্ম্মাণানন্তর সৈন্য-সমুদয়কে বর্ম্মিত[২] করিয়া যুদ্ধার্থ সূর্য্যোদয় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় বারণ ও রথ-সমুদয়ের উপর আদিত্য-সঙ্কাশ নির্ম্মল বিপুল শ্বেতচ্ছত্র-সকল শোভা পাইতে লাগিল।"

১। পার্ষদ—পারিষদ। ২। ক্রৌঞ্চ অর্থ—বক। বকেরা আকাশে যেরূপ পংক্তিবদ্ধ হইয়া গমন করে, তদ্রূপ সৈন্যসজ্জা। সৈন্য-সংখ্যানুসারে যথাসম্ভব পংক্তির অল্পতা বা আধিক্য হইবে। ৩। নকুলপুত্র। ৪। পার্শ্বে।

১। জঘনদেশ। ২। বর্ম্মদ্বারা আবৃত।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের প্রতিব্যূহরচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! আপনার তনয় দুর্য্যোধন সেই পাণ্ডবপক্ষীয় অভেদ্য ক্রৌঞ্চারুণ-ব্যূহ অবলোকন করিয়া দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, শল্য, সৌমদত্তি, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত অন্যান্য বহুসংখ্যক শূরগণকে সমবেত করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা নানাস্ত্রবেত্তা ও শাস্ত্রার্থজ্ঞ; তোমাদের একত্র হইবার কথা দূরে থাকুক, তোমরা এক এক জন সৈন্য লইয়া পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে পার। আমাদের ভীষ্মাভিরক্ষিত সৈন্য অপর্য্যাপ্ত; পাণ্ডবগণের ভীমসেনাভিরক্ষিত সেনা পর্য্যাপ্ত। অতএব এক্ষণে সংস্থান, শূরসেন, বেত্রিক, কুকুর, বৈচক, ত্রিগর্ত্ত, মদ্রক ও যবনগণ ইহারা শত্রুঞ্জয়, দুঃশাসন, বিকর্ণ, সুবীর, নন্দোপনন্দনগণ, মণিভদ্রকগণ ও চিত্রসেন সমভিব্যাহারে ভীষ্মকেই রক্ষা করুক।

এইরূপ যুক্তি স্থির হইলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও আপনার পুত্রগণ পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিবার অভিলাষে ব্যূহ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম অসংখ্য সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য গান্ধার, সিন্ধুসৌবীর, শিবি, বসাতি, কুন্তল, দশার্ণ, মাগধ, বিদর্ভ, মেলক ও কর্ণপ্রাবরগণ সমভিব্যাহারে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। শকুনি সৈন্য-সমুদয় সমভিব্যাহারে দ্রোণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

উভয়পক্ষে সিংহনাদ—রণবাদ্য

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সমুদয় সহোদর, অশ্বাতক, বিকর্ণ, অমষ্ঠকোশল, দরদ, বৃক ও ক্ষুদ্রকমালবগণ-সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে শকুনির সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভূরিশ্রবা, শল্য, ভগদত্ত এবং অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সৈন্যগণের বামপার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। সৌমদত্তি, সুশর্ম্মা, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, শতায়, শ্রুতায়ু দক্ষিণপক্ষে[১] অবস্থান করিলেন। অশ্বত্থামা, কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও সাত্বত মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে সেনাপৃষ্ঠে[২] রহিলেন। কেতুমান, বসুদান ও কাশিরাজের পুত্র বিভু প্রভৃতি নানা জনপদেশ্বরগণ সৈন্য-সমূহের পৃষ্ঠগোপ্তা[৩] হইলেন। তখন আপনার পক্ষীয় সেনাগণ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিল। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম সৈন্যগণের হর্ষজ্ঞাপক শব্দ শ্রবণ করিয়া সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ শঙ্খ, ভেরী, পেশী ও আনক ধ্বনিত করাতে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। মহাপ্রভাবসম্পন্ন কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় শ্বেতহয়যোজিত মহারথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর বাসুদেব পাঞ্চজন্য, অর্জ্জুন দেবদত্ত, ভীমকর্ম্মা ভীমসেন পৌণ্ড্র, মহারাজ যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ ও সহদেব মণিপুষ্পক নামক মহাশঙ্খ নিনাদ করিলেন। পরে কাশিরাজ শৈব্য, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, মহারথ সাত্যকি, মহাধনুর্দ্ধর দ্রুপদ ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদয় বীরগণের সেই তুমুল নিনাদে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া পুনরায় পরস্পরকে সন্তাপিত করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।"

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

দ্বিতীয়-দিবসীয় যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ ব্যূহিত হইলে যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ যোদ্ধগণ কিরূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এইরূপে সেনাগণ ব্যূহিত হইলে রুচির ধ্বজ-সমুদয় সমুচ্ছ্রিত হইলে সেই মহান্ সৈন্যসাগর অপার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেই অগাধ সৈন্যসমুদ্রমধ্য হইতে আপনার পক্ষীয় সেনাগণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। তখন সৈন্যগণ ধ্বজ সমুচ্ছ্রিত করিয়া জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রূরমনে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। অনন্তর উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। রথিগণ কর্ত্তৃক বিমুক্ত সুশাণিত শরনিকর অকুণ্ঠিতভাবে হস্তী ও অশ্বগণের উপর নিপতিত হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! এইরূপে সেই ঘোর-সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে ভীষণপরাক্রম ভীষ্ম বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক শরাসন সমুদ্যত করিয়া অভিমন্যু, ভীমসেন, মহারথ অর্জ্জুন, কৈকেয়, বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং চেদি ও মৎস্যদেশীয় যোদ্ধাদিগের উপর অসংখ্য বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্মের সমাগমে সেই মহাব্যূহ কম্পিত হইতে লাগিল ও সৈন্যগণের ঘোরতর বিপদ্ সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য আরোহী, ধ্বজধারী ও উৎকৃষ্ট অশ্বসমুদয় নিহত হইতে লাগিল; রথিগণ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

মহাবীর অর্জ্জুন ভীষ্মের অসাধারণ বিক্রম-দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, 'হে বাসুদেব! সত্বর পিতামহের সমীপে গমন কর। মহাবীর শান্তনুতনয় দুর্য্যোধনের হিতসাধনে একান্ত তৎপর। উনি ক্রোধভরে আমার সমুদয় সৈন্য নিধন করিবেন। এই দ্রোণ, কৃপ, শল্য, বিকর্ণ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ সমবেত হইয়া পাঞ্চালগণকে সংহার করিবে; অতএব আমি সৈন্যরক্ষার নিমিত্ত ভীষ্মকে সংহার করি।'

তখন বৃষ্ণি বংশাবতংস বাসুদেব কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! এই আমি ভীষ্মের সমীপে গমন করিতেছি।' এই বলিয়া তিনি ভীষ্মের রথাভিমুখে অর্জ্জুনের রথচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ধনঞ্জয়ের লোকবিশ্রুত রথ বহু পতাকা-শোভিত, বলাকার ন্যায় মনোহর অশ্ব-সমুদয়ে যোজিত, ভীষণাকার

১। দক্ষিণদিকে। ২। সৈন্যের পিঠের দিকে। ৩। পৃষ্ঠরক্ষক।

বানরকেতু-সংযুক্ত, মেঘের ন্যায় গম্ভীর-ধ্বনিসম্পন্ন ও আদিত্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং সুহৃজ্জনের আনন্দ-বর্দ্ধন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই মহারথে অবস্থান-পূর্ব্বক কৌরবসৈন্য ও শূরসেনগণকে সংহার করিয়া-সত্বর সমরক্ষেত্রে গমন করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম-অর্জ্জুন যুদ্ধ

মহাবীর ধনঞ্জয় বীরগণকে বিত্রাসিত ও পাতিত করিয়া সমরে আগমন করিতেছেন দেখিয়া প্রাচ্য, সৌবীর, কেকয় ও সৈন্ধব প্রভৃতি বীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত শান্তনুতনয় সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। কুরুকুলপিতামহ ভীষণকর্ম্মা ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ ও মহাবীর কর্ণ ব্যতীত কাহার সাধ্য যে, সমরে ধনঞ্জয়ের অভিমুখীন হয়? মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার উপর সপ্তসপ্ততি[১] নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় দ্রোণ পঞ্চবিংশতি, কৃপ পঞ্চশত, দুর্য্যোধন চতুঃষষ্টি, শল্য নয়, অশ্বত্থামা ষষ্টি ও বিকর্ণ তিন শর এবং আর্ত্তায়নি তিন ভল্ল দ্বারা ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন সেই সকল মহাবীরগণের নিশিত শরনিকরে সমন্তাৎ বিদ্ধ হইয়াও ভিন্যমান অচলের ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন এবং ভীষ্মের উপর পঞ্চবিংশতি, কৃপের উপর নয়, দ্রোণের উপর ষষ্টি, বিকর্ণের উপর তিন, আর্ত্তায়নির উপর তিন ও দুর্য্যোধনের উপর পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

তখন সাত্যকি, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদেয়গণ ও অভিমন্যু ধনঞ্জয়ের রক্ষার্থ তাঁহার নিকট গমন করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সোমকগণ-সমভিব্যাহারে ভীষ্মের হিতসাধনতৎপর মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণের-সম্মুখীন হইলেন। রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম সত্বর অর্জ্জুনের উপর অতি নিশিত অশীতি[২] বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরব-পক্ষীয় সেনাগণ পরম পরিতুষ্ট আহ্লাদ-সূচক ধ্বনি করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় তাহাদের নিনাদ-শ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া বীরগণের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহারথগণকে লক্ষ্য করিয়া অবলীলাক্রমে অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে পার্থশরে জর্জ্জরিত দেখিয়া ভীষ্মকে কহিতে লাগিলেন, 'হে পিতামহ! আপনি স্বয়ং ও মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বর্ত্তমান থাকিতে এই পাণ্ডুতনয় কৃষ্ণ-সমভিব্যাহারে সমুদয় সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিয়া আমাদিগের সমূলে উন্মূলন করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। এই কর্ণ আমার একান্ত হিতচিকীর্ষু হইয়াও কেবল আপনার নিমিত্তই অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে যাহাতে অর্জ্জুন শীঘ্র নিহত হয়, এমন উপায় স্থির করুন।'

মহাবীর দেবব্রত দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া 'ক্ষাত্রধর্ম্মে ধিক্!' বলিয়া পার্থের রথ-সমীপে গমন করিলেন। পার্থিবগণ সেই উভয় বীরপুরুষকেই শ্বেতাশ্বযোজিত রথে সংস্থিত দেখিয়া সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন ও বিকর্ণ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধার্থ ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। এ দিকে পাণ্ডবগণও কৌরবদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিবার মানসে অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনের উপর নয় বাণ নিক্ষেপ করিলে বীরবর অর্জ্জুন মর্ম্মভেদী দশ বাণ দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া সহস্র শর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার চারিদিক্ অবরোধ করিলেন। শান্তনুতনয় শরজাল প্রয়োগ করিয়া অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরসমূহ নিরাকৃত করিলেন। এইরূপে পরস্পর প্রতীকারাভিলাষী সমরপ্রিয় সেই বীরপুরুষদ্বয় সমভাবে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ভীষ্মচাপ-বিমুক্ত শরজাল স্বীয় শরনিকর দ্বারা নিরাকৃত করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত শান্তনুতনয় অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শর-সমুদয় ছিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ভীষ্মের উপর পঞ্চবিংশতি শর নিক্ষেপ করিলেন; ভীষ্মও ধনঞ্জয়কে নয় বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! সেই মহাবীরদ্বয় পরস্পরের অশ্ব, ধ্বজ, রথেষা ও রথচক্র বিদ্ধ করিয়া সমরাঙ্গনে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুন-সারথি বাসুদেবের বক্ষঃস্থলে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন ভীষ্মচাপচ্যুত সায়কে বিদ্ধ হইয়া পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; মহাবীর ধনঞ্জয় জনার্দ্দনকে শরবিদ্ধ দেখিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে তিন বাণ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক ভীষ্মের সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর

১। সাত্তাত্তর। ২। আশী।

তাঁহারা পরস্পরের রথে শরসন্ধান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। উভয়েই স্ব স্ব সারথির সামর্থ্য-প্রভাবে বিবিধ মণ্ডল ও গতিপ্রত্যাগতি[১] প্রদর্শন এবং পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণ[২] ও বারংবার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি ও চাপনির্ঘোষ করিতে লাগিলেন। ঐ দুই বীরপুরুষের শঙ্খধ্বনি ও রথনেমি-নির্ঘোষে মেদিনীমণ্ডল সহসা বিদীর্ণ, কম্পিত ও ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তৎকালে কেহই মহাবীর অর্জ্জুন ও ভীষ্মের বৈলক্ষণ্য[৩] বুঝিতে পারিলেন না। কৌরবগণ ভীষ্মের ও পাণ্ডবগণ অর্জ্জুনের চিহ্নমাত্র সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তত্রত্য সমুদয় লোকই সেই দুই বীরের পরাক্রম দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইল। ধার্ম্মিক লোকের পাপের ন্যায় কোন ব্যক্তিই সেই বীরদ্বয়ের অণুমাত্র ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা একবার পরস্পর শরজালে আবৃত ও পুনরায় তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হইতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় দেব, গন্ধর্ব্ব, চারণ ও মহর্ষিগণ তাঁহাদের উভয়ের পরাক্রম দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেব, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণও সমরে এই দুই বীরকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন না। অতি আশ্চর্য্য সংগ্রাম হইতেছে; এরূপ সমর আর কখনই হইবে না। মহাবীর পার্থ সধনু সরথ ভীষ্মকে কদাপি পরাজিত করিতে পারিবেন না। দুর্দ্ধর্ষ পার্থেরও ভীষ্মের নিকট পরাভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। এতাদৃশ সংগ্রাম আর কখনই হইবে না।'

হে মহারাজ! ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের সংগ্রাম সময়ে এইরূপ স্তবযুক্ত বাক্য বারংবার শ্রুত হইতে লাগিল। সেই সময়ে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ শিত[৪]-ধার খড়্গ, নির্ম্মল পরশু ও নিশিত সায়ক প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা পরস্পর সংহার করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নেরও তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।"

১। অগ্রগমন ও পশ্চাৎ অপসরণ। ২। ছিদ্রান্বেষণ—ত্রুটির অনুসন্ধান—দৌর্ব্বল্যের খোঁজ। ৩। পার্থক্য। ৪। তীক্ষ্ণ।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

দ্রোণ-ধৃষ্টদ্যুম্ন-যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়। মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কিরূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন? আমি অদৃষ্টকে পুরুষকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি। দেখ, মহাবীর শান্তনুতনয়ও অর্জ্জুনকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে পারিলেন না। যে ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইলে সমরে সমুদয় লোক বিনষ্ট করিতে পারেন, তিনিই সংগ্রামে অর্জ্জুনের নিকট পরাভূত হইলেন। অদৃষ্ট ব্যতীত ইহার অন্য কারণ কি আছে?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ অতি দারুণ সংগ্রাম-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ করুন। ইন্দ্রসমবেত সমুদয় দেবগণ একত্রিত হইলেও মহাবীর অর্জ্জুনকে পরাজিত করিতে পারেন না। যাহা হউক, এক্ষণে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সংগ্রাম-বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য বিবিধ শর দ্বারা ক্রোধ পরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার চারি অশ্বের উপর চারি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নবতি বাণে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া 'থাক্ থাক্' বলিয়া দর্প করিতে লাগিলেন। অসামান্য বল-বিক্রমশালী দ্রোণাচার্য্য অমর্ষপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুনরায় শরনিকরে সমাচ্ছাদিত করিয়া সংহার করিবার মানসে ভীষণ অশনির ন্যায়, দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় এক বাণ গ্রহণ করিলেন। অস্ত্রবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যকে সেই শর-সন্ধান করিতে দেখিয়া সমুদয় সেনাগণ উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের অদ্ভুত পৌরুষ প্রকাশিত হইল, তিনি পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থানপূর্ব্বক সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুসদৃশ দ্রোণবিমুক্ত বাণ অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া ভারদ্বাজের উপর শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই সুদুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণবধাভিলাষে স্বর্ণ ও বৈদূর্য্যে খচিত মহাবেগশালিনী শক্তি নিক্ষেপ করিলে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণ হাসিতে হাসিতে তাহা অর্দ্ধপথেই তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। প্রতাপশালী

ধৃষ্টদ্যুম্ন শক্তি ব্যর্থ হইল দেখিয়া দ্রোণের উপর বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে মহারথ দ্রোণ ক্ষণকালমধ্যেই সেই শরনিকর নিরাকরণপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছেদন করিলেন। মহাযশাঃ দ্রুপদতনয় কার্ম্মুক ছিন্ন হওয়াতে ক্রোধান্ধ হইয়া দ্রোণের বধাভিলাষে তাঁহার উপর দৃঢ় গদা নিক্ষেপ করিলে বলবিক্রমশালী আচার্য্য দ্রোণ স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহা নিবারণ করিয়া স্বর্ণপুঙ্খ সুশাণিত ভল্লসকল ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভল্লসমুদয় দ্রুপদতনয়ের বর্ম্ম ভেদ করিয়া রুধির পান করিতে লাগিল ; তখন মহামনাঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পাঁচ বাণ দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে তাঁহারা উভয়েই রুধিরাক্তকলেবর হইয়া বসন্তকালীন পুষ্পিত কিংশুক-তরুর ন্যায় শোভমান হইলেন।

মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে অধীর হইয়া পুনরায় দ্রুপদতনয়ের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার উপর সন্নতপর্ব্ব শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে ও চারি বাণে চারি অশ্ব সংহার করিয়া সিংহনাদ করিয়া অন্য এক ভল্ল দ্বারা শরাসন ছেদন করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে ছিন্নধন্বা, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক আপনার পৌরুষ প্রকাশ করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ, দ্রুপদতনয় রথ হইতে অবরোহণ[১] না করিতে করিতেই শরনিকর দ্বারা তাঁহার গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ; তদ্দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। আমিষাভিলাষী[২] সিংহ যেমন মত্ত-গজের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবাহু দ্রুপদনন্দন শতচন্দ্র-সংযুক্ত সুবিপুল চর্ম্ম ও দিব্য খড়্গ ধারণপূর্ব্বক দ্রোণ-বধের আকাঙ্ক্ষায় মহাবেগে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের পুরুষকার, অস্ত্রপ্রয়োগ-লাঘব ও অসাধারণ বাহুবল প্রকাশিত হইল। ঐ মহাবীর একাকী বাণবৃষ্টি করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। দ্রুপদতনয় অসামান্য বলশালী হইয়াও কোনক্রমে দ্রোণের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না ; কেবল চর্ম্ম দ্বারা দ্রোণবিমুক্ত শরনিকর নিবারণ করিতে লাগিলেন।

১। অবতরণ—নীচে নামা। ২। মাংসলোলুপ।

সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর দ্রুপদ-তনয়ের সাহায্যার্থে সহসা তথায় সমুপস্থিত হইয়া দ্রোণের উপর সাত বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক সত্বর ধৃষ্ট-দ্যুম্নকে অন্য রথে আরোপিত করিলেন। তখন মহা-রাজ দুর্য্যোধন দ্রোণের রক্ষার্থ প্রভূত সৈন্যসমবেত কলিঙ্গদেশাধিপতিকে প্রেরণ করিলেন। সেই সমুদয় কলিঙ্গদেশীয় সৈন্য দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে ভীম-সেনের প্রতি ধাবমান হইল। রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ তখন ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এককালে বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদ উভয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ; ধৃষ্টদ্যুম্নও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইলেন। হে মহারাজ। কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যগণের সহিত ভীম-সেন ঘোরতর লোমহর্ষণ সংগ্রাম করিতে লাগিল ; ঐ যুদ্ধ জগতের ক্ষয়কর বলিয়া প্রতীয়মান হইল।"

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ভীম-কলিঙ্গরাজ-যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! সেনাপতি কলিঙ্গ আমার পুত্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সৈন্যসমভিব্যাহারে কিরূপে অদ্ভুতকর্ম্মা, মহাবল-পরাক্রান্ত, গদাপাণি, সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ভীমসেনের সহিত সংগ্রাম করিলেন।"

সঞ্জয় কহিলেন, "নরনাথ! মহাবল-পরাক্রান্ত কলিঙ্গ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে সেনাগণ-সমভি-ব্যাহারে ভীমসেনের রথসমীপে ধাবমান হইলেন। অসাধারণ বলবিক্রমশালী মহাবীর বৃকোদর প্রভূত রথ, অশ্ব ও নাগসম্পন্ন অস্ত্রশস্ত্রসমবেত কলিঙ্গ-সেনাসমুদয়ের সহিত নিষাদতনয় কেতুমানকে আগমন করিতে দেখিয়া চেদিগণের সহিত তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। তখন ক্রোধপরায়ণ শ্রুতায়ু ব্যূহিত সেনাগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ভূপতি-কেতুমানের সহিত ভীমসেনের সম্মুখীন হইলেন। নরপতি কলিঙ্গ বহু সহস্র রথ দ্বারা এবং মহাবীর কেতুমান্ নিষাদগণ-সমভিব্যাহারে অযুত গজ দ্বারা ভীমসেনকে পরিবৃত করিলেন। ঐ সময় ভীমসেনের অগ্রগামী চেদি, মৎস্য ও করূষগণ ভূপতি-সমূহ সমভিব্যাহারে সহসা নিষাদগণকে আক্রমণ করিল। এইরূপে যোদ্ধগণ পরস্পর নিধনেচ্ছায়

পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

হে মহারাজ! সুররাজ ইন্দ্র যেমন দানবসেনাগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন অরাতিসৈন্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। যুদ্ধকালে সেই প্রভূত সৈন্যের কোলাহলধ্বনি সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। যোদ্ধৃগণ পরস্পর ছেদন করাতে রণক্ষেত্র একবারে মাংসশোণিতময় হইয়া উঠিল। জিঘাংসাবৃত্তি প্রবল হওয়াতে বীরগণ কে আত্মীয়, কে পর, তাহা বুঝিতে সমর্থ হইল না; অনেকে আত্মীয়গণকেই সংহার করিতে লাগিল। চেদিসৈন্যগণ অল্পসংখ্যক হইয়াও বহুসংখ্যক কলিঙ্গ ও নিষাদসৈন্যগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিল। এবং প্রাণপণে স্বীয় পুরুষকার প্রকাশপূর্ব্বক পরিশেষে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইল। মহাবীর বৃকোদর এইরূপে সমুদয় চেদিগণকে নিবৃত্ত দেখিয়াও আপনার বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া কলিঙ্গদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিলেন; তিনি মুহূর্ত্তমাত্রও রথ হইতে বিচলিত হইলেন না; প্রত্যুত কলিঙ্গসৈন্যগণকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

কলিঙ্গতনয় শক্রদেব-বধ

এই সময়ে মহাবল-পরাক্রান্ত কলিঙ্গ ও তাঁহার পুত্র শক্রদেব উভয়ে ভীমসেনের উপর শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর আপনার বাহুবলে নির্ভর করিয়া শরাসন বিধূনিত করিয়া কলিঙ্গের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, কলিঙ্গের পুত্র শক্রদেব বহুসংখ্যক শর নিক্ষেপ করিয়া ভীমসেনের অশ্ব-সমুদয় বিনষ্ট করিলেন এবং তাঁহাকে বিরথ দেখিয়া অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মেঘ যেমন বর্ষাকালে বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ মহাবল শক্রদেব ভীমের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই অশ্ববিহীন রথে থাকিয়া শক্রদেবের উপর এক দৃঢ় গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কলিঙ্গতনয় ভীমসেনের সেই ভীষণ গদাঘাতে নিহত হইয়া ধ্বজ ও সারথির সহিত ভূতলে নিপতিত হইলেন।

মহারথ কলিঙ্গ পুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে বহু সহস্র রথ দ্বারা ভীমের চতুর্দ্দিক্ আবরণ করিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর দারুণ কার্য্য করিবার নিমিত্ত গদা পরিত্যাগপূর্ব্বক খড়্গ এবং সুবর্ণময় নক্ষত্র ও অর্দ্ধচন্দ্রসমূহে সুশোভিত মৃদু বার্ষভ[১] চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মহাবল কলিঙ্গ বৃকোদরকে তদবস্থ দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া শরাসনজ্যা মার্জ্জনপূর্ব্বক নিধন করিবার মানসে তাঁহার উপর আশীবিষ-সদৃশ এক শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর বৃকোদর মহাবেগে সমাগত কলিঙ্গ-নিক্ষিপ্ত সেই নিশিত শর খড়্গ দ্বারা দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কৌরবসৈন্যগণকে সন্ত্রাসিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে চীৎকার করিতে লাগিলেন। মহাবল কলিঙ্গ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের উপর সুশাণিত চতুর্দ্দশ তোমর প্রয়োগ করিলেন। সেই সমুদয় তোমর শূন্যমার্গে সমুত্থিত হইবামাত্র মহাবীর ভীমসেন অসম্ভ্রান্তচিত্তে অসি দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ভীমহস্তে ভানুমানের নিধন

মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর এইরূপে সেই কলিঙ্গ-নিক্ষিপ্ত তোমর-সমুদয় ছেদনপূর্ব্বক ভানুমানকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভানুমান্ ভীমসেনকে শরনিকর দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়া নভস্তল প্রতিধ্বনিত করিয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। বৃকোদর সংগ্রামস্থলে ভানুমানের সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোরতর ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কলিঙ্গসৈন্যগণ ভীমসেনের ভীষণ ধ্বনি-শ্রবণে অতিমাত্র বিত্রস্ত হইয়া তাঁহাকে অমানুষ[২] বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন গভীর গর্জ্জন ও অসিহস্তে মহাবেগে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভানুমানের মহাগজের দন্ত ধারণ করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন মধ্যদেশে দণ্ডায়মান হওয়ায় গজরাজ সানুমান্[৩] পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর বৃকোদর এইরূপে করিপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া খড়্গ দ্বারা ভানুমান্‌কে ছেদনপূর্ব্বক সেই হস্তীর স্কন্ধে খড়্গাঘাত করিলেন, করিরাজ ভীমের খড়্গাঘাতে ছিন্নস্কন্ধ হইয়া ঘোরতর নিনাদপূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইল। মহাবীর ভীমসেন হস্তী নিপতিত

১। বৃষসম্বন্ধীয়। ২। অলৌকিক বীর্য্য। ৩। সানুপ্রদেশযুক্ত।

না হইতে হইতেই লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তাহা হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গহস্তে অদীনভাবে রণস্থলে অন্যান্য গজ-সমুদয় নিপাতিত করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহাকে অগ্নিচক্রের[১] ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ কালান্তক-যমোপম মহাবীর ভীম অশ্ব, গজ, রথসৈন্য ও পদাতি-সমুদয়কে নিধন করিয়া তাহাদের মধ্যে শ্যেনের ন্যায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীম বহুসংখ্যক গজারূঢ় যোদ্ধগণের মস্তক ছেদন করিলেন এবং একাকী ক্রোধভরে পাদচারে ভ্রমণ করিয়া বীরপুরুষগণকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। বীরগণ মূঢ় হইয়া ঘোরতর নিনাদপূর্ব্বক মহাবীর বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন। অরাতিনিপাতন মহাবীর ভীমসেন রথিগণের রথেষা ও যুগ-সমুদয় ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া ভ্রান্ত[২], উদ্‌ভ্রান্ত[৩], আবিদ্ধ[৪], আপ্লুত[৫], প্রসৃত[৬], প্লুত[৭], সম্পাত[৮] ও সমুদীর্ণ[৯] প্রভৃতি বিবিধ গতিপ্রদর্শন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

করিগণ ভীমসেনের ভীষণ খড়্গাঘাতে মর্ম্মভেদ হওয়াতে ঘোরতর চীৎকার করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন হস্তী দন্ত, শুণ্ড ও কুম্ভ ছিন্ন হওয়াতে ভীষণ ধ্বনি করিয়া ভূতলে নিপতিত হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকেও বিনষ্ট করিল। অসংখ্য তোমর মহাপাত্র[১০] মস্তক, চিত্রকম্বল, কনক-ভূষিত বন্ধনরজ্জু, গ্রীবাবন্ধনরজ্জু, শক্তি, পতাকা, তূণীর, যন্ত্র[১১], ধনু, অগ্নিদণ্ড[১২], তোত্র[১৩], অঙ্কুশ, ঘণ্টা ও সুবর্ণমণ্ডিত অসি ছিন্ন ও নিপতিত হইতে দেখিলাম। হস্তি-সমুদয় ছিন্নকলেবর ও ছিন্নশুণ্ড হইয়া পতিত হওয়াতে রণক্ষেত্র যেন পর্ব্বতাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

মহাবীর বৃকোদর মহানাগসকল সংহার করিয়া অশ্ব ও অশ্বারোহীদিগকে নিহত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কৌরব-সৈন্যগণের সহিত ভীমসেনের ঘোরতর সংগ্রাম হইল। বল্‌গা, যোক্ত্র, বন্ধনরজ্জু, চিত্রকম্বল, প্রাস, ঋষ্টি, কবচ, চর্ম্ম ও বিচিত্র আভরণ-সমুদয় ইতস্ততঃ নিপতিত হওয়াতে রণস্থল যেন কুমুদাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক রথিগণকে আক্রমণ করিয়া খড়্গাঘাতে তাহাদিগকে ধ্বজের সহিত পাতিত করিতে লাগিলেন, বিচিত্র গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক মহাবেগে ইতস্ততঃ ধাবমান ও উৎপতিত হইয়া তত্রত্য ব্যক্তিগণকে বিস্মিত করিলেন। কাহাকে পদাঘাতে নিহত, কাহাকে আকর্ষণপূর্ব্বক প্রোথিত, কাহাকে খড়্গাঘাতে ছেদিত, কাহাকে সিংহনাদে ভীষিত[১], কাহাকে বা উরুবেগে[২] পাতিত করিতে লাগিলেন। অনেকে সেই মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমমূর্ত্তি ভীমসেনকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়া ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল।

কলিঙ্গরাজ-সত্য-সত্যদেব-কেতুমানাদি নিধন

অনন্তর সেই মহতী কলিঙ্গসেনা পুনরায় ভীম-সেনের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। মহাবীর বৃকোদর কলিঙ্গসৈন্যের সম্মুখে কলিঙ্গাধিপতি শ্রুতায়ুকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কলিঙ্গ ভীমসেনকে ধাবমান দেখিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুর শরাঘাতে অঙ্কুশাহত মহাগজের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তাঁহার ক্রোধাগ্নি আহুত হুতাশনের ন্যায় দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় রথিশ্রেষ্ঠ অশোক ভীমসেনের সমীপে হেমবিভূষিত রথ আনয়ন করিলেন। অরাতিনিসূদন মহাবীর ভীমসেন সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক 'থাক্ থাক্' বলিতে বলিতে কলিঙ্গের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু ক্রোধভরে পাণিলাঘব প্রদর্শন-পূর্ব্বক ভীমের প্রতি অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য বৃকোদর কলিঙ্গের কার্ম্মুক-নিঃসৃত শরের আঘাতে দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক লৌহময় সাত বাণে কলিঙ্গাধিপতিকে, দুই শরে তাঁহার দুই চক্ররক্ষক সত্যদেব ও সত্যকে ও নিশিত নারাচ-সমূহে কেতুমান্‌কে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

তখন কলিঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয়-সমুদয় বহু সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীমসেনের সহিত সংগ্রামে

১। চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত চক্রাকার অগ্নির। ২। মণ্ডলাকৃতি। ৩। ঊর্দ্ধে উৎপতন সহকৃত ভ্রান্ত। ৪। মণ্ডলাকারে দ্রুতধাবন। ৫। সর্ব্বদিকে কেবল উল্লম্ফন। ৬। সকল দিকে প্রসারণ। ৭। একটিমাত্র দিকে উল্লম্ফন। ৮। বেগযুক্ত। ৯। সকল সৈন্যের বিরুদ্ধে একাকীন যুদ্ধোদ্যম। ১০। মাহুত। ১১। পাশ—রজ্জু-শিকল প্রভৃতি। ১২। বৃহৎ ও স্থূল মশাল। ১৩। হস্তীর কর্ণ-প্রদেশে ব্যথাজনক অঙ্কুশাকার অস্ত্র।

১। ভয়বিহ্বল। ২। অত্যন্ত বেগে।

প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য শক্তি, গদা, খড়্গ, তোমর, ঋষ্টি ও পরশু প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন মুহূর্ত্তমধ্যে সেই অস্ত্র-বৃষ্টি নিরাকৃত করিয়া গদাহস্তে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমে সপ্ত শত, তৎপরে দ্বিসহস্র কলিঙ্গসৈন্যকে কালকবলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। তদ্দর্শনে তত্রত্য সমুদয় লোক বিস্ময়ান্বিত হইল। মহাবীর বৃকোদর এইরূপে পুনঃ পুনঃ কলিঙ্গসৈন্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। অসংখ্য গজারোহী সৈন্য ভীমের হস্তে নিহত হইল। আরোহিবিহীন বাণাহত মাতঙ্গগণ সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বাতাহত ঘনঘটার ন্যায় গর্জ্জন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকেই বিনষ্ট করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। গ্রাহ যেমন বৃহৎ সরোবর আলোড়িত করিয়া কম্পিত করে, তদ্রূপ কলিঙ্গসৈন্য-সমুদয় ও বাহনগণ ভীমের ভীষণ শঙ্খনাদে কম্পান্বিত ও মোহাবিষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর মত্তবারণবিক্রম মহাবাহু বৃকোদরকে বিবিধ গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক বিচরণ ও লম্ফপ্রদান করিতে দেখিয়া সমুদয় কলিঙ্গ-সৈন্য পুনরায় বিমুগ্ধ হইয়া উঠিল।

এইরূপে ভীমকর্ম্মা ভীমসেনের প্রভাবে সমুদয় কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ ভীত ও ইতস্ততঃ বিদ্রুত হইলে পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। শিখণ্ডীপ্রমুখ যোদ্ধৃগণ সেনাপতির বাক্যানুসারে অসংখ্য রথিগণ-সমভিব্যাহারে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মেঘবর্ণ বিপুল করিসৈন্য-সমভিব্যাহারে তাঁহাদের পশ্চাৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপ সমুদয় সৈন্য সংগ্রামে প্রেরিত হইলে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনের পার্শ্বি গ্রহণ করিলেন। ভীম ও সাত্যকি ভিন্ন ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় আর কেহই নাই। মহাবল পাঞ্চালতনয় অরাতিনিপাতন মহাবল বৃকোদরকে কলিঙ্গসৈন্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন ধৃষ্টদ্যুম্নের পারাবতবর্ণ অশ্বযুক্ত রথের রক্তকাঞ্চনধ্বজ অবলোকন করিয়া আশ্বাসযুক্ত হইলেন। কলিঙ্গসৈন্যগণ ভীমের প্রতি ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া মহাবীর ক্রোধাভরে তাঁহার পরিত্রাণের নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি দূর হইতে ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কলিঙ্গসৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতে দেখিয়া সত্বর তথায় গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের দুই জনের পার্শ্বি গ্রহণ করিলেন! মহাবীর ভীমসেন শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অসংখ্য কলিঙ্গসৈন্য সংহার করিয়া রুধিরময়ী নদী প্রবাহিত করিলে, কলিঙ্গদেশীয় ও পাণ্ডবসৈন্যগণ সেই নদীতে সন্তরণ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিল, 'ঐ সাক্ষাৎ কাল ভীমরূপে কলিঙ্গসৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন।'

ভীমসহ ভীষ্মের যুদ্ধ

ঐ সময় মহাবীর শান্তনুতনয় সংগ্রামস্থলে সৈন্যগণের সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া সৈন্য-সমুদয় ব্যূহিত করিয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মের রথসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক প্রত্যেকে তাঁহার উপর তিন তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম যত্নশীল বীরত্রয়কে তিন তিন বাণ দ্বারা বিদ্ধ ও সহস্র শর দ্বারা মহারথগণকে নিবারিত করিয়া তীক্ষ্ণ বাণে ভীমের অশ্বসমুদয় বিনষ্ট করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন সেই অশ্ব-বিহীন রথে অবস্থানপূর্ব্বক মহাবেগে ভীষ্মের রথাভিমুখে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু শান্তনুতনয় সেই শক্তি দ্বিধা ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। তখন ভীমসেন অয়োময়[1] মহাগদা গ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া সর্ব্বসৈন্যগণসমক্ষে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি ভীমের প্রিয়ানুষ্ঠানবাসনায় তীক্ষ্ণ সায়কে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের সারথিকে বিনষ্ট করিলেন। ভীষ্মের সারথি নিহত হইবামাত্র অশ্বগণ বায়ুবেগে তাঁহাকে সংগ্রামস্থল হইতে অপনীত করিল।

মহারথ ভীষ্ম রণস্থল হইতে অপসৃত হইলে মহাবীর ভীমসেন কক্ষদাহক[2] বহ্নির ন্যায়

১। লৌহময়। ২। গৃহদাহী।

প্রজ্বলিত হইয়া সমুদয় কলিঙ্গসৈন্য সংহারপূর্ব্বক সেনামধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার সৈন্যগণের মধ্যে কেহই তাঁহার প্রতাপ সহ্য করিতে পারিল না। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয় পাঞ্চাল ও মৎস্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সাত্যকির সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। যদুশ্রেষ্ঠ সত্যবিক্রম সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের সমক্ষে ভীমসেনকে হৃষ্ট করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে বৃকোদর! তুমি আমাদের সৌভাগ্য-ক্রমে কলিঙ্গরাজ, তাহার পুত্র কেতুমান, শক্রদেব এবং কলিঙ্গসৈন্য-সমুদয়কে সংহার ও স্বীয় ভুজবলে কলিঙ্গদিগের নাগাশ্বরথসঙ্কুল মহাপুরুষভূয়িষ্ঠ ও বীরগণে অভিব্যাপ্ত মহাব্যূহ মর্দ্দন করিয়াছ।' মহাবীর সাত্যকি ভীমকে এই কথা বলিয়া দ্রুত-বেগে আপনার রথ হইতে তাঁহার রথে আরোহণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে পুনরায় আপনার রথে আরোহণপূর্ব্বক ভীমের সৈন্য লইয়া ক্রোধভরে কৌরবসৈন্যকে সংহার করিতে লাগিলেন।"

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

দুর্য্যোধনতনয় লক্ষ্মণসহ অভিমন্যুর যুদ্ধ

সঞ্জয় বলিলেন, "হে মহারাজ! ঐ দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ বিগত হইতে হইতেই অসংখ্য রথ, নাগ, অশ্ব, পদাতি ও আরোহিগণ বিনষ্ট হইল। পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামা, শল্য ও কৃপ এই তিন মহারথের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সুশাণিত সায়কে দ্রোণ-পুত্রের লোকবিশ্রুত অশ্বসমুদয় বিনষ্ট করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা অশ্বগণ নিহত হইবামাত্র সত্বর শল্যের রথে আরোহণপূর্ব্বক পাঞ্চালতনয়ের প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া নিশিত সায়কসমুদয় নিক্ষেপ করিতে করিতে সত্বর তথায় আগমনপূর্ব্বক শল্যের উপর পঞ্চবিংশতি, কৃপের উপর নয় ও অশ্বত্থামার উপর আট বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন অশ্বত্থামা এক, শল্য দ্বাদশ ও কৃপ তিন বাণ দ্বারা এককালে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে দুর্য্যোধনতনয় লক্ষ্মণ অভিমন্যুকে সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। লক্ষ্মণ ক্রোধভরে নিশিত শরনিকর দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে তত্রস্থ সমুদয় লোক চমৎকৃত হইল। মহাবীর অভিমন্যু লক্ষ্মণের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে পঞ্চশত বাণে সত্বর বিদ্ধ করিলেন। তখন লক্ষ্মণ নিশিত সায়কে অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সমুদয় লোক চীৎকার করিতে লাগিল। মহাবীর সুভদ্রানন্দন সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য এক বিচিত্র ধনুর্গ্রহণ করিলেন। পরে সেই মহাবীরদ্বয় প্রহার ও প্রতিপ্রহারে অভিলাষী হইয়া পরস্পরের উপর তীক্ষ্ণ শরসমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ দুর্য্যোধন স্বীয় পুত্রকে অভিমন্যুশরে পীড়িত দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। দুর্য্যোধন তথায় সমুপস্থিত হইলে যোদ্ধৃগণ রথ লইয়া অভিমন্যুকে সমন্তাৎ[1] পরিবেষ্টন করিল। কৃষ্ণতুল্য-পরাক্রমশালী মহাবীর অভিমন্যু সংগ্রাম-স্থলে সেই সমুদয় শূরগণে পরিবৃত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না।

অর্জ্জুনের অভিমন্যুসাহায্য—ঘোর যুদ্ধ

এ দিকে মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় পুত্রকে বহুসংখ্যক যোদ্ধৃগণে পরিবৃত দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্রাণ করিবার মানসে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ রথ, অশ্ব ও হস্তী লইয়া অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। পদাতি, অশ্ব ও রথ-সমুদয়ের গমনে ধূলিপটল সমুত্থিত হইয়া সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করিল; সমুদয় নাগ ও নরপতিগণ অর্জ্জুনের শরসন্ধানের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল; তত্রস্থ সমুদয় লোকই চীৎকার করিয়া উঠিল; চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় হইল এবং কৌরবগণের ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত হইল। মহাবীর কিরীটীর[2] শরসমূহে রণস্থল সমাচ্ছন্ন হওয়াতে কি অন্তরীক্ষ, কি দিক্, কি ভূমি, কি ভাস্কর, কিছুই দৃষ্ট হইল না। অতঃপর রণস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক

১। সর্ব্বদিকে। ২। অর্জ্জুনের।

তৃতীয়-দিবসীয় যুদ্ধ—ব্যূহ-প্রতিব্যূহ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সেই রজনী প্রভাত হইবামাত্র আপনার পুত্রগণের জয়াকাঙ্ক্ষী কুরুকুল-পিতামহ ভীষ্ম সেনাগণকে সমরগমনে আদেশ করিয়া গারুড়ব্যূহ[১] রচনা করিলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম স্বয়ং ঐ গারুড়-ব্যূহের মুখে; মহাবীর দ্রোণ ও কৃতবর্ম্মা উহার চক্ষুর্দ্বয়ে; অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য ত্রিগর্ত্ত, মৎস্য, কৈকেয় ও বারধানগণ-সমভিব্যাহারে উহার মস্তকে; মহাবল ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত, জয়দ্রথ এবং মদ্রক, সিন্ধু, সৌবীর ও পঞ্চনদগণ উহার গ্রীবাতে; মহারাজ দুর্য্যোধন সোদর ও অনুচরগণ-সমভিব্যাহারে উহার পৃষ্ঠে; অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং কাম্বোজ, শক ও শূরসেনগণ উহার পুচ্ছে; মাগধ ও কলিঙ্গগণ দানোরকগণ-সমভিব্যাহারে উহার দক্ষিণপক্ষে এবং কারূষ, বিকুঞ্জ, মুণ্ড ও কৌন্তিবৃষগণ বৃহদ্বল সমভিব্যাহারে উহার বামপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এ দিকে অরাতিনিপাতন সব্যসাচী ধনঞ্জয় কৌরব-সৈন্যগণকে ব্যূহিত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন-সমভিব্যাহারে স্বকীয় সৈন্যগণকে অর্দ্ধচন্দ্র-ব্যূহে প্রতিব্যূহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যূহের দক্ষিণ শৃঙ্গে মহাবীর বৃকোদর নানা শস্ত্রসম্পন্ন নানাদেশীয়গণে পরিবৃত হইয়া রহিলেন। ভীমের পশ্চাৎ বিরাট ও দ্রুপদ, তৎপশ্চাৎ নীলায়ুধ-সমবেত নীল এবং তৎপশ্চাৎ চেদি, কাশী, করূষ ও পৌরবগণ-সমভিব্যাহারে মহারথ ধৃষ্টকেতু অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চালগণ ও প্রভদ্রকগণ প্রভৃত সৈন্য লইয়া ঐ ব্যূহের মধ্যভাগে অবস্থান করিলেন। মহারাজ ধর্ম্মরাজও করিসৈন্য লইয়া সেই স্থানে রহিলেন; তাঁহার পশ্চাৎ সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, তৎপরে ইরাবান্, তৎপরে ভীমসেনের পুত্র ও মহারথ কৈকেয়গণ এবং তৎপরে সেই ব্যূহের বামপার্শ্বে সর্ব্বজগতের রক্ষক জনার্দ্দন কর্ত্তৃক রক্ষিত মানবশ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জ্জুন অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ মহাশয়ের পুত্র ও তৎপক্ষ বীরগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত আরোহী, ধ্বজবাহী নাগ, অশ্ববিহীন, আয়ুধহস্ত রথী ও রথরক্ষকগণ অর্জ্জুনের ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয়ের শরে একান্ত আহত হইয়া কেহ কেহ রথ হইতে, কেহ কেহ গজ হইতে, কেহ কেহ বা অশ্ব হইতে নিপতিত হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় গদা, খড়্গ, প্রাস, তূণীর, শর, শরাসন, অঙ্কুশ ও পতাকাযুক্ত অসংখ্য বাহু ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। রাশি রাশি পরিঘ, মুদ্গর প্রাস, ভিন্দিপাল, খড়্গ, পরশু, তোমর, সুবর্ণময় বর্ম্ম, ধ্বজ, চর্ম্ম, ব্যজন, হেমদণ্ড ছত্র, প্রতোদ, কশা ও যোক্ত্র অর্জ্জুনশরে ছিন্ন হইয়া রণস্থলে বিকীর্ণ রহিল। হে মহারাজ! তৎকালে মহাবীর ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইয়া সংগ্রাম করিতে পারে, আপনার পক্ষীয় এমন কোন যোদ্ধাই দৃষ্টিগোচর হইল না। ফলতঃ ঐ সময়ে যে যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের অভিমুখীন হইল, মহাবীর ধনঞ্জয় সুতীক্ষ্ণ সায়কে তাহাদের সকলকে পরলোকে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্! সেই দারুণ সমরে আপনার পক্ষীয় যোদ্ধগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে মহাবীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব হৃষ্টচিত্তে শঙ্খ-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে কুরুবংশাবতংস মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্ম স্বীয় সৈন্যগণকে ভগ্ন দেখিয়া বিস্মিতের ন্যায় দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ঐ দেখ, মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব-সৈন্যমধ্যে আপনার উপযুক্ত কার্য্য করিতেছে। উহার রূপ কালান্তক যমের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; অদ্য কখনই উহাকে পরাজয় করা যাইবে না; এই বিপুল সৈন্যগণকেও নিবারণ করা দুঃসাধ্য! আমাদের সৈন্যগণ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে। আরও দেখ, ভগবান্ ভাস্কর সর্ব্বলোকের চক্ষুস্মত্তা[১] অপহরণ করিয়াই যেন অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইতেছেন। অতএব এক্ষণে আমার মতে সৈন্যগণকে অবহার করিতে অনুমতি করাই কর্ত্তব্য; যোদ্ধৃগণ শ্রান্ত ও ভীত হইয়াছে, কদাপি যুদ্ধ করিবে না।' কুরুকুল-প্রদীপ ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্যকে এই বলিয়া সৈন্যগণকে অবহার করিতে আদেশ করিলেন। তখন উভয়-পক্ষীয় সৈন্যগণই অবহার করিতে লাগিল। এ দিকে ভগবান্ কমলিনীনায়ক অস্তাচলে গমন করিলেন। সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইল।"

১। দৃষ্টিশক্তি।

১। এই ব্যূহে সারি দিয়া সাজান সৈন্যের অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ সূক্ষ্ম এবং মধ্যভাগ অতিশয় স্থূল হইবে।

এইরূপে প্রতিব্যূহ রচনা করিলেন। পরে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষীয় সৈন্যগণ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া পরস্পর সংহার করিতে লাগিল। উভয়-পক্ষীয় হস্তী ও রথিসমুদয় পরস্পরের প্রহারে নিহত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! রথ-সমুদয়ের ঘর্ঘরধ্বনি ও পরস্পর সংহারকারী বীরগণের সিংহনাদ দুন্দুভি-শব্দে বিমিশ্রিত হওয়াতে রণস্থলে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইয়া আকাশমার্গ পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ করিল।"

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

উভয়পক্ষের বহু সৈন্যবিনাশ

সঞ্জয় বলিলেন, "হে রাজন্! এইরূপে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ ব্যূহিত হইলে কালান্তকযমোপম অতিরথ ধনঞ্জয় শরনিকরে কৌরবপক্ষীয় রথরক্ষকগণকে সংহার করিয়া রথীদিগকে নিধন করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ তদ্দর্শনে উৎকৃষ্ট যশোলাভাভি-লাষে প্রাণপণে পাণ্ডবপক্ষীয়গণের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা একাগ্রচিত্ত হইয়া অনেক-বার পাণ্ডবসৈন্যগণের শ্রেণী ভঙ্গ করিলেন; পাণ্ডব-গণও বারংবার কৌরব-সৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কৌরব ও পাণ্ডবগণের সৈন্য-সমুদয় ইতস্ততঃ ধাবমান, ভগ্ন ও পরিবর্ত্তমান[১] হওয়াতে পরস্পরের ইতর বিশেষ বোধগম্য হইল না। রণসমুত্থিত ধূলিপটলে দিনকর ও সমুদয় দিগ্‌বিদিক্ সমাচ্ছন্ন হইল; কেবল অনুমান ও নামগোত্রোল্লেখ দ্বারাই সংগ্রাম হইতে লাগিল। কৌরবগণের মহাব্যূহ দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক রক্ষিত ও পাণ্ডবগণের মহাব্যূহ ভীম ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতে কেহই ঐ উভয় ব্যূহের অন্যতর ভেদ করিতে পারিলেন না। সৈন্যগণ সেনামুখ হইতে বহির্গত হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় রথ ও হস্তী সমুদয় পরস্পর মিলিত হইল। হয়ারোহিগণ নিশিত ঋষ্টি, প্রাস, নারাচ, শর ও তোমর দ্বারা বিপক্ষপক্ষীয় গজারোহীদিগকে, রথীরা কনকভূষণ বাণ দ্বারা রথীদিগকে, পদাতিগণ ভিন্দিপাল ও ও পরশু দ্বারা পদাতিগণকে এবং রথী গজের সহিত গজারোহীকে, গজারোহী ও অশ্বারোহী রথীকে, রথী রথীকে, পদাতি রথীকে, রথী পদাতিকে, গজা-রোহী অশ্বারোহীকে, অশ্বারোহী গজারোহীকে, গজারোহীরা পদাতিদিগকে, পদাতিগণ গজারোহী-গণকে প্রাস, তোমর শর প্রভৃতি বিবিধ শাণিত অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা নিপাতিত করিতে লাগিল। রাশি রাশি ধ্বজ, কার্ম্মুক, তোমর, চিত্রকম্বল, মহার্ঘ কম্বল, প্রাস, গদা, পরিঘ, কম্পন, শক্তি, কবচ, কণপ[১], অঙ্কুশ, নির্ম্মল খড়্গ ও সুবর্ণপুঙ্খ বাণ-সমুদয় ইতস্ততঃ নিপতিত হওয়াতে রণক্ষেত্র যেন মাল্যদামভূষিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। নর, অশ্ব ও হস্তিগণের কলেবর, মাংস ও রুধিরধারায় সমরভূমি অগম্য ও কর্দ্দমিত হইয়া উঠিল। যুদ্ধক্ষেত্র নরশোণিতে সমুক্ষিত[২] হওয়াতে রজোরাশি প্রশমিত ও চতুর্দ্দিক্ নির্ম্মল হইল। জগদ্বিনাশের চিহ্নস্বরূপ অসংখ্য কবন্ধ চতুর্দ্দিকে সমুত্থিত হইতে লাগিল এবং রথিগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, পুরুমিত্র, বিকর্ণ ও শকুনি প্রভৃতি সিংহতুল্য পরাক্রমশালী, সমর-দুর্দ্ধর্ষ মহাবীরগণ সমরে পাণ্ডবগণের সৈন্যগণকে ভগ্ন করিতে লাগিলেন। দেবগণ যেমন দানবগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভীমসেন, ঘটোৎ-কচ, সাত্যকি, চেকিতান ও দ্রৌপদীতনয়গণ অন্যান্য ভূপতিগণে সমবেত হইয়া আপনার তনয়গণকেও তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই সমুদয় নৃপতিগণ পরস্পরের আঘাতে রক্তোক্ষিত[৩] হইয়া কুসুমিত কিংশুক-তরুর ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিলেন। শত্রুবিজয়ী উভয়পক্ষীয় বৃহৎ বৃহৎ হস্তিসকল নভোমণ্ডলস্থিত গৃহসমুদয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। হে মহারাজ! ঐ সময় দুর্য্যোধন সহস্র রথ লইয়া পাণ্ডবগণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রাম করিতে আগমন করিলেন। পাণ্ডবগণও মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে অরাতিনিপাতন ভীষ্ম ও দ্রোণের সম্মুখীন হইলেন; মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধান্বিতচিত্তে পার্থিব-সমুদয়কে এবং অভিমন্যু ও সাত্যকি সুবলনন্দন শকুনির সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। হে রাজন্! পরে আপনার ও পাণ্ডবগণের পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর জিগীষু হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল।"

১। ঘূর্ণ্যমান।

১। মুদ্গর। ২। সিক্ত। ৩। রক্তাক্ত।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

ভীম-তাড়িত দুর্য্যোধনের পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! তখন সেই ভূপতি-সমুদয় মহাবলপরাক্রান্ত ধনঞ্জয়কে সংগ্রাম-ক্ষেত্রে দেখিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে বহু সহস্র রথ লইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহার রথের উপর অসংখ্য শর, নিশিত শক্তি, গদা, পরিঘ, প্রাস, পরশু, মুদ্গর ও মুষল সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন কনকভূষণ শরনিকর দ্বারা মুহূর্ত্তমধ্যে ভূপতিগণের সেই শরবৃষ্টি নিরাকৃত করিলেন। সমর-দর্শনার্থ সমাগত দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, রাক্ষসগণ অর্জ্জুনের অসাধারণ হস্তলাঘবদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। এ দিকে গান্ধার ও সৌবলগণ মহতী সেনার সহিত সাত্যকি ও অভিমন্যুকে অবরোধ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত সৌবলগণ ক্রোধভরে নানাবিধ অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সাত্যকির রথ তিল তিল করিয়া ছেদন করিলে মহাবীর সাত্যকি সত্বর অভিমন্যুর রথে আরোহণ করিলেন। এইরূপে সেই বীরপুরুষদ্বয় এক রথে অবস্থানপূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা সুবলনন্দনের সৈন্য-সমুদয় ছেদন করিতে লাগিলেন। এ দিকে ভীষ্ম ও দ্রোণ কঙ্কপত্রবিভূষিত সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমুদয় দ্বারা পরম যত্ন সহকারে ধর্ম্মরাজের সেনাগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে, মহারাজ ধর্ম্মরাজ ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় দ্রোণাচার্য্যের সৈন্য-গণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন দেবাসুরযুদ্ধের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর ভীম ও ঘটোৎকচ মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহাদের উভয়ের অভিমুখীন হইলে মহাবল-পরাক্রান্ত হিড়িম্বা-তনয় ঘটোৎকচ ভীমসেন অপেক্ষা অধিকতর সংগ্রাম করিয়া অদ্ভুত বলবিক্রম প্রদর্শন করিলেন। মহাবীর ভীমসেন ক্রোধভরে হাসিতে হাসিতে দুর্য্যোধনের হৃদয়ে নিশিত সায়ক বিদ্ধ করিলে, মহারাজ দুর্য্যোধন সেই শরাঘাতে একান্ত নিপীড়িত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন ও রথে নিপতিত হইলেন। সারথি তাঁহাকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া সত্বর রথ লইয়া পলায়ন করিল।

এইরূপে মহারাজ দুর্য্যোধন মূর্চ্ছাপন্ন ও সংগ্রাম হইতে অপনীত হইলে কৌরব-সৈন্যগণ ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ভীমসেন তাহাদের উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও দ্রোণের সমক্ষেই সুতীক্ষ্ণ সায়কসমুদয় দ্বারা তাঁহাদের সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল; ভীষ্ম ও দ্রোণ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না, উঁহারা বারংবার তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহারা নিতান্ত ভীত হইয়াছিল, তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাদের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপে সহস্র সহস্র রথী পলায়নপরায়ণ হইলে একরথস্থ মহাপ্রভাব সাত্যকি ও অভিমন্যু সুবলনন্দনের সেনা-সমুদয় সংহার করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষদ্বয়ের অমাবস্যাগত সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইল।

ঐ সময়ে মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধভরে নীরদের[১] বারিবর্ষণের ন্যায় কৌরব-সৈন্যগণের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ অর্জ্জুনের শরে একান্ত ব্যথিত হইয়া মহাবেগে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দুর্য্যোধনহিতৈষী মহাবল ভীষ্ম ও দ্রোণ কৌরবসৈন্যগণকে পলায়নপরায়ণ অবলোকন করিয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাযুদ্ধে দুর্য্যোধনও লব্ধসংজ্ঞ হইয়া সেই সমন্তাৎ পলায়মান সৈন্যগণকে নিবৃত্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে যে যে মহারথ দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহারা সকলেই নিবৃত্ত হইলেন। অন্যান্য লোক-সমুদয় তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে দেখিয়া কেহ কেহ পরস্পর স্পর্দ্ধা, কেহ কেহ বা লজ্জা বশতঃ পলায়নে পরাঙ্মুখ হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কৌরবসৈন্যগণ পুনরাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের বেগ চন্দ্রোদয়কালীন পরিপূর্য্যমাণ[২] সাগরবেগের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল।

পরাজিত দুর্য্যোধনের ভীষ্মের প্রতি কটূক্তি

মহারাজ দুর্য্যোধন সেই সমুদয় সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর শান্তনুতনয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'হে পিতামহ! আমি

১। মেঘের। ২। সহসা পরিপূর্ণ।

যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি, সপুত্র সবান্ধব মহাস্ত্রবিৎ দ্রোণ এবং মহাধনুর্দ্ধর কৃপ জীবিত থাকিতে যে কৌরব-সৈন্যগণ পলায়ন করিতেছে, ইহা নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হইতেছে; পাণ্ডবগণকে সামান্য প্রতিপক্ষ বলিয়া উপেক্ষা করা উচিত নয়। হে পিতামহ! আপনি, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃপ এই কৌরব-সৈন্যগণকে নিহন্যমান দেখিয়াও যখন উপেক্ষা করিতেছেন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পাণ্ডবগণকে অনুগ্রহ করাই আপনার উদ্দেশ্য। যদি আপনার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল, তাহা হইলে আপনি কি নিমিত্ত আমাকে পূর্ব্বে বলেন নাই? তাহা হইলে আমি কদাপি পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতাম না। আমি কেবল আপনার ও দ্রোণাচার্য্যের বাক্যানুসারে কর্ণসমভিব্যাহারে কার্য্যচিন্তা করিয়া সমরে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে যদি আমি সংগ্রামে আপনার ও দ্রোণাচার্য্যের পরিত্যাজ্য না হই, তাহা হইলে আপনারা স্ব স্ব বিক্রমানুরূপ যুদ্ধ করুন।'

মহাবীর ভীষ্ম দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বারংবার হাস্য করিয়া ক্রোধভরে নয়নদ্বয় বিঘূর্ণনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, 'হে রাজন্!, পাণ্ডবগণ ইন্দ্রাদি সুর-সমুদয়েরও অজেয়; এই হিতকর বাক্য আমি পূর্ব্বে তোমাকে বারংবার কহিয়াছি। যাহা হউক, আমি বৃদ্ধ; এক্ষণে আপনার সাধ্যানুসারে সমরকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি; তুমি সবান্ধবে অবলোকন কর। আমি অদ্য সসৈন্য সবান্ধব পাণ্ডবগণকে সর্ব্বলোকসমক্ষে নিবারণ করিব।' হে মহারাজ! মহাবীর ভীষ্ম এই কথা কহিলে আপনার পুত্র শঙ্খধ্বনি ও ভেরীবাদন করিতে আদেশ করিলেন। পাণ্ডবগণও সেই সুমহৎ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শঙ্খ, ভেরী ও মুরজ বাদন করিতে লাগিলেন।"

একোনষষ্টিতম অধ্যায়

পাণ্ডব-জয়ার্থ ভীষ্মের অভিযান

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাত্মা শান্তনু-তনয় আমার পুত্রের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত ও পাঞ্চালগণই বা তাঁহার সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিয়াছিল, তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! ঐ দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ গতপ্রায় ও দিনকর পশ্চিমদিকে কিঞ্চিৎ অবনত হইলে মহাত্মা পাণ্ডবগণ জয় লাভ করিলেন। তখন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মহাবীর দেবব্রত মহাবেগশালী অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের ঘোরতর লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ধনুঃকূজিত[১] ও তলাভিঘাত দ্বারা গিরিবিদারণ শব্দের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে কেবল 'থাক, আমি রহিয়াছি, ইহাকে জান, নিবৃত্ত হও, স্থির হও, প্রহার কর', এই শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল। কাঞ্চনময় বর্ম্ম, কিরীট ও ধ্বজে শরনিকর নিপতিত হওয়াতে শৈলনিপতিত শিলার ন্যায় শব্দ সমুত্থিত হইল। দিব্যাভরণভূষিত সহস্র সহস্র মস্তক ও বাহু ভূতলে নিপতিত ও বিলুণ্ঠিত হইল; কোন যোদ্ধা মস্তক ছিন্ন হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া রহিল; নর, অশ্ব ও গজের শোণিতে মহাবেগশালিনী তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতে লাগিল; মাতঙ্গকলেবর উহার শিলা, মাংস ও মেদ কর্দ্দমস্বরূপ হইল। সেই শোণিতস্রোতস্বতী[২] সন্দর্শনে গৃধ্র ও গোমায়ুগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না।

হে মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণের যেমন সংগ্রাম দেখিলাম, এরূপ সংগ্রাম পূর্ব্বে কখন দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। নর ও গিরিশৃঙ্গসদৃশ নীলগজ-সমুদয়ের কলেবরে রণস্থল আবৃত হওয়াতে তথায় রথচালনের পথ রহিল না। বিচিত্র কবচ ও শিরস্ত্রাণ সকল বিকীর্ণ হওয়াতে সংগ্রামস্থল শরৎকালীন আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইল। কোন কোন যোদ্ধা শ্রেণী[৩] হইতে বহির্গত ও দর্পসহকারে অদীনভাবে শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদের মর্ম্মপীড়ন করিতে লাগিল। রণে নিপতিত ব্যক্তিগণ 'হা ভ্রাতঃ! হা বন্ধো! হা বয়স্য! হা মাতুল! আমাকে পরিত্যাগ করিও না', বলিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। 'আগমন কর, কেন ভীত হইয়াছ? কোথায় যাইতেছ? আমি যুদ্ধে রহিয়াছি,

১। ধনুকের টঙ্কার। ২। রক্তের নদী। ৩। নিজ দল।

ভয় নাই', বলিয়া অন্যান্য যোদ্ধারা চীৎকার করিতে লাগিল।

ভীষ্ম কর্ত্তৃক বহু পাণ্ডবসৈন্য বধ

হে মহারাজ! সেই ভীষণ সংগ্রামস্থলে মহাবীর শান্তনুতনয় শরাসন মণ্ডলীকৃত করিয়া আশীবিষসদৃশ দীপ্তাগ্র[১] শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, শর দ্বারা দশদিক্ একাকার করিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণের নামোল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন এবং পাণিলাঘব[২] প্রদর্শন করিয়া রথমার্গে ইতস্ততঃ অলাতচক্রের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ ঐ মহাবীরের অসাধারণ লাঘববশতঃ সংগ্রামস্থলে সহস্র সহস্র ভীষ্মকে দেখিয়া তাঁহাকে মায়াবী বলিয়া বোধ করিলেন। সেই সমরাঙ্গনস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে এই পূর্ব্বদিকে, তৎক্ষণাৎ পশ্চিমদিকে, পরে উত্তরদিকে এবং মুহূর্ত্তমধ্যে দক্ষিণদিকে সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ কেবল ভীষ্মের শরাসন-নির্ম্মুক্ত শর-সমুদয়ই দেখিতে লাগিলেন, তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা শান্তনুতনয়কে অমানুষকর্ম্ম-সম্পাদনপূর্ব্বক সৈন্যগণকে নিহত করিয়া সংগ্রামস্থলে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া বহুবিধ চীৎকার করিতে লাগিলেন। শলভস্বরূপ ভূপতিগণ বিমোহিত হইয়া আত্মবিনাশের নিমিত্ত ভীষ্মরূপ অগ্নিতে নিপতিত হইতে লাগিলেন। ভীষ্মের শর নর, হস্তী ও অশ্বের মধ্যে কাহারও গাত্রে নিপতিত হইয়া ব্যর্থ হইল না। যেমন বজ্র দ্বারা পর্ব্বত বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ ভীষ্মের এক এক বাণে এক এক হস্তী বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি এক এক নারাচ নিক্ষেপ করিয়া দুই তিন গজারোহীকে নিধন করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলতঃ যে যে ব্যক্তি সংগ্রামে ভীষ্মের সম্মুখীন হইলেন, তাঁহাদের সকলকেই মুহূর্ত্তমধ্যে ভূতলে নিপতিত হইতে হইল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে, হতাবশিষ্ট সেনাসমুদয় ভীষ্মের শরে নিপীড়িত ও কম্পিত হইয়া প্রাণভয়ে বাসুদেব ও অর্জ্জুনের সমক্ষেই ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। মহারথগণ সেই পলায়মান সৈন্যসমুদয়কে নিবারণ করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; তাহারা ভীষ্মশরে নিতান্ত ব্যথিত ও এরূপ ভগ্ন হইয়া নানা দিকে ধাবমান হইল যে, দুইজনকে একত্র গমন করিতে দেখা গেল না। রথ, নাগ ও অশ্বসমুদয় বিদ্ধ হইল; রথকূবর নিপতিত হইল ও যোধগণ হাহাকার করিয়া অচেতন হইতে লাগিল। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও প্রিয়সখা সখাকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল, অনেকে কবচ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেশকলাপ বিকিরণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে পাণ্ডব-সৈন্যগণকে গো-সমুদয়ের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আর্ত্তস্বর করিতে দৃষ্ট হইল।

অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উৎসাহ

যদুবংশাবতংস মহামতি বাসুদেব সেই পাণ্ডব-সৈন্যকে ভগ্ন দেখিয়া রথ স্থগিত করিয়া অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তোমার অভিলষিত কাল সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব যদি মুগ্ধ না হইয়া থাক, ভীষ্মকে প্রহার কর। তুমি পূর্ব্বে ভূপতিগণের সমক্ষে কহিয়াছিলে যে, কৌরব-পক্ষীয় ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি যে কেহ আমার সহিত সংগ্রামে অগ্রসর হইবে, তাহাকে সমূলে উন্মূলন করিব; অতএব এক্ষণে সেই বাক্য সত্য কর। ঐ দেখ, তোমাদের সৈন্যগণ ভগ্ন হইতেছে, ভূপতিগণ পলায়ন করিতেছেন, ক্ষুদ্র মৃগেরা যেমন সিংহকে দেখিয়া বিদ্রুত হয়, তদ্রূপ বীরগণ ভীষ্মকে দেখিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে।'

মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য-শ্রবণে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! সত্বর এই সৈন্য-সাগরের মধ্য দিয়া রথচালনপূর্ব্বক ভীষ্মসমীপে গমন কর, আজি আমি রণদুর্ম্মদ বৃদ্ধ কুরুকুলপিতামহ ভীষ্মকে সংহার করিব।' মহাত্মা মাধব অর্জ্জুনের বচনানুসারে সূর্য্যসদৃশ দুর্নিরীক্ষ্য ভীষ্মের রথাভিমুখে রজতবর্ণ অশ্বসমুদয় চালনা করিলেন, পাণ্ডব-সৈন্যগণ অর্জ্জুনকে ভীষ্মের প্রতি সমুদ্যত দেখিয়া পুনরায় সংগ্রামে সমাগত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনকে সম্মুখীন দেখিয়া বারংবার সিংহনাদ করিয়া সত্বর শরনিকর

১। যাহার অগ্রভাগ উজ্জ্বল। ২। হস্ত-কৌশল।

দ্বারা অর্জ্জুনের রথ সমাচ্ছাদিত করিলেন। ভীষ্মের শরজাল-প্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে অর্জ্জুনের রথ, ধ্বজ ও সারথির সহিত অদৃশ্য হইল। ঐ সময়ে মহাত্মা বাসুদেব ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে সেই ভীষ্ম-সায়ক-নিমগ্ন অশ্বসমুদয় চালিত করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় জলদগম্ভীরনিঃস্বন দিব্য চাপ গ্রহণপূর্ব্বক বাণনিক্ষেপ করিয়া ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম স্বীয় শরাসন ছিন্ন অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্য ধনু গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে জ্যা-রোপন করিলেন। ধনঞ্জয়ও নিমেষমধ্যে শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক ভীষ্মের সেই শরাসন ছেদন করিলে, মহাত্মা শান্তনুতনয় অর্জ্জুনের হস্তলাঘবের প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'সাধু পার্থ! সাধু। তুমি যে কার্য্য করিলে, ইহা তোমারই উপযুক্ত। আমি তোমার প্রতি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি; তুমি আমার সহিত স্বচ্ছন্দে যুদ্ধ কর।'

মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনকে এরূপে প্রশংসা করিয়া মহাশরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার রথে বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভাব-সম্পন্ন বাসুদেব এই সময় সত্বর মণ্ডলচারে[1] রথচালন-পূর্ব্বক অশ্বচালনে স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিলেন। তখন মহাবীর্য্য-সম্পন্ন ভীষ্ম কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের সর্ব্বাঙ্গে নিশিত শরনিকর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; নরোত্তম কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভীষ্মের শরে অন্তর্বিক্ষতাঙ্গ হইয়া বিষাণবিক্ষতদেহ[2] গর্জ্জমান ঋষভদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। মহাত্মা ভীষ্ম পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিকরে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের দশদিক্ আবৃত করিয়া তীক্ষ্ণ বাণ-সমুদয় দ্বারা কৃষ্ণকে কম্পিত করিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মসমরে অসহমান সৈন্যের পলায়ন

মহাত্মা মধুসূদন সমরে অর্জ্জুনকে মৃদুভাব অবলম্বন ও ভীষণপরাক্রম ভীষ্মকে সূর্য্যের ন্যায় পাণ্ডবসেনাগণের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষদিগের সংহার করিতে দেখিয়া পাণ্ডব-সৈন্যগণ সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে স্থির করিলেন এবং ভাবিলেন, 'মহাবীর ভীষ্ম এক দিনেই সসৈন্য সানুচর পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, সমুদয় দৈত্যদানবগণকে বিনষ্ট করিতে পারেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ ভগ্ন হইয়া সমরভূমি হইতে পলায়ন করিতেছে; কৌরবগণ সোমকদিগকে ভগ্ন দেখিয়া ভীষ্মের হর্ষবর্দ্ধনপূর্ব্বক রণস্থলে ধাবমান হইয়াছে। অতএব আমিই অদ্য পাণ্ডবগণের নিমিত্ত ভীষ্মকে সমরে নিহত করিয়া উহাদের ভার লাঘব করিব। অর্জ্জুন তীক্ষ্ণ শরে একান্ত আহত হইয়াও ভীষ্মের গৌরবানুরোধে' আপনার কর্ত্তব্য বিষয়ে মনোযোগ করিতেছেন না।'

মহাত্মা মধুসূদন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীষ্ম ক্রোধভরে পার্থের রথে শরনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। শান্তনুতনয়ের শরনিকরে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন হওয়াতে অন্তরীক্ষ, দিক্, বিদিক্, ভূমি বা ভাস্কর কিছুই লক্ষিত হইল না। সধূম বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, দিক্-সমুদয় ক্ষুভিত হইল। মহাত্মা ভীষ্মের নির্দ্দেশানুসারে দ্রোণ, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, অম্বষ্ঠপতি, শ্রুতায়ু, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুদক্ষিণ এবং প্রাচ্য, সৌবীর, বসাতি, ক্ষুদ্রক ও মালবগণ সত্বর কিরীটীর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুন বহু সহস্র অশ্ব, পদাতি ও রথে পরিবেষ্টিত হইয়াছেন এবং অসংখ্য পদাতি, হস্তী, অশ্ব ও রথি-সমুদয় কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইতেছে দেখিয়া সাত্যকি সত্বর সেই সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বিষ্ণু যেমন ইন্দ্রের সহায়তা করেন, তদ্রূপ অর্জ্জুনের সাহায্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্মের শরাঘাতে পাণ্ডবপক্ষীয় হস্তী, অশ্ব, ধ্বজ ও রথ-সমুদয় বিনষ্ট এবং যোদ্ধৃগণ বিত্রাসিত হইল। মহাবীর সাত্যকি তদ্দর্শনে নির্ভয়চিত্তে বীরসমুদয়কে কহিতে লাগিলেন, 'হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা কোথায় পলায়ন করিতেছ? ইহা কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? হে বীরগণ! আপনাদিগের প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিও না; স্বীয় ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।'

তখন মহাত্মা মধুসূদন ভূপতিগণের পলায়নবার্ত্তা শ্রবণ এবং সংগ্রামে অর্জ্জুনের মৃদুতা, ভীষ্মের পরাক্রমাধিক্য ও কৌরবগণের দর্প সহকারে সমাগমদর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া সাত্যকিকে কহিতে

১। মণ্ডলাকার গতিতে। ২। বৃষভদ্বিকল্পের—শিঙের আঘাতে ছিন্নভিন্নদেহ।

১। [illegible]।

লাগিলেন, 'হে শিনিবংশাবতংস! সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা পলাইয়াছে, তাহাদের ত কথাই নাই; যাহারা আছে, তাহারাও পলায়ন করুক; আমি একাকী ভীষ্ম ও দ্রোণকে তাহাদের অনুগামিগণের সহিত সংহার করিব। আমি সংগ্রামস্থলে ক্রুদ্ধ হইলে কৌরবপক্ষীয় কাহারও নিস্তার নাই। এক্ষণে আমি চক্র গ্রহণপূর্ব্বক অগ্রে ভীষ্মের প্রাণবিনাশ ও তৎপরে সসৈন্য দ্রোণকে সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের প্রীতিসাধন করিব। আমি অদ্যই সমুদয় ধৃতরাষ্ট্রনন্দন ও তৎপক্ষীয় প্রধান প্রধান ভূপতিগণকে সংহার করিয়া হৃষ্টচিত্তে অজাতশত্রু ধর্ম্মরাজকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব, সন্দেহ নাই।'

ভীষ্মবধার্থ চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের অভিযান

ভগবান্ বাসুদেব এই বলিয়া সুনাভি[১]সম্পন্ন, সূর্য্যসমপ্রভ, সহস্র বজ্রতুল্য, ক্ষুরধার চক্র উদ্‌ভ্রাময়-পূর্ব্বক[২] অশ্ব-সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং পদভরে ধরাতল কম্পিত করিয়া মদান্ধ বারণ-সংহারে সমুদ্যত সিংহের ন্যায় ভীষ্মকে বধ করিবার নিমিত্ত সৈন্যমধ্যে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার গাত্রে বিলম্বিত পীতাম্বরখণ্ড আকাশমণ্ডলে চিরসংলগ্ন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কৃষ্ণের কোপরূপ সূর্য্য-কিরণে প্রস্ফুটিত, ক্ষুরসদৃশ তীক্ষ্ণ অগ্রভাগরূপ পত্র-সম্পন্ন, বাসুদেবের দেহরূপ সরোবরে সমুদ্ভূত, বাহুরূপ নালে অধিষ্ঠিত, সুদর্শনরূপ পদ্ম, নারায়ণ-নাভিজাত, তরুণার্কবর্ণ আদিপদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তত্রস্থ সমুদয় মানবগণ কৃষ্ণকে ক্রুদ্ধচিত্তে চক্র গ্রহণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে দেখিয়া কুরুকুল ধ্বংস হইল মনে করিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। মহাপ্রভাব বাসুদেব সমুদয় জীবলোক ধ্বংস করিবার নিমিত্তই যেন সুদর্শন গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইয়া জীবধ্বংসকারী ধূমকেতুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

মহাত্মা শান্তনুতনয় নরশ্রেষ্ঠ বাসুদেবকে চক্র গ্রহণপূর্ব্বক আগমন করিতে দেখিয়া ধনুর্ব্বাণ-হস্তে অসম্ভ্রান্ত-চিত্তে কহিতে লাগিলেন, 'হে জগন্নিবাস! হে দেবেশ! আগমন কর। হে খড়্গধারিন্! হে শার্ঙ্গপাণে! হে গদাধর! তোমাকে নমস্কার। হে ভূতশরণ্য! হে লোকনাথ! আমাকে অবিলম্বে রথ হইতে পাতিত কর। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাকে সংহার করিলে আমার ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ ও ত্রিলোকমধ্যে প্রভাব প্রকাশিত হইবে।' মহাত্মা মধুসূদন ভীষ্মের বাক্য শ্রবণানন্তর মহাবেগে তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে কহিতে লাগিলেন, 'হে ভীষ্ম! তুমিই এই মহাসমরের মূলীভূত; তোমার নিমিত্তই আজি দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইবে। হে শান্তনুতনয়! দুষ্টাত্মক নৃপতিকে নিবারণ করাই ধর্ম্মপথাবলম্বী মন্ত্রীর অবশ্যকর্ত্তব্য। যদি রাজা কালবিপাকবশতঃ উপদেশে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্মানপেত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত।' মহাত্মা ভীষ্ম যদুবংশাবতংস বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'হে জনার্দ্দন! দৈবই বলবান্; যদুগণ হিতার্থ কংসকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; আমি এই কথা ধৃতরাষ্ট্রকে বারংবার বলিয়াছিলাম; কিন্তু দৈবদুর্বিপাকবশতঃ আমার সেই হিতবাক্যে প্রতিবোধিত হইলেন না।'

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কৃষ্ণের ক্রোধ-প্রশমন

ভীষ্ম ও বাসুদেবের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় মহাবাহু ধনঞ্জয় সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পাদচারে কৃষ্ণের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার লম্বমান পীন-বাহুযুগল ধারণ করিলেন। মহাবায়ু যেমন বৃক্ষ লইয়া গমন করে, তদ্রূপ মহাত্মা বাসুদেব সমধিক ক্রোধান্বিতচিত্তে অর্জ্জুনকে লইয়া ভীষ্মাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন অর্জ্জুন প্রাণপণে কৃষ্ণের চরণদ্বয় ধারণ করিয়া তাঁহার দশম পাদ-নিক্ষেপসময়ে গতিরোধ করিলেন এবং প্রণতিপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে কেশব! ক্রোধ পরিত্যাগ কর, তুমি পাণ্ডবদিগের একমাত্র গতি; আমি পুত্র ও ভ্রাতৃগণের শপথ করিয়া কহিতেছি, স্বীয় প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিব না; তোমার নির্দেশানুসারে অবশ্যই কুরুকুল সমূলে উন্মূলন করিব।'

মহাপ্রভাব জনার্দ্দন অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা-শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া চক্রহস্তে পুনরায় রথে আরোহণ ও অশ্বরশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক পাঞ্চজন্য-নিনাদে আকাশ ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন।

১। মধ্যভাগস্থ ছিদ্র। ২। ঘূর্ণন করিয়া—ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া।

কৌরবপক্ষীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নিষঙ্গ, অঙ্গদ ও কুণ্ডলবিভূষিত, রজোবিকীর্ণপক্ষ[১], বিশুদ্ধদন্ত, পাঞ্চজন্যধারী বাসুদেবকে অবলোকন করিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কুরুসৈন্যমধ্যে মৃদঙ্গ, ভেরী, পটহ ও দুন্দুভির ধ্বনি এবং রথনেমির শব্দ বীরগণের সিংহনাদের সহিত মিলিত হওয়াতে তুমুল হইয়া উঠিল।

কৃষ্ণসন্তোষার্থ অর্জ্জুনের অধিকতর যুদ্ধোদ্যম

এদিকে অর্জ্জুনের ঘন-নির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবশব্দে দিক্‌সকল ও গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল ও নির্ম্মল শর-সমুদয় চারিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন কৌরবাধিরাজ দুর্য্যোধন ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক ভীষ্ম ও ভূরিশ্রবা সমভিব্যাহারে সৈন্যসমুদয়ে পরিবৃত হইয়া কক্ষদহনোদ্যত পাবকের ন্যায় অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইলেন। ভূরিশ্রবা সুবর্ণপুঙ্খ সাত ভল্ল, দুর্য্যোধন উগ্র তোমর, শল্য গদা ও ভীষ্ম ভীষণ শক্তি অর্জ্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অবিলম্বে সাত বাণ দ্বারা ভূরিশ্রবার সাত ভল্ল ও শাণিত ক্ষুরাস্ত্রে দুর্য্যোধনের তোমর নিরাকৃত করিয়া, দুই বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক ভীষ্মপ্রযুক্ত বিদ্যুৎসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন শক্তি ও শল্যের গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অসামান্য বলবিক্রমশালী মহাবীর পার্থ এইরূপে সেই বীরগণের অস্ত্র-সমুদয় ছেদন করিয়া বিচিত্র গাণ্ডীব-শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে অদ্ভুত মাহেন্দ্র অস্ত্র প্রাদুর্ভূত[২] করিলেন এবং সেই উত্তমাস্ত্র ও বিমলাগ্নিবর্ণ অন্যান্য বিবিধ শরনিকর দ্বারা সমুদয় কৌরব-সৈন্যগণকে নিবারণ করিলেন। অর্জ্জুন-শরাসন-বিমুক্ত শরসমুদয় রথ, ধ্বজাগ্র, ধনু ও বাহু ছেদন করিয়া নরেন্দ্র, নাগেন্দ্র ও তুরঙ্গমগণের দেহে প্রবেশ করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে নিশিত ঘোর শরনিকর দ্বারা সমুদয় দিগ্‌বিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া গাণ্ডীবশব্দে বিপক্ষ-সৈন্যগণের মন ব্যথিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই তুমুল সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবশব্দ-প্রভাবে শঙ্খনিনাদ ও দুন্দুভি-নিঃস্বন অন্তর্হিত হইল। ঐ সময় অতি ভীষণ রথশব্দ হইতে লাগিল। তখন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ও বিরাটরাজপ্রমুখ বীরগণ গাণ্ডীবধন্বার গাণ্ডীবনিঃস্বন বুঝিতে পারিয়া অদীনচিত্তে সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় যাবতীয় কৌরব-সৈন্যগণ গাণ্ডীব-শব্দানুসারে অর্জ্জুনের সমীপে গমন করিল; কিন্তু সেই মহাশরাসনের ভীষণ শব্দে ভীত হইয়া কেহই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিল না। সেই নৃপতিকুলকালান্তক[৩] ঘোরতর সংগ্রামে অসংখ্য বীর, রথী, সারথি, মহাপতাকাযুক্ত সুবর্ণরজ্জু-সুশোভিত গজ, অশ্ব ও পদাতি সমুদয় অর্জ্জুনের ঐন্দ্র অস্ত্র, নিশিত নারাচ, ভল্ল শরনিকরে দৃঢ়াহত ও ভিন্নদেহ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সহসা ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ভূপতিগণের ধ্বজসমুদয় মহাবীর ধনঞ্জয়বিমুক্ত ঐন্দ্র অস্ত্রে ছিন্নযন্ত্র[৪] ও নিহতেন্দ্রজাল[৫] হইয়া সেনামুখে পতিত হইল। মহাবীর কিরীটির শরে যোদ্ধৃগণের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া রুধিরধারা নিপতিত হওয়াতে রণস্থলে মহা বৈতরণী সদৃশ শোণিতনদী প্রবাহিত হইল; নরগণের মেদ উহার ফেনস্বরূপ, মৃত নাগ ও অশ্বগণের শরীর তীরস্বরূপ, নরদিগের মজ্জা ও মাংস কর্দ্দমস্বরূপ, অসংখ্য রাক্ষসগণ তীরস্থ বৃক্ষস্বরূপ এবং মনুষ্যগণের কেশকলাপ শাদ্বল স্বরূপ, বিকীর্ণ কবচ সমুদয় তরঙ্গস্বরূপ, নর, নাগ ও অশ্ব-সমুদয়ের অস্থি-সকল কর্করস্বরূপ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ঐ নদীতে সহস্র সহস্র নরকলেবর প্লবমান হইতে এবং গোমায়ু, শালাবৃক, তরক্ষু ও ক্রব্যাদগণ ঐ নদীর কূলে অবস্থান করিতে লাগিল।

বহু কৌরবসৈন্য হতাহত—যুদ্ধের বিশ্রাম

অর্জ্জুন-বাণ-প্রভাবে মেদ, বসা ও রুধিরবাহিনী নদী সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং অরাতিকুলভয়াবহ মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব-সৈন্য-সমূহের মধ্যে বীরপুরুষসকলকে নিহত করিয়াছেন দেখিয়া চেদি, পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য ও পাণ্ডবগণ একত্র হইয়া জয়প্রলুব্ধচিত্তে কৌরব-পক্ষীয় যোদ্ধৃগণকে সন্ত্রাসিত করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। সিংহ যেমন মৃগগণকে

১। ধূলিলিপ্ত অক্ষিপল্লব—ধূলিপূর্ণ চক্ষুর পাতা। ২। যুদ্ধে যোজিত।

১। কৌরবগণের ক্ষয়কর। ২। সমর-সঙ্কেতজ্ঞাপক অস্ত্রাদি ছিল। ৩। মায়াজাল বিমুক্ত—শত্রুসৈন্যের মোহ জন্মাইবার জন্য নিযুক্ত যুদ্ধক পরিত্যক্ত। ৪। কাঁকর।

ত্রাসিত করে, অদ্রূপ গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয় ও মহাত্মা বাসুদেব কৌরব-সেনাগণকে বিত্রাসিত করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় শস্ত্রবিক্ষতাঙ্গ ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন ও বাহ্লীক প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সূর্য্যকে সংবৃতরশ্মি[১] সন্ধ্যা সমাগত ও অর্জ্জুন-নির্ম্মুক্ত ভীষণ ঐন্দ্রাস্ত্র বিতত[২] দেখিয়া সংগ্রামে ক্ষান্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও অরাতিকুল বিমর্দ্দনপূর্ব্বক অসাধারণ যশ ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে শিবিরে গমন করিলেন।

ঐ সময় কৌরবগণের শিবিরে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল। 'হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় সংগ্রামে অযুত রথ ও সপ্তশত গজ এবং প্রাচ্য, সৌবীর ও ক্ষুদ্রক মানবগণকে সংহার করিয়াছেন, উনি যেরূপ মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, উহা অন্যের অসাধ্য। ঐ মহারথ স্বীয় বাহুবল-প্রভাবে অম্বষ্ঠপতি, শ্রুতায়ু, দুর্মর্ষণ, চিত্রসেন, দ্রোণ, কৃপ, সৈন্ধব, বাহ্লীক, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভীষ্ম প্রভৃতি অন্যান্য সহস্র সহস্র বীরপুরুষগণকে পরাজিত করিয়াছেন।' কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ এই বলিতে বলিতে রণস্থল হইতে সহস্র সহস্র উল্কা ও প্রদীপে সমুজ্জ্বল শিবিরমধ্যে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন।"

ষষ্টিতম অধ্যায়

চতুর্থ-দিবসীয় যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! রজনী প্রভাত হইবামাত্র মহাবল-পরাক্রান্ত শান্তনুতনয় কৌরব-সৈন্যের অগ্রগামী হইয়া ক্রোধান্বিত-চিত্তে শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রোণ, দুর্য্যোধন, বাহ্লীক, দুর্মর্ষণ, চিত্রসেন ও মহাবল-পরাক্রান্ত জয়দ্রথ এবং অন্যান্য ভূপতিগণ প্রভৃত সৈন্য-সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর শান্তনুনন্দন সেই সমুদয় মহাবল, তেজস্বী, বীর্য্যবান্, মহারথ ভূপতিগণে পরিবৃত হইয়া সুরমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী সুররাজ পুরন্দরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। সেনামুখে মহাগজের স্কন্ধে রক্ত, পীত, কৃষ্ণ, পাণ্ডুর প্রভৃতি নানাবর্ণের পতাকাসমূদয় দোধূয়মান[৩] হইতে লাগিল। কৌরবসৈন্যগণ মহাবীর ভীষ্ম, অন্যান্য মহারথগণ ও প্রভূত গজবাজি দ্বারা বর্ষাকালীন সবিদ্যুৎ সজল-জলদপটল-পরিশোভিত গগনমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইল। সেই ভীষ্মাভি-রক্ষিত প্রভূত কৌরব-সৈন্য ভীষণ নদীবেগের ন্যায় অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইল।

কপিকেতন মহাবীর ধনঞ্জয় বহুসংখ্যক প্রধান যোদ্ধা, গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতিতে পরিপূর্ণ, মহা-মেঘসদৃশ কৌরবব্যূহ দূর হইতে অবলোকন করিয়া শ্বেত-হয়-যুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক অসংখ্য সৈন্য-সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনার পুত্র ও অন্যান্য কৌরব-পক্ষীয় বীরগণ কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং অমিতীয় মহারথ, উদ্যতায়ুধ, মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক রক্ষিত পাণ্ডব-ব্যূহ অবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ ব্যূহে সহস্র হস্তী চারি চারিটিতে দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছিল। ধর্ম্মরাজ পূর্ব্বদিনে যে অদৃষ্টচর[১] অভূতপূর্ব্ব ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অদ্যও সেইরূপ ব্যূহ রচনা করিলেন।

উভয়পক্ষের ভীষণ সংঘর্ষ—সৈন্য হতাহত

হে মহারাজ। তৎপরে সংগ্রামস্থলে সহস্র সহস্র ভেরীনাদ, শঙ্খনিনাদ তূর্য্যধ্বনি, সিংহনাদ ও বীরগণ কর্ত্তৃক বিস্ফার্য্যমাণ[২] সবাণ শরাসনের নিঃস্বন সমুত্থিত হইল। ক্ষণমধ্যেই সুগভীর শঙ্খনির্ঘোষে ভেরী ও পণবের ধ্বনি অন্তর্হিত ও গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অন্তরীক্ষে ধূলিপটল সমুত্থিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনমণ্ডলে মহা-বিতান লম্বমান রহিয়াছে। বীরগণ সেই বিতানাকার ভূরেণুনিচয়[৩] সন্দর্শন ও শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া সহসা নিপতিত হইতে লাগিলেন। রথী, রথী কর্ত্তৃক আহত হইয়া সারথি, অশ্ব, রথ ও কেতুর সহিত নিপতিত হইল এবং গজারোহী, গজারোহী কর্ত্তৃক ও পদাতি, পদাতি কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী অদ্ভুতাকার ঘোরদর্শন অশ্বারোহিগণ বিপক্ষ অশ্বারোহীদিগের খড়্গ ও প্রাস-প্রহারে নিহত হইল। সুবর্ণময় তারাপুঞ্জে বিভূষিত, সূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন তূণীর-সমুদয় খড়্গ, প্রাস ও

১। অস্তগমনোন্মুখ। ২। সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। ৩। পুনঃ পুনঃ কম্পমান।

১। অদৃষ্টপূর্ব্ববিশিষ্ট। ২। আকর্ণ আকর্ষিত। ৩। ধূলিসমূহ

পক্ষের আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন রথী গজের দন্তাঘাতে ও কেহ কেহ শুণ্ডাঘাতে অশ্ব, রথ ও কেতুর সহিত ধরাশায়ী হইল। অনেক রথী ঋষিগণের বাণে আহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অন্যান্য মানবগণ গজসমূহের বেগে আহত, নিপতিত, দন্ত ও পদাঘাতে তাড়িত অশ্বারোহী ও পদাতিদিগের আর্ত্তনাদ শ্রবণে ধরাতলে পতিত হইল।

ভীষ্মের অর্জ্জুনসমীপে গমন—দ্বৈরথ যুদ্ধ

হে মহারাজ! এইরূপে গজারোহী, অশ্বারোহী ও ঋষিগণ উদ্‌ভ্রান্ত এবং পদাতি ও অন্যান্য বীরগণ নিহত হইতেছে, এমন সময়ে মহারথগণে পরিবৃত পক্কতালকেতু মহাবীর ভীষ্ম মহাস্ত্রবেগ-প্রভাবে সন্দীপ্ত ফণিরাজকেতু অর্জ্জুনকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃপ, শল্য, বিবিংশতি, দুর্য্যোধন, ভূরিশ্রবা ও দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণও সেই ইন্দ্রসদৃশ তেজস্বী ইন্দ্রতনয়, ধনঞ্জয়ের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশস্ত্রকোবিদ, বিচিত্র কাঞ্চনবর্ম্মধারী, অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু সেই সমুদয় বীরদিগকে পিতার অভিমুখীন অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে মহাবেগে সেনামুখ হইতে তাঁহাদের সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাদের মহাস্ত্র-সমুদয় ছেদন করিয়া জ্বালাকরাল[১] মহামন্ত্রাহুত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীষ্ম রণস্থলে রিপুগণের রুধিরনদী প্রবাহিত করিয়া অভিমন্যুকে অতিক্রমপূর্ব্বক অদীনচিত্তে মহারথ পার্থের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবীর কিরীটী গাণ্ডীবধ্বনি করিয়া অদ্ভুত-দর্শন অস্ত্রজালে অরাতিগণের অস্ত্র-সমুদয় নিবারণপূর্ব্বক সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য শান্তনুতনয়ের প্রতি নিশিত শরকিরণ ও বিমল ভল্লনিচয় নিক্ষেপ করিলে, মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম তৎসমুদয় মুহূর্ত্তমধ্যে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে মহাবীর ভীষ্ম ও ধনঞ্জয় পরস্পর শরাসনধ্বনি করিয়া অদীনচিত্তে ঘোরতর দ্বৈরথ-সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। কুরু ও সৃঞ্জয় প্রভৃতি সমুদয় লোক বিস্মিতচিত্তে তাঁহাদের সেই সমর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।"

১। ভীষণ অনলসদৃশ।

একষষ্টিতম অধ্যায়

দমনকসহ শল্যপুত্র সাংযমনি বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, চিত্রসেন ও সাংযমনির পুত্র অভিমন্যুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অর্জ্জুনতনয় সেই অতিতেজস্বী পঞ্চ যোদ্ধার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পঞ্চ গজের সহিত যুযুধান সিংহশিশুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ পাঁচ জনের মধ্যে কেহই কি লক্ষ্যবিষয়ে, কি শৌর্য্যে, কি পরাক্রমে, কি অস্ত্রসন্ধানে, কি হস্তলাঘবে কিছুতেই অভিমন্যুর সদৃশ হইতে পারিলেন না। মহাবীর অর্জ্জুন স্বীয় তনয়কে সংগ্রামে তাদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া আহ্লাদিতচিত্তে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! আপনার পক্ষীয় বীরগণ সৈন্যগণকে অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুননন্দন অদীনচিত্তে সেই সমুদয় যোদ্ধাদিগের সম্মুখীন হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার শরাসন সূর্য্যসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহাবীর অভিমন্যু অশ্বত্থামাকে এক ও শল্যকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া আট বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক সাংযমনির ধ্বজচ্ছেদন করিলেন। অনন্তর সৌমদত্তি তাঁহার উপর সুবর্ণদণ্ড ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ মহাশক্তি নিক্ষেপ করিলে মহাবীর অভিমন্যু নিশিত বাণ দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শল্য তাঁহার উপর শত শত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তিনিও অনায়াসে তৎসমুদয় নিবারণ ও তাঁহার চারি অশ্ব বিনষ্ট করিলেন। ফলতঃ তৎকালে ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, সাংযমনি ও শল্য ইঁহারা কেহই অভিমন্যুর বাহুবল অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না।

তখন শত্রুগণের অজেয় ধনুর্ব্বেদবিৎ ত্রিগর্ত্ত, মদ্র ও কৈকয় দেশীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য দুর্য্যোধনের নির্দ্দেশানুসারে সপুত্র অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার মানসে চতুর্দ্দিক্ হইতে বেষ্টন করিলেন। পাণ্ডবগণের সেনাপতি অরাতিনিপাতন ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপক্ষ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুন ও তাঁহার তনয়ের রথ পরিবেষ্টিত দেখিয়া, বহু সহস্র বারণ, রথ, অশ্ব ও

পদাতিসমভিব্যাহারে ক্রুদ্ধচিত্তে ধনুর্বিস্ফারণ ও সৈন্য প্রেরণপূর্ব্বক মদ্র ও কৈকেয়-সৈন্যগণের সম্মুখীন হইলেন। কীর্ত্তিমান্ দৃঢ়ধন্বা মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক রক্ষিত প্রভূত রথ, হস্তী ও অশ্বশালী পাণ্ডব-সৈন্য যুদ্ধের নিমিত্ত অধিকতর শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর পাঞ্চালনন্দন ক্রমে অর্জ্জুনের সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রথমে তিন বাণে কৃপের জত্রুদেশ বিদ্ধ, পরে দশ বাণে মদ্রকগণের শরীর ভেদ, অনন্তর শাণিত ভল্ল দ্বারা কৃতবর্ম্মার পৃষ্ঠ-রক্ষককে বিনাশ করিয়া বিপুল নারাচে মহাত্মা পৌরবের পুত্র দমনককে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন।

তখন সাংযমনির পুত্র যুদ্ধদুর্ম্মদ দ্রুপদতনয় ও তাঁহার সারথিকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে বাণবিদ্ধ হইয়া সৃক্কণী লেহনপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ ভল্লাস্ত্রে সাংযমনিতনয়ের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সত্বর পঞ্চ-বিংশতি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার অশ্ব-সমুদয়, পার্ষ্ণি ও সারথিকে সংহার করিলেন। সাংযমনিনন্দন সেই অশ্ববিহীন রথে অবস্থানপূর্ব্বক রথস্থ যশস্বী পাঞ্চালনন্দনকে অবলোকন করিয়া অবিলম্বে মহাঘোর অয়োময় খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক পাদচারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবগণ ও মহাবীর দ্রুপদতনয় সেই খড়্গধারী মত্তবারণ-বিক্রম সাংযমনিতনয়কে সাগরতরঙ্গের ন্যায়, আকাশ হইতে নিপতিত আশীবিষের ন্যায়, কালপ্রেরিত অন্তকের ন্যায়, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন। তূণীরধারী মহাবল-পরাক্রান্ত সাংযমনিতনয় অসামান্য ক্ষমতাপ্রভাবে পাণ্ডব-সৈন্য-গণের বাণবেগ নিবারণ করিয়া শাণিত কৃপাণ-হস্তে ধৃষ্টদ্যুম্নের রথসমীপে সমুপস্থিত হইবামাত্র পাঞ্চাল-তনয় ক্রুদ্ধচিত্তে গদাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর সাংযমনিতনয় গদাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরাতলে পতনোন্মুখ হইবামাত্র তাঁহার হস্ত হইতে প্রভাশালী খড়্গ ও শরাসন নিপতিত হইল। ভীমবিক্রম মহাত্মা পাঞ্চালতনয় এইরূপে গদাঘাতে সাংযমনিতনয়কে সংহার করিয়া অসামান্য যশোলাভ করিলেন। হে মহারাজ! সেই রাজপুত্র নিহত হইবামাত্র আপনার সৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার সমুত্থিত হইল।

মহাবীর সাংযমনি পুত্রকে নিহত দেখিয়া ক্রোধান্বিত-চিত্তে মহাবেগে রণদুর্ম্মদ পাঞ্চালরাজতনয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সমুদয় ভূপতি পরস্পর মিলিত সেই বীরদ্বয়ের অবলোকন করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত সাংযমনি ক্রুদ্ধচিত্তে মহাহস্তীর উপর অঙ্কুশাঘাতের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সমররসপরায়ণ[1] শল্যও দ্রুপদতনয়ের বক্ষঃস্থলে বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাবীরদ্বয় সমুত্থিত হইল।"

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

ধৃষ্টদ্যুম্ন-শল্য যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি দৈবকে পুরুষকার অপেক্ষা প্রধান বলিয়া গণনা করি, কেন না, পাণ্ডুনন্দনদিগের সৈন্যেরা আমার পুত্রের সৈন্য-গণকে অনায়াসেই সংহার করিতেছে। তুমি সততই আমাদিগের সেনাগণের বিনাশ এবং পাণ্ডবসৈন্য-গণের অবিনাশ ও হর্ষের বিষয় কীর্ত্তন কর। আমাদের সৈন্যগণ জয়প্রত্যাশায় পুরুষকার সহকারে যথাশক্তি সংগ্রাম করিয়া থাকে, কিন্তু পাণ্ডবেরা অনায়াসে তাহাদিগকে পরাভব করে। আমি দুর্য্যোধনের নিমিত্ত সতত তীব্রতর দুঃসহ দুঃখজনক বহুবিধ বাক্য শ্রবণ করি। এক্ষণে এমন কোন উপায়ই দেখিতেছি না, যদ্দ্বারা সমরে পাণ্ডবগণের পরাজয় ও আমাদের জয়লাভ হয়।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! এক্ষণে আপনার পক্ষীয় অসংখ্য মনুষ্য, গজ, অশ্ব ও রথের ক্ষয়বার্ত্তা শ্রবণ করুন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শল্যের নয় বাণে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধান্বিতচিত্তে তাঁহার উপর লৌহময় শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বর সমরদুর্ম্মদ শল্যকে নিবারণ করিয়া আমাদিগকে স্বীয় অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিলেন। যুদ্ধকালে ঐ দুই বীরপুরুষের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না। সেই ঘোরতর যুদ্ধ মুহূর্ত্তমাত্র হইলে মহারাজ শল্য নিশিত ভল্ল দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছেদন করিয়া বর্ষাকালীন সজল জলধরের পর্ব্বতাচ্ছাদনের ন্যায় শরসমূহে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

১। বীরত্বে অনুরাগী।

এইরূপে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন শল্যের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু ক্রুদ্ধচিত্তে শল্যের রথাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তথায় সমুপস্থিত হইয়া নিশিত তিন শরে শল্যকে বিদ্ধ করিলেন। কৌরব-পক্ষীয় সেনাগণ অভিমন্যুকে পরাজিত করিবার মানসে সত্বর গমনপূর্ব্বক মদ্রাধিপতির রথের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, দুর্ম্মর্ষণ, দুঃসহ, চিত্রসেন, দুর্ম্মুখ, সত্যব্রত ও পুরুমিত্রও শল্যের রক্ষার্থে ব্যাপৃত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, অভিমন্যু ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় পাণ্ডবপক্ষীয় এই দশ রথী নানারূপ অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কৌরবপক্ষীয় দশ জন রথীকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন পূর্ব্বোক্ত উভয়পক্ষীয় রথিগণ পরস্পরের নিধনমানসে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য সমুদয় রথীরা যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া তাঁহাদের সমর অবলোকন করিতে লাগিলেন।

উক্ত বিংশতি মহাবীর ক্রুদ্ধচিত্তে পরস্পরকে নিধন করিবার মানসে পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক সিংহনাদ ও নানারূপ অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর নিশিত চারি বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্ম্মর্ষণ বিংশতি, চিত্রসেন পাঁচ, দুর্ম্মুখ নয়, দুঃসহ সাত, বিবিংশতি পাঁচ ও দুঃশাসন তিন বাণ দ্বারা দ্রুপদ-তনয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন অরাতিতাপন ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পঁচিশ পঁচিশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু সত্যব্রত ও পুরুমিত্রের উপর দশ দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মাদ্রীতনয়দ্বয় স্বীয় মাতুল মদ্রাধিপতিকে তীক্ষ্ণ শরনিকরে আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ শল্যও রথিশ্রেষ্ঠ প্রতীকারেচ্ছু স্বভ্রাতৃ[১]দ্বয়কে তীক্ষ্ণ শরনিকরে সমাচ্ছাদিত করিলেন। মহাবীর মাদ্রীনন্দনদ্বয় শল্যের শরপ্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবীর বৃকোদর দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিয়া বিবাদ শেষ[২] করিবার বাসনায় গদা গ্রহণ করিলেন। আপনার অন্যান্য পুত্রগণ ভীমপরাক্রম ভীমসেনকে গদা সমুদ্যত করিয়া কৈলাস-পর্ব্বতের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মহাবীর দুর্য্যোধন ক্রোধ-ভরে দশ সহস্র গজারোহী সৈন্য-সমভিব্যাহারে মগধরাজকে অগ্রসর করিয়া ভীমসেনের অভিমুখীন হইলেন। মহাবীর বৃকোদর সেই সমুদয় করিসৈন্য সমাগত দেখিয়া সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিয়া সেই অয়োময় মহাগদা লইয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ব্যাদিতবদন[১] যমরাজের ন্যায় তাহাদের সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে বাসব যেমন দানব-গণকে নিধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর বৃকোদর গদা দ্বারা সেই করিসৈন্যগণকে সংহার করিয়া সমর-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ ভীমসেনের ভীষণ গর্জ্জনে মন ও হৃদয় কম্পিত হওয়াতে ভয়বিহ্বল হইয়া উঠিল।

তখন দ্রৌপদীতনয়গণ, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনের পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ কৌরব সৈন্য-গণের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর পাণ্ডবগণ নিশিত ক্ষুর ও ক্ষুরপ্রসমূহে গজ-সৈন্যগণের মস্তকচ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণের মস্তক, কর ও অঙ্কুশ-সমবেত বাহু-সমুদয় নিপতিত হইতে আরম্ভ হইলে সংগ্রামস্থলে যেন প্রস্তরবৃষ্টি হইতে লাগিল। গজারোহিগণ ছিন্নমস্তক হইয়া গজের উপর অবস্থানপূর্ব্বক পর্ব্বতাগ্রস্থিত ছিন্নাগ্র বৃক্ষ-সমুদয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও সেই সময় অসংখ্য মহাগজ সংহার করিয়া পাতিত করিয়াছিলেন।

মগধরাজ অভিমন্যুর রথাভিমুখে ঐরাবত সদৃশ স্বীয় গজ সঞ্চালিত করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু মগধরাজের হস্তীকে আগমন করিতে দেখিয়া, এক তীক্ষ্ণ শরপ্রহারে তাহাকে সংহার করিয়া রজতপুঙ্খ ভল্লনিক্ষেপে মগধেশ্বরের শিরশ্ছেদন করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর ভীমসেনও সেই বিপুল গজসৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ইন্দ্রের গিরিবিমর্দ্দনের[২] ন্যায় করিসমুদয় সংহারপূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি এক এক গদাঘাতে এক এক হস্তীকে নিহত করিয়া

১। ভাগিনেয়। ২। যুদ্ধের মূলীভূত দুর্য্যোধন-বধে যুদ্ধ-সমাপ্তি।

১। লোকত্রাসার্থ সদা উদ্যতমুখ। ২। পর্ব্বত-দলিত-মথিত করিবার।

ধরাশায়ী করিলেন। পর্ব্বতাকার হস্তিগণ ভীমসেনের ভীষণ গদাঘাতে ভগ্নদন্ত, ভগ্নগণ্ড, ভগ্নোরু, ভগ্নপৃষ্ঠ ও ভগ্নকুম্ভ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক রণস্থলে পতিত হইল; কতকগুলি রুধির বমনপূর্ব্বক প্রাণ-ত্যাগ করিল, কতকগুলি বিহ্বল হইয়া মহাশৈলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত রহিল। মহাবীর বৃকোদর করিকুলের মেদ, রুধির, বসা ও মজ্জাতে লিপ্তকলেবর হইয়া গজরুধিরচর্চ্চিত গদা ধারণপূর্ব্বক দণ্ডপাণি যমের ন্যায়, পিনাক[১]পাণি পিনাকীর[২] ন্যায় সাতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিলেন।

হে মহারাজ! হতাবশিষ্ট করিগণ বৃকোদরের গদাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত ও সহসা ধাবমান হইয়া আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণকেই সংহার করিতে আরম্ভ করিল। অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ অভিমন্যু প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর রথিগণ সেই যুদ্ধ্যমান মহাবীর বৃকোদরকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন গজশোণিতলিপ্ত গদা ঘূর্ণনপূর্ব্বক কৃতান্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইলে, বোধ হইল যেন ভগবান্ শূলপাণি নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার করস্থিত যমদণ্ড সদৃশ, ইন্দ্রের অশনি তুল্য, কেশ-মজ্জারুধির-চর্চ্চিত ভীষণ গদা জীবসংহারকর্ত্তা ক্রুদ্ধ রুদ্রের পিনাকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পশুপালক যেমন যষ্টি দ্বারা পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ ভীমসেন গদা দ্বারা গজ-সমূহকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। কুঞ্জরগণ বাণ ও গদাঘাতে তাড়িত হইয়া আত্মপক্ষীয় স্যন্দন-সমুদয় বিমর্দ্দনপূর্ব্বক দ্রুতবেগে ধাবমান হইল। মহাবায়ু যেমন মেঘমণ্ডল সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ ভীমসেন গজসমুদয়কে সংগ্রাম হইতে দূরীকৃত করিয়া শ্মশানবাসী মহাদেবের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।”

—

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

ভীমভয়ে কৌরবসৈন্যের পলায়ন

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! এইরূপে করিসৈন্য নিহত হইলে দুর্য্যোধন ‘ভীমসেনকে সংহার কর’ বলিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন তখন সংগ্রামস্থলে ভীষণ সিংহনাদ করিতেছিলেন; কৌরব-সৈন্যগণ দুর্য্যোধনের নিয়োগানুসারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। যেমন বেলাভূমি পর্ব্বকালে[১] দুষ্পার পয়োনিধিকে নিবারিত করে, তদ্রূপ মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর সেই রথ, হস্তী ও অশ্বসঙ্কুল, অসংখ্য পদাতি-সংযুক্ত, তৎকাল-সমুত্থিত ধূলিপটলে সংবৃত, দেবগণেরও দুঃসহ, প্রভূত কৌরব-সৈন্য অনায়াসে নিবারিত করিলেন। আমরা এই সংগ্রামে মহাত্মা বৃকোদরের অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক কর্ম্মসকল অবলোকন করিলাম। ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবীর সেই সমুদয় ভূপতি, অশ্ব, রথ ও কুঞ্জরগণকে অবলীলাক্রমে গদা দ্বারা নিপাতিত করিয়া মেরুর ন্যায় অচল হইয়া রহিলেন। সেই ভয়ঙ্কর তুমুল সংগ্রামসময়ে ভীমসেনের পুত্র ও ভ্রাতৃগণ, পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, দ্রৌপদীতনয়গণ শিখণ্ডী ও ভীমকে পরিত্যাগ করিলেন না।

তখন মহাবীর বৃকোদর অয়োময় মহাগদা গ্রহণ পূর্ব্বক দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় কৌরব-সৈন্যাভিমুখে ধাবমান্ হইলেন এবং যুগান্তকালীন পাবকের ন্যায় বিচরণ করিয়া রথ ও বাজি-সমুদয় প্রোথিত করিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায়, নলবনপ্রমাথী[২] কুঞ্জরের ন্যায় যোদ্ধৃদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার উরুবেগে রথ-সকল বিঘট্টিত হইল। বায়ু যেমন বৃক্ষ-সমুদয়কে বলপূর্ব্বক পাতিত করে, তদ্রূপ ভীমপরাক্রম ভীমসেন গদাঘাতে রথ হইতে রথিগণকে, গজ হইতে গজারোহিগণকে, অশ্ব হইতে অশ্বারোহিগণকে ও ভূপৃষ্ঠে পদাতিগণকে পাতিত করিয়া সংহার করিলেন। তখন তাঁহার সেই নাগাশ্বঘাতিনী মহতী গদা মেদ, মজ্জা, বসা ও মাংসে লিপ্ত হইয়া সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে নিহত মনুষ্য ও গজ-সমুদয় নিপতিত থাকাতে সেই রণস্থল যমালয় সদৃশ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তত্রত্য সমুদয় লোকই ভীমসেনের সেই জীবসংহারিণী মহতী গদাকে জীবঘাতী পিনাকীর পিনাকের ন্যায়, যমদণ্ডের ন্যায়, পুরন্দরের অশনির ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিল। মহাবীর বৃকোদর সেই বিশাল গদা ধারণপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া প্রলয়কালীন কালের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন সেই প্রভূত সৈন্যগণকে বারংবার তাড়িত করিয়া আগমন করিতেছেন দেখিয়া রণস্থলস্থিত

১। যম। ২। মহাদেব।

১। অমাবস্যা-পূর্ণিমান্তে। ২। নলতৃণযুক্ত বনের বিমর্দ্দনকারী।

সমুদয় লোকই বিমনা[১] হইল; ঐ মহাবীর গদা সমুদ্যত করিয়া যে যে দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন, সেই সেই দিকের সৈন্যগণ প্রাণভয়ে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

ভীম-ভীষ্ম যুদ্ধ—সাত্যকির ভীমসাহায্য

এইরূপে সৈন্যগ্রাসকারী, বিবৃতানন[২] কৃতান্তসদৃশ ভীমকর্ম্মা ভীমসেন গদা দ্বারা সমুদয় সৈন্যগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতেছেন দেখিয়া মহাবীর ভীষ্ম মেঘগম্ভীরনিঃস্বন আদিত্যসম তেজঃসম্পন্ন রথে আরোহণপূর্ব্বক বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবাহু ভীমসেন ভীষ্মকে ব্যাদিতবদন[৩] শমনের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে সহসা তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। ঐ সময় সত্যপ্রতিজ্ঞ শিনি-বংশাবতংস মহাবীর সাত্যকি দৃঢ় শরাসন ধারণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সেনাগণকে বিনষ্ট ও কম্পিত করিয়া শান্তনুতনয়ের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিই সেই রজতসদৃশ-অশ্বসংযোজিত স্যন্দনে সমারূঢ় নিশিত শরনিকরবর্ষী শিনিপ্রবীরকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কেবল নিশাচর অলম্বুষ তাঁহার উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল। মহাবীর সাত্যকি তাহাকে চারি বাণে বিদ্ধ করিয়া অবলীলাক্রমে রথারোহণপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ সেই বৃষ্ণিকুলপ্রবীর সাত্যকিকে বিপক্ষপক্ষে বিচরণপূর্ব্বক কৌরবগণকে নিবারণ ও মুহুর্ম্মুহুঃ সিংহনাদ করিতে দেখিয়া পর্ব্বতোপরি বর্ষণশীল জলধরপটলের ন্যায় তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কোন মতেই তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিল না। তখন সোমদত্তের তনয় মহাবীর ভূরিশ্রবা ব্যতীত আর সকলেই বিষণ্ণ হইয়াছিলেন; ঐ মহাবীরই আপনার পক্ষীয় রথিগণকে সাত্যকি কর্ত্তৃক তাড়িত দেখিয়া সংগ্রাম করিবার বাসনায় উগ্রবেগ[৪] শরাসন ধারণপূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখীন হইলেন।"

১। উদ্বিগ্ন। ২। লোকগ্রাসকারী ব্যাদিত মুখ। ৩। বিবৃতানন। ৪। অত্যন্ত বেগশালী।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

ভীম-দুর্য্যোধন যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! হস্তিপক যেমন অঙ্কুশ দ্বারা মহাগজকে বিদ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবীর ভূরিশ্রবা সাত্যকির সম্মুখীন হইয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত সাত্যকিও সমুদয় লোকের সমক্ষে সন্নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন স্বীয় সোদরগণ-সমভিব্যাহারে সমরে যত্নশীল মহাবীর সোমদত্ত-তনয়ের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন; মহাতেজাঃ পাণ্ডবগণও সাত্যকিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐ সময় মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর ক্রোধভরে গদা সমুদ্যত করিয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে তাড়ন করিতে আরম্ভ করিলে, আপনার পুত্র নন্দক ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক সহস্র রথ-সমভিব্যাহারে মহাবল ভীমসেনকে শিলাশিত কঙ্কপত্র-সমন্বিত শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং মহারাজ দুর্য্যোধনও ভীমের বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

তখন মহাবাহু ভীমসেন স্বীয় মহারথে আরোহণ-পূর্ব্বক সারথি বিশোককে কহিলেন, 'হে সারথে! এই সমুদয় মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয় একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকেই নিধন করিতে সমুদ্যত হইয়াছে; কিন্তু আমি নিশ্চয়ই তোমার সমক্ষে উহাদিগকে সংহার করিব; অতএব তুমি অশ্বগণকে স্থগিত কর।' মহাবীর ভীমসেন এই কথা বলিয়া কনকভূষণ সুতীক্ষ্ণ দশ বাণ দ্বারা দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিয়া নন্দকের বক্ষঃস্থলে তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন ষষ্টি বাণ দ্বারা ভীমকে ও তিন বাণ দ্বারা সারথি বিশোককে বিদ্ধ করিয়া সহাস্যবদনে তীক্ষ্ণ তিন শরে ভীমের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ভীমসেন স্বীয় সারথি বিশোককে দুর্য্যোধনের তীক্ষ্ণ শরে নিতান্ত পীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে সংহার করিবার মানসে দিব্য শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং ক্রোধ-ভরে ক্ষুরপ্র নিক্ষেপ করিয়া দুর্য্যোধনের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন আপনার পুত্র ক্রোধান্বিত হইয়া সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিহারপূর্ব্বক

সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে কালতুল্য ঘোর শরসন্ধান করিয়া ভীমের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন দুর্য্যোধনের সেই ভীষণ শরে গাঢ় বিদ্ধ ও একান্ত ব্যথিত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন ও রথমধ্যে নিপতিত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রতনয় জলসন্ধাদি বধ

তখন অভিমন্যুপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ ভীমসেনকে তাদৃশ ব্যথিত দেখিয়া ক্রোধভরে অব্যগ্রচিত্তে চতুর্দ্দিক্ হইতে দুর্য্যোধনের মস্তকে বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে প্রথমে তিন, পরে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ পঞ্চবিংশতি বাণ দ্বারা শল্যকে বিদ্ধ করিলে মহাবল শল্য ভীমের শরাঘাতে কাতর হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তখন সেনানী, সুষেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, উগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, অলোপুপ, দুর্ম্মুখ, দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট ও সম আপনার এই চতুর্দ্দশ পুত্র ভীমসেনের অভিমুখীন হইয়া সকলে এককালে তাঁহার উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন তাঁহাদিগকে সন্দর্শন করিয়া পশুগণ-মধ্যস্থিত বৃকের ন্যায় ক্রোধে সৃক্কণী লেহন করিয়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন এবং ক্ষুরপ্র দ্বারা সেনানীর শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে নিশিত তিন বাণে জলসন্ধকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। পরে সুষেণকে সংহার করিয়া ভল্ল দ্বারা উগ্রের শিরস্ত্রাণ-মণ্ডিত, কুণ্ডলবিভূষিত, চন্দ্রসদৃশ মস্তক ছেদন এবং সপ্ততি বাণ দ্বারা অশ্ব, কেতু ও সারথি-সমবেত বীরবাহুকে পরলোকে প্রেরণপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে ভীম ও ভীমরথকে শমনসদনে নীত করিয়া সর্ব্বসৈন্য-গণসমক্ষে ক্ষুরপ্র দ্বারা সুলোচনকে সংহার করিলেন। হে মহারাজ! আপনার অবশিষ্ট পুত্রগণ সেই মহাবল ভীমসেনের ভীমপরাক্রম দর্শনে ভীত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

ভীম-ভগদত্ত যুদ্ধ

তখন মহাত্মা শান্তনুতনয় কৌরবপক্ষীয় মহারথ-গণকে কহিতে লাগিলেন, 'হে মহারথগণ! ঐ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবলপরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগকে অপ্রজ্ঞ[১] ও শৌর্য্যবীর্য্যবিহীন জ্ঞান করিয়া এককালে সংহার করিতেছে; তোমরা অবিলম্বে উহাকে আক্রমণ কর।' কৌরব-সেনাগণ ভীষ্মের এইরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া মহাবল ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর ভগদত্ত মদস্রাবী কুঞ্জরে আরোহণপূর্ব্বক ভীমের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক শিলানিশিত[২] শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। মহারথ অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণ মহাবল ভীমসেনকে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের শরে সমাচ্ছাদিত দেখিয়া একান্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার ও তাঁহার গজের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভগদত্তের মহাগজ সেই মহারথগণের শরনিকরপ্রহারে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও রুধিরার্দ্র-কলেবর হইয়া সূর্য্যকিরণ-রঞ্জিত জলধর-পটলের ন্যায় শোভমান হইল।

তখন মহাবীর ভগদত্ত ক্রোধভরে সেই মহাগজকে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। করিবর পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণবেগে ধরণীতল কম্পিত করিয়া পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণের প্রতি ধাবমান হইল। তখন মহারথগণ সেই মহাগজের ভীষণ রূপ নিতান্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া বিষণ্ণমনাঃ হইলে ভূপতি ভগদত্ত শরাসনে আনত-পর্ব্ব সায়ক সন্ধান করিয়া ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন ভগদত্তের শরাঘাতে ব্যথিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন-পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী ভগদত্ত ভীমসেনকে মূর্চ্ছিত ও অন্যান্য মহারথগণকে ভীত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন রাক্ষসাগ্রগণ্য ঘটোৎকচ ভীমসেনকে মূর্চ্ছিত অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে ভয়বর্দ্ধিনী দারুণ মায়া-প্রভাবে ঘোররূপ ধারণপূর্ব্বক মায়াময় ঐরাবতে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে আগমন করিল। উহার মায়া-প্রভাবে অঞ্জন, বামন ও মহাপদ্ম এই তিন চতুর্দ্দন্ত দিগ্‌গজ সৃষ্ট হইয়াছিল; উহারা ঐরাবতের অনুগামী হইল। ঐ মহাকায়, মদস্রাবী, বলবীর্য্য-সমন্বিত, মহাবেগশালী দিগ্‌গজত্রয় রাক্ষসগণে অধিষ্ঠিত ছিল। মহাবীর ঘটোৎকচ গজ দ্বারা ভগদত্তকে বিনাশ করিবার অভিলাষে তাঁহার অভিমুখে আপনার গজ

১। বুদ্ধিহীন। ২। তীক্ষ্ণীকৃত—শাণ দেওয়া।

সঞ্চালিত করিতে লাগিল; অন্য তিন গজও সেই সমুদয় রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া দন্ত দ্বারা ভগদত্তের হস্তীকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে আরম্ভ করিল। ভগদত্তের হস্তী সেই সমুদয় দিগ্‌গজ কর্ত্তৃক একান্ত পীড়িত ও বেদনার্ত্ত[১] হইয়া বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত মহাত্মা শান্তনু-তনয় সেই মহাগজের ঘোরতর চীৎকার শ্রবণ করিয়া দ্রোণ ও দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরগণ! ঘটোৎকচ মহাবীর এবং ভূপতি ভগদত্তও অতি কোপনস্বভাব; সংগ্রামে প্রবৃত্ত এই মহাবীরদ্বয় পরস্পরের মৃত্যুস্বরূপ হইবেন; বোধ হয় মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত দুরাত্মা হিড়িম্বাতনয়ের সংগ্রামে সাতিশয় বিপন্ন হইয়া থাকিবেন। ঐ দেখ, পরমাহ্লাদিত পাণ্ডবগণের হর্ষধ্বনি ও প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরের ভীত হস্তীর ভীষণ চীৎকার শ্রুত হইতেছে। এক্ষণে মহারাজ ভগদত্তের রক্ষার্থ সমরে গমন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য; নচেৎ তিনি অবিলম্বেই রাক্ষসহস্তে নিহত হইবেন। অতএব হে মহাবীর্য্যসম্পন্ন বীর-পুরুষগণ! সত্বর হও, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; ভগদত্ত ও ঘটোৎকচের লোমহর্ষণ মহাসংগ্রাম ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে; ভগদত্ত আমাদের ভক্ত, কুলীন, শৌর্য্যশালী ও সেনাপতি, তাঁহার পরিত্রাণ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।'

পরাজিত কৌরবসৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তন

তখন মহাবীর দ্রোণ ও তত্রত্য ভূপতিগণ ভীষ্মের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর একত্র হইয়া ভগদত্তকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সত্বর তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন। এ দিকে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ সেই সমুদয় বীরগণকে সংগ্রামে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ সেই সমুদয় সৈন্য সন্দর্শন করিয়া অশনি-বিস্ফোটের[২] ন্যায় ঘোরতর ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন শান্তনুতনয় ভীষ্ম ঘটোৎকচের ভীষণ ধ্বনি শ্রবণ ও দিগ্‌গজগণের যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া পুনরায় দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, 'হে ভারদ্বাজ! আমার মতে দুরাত্মা ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রাম করা কর্ত্তব্য নয়। ঐ দুরাত্মা মহাবল-পরাক্রান্ত; বিশেষতঃ সহায়সম্পন্ন হইয়াছে; এক্ষণে স্বয়ং ইন্দ্রও উহাকে পরাজিত করিতে পারেন না। হিড়িম্বা তনয় লক্ষ্যে[১] শর প্রহার করিতেছে, আমরা শ্রান্তবাহন[২] এবং পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের শরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি। অতএব আমার মতে জয়শীল পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করা নিতান্ত অনুচিত। আজি অবহার করাই কর্ত্তব্য। কালি শত্রুদিগের সহিত সংগ্রাম করা যাইবে।' ঘটোৎকচ-ভয়ার্দ্দিত বীরগণ ভীষ্মের বাক্য-শ্রবণানন্তর তদুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কৌরবপক্ষীয়েরা রণে নিবৃত্ত হইলে জয়শীল পাণ্ডবগণ শঙ্খবেণুনিঃস্বন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ দিবস পাণ্ডবগণ মহাবীর ঘটোৎকচের সাহায্যে কৌরবদিগের সহিত এইরূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। কৌরবগণ পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া যৎপরোনাস্তি ব্রীড়ান্বিত[৩]-চিত্তে নিশাকালে স্বীয় শিবিরে গমন করিলেন। শর-বিক্ষতকলেবর মহারথ পাণ্ডুতনয়গণ জয়লাভজনিত হর্ষে হৃষ্ট হইয়া মহাবীর ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে প্রশংসা করিয়া তূর্য্যধ্বনি, শঙ্খনিঃস্বন ও বিবিধ সিংহনাদে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত ও দুর্য্যোধনের মর্ম্ম বিঘট্টিত[৪] করিয়া স্বীয় শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে মহারাজ দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবধ-জনিত শোকে আকুল হইয়া বাষ্পজল বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। অনন্তর বিধানানুসারে শিবিরের ব্যবস্থা করিয়া পুনরায় ভ্রাতৃনিধনশোকে অভিভূত ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।"

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের সবিলাপ যুদ্ধপ্রশ্ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! দেবদুষ্করকর্ম্মা[৫] পাণ্ডবদিগের কার্য্য শ্রবণগোচর করিয়া আমার অন্তঃকরণে মহা ভয় ও বিস্ময় উৎপন্ন হইয়াছে

১। বেদনাপীড়িত—ব্যথিত। ২। বজ্রপতন শব্দে।

১। তদীয় লক্ষ্য ব্যক্তিতে। ২। পরিশ্রান্ত গজাশ্বাদি। ৩। লজ্জিত। ৪। আলোড়িত—উদ্বেলিত। ৫। দেবগণেরও দুঃসাধ্য কর্ম্মসাধনক্ষম।

এবং পুত্রগণের পরাভব-সংবাদ শ্রবণ করিয়া কিরূপ অবস্থা হইবে, এই বলবতী চিন্তা আমার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। মহাত্মা বিদুরের বাক্য স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় দগ্ধপ্রায় হইতেছে; তিনি যেরূপ কহিয়াছিলেন, এক্ষণে দৈবযোগে তৎসমুদয়ই সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছে। পাণ্ডুতনয়েরা সৈন্য-সমভিব্যহারে ভীষ্ম প্রভৃতি মহাবল-পরাক্রান্ত প্রহরণধারী[১] বীর পুরুষের সহিত যুদ্ধ করিয়া নভোমণ্ডলে তারাগণের ন্যায় অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। জানি না, তাহারা কিরূপ তপস্যা করিয়াছে এবং কিরূপ বর ও কি প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়াছে; পাণ্ডবেরা যে বারংবার আমাদের সৈন্য সংহার করিতেছে, আমি তাহা কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেছি না। পাণ্ডবেরা যেরূপ বধার্হ[২], আমার পুত্রেরাও সেইরূপ; কিন্তু দৈববশতঃ আমাতেই সেই নিদারুণ দণ্ড নিপতিত হইতেছে। হে সঞ্জয়! তুমি এই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন কর। যেমন মনুষ্য ভুজবলে সন্তরণ করিয়া মহাসাগরের পার প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ আমি এই দুঃখের সীমা অবলোকন করিতেছি না। এক্ষণে বোধ হইতেছে, পুত্রগণের অতি দারুণ বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে; মহাবীর ভীষ্ম তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ বিনাশ করিবে; এক্ষণে আমার পুত্রগণকে রক্ষা করে, এমন কাহাকেও নিরীক্ষণ করিতেছি না। তাহারা নিশ্চয়ই রণস্থলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; অতএব তুমি ইহার উপযুক্ত কারণ কীর্ত্তন কর। দুর্য্যোধন স্বপক্ষদিগকে রণপরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সুবলনন্দন শকুনি, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ আমার পুত্রগণ সমরপরাঙ্মুখ হইলে কিরূপ কর্ত্তব্যাবধারণ করিলেন, তাহাও আনুপূর্ব্বিক বর্ণন কর।

১। অস্ত্রশস্ত্রধারী। ২। মরণশীল। ৩। অভিচার।

পাণ্ডবদিগের জয়কারণ কথন

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আমি যাহা কহিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণ কোন মন্ত্রকৃত[৩] বিষয়ের অনুষ্ঠান, মায়াজাল বিস্তার বা বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছেন না। তাঁহারা পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিতেছেন এবং যশোবাসনাপরবশ[১] হইয়া জীবিকা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেও ধর্ম্মানুসারে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীসম্পন্ন মহাবল পাণ্ডবগণ সমর হইতে নিবৃত্ত হইবেন না। হে রাজন! যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়; অতএব কেহই তাঁহাদিগকে বধ করিতে পারিবে না, প্রত্যুত তাঁহারাই জয়যুক্ত হইবেন। আপনার পুত্রেরা সতত পাপকর্ম্মনিরত, দুরাত্মা, নিষ্ঠুর ও নীচকর্ম্মা; এই নিমিত্তই তাঁহারা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। আপনার পুত্রেরা নিতান্ত নীচের ন্যায় বারংবার পাণ্ডবগণকে পরাভব ও তাঁহাদিগের প্রতি ক্রূরাচরণ করিয়াছেন, পাণ্ডবেরা আপনার পুত্রগণের সেই সকল পাপানুষ্ঠানবিষয়ে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক সহ্য করিয়াছিলেন; তথাচ আপনার পুত্রেরা তাঁহাদিগকে সমুচিত সমাদর করেন নাই। হে মহারাজ! সেই সতত অনুষ্ঠিত পাপের মহাকালফল[২] সদৃশ ভয়ানক ফল সমুপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনি পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত উহা ভোগ করুন। বিদুর, ভীষ্ম ও মহাত্মা দ্রোণ প্রভৃতি বান্ধবগণ এবং আমি—আমরা আপনাকে বারংবার নিবারণ করিয়াছি, তথাপি মন্দ ব্যক্তি যেমন হিতকর ঔষধ অগ্রাহ্য করে, তদ্রূপ আপনি আমাদিগের হিতকর বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন না, প্রত্যুত আপনি পুত্রগণের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডবদিগকে জিতপ্রায়[৩] বিবেচনা করিতেছেন।

হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ যে কারণে জয়লাভ করিয়া থাকেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। একদিন মহারাজ দুর্য্যোধন মহারথ ভ্রাতৃগণকে রণস্থলে পরাজিত দেখিয়া নিশাকালে শোকাকুলিতমনে পিতামহ-সন্নিধানে গমন করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, 'হে পিতামহ! আপনি, দ্রোণ, শল্য, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, হার্দ্দিক্য, সুদক্ষিণ, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ, ভগদত্ত এবং অন্যান্য সুবিখ্যাত জীবিতনিরপেক্ষ কুলতনয়েরা ত্রিলোক সংহার করিতে সমর্থ হইয়াও কি নিমিত্ত পাণ্ডবগণের বলবীর্য্য সহ্য করিতে পারিতেছেন না, এই বিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় জন্মিয়াছে এবং পাণ্ডবগণ কাহাকে আশ্রয়

১। একান্ত যশোলিপ্সু। ২। অনিবার্য্য মৃত্যু। ৩। প্রায় পরাজিত।

করিয়া পদে পদে আমাদিগকে পরাজিত করিতেছে, এই সকল বিষয় কীর্ত্তন করুন।'

ভীষ্ম কহিলেন 'হে মহারাজ! আমি তোমাকে বারংবার বলিয়াছি, তথাপি তুমি তাহা কর নাই; কিন্তু এক্ষণে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করা উচিত হইতেছে। তাহা হইলেই তোমার ও পৃথিবীর মঙ্গললাভ হইবে এবং তুমিও সুহৃদ্‌গণকে পরিতৃপ্ত ও বন্ধুদিগকে আনন্দিত করিয়া ভ্রাতৃবর্গ-সমভিব্যাহারে পরম সুখে পৃথিবী ভোগ করিতে পারিবে। আমি পূর্ব্বে তোমাকে নির্ব্বন্ধাতিশয়-সহকারে যাহা কহিয়াছিলাম, তুমি তাহা শ্রবণ না করিয়া পাণ্ডবগণের অবমাননা করিয়াছ, এক্ষণে তাহারই প্রতিফল সমুপস্থিত হইয়াছে। আর তাহারা কি নিমিত্ত অবধ্য হইয়াছে, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ বাসুদেব সতত পাণ্ডবগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন; সুতরাং তাহাদিগকে পরাজয় করে, এমন লোক ত্রিলোকমধ্যে নয়নগোচর হয় না, হইবে না ও হয় নাই। মহর্ষিগণ আমার নিকট একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি তাহা শ্রবণ কর।

পাণ্ডবসহায় কৃষ্ণের বিভূতিবর্ণন

পূর্ব্বকালে মহর্ষি ও সুরগণ সমবেত হইয়া গন্ধমাদনপর্ব্বতে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাদিগের মধ্যে পরমসুখে উপবেশন করিয়া নভোমণ্ডলে অতি ভাস্বর রমণীয় এক বিমান নিরীক্ষণ করিলেন এবং ধ্যান দ্বারা সমস্ত বিদিত হইয়া হৃষ্টমনে কৃতাঞ্জলিপুটে পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে নমস্কার করিলে মহর্ষি এবং সুরগণও গগনমণ্ডলে সমুত্থিত বিমান অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান হইয়া সেই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা ত্রিলোকীনাথ বিষ্ণুকে বিধানানুসারে অর্চ্চনা করিয়া স্তব করিলেন,—'হে বাসুদেব! তুমি বিশ্বাবসু, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমূর্ত্তি ও বিশ্বকসেন; আমি তোমাকে পরমদেবতা বলিয়া স্বীকার করি। হে মহাদেব! তুমি বিশ্ব, তুমি লোকের হিতানুষ্ঠানে নিরত, তুমি যোগেশ্বর, তুমি সকলের প্রভু, তুমি যোগপরায়ণ; হে অনঘ! হে পদ্মনাভ! হে বিশ্বলোচন! তুমি ঈশ্বরের ঈশ্বর, তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের প্রভু, হে প্রিয়দর্শন! তুমি আত্মজের আত্মজ, তুমি অসংখ্য গুণের আধার, তুমি লোকসকলের পরমগতি। হে নারায়ণ! হে শার্ঙ্গধর! তোমার মহিমার পরিসীমা নাই, তুমি নিরাময়, তুমি লোকের কার্য্যসাধনে তৎপর, তুমি মহোরগ ও মহাবরাহের আদি; হে পিঙ্গলকেশ! হে পীতাম্বর! তুমি দিক্‌সকলের ঈশ্বর, তুমি বিশ্বনিকেতন[১], তুমি অমিত ও অব্যয়, তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত, তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমি জিতেন্দ্রিয়, তুমি অসংখ্যেয়[২], তুমি আত্মভাবজ্ঞ, তুমি গম্ভীর, তুমি কামদ, তুমি সতত সৎকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাক; হে অনন্ত! তুমি ব্রহ্মবিৎ, তুমি ভূতভাবন[৩], তুমি কৃতকর্ম্মা[৪], তুমি প্রজ্ঞাবান্, ধর্ম্মজ্ঞ, তুমি বিজয়, তুমি গূঢ়াত্মা[৫], তুমি সর্ব্বযোগাত্মা, হে লোকেশ! তুমি জগতের কারণ, তুমি সকলভূতস্বরূপ, তুমি আত্মতত্ত্ব[৬], তুমি স্বয়ম্ভূ[৭], হে মহাভাগ! তুমি প্রলয়কর্ত্তা, উৎপত্তির কারণ, মনোভাব ও ব্রাহ্মণের প্রিয়, তুমি সৃষ্টিসংহারনিরত; হে কালেশ[৮]! তুমি অমৃতসম্ভূত, তুমি সৎস্বভাবসম্পন্ন, তুমি সর্ব্বদাতা, তুমি জয়যুক্ত হও। ভগবতী বসুন্ধরা তোমার চরণদ্বয়, দিক্‌সমুদয় বাহু, গগনমণ্ডল মস্তক, আমি[৯] মূর্ত্তি, দেবগণ দেহ, চন্দ্রসূর্য্য চক্ষু; তপ, সত্য, বল, ধর্ম্মকর্ম্ম আত্মজ, অগ্নি তেজ এবং সমীরণ নিশ্বাস। সলিলরাশি তোমার স্বেদ হইতে সম্ভূত হইয়াছে; অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার শ্রবণযুগল, দেবী সরস্বতী জিহ্বা এবং বেদ-সকল তোমারই সংস্কারনিষ্ঠ। তুমি জগতের আশ্রয়, তোমার কি পরিমাণ, কি তেজ, কি পরাক্রম, কি বল, কিছুরই ইয়ত্তা নাই; আমরা তোমার জন্ম অবগত নহি, আমরা তোমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিয়ম দ্বারা তোমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি। তুমি পরমেশ্বর ও মহেশ্বর। আমরা তোমাকে সতত অর্চ্চনা করি। আমি তোমারই প্রসাদে দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, পিশাচ, মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী ও সরীসৃপ প্রভৃতি সমস্ত জীব জন্তু সৃষ্টি করিয়াছি। তুমি দুঃখের অবসান করিয়া থাক, তুমি সর্ব্বভূতের গতি, তুমি সকলের নেতা

১। বিশ্বের আধার। ২। অসীম। ৩। প্রাণিপ্রসবকর্ত্তা। ৪। সত্যসঙ্কল্প। ৫। দুর্জ্ঞেয়। ৬। আপনি আপনার বিদিত। ৭। স্বপ্রকাশ। ৮। কালনিয়ন্তা—মহাবল। ৯। ব্রহ্মা।

এবং তুমিই জগতের আদি, দেবগণ তোমারই অনুগ্রহে সতত সুখে অবস্থান করিতেছেন। তোমারই অনুগ্রহে পৃথিবী নির্ভয় হইয়াছে। এক্ষণে তুমি ধর্ম্মসংস্থাপন, দানবদলন ও পৃথিবীধারণের নিমিত্ত যদুবংশে অবতীর্ণ হও। হে বিভো! আমি যাহা নিবেদন করিলাম, তাহার অনুষ্ঠান কর; আমি তোমারই অনুগ্রহে পরম গুহ্যবিষয় সমুদয় কীর্ত্তন করিয়াছি, তুমিই আত্মার সাক্ষী, তুমি আত্মস্বরূপ সঙ্কর্ষণ, আত্মজস্বরূপ প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধকে সৃষ্টি করিয়াছ; সকলে এই অনিরুদ্ধকে অব্যয় বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়া অবগত আছেন; এই অনিরুদ্ধই আমাকে লোকধারী ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব আমিও তোমার বিনির্ম্মিত বাসুদেবস্বরূপ; এক্ষণে তুমি আপনাকে ঐরূপ ভাগে বিভক্ত করিয়া মানুষকলেবর পরিগ্রহ কর। তুমি মনুষ্যলোকে সকলের সুখ-সম্পাদনার্থ অসুরবধ, ধর্ম্মসংস্থাপন ও যশোলাভ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে গমন করিবে। হে অমিতবিক্রম! দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া তোমার সেই সকল নাম দ্বারা তোমাকেই পরমাদ্ভুত বলিয়া গান করিয়া থাকেন। ভূতসকল তোমাতে অবস্থান করিতেছে; ব্রাহ্মণগণ তোমার আশ্রয় লাভ করিয়া তোমাকেই অনাদি, অনন্ত, অবধ্য, অসীম ও সংসারের সেতু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।'

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

ভগবানের নর-নারায়ণ-বিগ্রহ

ভীষ্ম বলিলেন, 'হে রাজন্! অনন্তর ত্রিলোক-পতি ভগবান বিষ্ণু স্নিগ্ধগম্ভীরস্বরে ব্রহ্মাকে কহিলেন, —হে তাত! আমি যোগবলে তোমার অভিলষিত সকল বিষয়ই অবগত হইয়াছি; তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। এই বলিয়া তিনি তথায় অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট ও একান্ত কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! আপনি যাঁহাকে বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া উৎকৃষ্ট বাক্যে স্তব করিলেন, উনি কে? আমরা উহা শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি।

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা মধুরবাক্যে তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে দেবর্ষিগন্ধর্ব্বগণ! যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান; যিনি সকলের পর[১], যিনি প্রভু, ব্রহ্ম ও পরমপদ; তিনি প্রসন্ন হইয়া আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছিলেন, আমি জগতের হিতার্থ তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়া কহিলাম, হে বিশেশ! তুমি বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়া মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ কর এবং অসুর-সংহার করিবার নিমিত্ত অবনীতলে অবতীর্ণ হও। যে সমস্ত ঘোররূপ মহাবল-পরাক্রান্ত দৈত্য, দানব ও রাক্ষস সমরক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল, তাহারাই মনুষ্যযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি তাহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত নরের সহিত মানব-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে সঞ্চরণ করিবে। অমরগণও পুরাতন ঋষি নর-নারায়ণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়েন না, তাঁহারা একত্র হইয়া নরলোকে জন্মগ্রহণ করিলে কিন্তু মূঢ় লোকেরা তাঁহাদিগকে জানিতে পারিবে না। আমি তাঁহারই আত্মজ ও জগতের পতি। সেই সর্ব্বলোকেশ্বর বাসুদেব তোমাদিগের অনুনেয়[২]। তোমরা শঙ্খচক্র-গদাধর বাসুদেবকে মনুষ্য বলিয়া কদাচ অবজ্ঞা করিও না; তিনি পরম গুহ্য, পরমপদ, পরমব্রহ্ম ও পরম-যশ। তিনি অক্ষয়, অব্যক্ত ও শাশ্বত; লোকে তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, কিন্তু কেহ তাঁহাকে জানে না; বিশ্বকর্ম্মা ইঁহাকে পরম তেজ, পরম-সুখ ও পরম-সত্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, অতএব কি ইন্দ্রাদি দেবতা, কি অসুরগণ, কাহারই বাসুদেবকে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নয়। যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করিয়া হৃষীকেশকে মনুষ্য বলে, সে মূঢ়মতি পুরুষাধম। যে ব্যক্তি সেই পরমকারণ পরমাত্মাকে মনুষ্য-কলেবর পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া অবজ্ঞা করে, মানবগণ তাহাকে তামস পুরুষ বলিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি সেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত বাসুদেবকে বিদিত নয়, লোকে তাহাকেও তামস পুরুষ বলিয়া থাকে। সেই কিরীটকৌস্তুভধারী, মিত্রগণের অভয়প্রদ, মহাত্মা বাসুদেবকে অবজ্ঞা করিলে ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইতে হয়। সকল লোকেই এইরূপ তত্ত্বার্থ অবগত হইয়া সকল লোকেই ঈশ্বর কৃষ্ণকে নমস্কার করিবে।

১। অতীত। ২। পূজ্য।

ভগবান্ কমলযোনি দেবর্ষিগণকে এইরূপ কহিয়া সকলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মহর্ষি ও অসুর-সকল ব্রহ্মার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে সুরলোকে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

যেখানে কৃষ্ণ সেইখানেই জয়

মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া এইরূপে বাসুদেবের গুণগান করিতেছিলেন। আমি তাঁহাদিগেরই মুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি এবং জামদগ্ন্য, মার্কণ্ডেয়, ব্যাস এবং নারদও আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন। সকল জগতের পিতা ব্রহ্মা তাঁহার আত্মজ, সেই ত্রিলোকীনাথ অব্যয় বাসুদেবের গুণগ্রাম অবগত হইয়া এবং তাঁহার বিষয় সমস্ত শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে সৎকার না করিবে? হে বৎস! মহাত্মা মহর্ষিগণ তোমাকে 'ধন্বী বাসুদেব ও পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না' বলিয়া বারংবার নিবারণ করিয়াছেন, কিন্তু তুমি মোহপরতন্ত্র হইয়া অনুধাবন করিতেছ না, এক্ষণে তোমাকে ক্রূররাক্ষস বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি অজ্ঞানান্ধকারে একান্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া আছ বলিয়া বাসুদেব ও অর্জ্জুনের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছ। দেখ, কোন্ মনুষ্য নর ও নারায়ণের দ্বেষী হইতে সমর্থ হয়? তিনি নিত্য, অব্যয়, সর্ব্বলোকময়, শাস্তা, বিধাতা, লোকপাল ও নিশ্চল। সেই চরাচরগুরু হরি এই ত্রিলোক ধারণ করিতেছেন; তিনি যোদ্ধা, জয়, জেতা, প্রকৃতি ও ঈশ্বর। তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-বিবর্জ্জিত; অতএব যে স্থানে কৃষ্ণ, সেই স্থানেই ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়। তাঁহার মাহাত্ম্য ও আত্মযোগ দ্বারা পাণ্ডবেরা রক্ষিত হইতেছেন; সুতরাং তাঁহাদিগেরই জয়লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি পাণ্ডবগণকে সৎপরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করেন, তিনি সতত নির্ভয়ে কালযাপন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! তুমি যাঁহার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই শাশ্বত সর্ব্বভূতময় দেবতাই বাসুদেব নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। স্ব স্ব লক্ষণোপেত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা তাঁহারই সেবা ও সৎকার করিয়া থাকেন। ভগবান্ বলদেব দ্বাপরের অন্তে ও কলিযুগের আদিতে সাত্বত-বিধি[১] অবলম্বনপূর্ব্বক যাঁহাকে গান করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বস্রষ্টা প্রতিযুগে সমস্ত সুরলোক, সত্যলোক, সমুদ্রগর্ভস্থিত পুরী[২] এবং মনুষ্যের আবাসস্থান বারংবার সৃষ্টি করিতেছেন।'

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

কৃষ্ণমাহাত্ম্য

দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে পিতামহ! সকল লোকে যাঁহাকে মহাভূত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, এক্ষণে সেই বাসুদেব কোন্ স্থান হইতে পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন এবং কোথায় বা অবস্থান করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।'

ভীষ্ম কহিলেন, 'রাজন্! বাসুদেব মহাভূত ও সকল দেবতার দেবতা; তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নিরীক্ষিত হয় না। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহাকে মহৎ ও অদ্ভুত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; তিনি সমুদয় ভূত, ভূতাত্মা, মহাত্মা ও পুরুষোত্তম। সেই মহাত্মা পুরুষোত্তম পৃথিবী, জল, বায়ু ও তেজ এই সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়া সলিলে শয়ন করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বতেজোময় পুরুষ যোগবলে সলিলে শয়ন করিয়া মুখ হইতে অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু এবং মন হইতে সরস্বতী ও বেদসমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অগ্রে দেবতা, ঋষি ও লোকসকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের উৎপত্তি, প্রলয় ও সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম, ধর্ম্মজ্ঞ, বরদ ও সর্ব্বকামদাতা, তিনি কর্ত্তা ও কার্য্য। তিনি প্রথমতঃ জগতের স্রষ্টাকে সৃষ্টি করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয় কল্পনা করিয়াছেন; তিনি সকল ভূতের অগ্রজ সঙ্কর্ষণ ও শেষ নাগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; সকলে এই শেষ-নাগকে অনন্ত বলিয়া বিদিত আছেন, উনিই পর্ব্বত ও প্রাণিগণ-সমাকীর্ণ ধরা ধারণ করিতেছেন। জ্ঞানিগণ ধ্যানযোগে ইঁহাকে অবগত হইয়া মহাতেজাঃ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বাসুদেব ও ব্রহ্মাকে[৩] বিনাশ করিতে উদ্যত, স্বীয় কর্ণেন্দ্রিয়-সমুদ্ভব[৪], ভয়ঙ্কর, ভীমকর্ম্মা, উগ্রবুদ্ধি-সম্পন্ন, মধু[৫]

১। ভক্তিমার্গ। ২। দ্বারকা। ৩—৫। অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণুর কর্ণমলজাত মধু ও কৈটভ তদীয় নাভিকমলস্থিত ব্রহ্মার বধে উদ্যত হইলে তিনি উহাদিগকে বিনাশ করেন। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ)।

নামক অসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। দেব, দানব, ও মনুষ্যেরা মধু নামক অসুরকে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া বাসুদেবকে মধুসূদন ও মহর্ষিরা তাঁহাকে জনার্দ্দন বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন। তিনি বরাহ, নৃসিংহ ও বামন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি প্রাণিগণের পিতা, মাতা ও দুঃখহর; তাঁহা ভিন্ন সর্ব্বদুঃখসংহারক আর কেহ হয় নাই এবং হইবেও না। তিনি মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং চরণযুগল হইতে শূদ্র উৎপাদন করিয়াছেন। তপোনুষ্ঠানে নিরত হইয়া সকল দেহীর বিধাতা, ব্রহ্ম ও যোগ-স্বরূপ কেশবকে অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে অর্চ্চনা করিলে অবশ্যই মহৎফল প্রাপ্ত হয়। মহর্ষিগণ তাঁহাকে পরম তেজ ও সর্ব্বলোকপিতামহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; তাঁহাকে আচার্য্য, পিতা ও গুরু বলিয়া অবগত হইবে। কৃষ্ণ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তিনি অক্ষয় লোক-সকল জয় করিয়া থাকেন। যিনি শঙ্কা উপস্থিত হইলে কেশবের শরণাপন্ন হয়েন এবং যিনি এই বিষয় পাঠ করেন, তাঁহার মঙ্গল ও সুখলাভ হয়। কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলে মানবগণ কদাচ মুগ্ধ হয় না। হে মহারাজ! কেশব ভীত ব্যক্তিদিগকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করিয়া থাকেন, ইহা সম্যক্ অবগত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন।'

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

ব্রহ্মা-কৃত বাসুদেব-স্তব

ভীষ্ম কহিলেন, 'হে রাজন্! এক্ষণে ভগবান্ কমলযোনি যেরূপে বাসুদেবের স্তব করিয়াছিলেন এবং যাহা ভূমণ্ডলে ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। ভগবান্ নারদ বাসুদেবকে সাধ্য ও দেবগণের প্রভু, দেবদেবেশ্বর, লোকভাবন ও ভাবজ্ঞ[১] বলিয়া কীর্ত্তন করেন। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহাকে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, যজ্ঞের যজ্ঞ[২] ও নারায়ণের চক্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহামুনি বাদরায়ণি কহিয়াছেন, 'হে ভগবন্! তুমি ভূতগণের দেবদেব। পূর্ব্বপণ্ডিতেরা প্রজাসৃষ্টিবিষয়ে তোমাকে প্রজাপতি দক্ষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁহাকে সর্ব্বভূতস্রষ্টা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহর্ষি দেবল কহিয়াছেন, হে দেব! অব্যক্ত বিষয়[১] তোমার শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; ব্যক্ত বিষয়[২] তোমার মনে অবস্থান করিতেছে। দেবগণ তোমার বাক্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে নাথ! তোমার মস্তক দ্বারা নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছে; বাহুযুগল ধরাতল ধারণ করিতেছে এবং জঠরমধ্যে ভুবনত্রয় অবস্থিত আছে। তুমি সনাতন পুরুষ; মনুষ্যেরা তপঃপ্রভাবে তোমাকে দেবতা বলিয়া বিদিত হইয়া থাকে। তুমি আত্মদর্শনতৃপ্ত মহর্ষি ও উদার-প্রকৃতি-সম্পন্ন সমরে অপরাঙ্মুখ রাজর্ষিগণের একমাত্র গতি। এই বলিয়া সনৎকুমার প্রভৃতি যোগীরা প্রতিনিয়ত তোমার অর্চ্চনা ও স্তব করিয়া থাকেন।

হে বৎস! আমি সংক্ষেপে ও সবিস্তর ভগবান্ বাসুদেবের বিষয় স্বরূপতঃ কীর্ত্তন করিলাম; তুমি এক্ষণে তাঁহার প্রতি প্রীত[৩] হও'।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের নিকট এই পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া মনে মনে কেশব ও পাণ্ডবদিগকে বহুমান[৪] করিলেন। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, 'বৎস! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি অর্জ্জুন ও কেশবের সেই মাহাত্ম্য এবং যে নিমিত্ত তাঁহারা মনুষ্যমধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও যে কারণে কেহ তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম; আর মহাত্মা পাণ্ডবগণ যে নিমিত্ত অবধ্য হইয়াছেন, তাহাও শ্রবণ করিলে। হে মহারাজ! বাসুদেব পাণ্ডবগণের প্রতি একান্ত প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব আমি তোমাকে বারংবার কহিতেছি, তুমি এক্ষণে তাঁহাদের সহিত শান্তিসংস্থাপন করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে রাজ্য ভোগ কর। তুমি নর ও নারায়ণকে অবজ্ঞা করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।'

এই বলিয়া ভীষ্ম তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে বিদায় করিলেন। দুর্য্যোধনও তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক শিবিরে প্রবেশ ও দুগ্ধফেননিভ ধবল শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রিকাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।"

১। অন্তর্য্যামী। ২। পূজ্য—যজ্ঞেশ্বর।

১। ত্রিগুণান্বিত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। ২। গুণাতীত নারায়ণ। ৩। অনুরাগযুক্ত হও। ৪। বহু সম্মান—মনে মনে পূজা।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়

পঞ্চম-দিবসীয় যুদ্ধ—ব্যূহরচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাত ও দিবাকর উদিত হইলে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা সমবেত, নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও জিগীষাপরবশ হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকনপূর্ব্বক যুদ্ধে ধাবমান হইলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আপনার কুমন্ত্রণানুসারে মকরব্যূহ[১] রচনা করিয়া প্রহৃষ্টমনে নানাপ্রকার অস্ত্র ও বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্ম সেই মকরব্যূহের চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডবেরাও নিয়মানুসারে ব্যূহ রচনা করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ধ্বজসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া নির্গত হইলে রথী, পদাতি, হস্তী ও হস্তিপক সকল যথাস্থানে অবস্থিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগকে সংগ্রামে উদ্যত নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত দুর্ভেদ্য শ্যেনব্যূহ[২] রচনা করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন সেই ব্যূহের মুখে, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন নেত্রদ্বয়ে, সত্যবিক্রম সাত্যকি শিরোভাগে এবং পার্থ গম্ভীর শরাসন বিকম্পিত করিয়া গ্রীবাদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাত্মা দ্রুপদ আত্মজের সহিত এবং অক্ষৌহিণী সেনাসমভিব্যাহারে উহার বামপক্ষ, কৈকেয় তাহার দক্ষিণপক্ষ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, অভিমন্যু ও স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল এবং সহদেবের সহিত উহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ভীম সম্মুখ দ্বার দিয়া মকর-ব্যূহে প্রবেশপূর্ব্বক ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া শরজালে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ভীষ্ম পাণ্ডবগণের ব্যূহিত সৈন্য বিমোহিত করিয়া মহাস্ত্রজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন স্বীয় সৈন্যগণকে বিমোহিত দেখিয়া সত্বর শর দ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন এবং ভীষ্মপ্রযুক্ত অস্ত্র নিরস্ত করিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বীয় সৈন্যগণের সহিত রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন ভয়ঙ্কর সৈন্য সংহার ও ভ্রাতৃবধ চিন্তা করিয়া অবিলম্বে দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, 'হে আচার্য্য! আপনি নিরন্তর আমার হিতাভিলাষ করিয়া থাকেন। হীনবল পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, আমরা পিতামহ ভীষ্ম ও আপনাকে আশ্রয় করিয়া অমরগণকে পরাজয় করিতে বাসনা করি; এক্ষণে যাহাতে পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা করুন; আপনার মঙ্গল হইবে।' তখন দ্রোণাচার্য্য সাত্যকির সমক্ষে পাণ্ডবগণের সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন; সাত্যকিও দ্রোণাচার্য্যকে তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন। এইরূপে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল; প্রবলপ্রতাপশালী দ্রোণ দশটি বাণ দ্বারা সাত্যকির জত্রুদেশ অনায়াসে বিদ্ধ করিলেন। ইত্যবসরে ভীমসেন ক্রোধভরে তাঁহার হস্ত হইতে সাত্যকিকে রক্ষা করিয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন আচার্য্য দ্রোণ, ভীষ্ম ও শল্য নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরজাল দ্বারা ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর আত্মজগণ নিশিত শরনিকর দ্বারা ঐ সমস্ত উদ্যতায়ুধ বীরদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে শিখণ্ডী মহাবল-পরাক্রান্ত ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে রোষকষায়িতলোচনে আগমন করিতে দেখিয়া প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং জলধরের ন্যায় গভীরনিঃস্বন সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করিয়া দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন ভরতপিতামহ ভীষ্ম শিখণ্ডীকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার স্ত্রীত্ব স্মরণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। ইত্যবসরে দ্রোণাচার্য্য মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শিখণ্ডীর প্রতি ধাবমান হইলেন। শিখণ্ডী যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় নিতান্ত সমুজ্জ্বল দ্রোণাচার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া ভীত-মনে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন যশোলাভ-বাসনায় বিপুল বল-সমুদয়ের সহিত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন, পাণ্ডবগণও জয়-লাভার্থ একান্ত অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া—ধনঞ্জয়কে পুরস্কৃত করিয়া ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিলেন। যেমন দানবদিগের সহিত দেবগণের যুদ্ধ হইয়াছিল,

---

১। মকরব্যূহে সৈন্যগণের অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ বিপুল এবং মধ্যভাগ সূক্ষ্মরূপে রচনা করিবে। অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগে ভয় উপস্থিত হইলে এই ব্যূহ রচনা করিতে হয়। ২। শ্যেন অর্থাৎ বাজ পাখীর যেরূপ আকৃতি, তদনুসারে এই ব্যূহের সম্মুখভাগ সূক্ষ্ম, শেষভাগ অপেক্ষাকৃত কিছু স্থূল এবং দুই পার্শ্বদেশ বিস্তীর্ণ হইবে।

তদ্রূপ অসীম যশ ও জয়লাভার্থী কৌরব এবং পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।"

সপ্ততিতম অধ্যায়

উভয়পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ভীমসেন হইতে দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দিবসের পূর্ব্বাহ্ণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রণস্থল হইতে গগনতলস্পর্শী তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণের বৃংহিতধ্বনি, অশ্বের হ্রেষারব এবং ভেরী ও শঙ্খের শব্দে রণস্থল তুমুল হইয়া উঠিল। মহাবল-পরাক্রান্ত সমরাভিলাষী বীরপুরুষেরা বিজয়লাভার্থী হইয়া গোষ্ঠে বৃষভের ন্যায় পরস্পরের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিশিত শরপ্রহারে বীরগণের মস্তকসকল অনবরত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল; বোধ হইল যেন, নভোমণ্ডল হইতে প্রস্তর-বৃষ্টি হইতেছে। পরে কনকোজ্জ্বল কুণ্ডলালঙ্কৃত উষ্ণীষধারী মস্তকসকল রণক্ষেত্রে নিপতিত রহিয়াছে নিরীক্ষিত হইতে লাগিল এবং কাহার উত্তমাঙ্গ ছিন্ন, কাহার কবচমণ্ডিত দেহ, কাহার কুণ্ডল-বিভূষিত মস্তক, কাহার অলঙ্কৃত বাহুদণ্ড এবং কাহারও বা রক্তপ্রান্তলোচনসনাথ[১] শশিসঙ্কাশ মুখমণ্ডল দ্বারা ক্ষণকালমধ্যে বসুন্ধরা পরিপূর্ণ হইল। বহুসংখ্যক গজবাজীর ছিন্নভিন্ন কলেবরে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন উভয়পক্ষীয় বীরগণের যুদ্ধ সুরাসুর যুদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল; ধূলিজাল ঘনমণ্ডলীর ন্যায় সমুত্থিত হইল, শস্ত্র-সকল বিদ্যুতের ন্যায় স্ফুরিত হইতে লাগিল, আয়ুধধ্বনি মেঘনির্ঘোষের ন্যায় অনুভূত হইল এবং রুধিরপ্রবাহ বারিধারার ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল।

যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়গণ সেই ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রামকালে অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষীয় কুঞ্জরগণ বাণবৃষ্টি দ্বারা নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া চীৎকার করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইল। অতি তেজস্বী রোষাবিষ্ট ধীরপ্রকৃতি-সম্পন্ন বীরগণের তলধ্বনিপ্রভাবে কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না; চতুর্দ্দিক্ শোণিতসমাচ্ছন্ন ও কবন্ধ-সকল সমুত্থিত হইলে অন্যান্য ভূপালগণ শত্রুবধে উদ্যত হইয়া ধাবমান হইলেন। অর্গলতুল্য ভুজযুগলসম্পন্ন বীরগণ শর, শক্তি, গদা ও খড়্গ-প্রহারে পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিলেন। কুঞ্জর-সকল শরবিদ্ধ ও নিরঙ্কুশ হইয়া ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। উভয়পক্ষীয় অশ্বগণ আরোহী বিনষ্ট হইলে দশদিকে ধাবমান হইতে লাগিল এবং কোন কোন অশ্ব এক একবার উত্থিত ও পরক্ষণেই শরাহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। হে মহারাজ! ভীষ্মের সহিত ভীমের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে চতুর্দ্দিকে মস্তক, বাহু, কার্ম্মুক, গদা, পরিঘ, উরু, চরণ ও কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণের রাশি পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। কোন কোন স্থলে ধাবমান অশ্ব ও বিনিবৃত্ত[২] মাতঙ্গসমূহ দৃষ্টিগোচর হইল। ক্ষত্রিয়গণ কালপ্রেরিত হইয়া গদা, অসি, প্রাস ও সন্নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। কোন কোন সমরনিপুণ বীর লৌহময় অর্গলসদৃশ বাহুযুগল দ্বারা যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া মুষ্টি, জানু, তল ও কফোণি[২] দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ কখন পতিত, কখন পীড়িত, কখন ভূপৃষ্ঠে বিচেষ্টমান[৩] হইতে লাগিলেন। এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে আরব্ধ হইলে রথি-সকল রথচ্যুত হইয়া খড়্গ ধারণপূর্ব্বক পরস্পরকে বধ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইল। অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন বহুসংখ্যক কলিঙ্গদেশীয় বীরপুরুষে পরিবেষ্টিত হইয়া ভীষ্মকে পুরস্কৃত করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি গমন করিলেন। পাণ্ডবেরাও বেগগামী যানে আরূঢ় হইয়া মহাবীর বৃকোদরকে বেষ্টন করিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন।"

১। নয়নপ্রান্ত রক্তবর্ণসমাবৃত।

১। পলায়মান। ২। কনুই। ৩। হস্তপদসঞ্চালন—ছট্‌ফট্, কয়া।

একসপ্ততিতম অধ্যায়

ভীষ্ম-অর্জ্জুন যুদ্ধ—বহুসৈন্য হত

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য পার্থিবদিগকে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে দেখিয়া অস্ত্র উদ্যত করিয়া ধাবমান হইলেন। তাঁহার পাঞ্চজন্যের[১] নির্ঘোষ ও তাঁহার গাণ্ডীবের টঙ্কার শ্রবণ এবং ধ্বজদণ্ড সন্দর্শন করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইল। আমরা সিংহলাঙ্গুল-ভূষিত, বহুবর্ণ-চিত্রিত, বানর-লাঞ্ছিত, আকাশে প্রজ্বলিত পর্ব্বতের ন্যায় উত্থিত ধূমকেতুর সদৃশ তাঁহার দিব্য ধ্বজ নিরীক্ষণ করিলাম, উহা কদাচ বৃক্ষে সংলগ্ন হয় না। যোদ্ধগণ নভোমণ্ডলে মেঘমধ্যস্থ বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন সুবর্ণপৃষ্ঠ গাণ্ডীব-শরাসন সন্দর্শন করিতে লাগিল। তিনি কৌরব-সৈন্য-সংহারে প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অতি গভীর গর্জ্জন ও ঘোরতর তলশব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলাম। যেমন প্রচণ্ড বায়ু-প্রেরিত ঘোর গর্জ্জনশীল সৌদামিনীমণ্ডিত ঘনমণ্ডলী চারিদিকে বারিবর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন চারিদিকে শরবর্ষণ করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন; কিন্তু তিনি পূর্ব্ব কি পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন, তাহা আমরা অস্ত্রবিমোহিত[২] হইয়া কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না। শ্রান্তবাহন, হতাশ্ব, হতচেতন যোদ্ধৃগণ পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া দুর্য্যোধনাদির সহিত পলায়ন করিয়া ভীষ্মের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রথিসকল ভীত হইয়া রথ হইতে ও অশ্বারোহি-সকল অশ্ব হইতে নিপতিত হইতে লাগিল এবং পদাতিগণ ভূতলে পতিত হইল। সৈন্য-সকল অশনি-নির্ঘোষ সদৃশ গাণ্ডীবশব্দ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কলিঙ্গাধিপতি শীঘ্রগামী কাম্বোজ-দেশীয় অশ্বগণে, রক্ষাকুশল বহুসহস্র গোপবলে[৩] এবং মদ্র, সৌবীর, গান্ধার, ত্রৈগর্ত্ত ও প্রধান প্রধান কলিঙ্গদেশীয় ব্যক্তিসমূহে পরিবৃত হইলেন। মহারাজ জয়দ্রথ বহুসংখ্যক মনুষ্য ও ভূপালগণের সহিত সমবেত হইয়া দুঃশাসনকে অগ্রে করিয়া রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশ সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী মহারাজ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে সৌবলকে বেষ্টন করিয়া রহিল।

হে মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়া রথ ও বাহন-সকল বিভাগপূর্ব্বক আপনার পক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন সেই রণস্থলে রথ, বারণ, অশ্ব ও পদাতি দ্বারা ধূলিজাল নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া মহামেঘের ন্যায় প্রতিভাত হইল। মহাবীর ভীষ্ম তোমর, প্রাস, নারাচ, গজ, অশ্ব ও রথভূয়িষ্ঠ[১] বলসমুদয়ে পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। অবন্তিরাজ কাশিরাজের সহিত, সিন্ধুরাজ ভীমসেনের সহিত, অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির পুত্র ও অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে মদ্রাধিপতি শল্যের সহিত, বিকর্ণ সহদেবের সহিত ও চিত্রসেন শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত মিলিত হইলেন। মৎস্যগণ মহারাজ দুর্য্যোধন ও শকুনির প্রতি গমন করিল। দ্রুপদ, চেকিতান ও সাত্যকি দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামার সহিত সমাগত হইলেন। কৃপ ও কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে চতুর্দ্দিকে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রথ, অশ্ব ও হস্তিসকল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। মেঘশূন্য নভোমণ্ডলে বিদ্যুৎ ও সুগভীর নির্ঘোষ সহকারে উল্কা-সকল প্রাদুর্ভূত হইল। দিঙ্মণ্ডল ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত ও অনবরত কর্কর বর্ষিত হইতে লাগিল। দিবাকর সৈন্যসমুত্থিত রেণু দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া নভোমণ্ডলে অন্তর্দ্ধান হইলেন। সমরোত্থিত ধূলিজাল দ্বারা প্রাণিসকল বিমোহিত হইল। বীরবাহু-বিসৃষ্ট[২] বর্ম্মভেদী শরসমূহের শব্দ অতি তুমুল হইয়া উঠিল। নক্ষত্রমণ্ডলের ন্যায় শস্ত্রসকল বিমল-প্রভাসম্পন্ন বীরগণের বাহুদণ্ড দ্বারা উত্তোলিত হইয়া গগনতল সুপ্রকাশিত করিল। সুবর্ণজালসম-লঙ্কৃত বিচিত্র গোচর্ম্ম-সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। শরীর ও মস্তক-সকল দিবাকরের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য, খড়্গ দ্বারা নিকৃত্ত[৩] ও চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইয়া পরিদৃশ্যমান হইল। রথের চক্র ভগ্ন, হস্ত-সমুদয় ছিন্ন ও অশ্ব-সকল বিনষ্ট হইলে মহারথ-সকল ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কতক-গুলি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ক্ষতবিক্ষত-কলেবর হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল; কোন স্থলে রথিসকল বিনষ্ট হইলে

১। শঙ্খের। ২। বহু অস্ত্রপাতে বিমূঢ়। ৩। গোপসৈন্যে।

১। রথবহুল। ২। বীরগণের হস্তক্ষিপ্ত। ৩। ছিন্ন।

রথসমুদয় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। কোন স্থলে বদ্ধযোক্ত্র[১] অশ্বগণ শরাহত ও ভিন্নদেহ হইয়া যুগকাষ্ঠ সকল আকর্ষণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে মহাবেগসম্পন্ন একমাত্র শর দ্বারা রথী, সারথি ও অশ্ব বিনষ্ট হইল। উভয় সৈন্য পরস্পর মিলিত হইলে করিগণ অন্য হস্তীদিগের মদগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া নাসিকা দ্বারা সমীরণ গ্রহণ করিতে লাগিল; নারাচ-নিহত গজ-সমুদয় তোরণ ও মহামাত্রের সহিত নিপতিত হইয়া রণস্থল সমাচ্ছন্ন করিল; হস্তিপক দ্বারা পরিচালিত কতকগুলি হস্তী অন্য উৎকৃষ্ট হস্তী দ্বারা পরাজিত হইয়া আরোহীর সহিত নিপতিত হইল। কোন স্থলে করিগণ নাগরাজ সদৃশ শুণ্ড দ্বারা রথের যুগন্ধর-সকল ভগ্ন করিল এবং রথীদিগকে বৃক্ষশাখার ন্যায় কেশাকর্ষণ করিয়া চূর্ণ করিতে লাগিল। করিযূথ পরস্পর সংযুক্ত রথসমূহ আকর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। যেমন অন্যান্য করিকুল সরোবরে পরস্পর সংযুক্ত নলিনীজাল আকর্ষণ করিয়া শোভা পায়, তখন সেই সকল করিবর তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে ঐ সংগ্রামভূমি সাদী, পদাতি ও সমুন্নতধ্বজ মহারথগণ দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।"

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

ভীষ্মযুদ্ধে পাণ্ডব-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর শিখণ্ডী মৎস্যরাজ বিরাটের সহিত সমবেত হইয়া দুর্জ্জয় ভীষ্মের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ ও মহাবলপরাক্রান্ত অন্যান্য ভূপালগণের অভিমুখে গমন করিলেন। ভীমসেন অমাত্য ও বন্ধুবর্গ-সমবেত সৈন্ধব[২], মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন, দুঃসহ ও অন্যান্য প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্য ভূপালগণের সন্নিহিত হইলেন। দুর্জ্জয় শকুনি ও তাঁহার পুত্র উলূকের নিকট গমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া নাগবলে[৩] গমন করিলেন। যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য মাদ্রীতনয় নকুল ত্রিগর্ত্তগণের মহারথদিগের সহিত মিলিত হইলেন। সাত্যকি, চেকিতান ও অভিমন্যু শাল্ব ও কৈকয়দিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টকেতু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণের রথসৈন্যসন্নিধানে উপনীত হইলেন। সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন উগ্রকর্ম্মা দ্রোণের নিকট গমন করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সমবেত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ মরীচিমালী নভোমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া অতিশয় তাপিত করিলে কৌরব ও পাণ্ডবেরা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। হেমচিত্রিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিবৃত, পতাকা-সম্পন্ন রথসকল রণস্থলে সঞ্চরণ করিতে লাগিল, জিগীষাপরবশ সমবেত বীরপুরুষেরা গর্জ্জনশীল সিংহের ন্যায় তুমুল ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আমরা সেই নিদারুণ কুরু-সৃঞ্জয়গণের সমর সন্দর্শন করিতে লাগিলাম; চতুর্দ্দিক্ শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলে দিক্, কি বিদিক্, কি আকাশ, কি সূর্য্য, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। বিমলাগ্রভাগ[১] শক্তির, নিক্ষিপ্ত তোমরের ও নিশিত খড়্গের নীলোৎপল তুল্য প্রভায় এবং বিচিত্র কবচের ও ভূষণের কান্তিতে আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। ভূপালগণের চন্দ্রসূর্য্যসমপ্রভাসম্পন্ন দেহে রণস্থল সুশোভিত হইয়া উঠিল। রথারূঢ় প্রধান প্রধান বীরসকল রণস্থলে উপস্থিত হইয়া নভোমণ্ডলস্থ গ্রহের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

মহাবীর ভীষ্ম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সৈন্যগণসমক্ষে ভীমসেনকে নিবারণপূর্ব্বক রুক্মপুঙ্খ, শিলাশিত[২], তৈলধৌত, সুতীক্ষ্ণ শরজাল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম ক্রুদ্ধ আশীবিষসঙ্কাশ মহাবেগসম্পন্ন এক শক্তি ভীষ্মের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে সেই সুবর্ণদণ্ডমণ্ডিত নিতান্ত দুরাসদ শক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং নিশিত ভল্ল দ্বারা ভীমসেনের কার্ম্মুক দুই খণ্ড করিলেন। তখন সাত্যকি ভীষ্মের সন্নিহিত হইয়া আকর্ণ-সমাকৃষ্ট, সুতীক্ষ্ণ, অতি বেগশালী, বহুসংখ্যক শর দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম পরম দারুণ সুতীক্ষ্ণ শরসন্ধান করিয়া সাত্যকির রথ হইতে সারথিকে নিপাতিত করিলেন। সারথি

১। বাম দ্বারা আবদ্ধ। ২। জয়দ্রথ। ৩। গজারোহী সৈন্যমধ্যে।

১। তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ। ২। তীক্ষ্ণীকৃত—শাণ দেওয়া।

নিহত হইলে মনোমারুতগামী তুরঙ্গসমূহ ইতস্ততঃ ধাবমান হইল; তখন সৈন্যেরা কোলাহল করিতে লাগিল; পাণ্ডবেরা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। 'তোমরা ধাবমান হও, অশ্বদিগকে গ্রহণ কর, বন্ধন কর', যুযুধানের রথের প্রতি এইরূপ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। এই অবসরে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পাণ্ডবসেনা সংহার করিলেন, সোমক ও পাঞ্চাল সেনা-সকল দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি ভূপালবর্গের সহিত দুর্য্যোধন-সেনা বিনাশ করিবার নিমিত্ত ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরেরাও তাঁহাদিগের প্রতি বেগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।"

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

অশ্বত্থামার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্। অনন্তর বিরাট তিনটি বাণ দ্বারা ভীষ্মকে এবং আর তিনটি বাণ দ্বারা তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলে ক্ষিপ্রহস্ত মহাবল-পরাক্রান্ত ভীষ্ম সুবর্ণপুঙ্খসম্পন্ন দশ শরে বিরাটকে বিদ্ধ করিলেন। দৃঢ়হস্ত অশ্বত্থামা দশ বাণে অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে অর্জ্জুন তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া সুতীক্ষ্ণ পাঁচ বাণে তাঁহাকে আহত করিলেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকৃত কার্ম্মুকচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নবতি শরে অর্জ্জুনকে ও সপ্ততি শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলে অর্জ্জুন ক্রোধে রক্তলোচন হইয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস সহকারে বারংবার চিন্তা করিয়া বাম-কর দ্বারা গাণ্ডীব-শরাসন ধারণপূর্ব্বক শাণিত জীবান্তকর অতি ভয়ঙ্কর শরসমূহে অশ্বত্থামাকে অনবরত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের শরজাল অশ্বত্থামার বর্ম্ম ভেদ করিয়া শোণিত পান করিল; কিন্তু তিনি কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিহ্বল না হইয়াই অর্জ্জুনের প্রতি শর পরিত্যাগ ও ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি যে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কৌরবগণ তাঁহার এই মহৎকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দ্রোণাচার্য্য হইতে প্রয়োগ-সংহারের সহিত দুর্লভ অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন; এক্ষণে লোকের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চারপূর্ব্বক প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 'ইনি আমার আচার্য্যের প্রিয়পুত্র ও আমার পূজনীয়, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ', শত্রুতাপন অর্জ্জুন এইরূপ বিবেচনা করিয়া অশ্বত্থামাকে কৃপাপ্রদর্শনপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া সত্বর কৌরব-সেনা সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভীম-দুর্য্যোধন যুদ্ধ

মহারাজ দুর্য্যোধন সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত দশ শরে মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনকে নিতান্ত ব্যথিত করিলেন। ভীমও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রাণান্তকর বিচিত্র কার্ম্মুক ও নিশিত শর-সকল গ্রহণ করিলেন এবং অবিচলিতচিত্তে মহাবেগশালী ও তেজঃসম্পন্ন শরনিকরে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। তখন তাঁহার বক্ষঃস্থলে কাঞ্চনসূত্রগ্রথিত[১] মণি শরজালে পরিবৃত হইয়া গ্রহগণপরিবেষ্টিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যেমন মাতঙ্গ তলশব্দ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ দুর্য্যোধন মাতঙ্গের ন্যায় ভীমসেনের তলশব্দ সহ্য করিতে অসমর্থ ও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যগণকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত শিলাশিত শরজাল দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে সেই দেবতুল্য বীরদ্বয় পরস্পর ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া শোভমান হইতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবরাজতুল্য অভিমন্যু নিশিত শরজালে চিত্রসেনকে, সাত বাণে পুরুমিত্রকে এবং অন্য সাত শরে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আমাদের মনে সাতিশয় ক্লেশসঞ্চার হইল। পরে চিত্রসেন দশ শরে, সত্যব্রত নয় শরে এবং পুরুমিত্র সাত শরে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলে তাঁহার কলেবর হইতে রুধিরক্ষরণ হইতে লাগিল। তখন তিনি চিত্রসেনের শত্রুবারণ বিচিত্র শরাসন ছেদন এবং তাঁহার বর্ম্ম ভেদ করিয়া বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। আপনার পক্ষীয় বীর ও মহারথ রাজকুমার সকল রোষাবিষ্ট

১। সরু সোণার হার।

ও সমবেত হইয়া শাণিত শর-নিকর দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরমাস্ত্র-বেত্তা অভিমন্যুও তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অভিমন্যু-লক্ষ্মণ যুদ্ধ

অনন্তর দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহাবীর সকল অভিমন্যুর এই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে প্রবল হুতাশন তৃণ সকল দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ, অভিমন্যু কৌরব-সেনা বিনাশ করিয়া শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ অভিমন্যুর এইরূপ কার্য্য নয়নগোচর করিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন; অভিমন্যু নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ছয় বাণে শুভলক্ষণসম্পন্ন তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন; লক্ষ্মণও শাণিত শরনিকর দ্বারা সৌভদ্রকে[১] বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের যুদ্ধ অতি অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অভিমন্যু লক্ষ্মণের চারি অশ্ব ও সারথিকে সংহার করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। লক্ষ্মণ সেই হতাশ্ব[২] রথে অবস্থান করিয়াই অভিমন্যু-রথোপরি এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যু তীক্ষ্ণ শর দ্বারা সেই ঘোররূপ অজগরসদৃশ দুরাসদ শক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন কৃপাচার্য্য সর্ব্বসৈন্য সমক্ষে লক্ষ্মণকে স্বরথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে লইয়া গেলেন। এইরূপে সেই সমর ভীষণ হইয়া উঠিলে বীরপুরুষেরা পরস্পর সংহারে উদ্যত হইয়া ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষীয় মহারথ-সকল জীবিতাশা বিসর্জ্জন করিয়া পরস্পরের প্রাণনাশ করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয়গণ বিমুক্ত-কেশপাশ[৩], শূন্যকবচ, ছিন্নকার্ম্মুক[৪] ও বিরথ হইয়া কৌরবদিগের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত ভীষ্ম দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া ক্রোধভরে পাণ্ডবদিগের সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। তখন নিহত আরোহী, গজ, অশ্ব, মনুষ্য, রথী ও সাদিসকল নিপতিত হইলে সমরভূমি সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল।"

১। অভিমন্যুকে। ২। বিনষ্ট অশ্ব। ৩। আলুলায়িত কেশ। ৪। ছিন্ন ধনু।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

সাত্যকি-ভূরিশ্রবার যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর সমর-প্রিয় সাত্যকি ভারসহ[১] শরাসন আকর্ষণ করিয়া পাণিলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক পুঙ্খসংযুক্ত আশীবিষসদৃশ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি কখন কার্ম্মুক আস্ফালন, কখন শরপ্রয়োগ, কখন অস্ত্র শরগ্রহণ ও সন্ধান, কখন বা উহা নিক্ষেপ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার রূপ বর্ষণশীল জলধরের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সাত্যকিকে স্বীয় সৈন্য-সংহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে দশ সহস্র রথী প্রেরণ করিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি দিব্যাস্ত্রজাল প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দারুণ কার্য্য সমাধান করিয়া ভূরিশ্রবাকে আক্রমণ করিলেন। ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে কৌরব-সেনাগণ নিহত করিতে দেখিয়া ইতিপূর্ব্বে ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, এক্ষণে ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ কার্ম্মুক আস্ফালন করিয়া পাণিলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক আশীবিষসদৃশ বজ্রসঙ্কাশ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকির অনুযায়ী বীর সকল সেই মৃত্যুসম-স্পর্শ[২] শরনিকর সহ্য করিতে না পারিয়া সাত্যকিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সমন্তাৎ ধাবমান হইল।

অনন্তর সাত্যকির মহারথ দশ পুত্র বিচিত্র বর্ম্ম, ধ্বজ ও আয়ুধে শোভিত হইয়া মহারথ ভূরিশ্রবার নিকট গমনপূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিলেন, 'হে কৌরব-দায়াদ! এস, তুমি আমাদের এক এক জন বা এককালে সকলের সহিত যুদ্ধ কর। হয় তুমি আমাদিগকে পরাজিত করিয়া যশস্বী হইবে, না হয়, আমরা তোমাকে পরাজিত করিয়া প্রীতি লাভ করিব।' তখন ভূরিশ্রবা কহিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা আস্ফালন করিয়া যে কথা কহিতেছ, তাহা উত্তম; এক্ষণে তোমরা সমবেত হইয়া পরম যত্নসহকারে যুদ্ধ কর, আমি তোমাদিগকে বিনাশ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।' অনন্তর বীরগণ ভূরিশ্রবার প্রতি অনবরত শরপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ভূরিশ্রবা

১। আকর্ষণসহিষ্ণু—পূর্ণ আকর্ষণেও যাহা ভগ্ন হয় না। ২। যমসদৃশ।

একাকী হইয়াও সমবেত বহু বীরের সহিত অপরাহ্ণে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যেমন বর্ষাকালীন জলদজাল মহাশৈলের উপর বারিবর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বীরগণ সেই একমাত্র ভূরিশ্রবার উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভূরিশ্রবা যমদণ্ড তুল্য অশনি-নির্ঘোষ সদৃশ শব্দায়মান শর-সকল উপস্থিত হইতে না হইতেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বীরগণ তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া বিনাশ করিবার উপক্রম করিবামাত্র ভূরিশ্রবা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বহুবিধ শর দ্বারা শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন। তখন তাঁহারা বজ্রভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। বীরবর সাত্যকি পুত্রগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূরিশ্রবার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন উভয়ে রথ দ্বারা উভয়ের রথ নিপীড়িত, ভগ্ন ও অশ্ব-সকল বিনষ্ট করিতে লাগিলেন; পরে বিরথ হইয়া খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহাদিগের এক অনির্ব্বচনীয় শোভা সমুদ্ভূত হইল। এই অবসরে ভীমসেন সত্বর তথায় আগমন করিয়া নিস্ত্রিংশধারী সাত্যকিকে স্বরথে আরোপিত করিলেন। এ দিকে মহারাজ দুর্য্যোধনও সকল ধনুর্দ্ধারীদিগের সমক্ষে ভূরিশ্রবাকে আপনার রথে আরোহণ করাইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহারথ ভীষ্মের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ মরীচিমালী লোহিতবর্ণ ধারণ করিলেও অর্জ্জুন সত্বর হইয়া পঞ্চবিংশতি সহস্র মহারথকে বিনষ্ট করিলেন। যেমন পতঙ্গেরা অনলশয্যায় নিপতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ঐ সমস্ত মহারথগণ অর্জ্জুন-বিনাশার্থ রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনসন্নিধানে গমন করিবামাত্র বিনষ্ট হইলেন। তখন মৎস্য ও কেকয়গণ সপুত্র মহারথ পার্থকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। এ দিকে দিবাকর তিরোহিত হইলেন; সৈন্য-সকল অন্ধকারে আবৃত হইয়া ভ্রান্ত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ভীষ্ম অবহার করিলেন। বাহন-সকল একান্ত ভীত হইয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিল। পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও কৌরবগণ স্ব স্ব শিবিরে প্রতিগমন করিলেন।"

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

ষষ্ঠ-দিবসীয় যুদ্ধ—ব্যূহরচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর কৌরব ও পাণ্ডবগণ রজনী প্রভাত হইবামাত্র পুনরায় যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। রথসমুদয় যোজিত, হস্তি-সকল সুসজ্জিত এবং পদাতি ও অশ্ব-সমুদয় বর্ম্মিত ও উভয় পক্ষে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল এবং চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি হইতে লাগিল। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, 'হে মহাবাহো! অবিলম্বে অরাতিকুল-হৃদয়-তাপন মকর-ব্যূহ প্রস্তুত কর।'

মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমুদয় রথিগণকে উক্ত ব্যূহের যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইতে আদেশ করিলেন। মহারাজ দ্রুপদ ও ধনঞ্জয় ঐ ব্যূহের মস্তক, নকুল ও সহদেব উহার চক্ষু ও মহাবল ভীমসেন উহার মুখ হইলেন। মহাবীর অভিমন্যু, দ্রৌপদীতনয়গণ, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি ও ধর্ম্মরাজ ঐ ব্যূহের গ্রীবায়, বাহিনীপতি বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বহুসংখ্যক সৈন্য-সমভিব্যাহারে উহার পৃষ্ঠে, কেকয়েরা পঞ্চ ভ্রাতা উহার বামপার্শ্বে, নরশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু ও চেকিতান উহার দক্ষিণ-পার্শ্বে, মহারথ কুন্তিরাজ শতানীক অসংখ্য সৈন্য-সমভিব্যাহারে উহার পাদদ্বয়ে এবং সোমক-সমবেত শিখণ্ডী ও ইরাবান্ উহার পুচ্ছে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! যুদ্ধার্থী বর্ম্মিতকলেবর পাণ্ডবগণ সূর্য্যোদয়সময়ে সেই মহাব্যূহ ব্যূহিত এবং ধ্বজ, ছত্র ও নির্ম্মল নিশিত শস্ত্র-সমুদয় উন্নত করিয়া প্রভূত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণের সহিত কৌরবগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর শান্তনুতনয় পাণ্ডবসৈন্যগণকে ব্যূহিত দেখিয়া কৌরব-সৈন্যগণকে ক্রৌঞ্চ-ব্যূহে ব্যূহিত করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সেই ব্যূহের তুণ্ডে, অশ্বত্থামা উহার নয়নদ্বয়ে, সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর কৃতবর্ম্মা কম্বোজ ও বাহ্লীকগণ-সমভিব্যাহারে উহার মস্তকে, মহাবীর শূরসেন ও দুর্য্যোধন বহুসংখ্যক ভূপতি সমভিব্যাহারে উহার গ্রীবায়, প্রাগ্-জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত মদ্র, সৌবীর ও কেকয়দেশীয় অসংখ্য সেনা-সমভিব্যাহারে উহার বক্ষঃস্থলে,

প্রস্থলাধিপতি সুষেণ স্বীয় সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে উহার বামপক্ষে ; তুষার, যবন, শক ও চুলিকগণ উহার দক্ষিণপক্ষে এবং শ্রুতায়ু ও সৌমদত্তি পরস্পরকে রক্ষা করিয়া উহার জঘনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পরে পাণ্ডবগণ কৌরবদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, উভয় পক্ষে ঘোরতর সমর হইতে লাগিল। নাগ-সমুদয় রথীদিগের প্রতি, রথিগণ নাগসকলের প্রতি ও গজারোহীদিগের প্রতি, অশ্বগণ অশ্বারোহিগণের প্রতি, অশ্বারোহিগণ রথি-সকলের, অশ্বসকলের ও হস্তি-সকলের প্রতি এবং গজারোহিগণ অশ্বারোহীদিগের প্রতি ধাবমান হইল। পদাতিগণ-সমবেত রথী ও অশ্বারোহিগণ পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিল। পাণ্ডবসেনা ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া নক্ষত্রমণ্ডলবিভূষিত যামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কৌরবসেনাও ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গ্রহমণ্ডলাবৃত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

দ্রোণ-ভীম যুদ্ধ

তখন পরাক্রমশালী বৃকোদর দ্রোণাচার্য্যকে অবলোকন করিয়া মহাবেগগামী অশ্বসংযুক্ত রথে আরোহরণপূর্ব্বক তাঁহার সেনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর দ্রোণ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমের মর্ম্মস্থল লক্ষ্য করিয়া নয় বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাবল ভীমসেন নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার সারথিকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাচার্য্য স্বয়ং অশ্বগণকে ধারণ করিয়া পাবকের তূলারাশি-দহনের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিধন করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয় ও কেকয়গণ দ্রোণ ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক দৃঢ়তর আহত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কৌরব-সৈন্যগণও ভীমার্জ্জুনবাণে পরিক্ষীণ হইয়া মদমত্ত বারাঙ্গনার ন্যায় মোহ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকেই একস্থানে অবস্থান করিয়া সংগ্রাম করিতে দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। হে! মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পরের প্রতি অস্ত্রসন্ধানপূর্ব্বক ঘোরতর সমর করিতে লাগিলেন।"

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

স্বপক্ষ-সৈন্যনাশে ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষোভ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমাদের সৈন্য বহুসংখ্যক, বহুগুণান্বিত ও উৎকৃষ্ট ব্যূহও যথাশাস্ত্র বিনির্ম্মিত ও অভেদ্য। আমাদিগের সৈন্যগণ প্রগল্‌ভ, আমাদের প্রতি অনুরক্ত, ব্যসনশূন্য ও দৃঢ়বিক্রম। উহাদের মধ্যে কেহই অতিবৃদ্ধ বা বালক, অতিকৃশ ও অতিপীবর[১] নহে ; সকলেই দৃঢ়গাত্র, বর্ম্মিত, বহুশস্ত্রজ্ঞ, অসিযুদ্ধে ও গদাযুদ্ধে পারদর্শী ; প্রাস, ঋষ্টি, তোমর, পরিঘ, ভিন্দিপাল, শক্তি ও মুষলে সুশিক্ষিত ; সমুদয় শস্ত্রগ্রহণ-বিদ্যায় সুনিপুণ এবং আরোহণ[২], সরণ[৩], বিরল[৪], প্লুত, সম্যক্ প্রহার, যান ও ব্যাপযানে[৫] বিশেষ পারগ। আমরা উহাদের নাগ, অশ্ব ও রথগমনে পরীক্ষা করিয়াই বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছি ; তাহারা গোষ্ঠী[৬], উপকার, সম্বন্ধ, সৌহার্দ্দ বা কুলমর্য্যাদা নিবন্ধন নিযুক্ত হয় নাই। উহারা আর্য্যবংশোদ্ভব ও সমৃদ্ধ ; উহারা সতত পরিতোষিত ও সৎকৃত হইয়া থাকে। উহারা সকলেই সাতিশয় উপকারী, যশস্বী, মুখ্য কর্ম্মা, সজব, লোকপালসদৃশ, লোকবিশ্রুত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পালিত, লোকসম্মত, স্বেচ্ছানুসারে আমাদের সমীপে সমাগত এবং সানুচর সকল ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত। ঐ পরিপূর্ণ মহোদধি-তুল্য প্রভূত সৈন্য রথ, রাজমাতঙ্গসদৃশ মাতঙ্গগণে সংবৃত ; গদা, শক্তি, প্রাস প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও ধাবমান বাহনগণে সমাকুল ; বিবিধ ধ্বজ, ভূষণ ও রত্নে সুশোভিত ; সাগরসদৃশ গর্জ্জমান এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, দুঃশাসন, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি, বাহ্লীক প্রভৃতি মহাত্মা বলবান্ বীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত।

হে সঞ্জয়! আমাদের পক্ষীয় সৈন্যগণ ঈদৃশ হইয়াও পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইল, ইহা কেবল জন্মান্তরীণ অদৃষ্টের ফল। কি মহাভাগ পুরাতন ঋষিগণ, কি মানবগণ, কেহই ঈদৃশ উদ্‌যোগ দর্শন করেন নাই। আমাদের এতাদৃশ বল-সমুদয় যে সংগ্রামে অনায়াসে নিহত হইতেছে, কেবল অদৃষ্টই

১। অতিস্থূল। ২। হস্তী-অশ্বাদিতে উঠা ও তাহা হইতে নামা। ৩। নিঃসরণ—বাহির হইয়া আসা। ৪। সৈন্যমধ্যে ফাঁ-ফাঁকা দেওয়া। ৫। যানের বিপরীত গতি সম্পাদনে। ৬। সামাজিক সম্পর্ক।

তাহার কারণ। হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমার সমুদয় বিষয় বিপরীত বলিয়া বোধ হইতেছে। মহাত্মা বিদুর পূর্ব্বে এই বিপদের কথা বলিয়াছিলেন; দুরাত্মা দুর্য্যোধন তাঁহার বাক্য গ্রহণ করে নাই। সেই সর্ব্বজ্ঞ ক্ষত্তা পূর্ব্বে যাহা বুঝিতে পারিয়া আমাদিগকে কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তৎসমুদয়ই ঘটিতেছে; অথবা বিধাতা যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, কদাপি তাহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই।"

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

ভীমের কৌরব-আক্রমণ—বহু বীর বিনাশ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! আপনি আপনার দোষেই এই মহাবিপদে নিপতিত হইয়াছেন। আপনি যে সমুদয় ধর্ম্মসঙ্কট[১] বুঝিতে পারিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তাহা অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। হে ভূপাল! পূর্ব্বে আপনার দোষে দ্যূতক্রীড়া হইয়াছিল; এক্ষণেও আপনার দোষে এই সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনিই অধুনা স্বীয় পাপানুষ্ঠানের ফলভোগ করুন। লোকে স্বয়ং কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ইহলোকে হউক আর পরলোকেই হউক, স্বয়ংই তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে। যাহা হউক, আপনি এই ব্যসনসময়ে স্থিরচিত্ত হইয়া যুদ্ধের বিষয় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করুন।

মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন নিশিত শরনিকর দ্বারা ভীষ্মরক্ষিত মহাসৈন্য ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুঃশাসন, দুর্ব্বিসহ, দুঃসহ, দুর্ম্মদ, জয়, জয়ৎসেন, বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুদর্শন, চারুচিত্র, সুবর্ম্মা, দুষ্কর্ণ ও কর্ণ প্রভৃতি মহারথ দুর্য্যোধনানুজগণকে অবলোকন করিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ! আমরা সকলে ইহার জীবন সংহার করিব।" দুর্য্যোধনের অনুজগণ এইরূপ স্থির করিয়া ভীমসেনকে পরিবৃত করিলে মহাবীর বৃকোদর ক্রূর মহাগ্রহসমুদয়ে পরিবৃত প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইলেন। ঐ মহাবীর ব্যূহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেবাসুরযুদ্ধে দানবদলসম্মুখীন পুরন্দরের ন্যায় নির্ভীক্ চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত সহস্র রথী ঘোরতর শরনিকর সমুদ্যত করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ আবৃত করিল। মহাবীর ভীমসেন মহারাজের পুত্রগণকে লক্ষ্য না করিয়া কৌরবদিগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। পরিশেষে আপনার পুত্রগণ তাঁহাকে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া তত্রত্য সমস্ত যোদ্ধৃগণকে সংহার করিবার বাসনায় গদাহস্তে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কৌরবসৈন্যকে নিধন করিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের ভীম-সাহায্য

এইরূপে মহাবীর বৃকোদর কৌরব-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন সহসা দ্রোণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শকুনির অভিমুখে এবং মহতী কৌরব-সেনা নিবারণপূর্ব্বক ভীমসেনের শূন্যরথসমীপে গমন করিয়া তাঁহার সারথি বিশোককে অবলোকন করিয়া দুঃখিতচিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদবচনে কহিলেন, 'সূত! আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর ভীমসেন কোথায়?' তখন ভীমসারথি বিশোক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, 'মহাশয়! মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবাহু আমাকে এই স্থানে রাখিয়া একাকী কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। গমনকালে আমাকে কহিয়া গিয়াছেন,—'হে বিশোক! তুমি অশ্বগণকে স্থগিত করিয়া ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক আমার আগমন প্রতীক্ষা কর; কৌরবগণ আমাকে নিধন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে; অতএব আমি মুহূর্ত্তমধ্যেই উহাদিগকে সংহার করিয়া আসিতেছি। হে মহাশয়! ভীমসেন এই কথা বলিয়া গদা-হস্তে কৌরব-সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলে তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। তখন মহাবীর বৃকোদর সেই কৌররগণের মহাব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।'

দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন বিশোকের বাক্যশ্রবণানন্তর তাহাকে বলিলেন, 'হে সূত! রণস্থলে ভীমসেনকে পরিত্যাগ ও পাণ্ডবগণের সহিত স্নেহভাব পরিহার করিয়া আমার জীবনধারণের প্রয়োজন কি? ভীম ও

১। ধর্ম্মসম্পর্কিত বিপদ।

আমি একত্র কৌরবগণ-সমভিব্যাহারে সংগ্রাম করিতেছিলাম ; এক্ষণে যদি আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করি, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কি বলিবেন? দেখ, যে ব্যক্তি আপনার সহায়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে গমন করে, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার অমঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন আমার সখা, আত্মীয় ও ভক্ত ; আমিও তাঁহাকে অসাধারণ ভক্তি করিয়া থাকি ; অতএব মহাবীর বৃকোদর যে স্থানে গমন করিয়াছেন, আমিও অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া, সুররাজ পুরন্দর যেমন দানবগণকে নিধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে তোমার সমক্ষে সংহার করিব।'

হে মহারাজ! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া গদা-প্রমথিত[১] গজযূথে চিহ্নিত পথ অবলম্বনপূর্ব্বক ভীমসেনের সমীপে গমন করিয়া দেখিলেন, মহাবীর বৃকোদর শত্রুসৈন্যগণকে নিধনপূর্ব্বক ভূপগণকে বৃক্ষ-সমুদয়ের ন্যায় ভগ্ন করিতেছেন। এ দিকে রথী, অশ্বারোহী, পদাতি ও হস্তিগণ বিচিত্রযোধী ভীমসেনের ভীষণ আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ; এইরূপে কৌরব-সৈন্য-মধ্যে হাহাকার সমুত্থিত হইল। তখন অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ বীরগণ নির্ভয়চিত্তে ভীমসেনকে পরিবেষ্টিত করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার উপর শরনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভয়ঙ্কর সৈন্য সমুদয় একত্র হইয়া অস্ত্রবিদ্গণের অগ্রগণ্য মহাবীর ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়াছে দেখিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্বর সেই শর-বিক্ষতাঙ্গ[২] পদাতি, ক্রোধবিষোদ্গারী[৩] পাণ্ডুতনয়কে সমাশ্বাসিত করিয়া তাঁহার মধ্যবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোপণপূর্ব্বক নিঃশল্য[৪] করিয়া শত্রুগণ সমক্ষে গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সহসা সেই সংগ্রামস্থলে স্বীয় ভাতৃগণ-সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'হে কৌরবগণ! এই দুরাত্মা দ্রুপদতনয় ভীমসেনের সহিত সংগ্রামস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছে ; চল, আমরা সকলে একত্র গমন করিয়া উহাকে সংহার করি।'

১। গদা দ্বারা বিমর্দ্দিত। ২। বাণ দ্বারা ক্ষতকলেবর। ৩। রোষ-বিষ উদ্গিরণকারী। ৪। অস্ত্রাঘাত-বেদনাশূন্য।

দুর্য্যোধন-ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ

হে মহারাজ! তখন আপনার তনয়গণ জ্যেষ্ঠের অনুজ্ঞা শ্রবণমাত্র কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা না করিয়া দ্রুপদতনয়কে সংহার করিবার মানসে বিচিত্র শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক জ্যানির্ঘোষে মেদিনী কম্পিত করিয়া যুগ-ক্ষয়কালীন কেতুগণের ন্যায় তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণ করে, তদ্রূপ দ্রুপদতনয়ের প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চিত্রযোধী মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণের শরে সমন্তাৎ আহত হইয়াও তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিকে অবস্থিত দেখিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না ; বরং ক্রোধান্বিত-চিত্তে সংহার করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর সম্মোহনবাণ নিক্ষেপ করিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মহাবীর দ্রুপদতনয়ের সম্মোহন-শর-প্রভাবে হতবুদ্ধি ও বিমোহিত হইতে লাগিলেন। অন্যান্য কৌরবগণ তাঁহাদিগকে কালপ্রাপ্তের ন্যায় বিসংজ্ঞ[১] ও বিমোহিত দেখিয়া রথ, অশ্ব ও নাগ-সমুদয় সমভিব্যাহারে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন-দ্রোণ যুদ্ধ

হে মহারাজ! ঐ সময় অস্ত্রবিদ্গণের অগ্রগণ্য দ্রোণ দ্রুপদের সম্মুখীন হইয়া অতি দারুণ তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ দ্রুপদ দ্রোণের শরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পূর্ব্বতন বৈর স্মরণপূর্ব্বক রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এইরূপে দ্রুপদকে পরাজিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সোমকগণ তাঁহার শঙ্খধ্বনিশ্রবণে নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিল। এমন সময় মহাবীর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মোহনাস্ত্র-প্রভাবে বিমোহিত হইয়াছেন শ্রবণ করিবামাত্র দ্রোণাচার্য্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া তাঁহাদের সমীপে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন অবলীলাক্রমে সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতেছেন, আর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ বিমোহিত হইয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি প্রজ্ঞাস্ত্র[২] নিক্ষেপপূর্ব্বক দ্রুপদতনয়-নিক্ষিপ্ত প্রমোহনাস্ত্র বিনাশ করিলেন। অস্ত্র বিনষ্ট হইবামাত্র ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সংজ্ঞালাভ করিয়া পুনরায় ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

১। অচেতন। ২। চৈতন্যসম্পাদক।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'হে বীরগণ! তোমরা অবিলম্বে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সমীপে গমন কর; সৌভদ্র প্রভৃতি দ্বাদশ বীর উহাদের সমাচার আনয়ন করুন; ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সংবাদ অবগত না হইলে আমার মন স্থির হইতেছে না।' তখন সেই পৌরুষাভিমানী বিক্রমশালী বীরগণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা শ্রবণমাত্র 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মধ্যাহ্নসময়ে সংগ্রামার্থ গমন করিতে লাগিলেন। মহতী সেনাসমবেত কৈকেয়-সমুদয়, দ্রৌপদীতনয়গণ ও মহাবীর ধৃষ্টকেতু অভিমন্যুকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সূচীমুখ ব্যূহ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক কৌরবদিগের রথসৈন্য ভেদ করিতে লালিলেন। ভীমভয়াবিষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্ন-শরবিমোহিত কৌরবসৈন্যগণ সেই অভিমন্যুপ্রমুখ মহাধনুর্দ্ধরগণের বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পথিস্থিত প্রমদার ন্যায়[১] মূর্চ্ছাপন্ন হইল।

ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমন্যু-সাহায্য

অভিমন্যুপ্রমুখ মহাধনুর্দ্ধরগণ সুবর্ণবিনির্ম্মিত ধ্বজ সমুচ্ছ্রিত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেনের সমীপে ধাবমান হইলেন; তৎকালে তাঁহারা শত্রুসৈন্য ক্ষয় করিতেছিলেন; অভিমন্যু প্রভৃতি ধনুর্দ্ধরগণকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ঐ সময় মহাবীর পাঞ্চালতনয় সহসা দ্রোণাচার্য্যকে আগমন করিতে দেখিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বিনাশে ক্ষান্ত হইলেন এবং সত্বর ভীমসেনকে কেকয়রাজের রথে সমারোপিত করিয়া স্বয়ং ক্রুদ্ধচিত্তে দ্রোণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনহিতার্থী কৃতজ্ঞ প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদতনয়কে ধাবমান দেখিয়া ক্রোধভরে ভল্ল দ্বারা তদীয় শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহার উপর শত শর নিক্ষেপ করিলেন। অরাতিকুলনিপাতন মহাবলপরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্ষণকাল মধ্যে অন্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সপ্ততি সায়কে[২] দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য পুনরায় দ্রুপদতনয়ের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব ও নিশিত ভল্ল দ্বারা সারথিকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে সত্বর অবরোহণ করিয়া অভিমন্যুর রথে আরোহণ করিলেন।

১। অসহায়া নারীর ন্যায়। ২। বাণে।

হে মহারাজ! ঐ সময় পাণ্ডবসৈন্যগণ দ্রোণের শরে আহত হইয়া ভীম ও দ্রুপদতনয়ের সমক্ষেই কম্পিত হইতে লাগিল। পাণ্ডবপক্ষীয় সমুদয় মহা-রথগণ সেই অমিততেজাঃ দ্রোণ কর্ত্তৃক ভগ্ন সৈন্য-গণকে কোনক্রমেই নিবারণ করিতে পারিলেন না। উহারা দ্রোণের শরাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। কৌরবসৈন্যগণ পাণ্ডবসৈন্যগণকে তদবস্থ ও দ্রোণা-চার্য্যকে ক্রুদ্ধচিত্তে শত্রুসৈন্য-বিনাশে প্রবৃত্ত দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইল; যোদ্ধৃগণ সাধু সাধু বলিয়া দ্রোণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।"

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

ভীমযুদ্ধে কৌরব-পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন মোহবিমুক্ত হইয়া পুনরায় সংগ্রামস্থলে আগমন-পূর্ব্বক ভীমের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ একত্র হইয়া ভীমের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন আপনার রথ প্রাপ্ত হইয়া সত্বর তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনাভিমুখে ধাবমান হইলেন। পরে নরান্তকারী[২] বিচিত্র শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে নিশিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা ভীমসেনের মর্ম্মে আঘাত করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন এইরূপে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক দৃঢ় আহত হইয়া ক্রোধসংরক্তনয়নে মহাবেগে স্বীয় কার্ম্মুক আকর্ষণপূর্ব্বক তিন বাণে দুর্য্যোধনের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। দুর্য্যোধন ভীমসেনের শরে তাদৃশ আহত হইয়াও গিরিরাজের ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধনের অনুজগণ ভীম ও দুর্য্যোধনকে পর-স্পর প্রহার করিতে দেখিয়া আপনাদের পূর্ব্বমন্ত্রণা স্মরণ করিয়া ভীমসেনকে নিগ্রহ করিবার মানসে জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে অবরোধ করিতে

১। অবতরণ। ২। লোকক্ষয়কারক।

উপক্রম করিলেন। মহাবীর ভীমসেন সেই সমুদয় বীরকে সমাগত দেখিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী গজকুলের প্রতি ধাবমান মহাগজের ন্যায় তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ক্রোধভরে নারাচ দ্বারা চিত্রসেনকে বিদ্ধ করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ মহাবেগগামী বহুবিধ শরে অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় যুধিষ্ঠিরপ্রেরিত ভীমসেনের অনুগামী অভিমন্যুপ্রমুখ দ্বাদশ মহারথ আপনাদিগের সৈন্যগণকে সংস্থাপিত করিয়া মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! আপনার পুত্রগণ সেই সূর্য্যাগ্নিসদৃশ তেজঃসম্পন্ন, সুবর্ণসদৃশ সমুজ্জ্বল রথস্থ শূরগণকে অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল, ইহাও ভীমসেনের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল।"

ঊনাশীতিতম অধ্যায়

অভিমন্যুসহ দুর্য্যোধনপ্রমুখ বিকর্ণাদির যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহাবীর অভিমন্যু ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন সমভিব্যাহারে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমীপে গমনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধনপ্রমুখ মহারথগণ আপনাদের সৈন্যের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া শরাসন গ্রহণ ও বায়ুবেগগামী অশ্ব-সমুদয়ে সংযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। হে মহারাজ! ঐ দিন অপরাহ্ণে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ মহাসমর আরম্ভ করিল। মহাবীর অভিমন্যু বিকর্ণের সমুদয় অশ্ব বিনষ্ট করিয়া তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ বিকর্ণ সেই হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ করিয়া চিত্রসেনের বিচিত্র রথে আরোহণ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা দুই ভ্রাতা একরথস্থ হইলে মহাবীর অভিমন্যু তাঁহাদের উভয়কেই শরজালে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। তখন দুর্জ্জয় ও বিকর্ণ অয়োময় পাঁচ বাণ দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন; কিন্তু সুমেরুসদৃশ মহাবীর অর্জ্জুনকুমার তাহাতে কিছুমাত্র বিকম্পিত হইলেন না।

এ দিকে মহাবল দুঃশাসন কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতার সহিত অদ্ভুত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীতনয়গণ ক্রোধান্বিত-চিত্তে দুর্য্যোধনের উপর তিন তিন বাণ নিক্ষেপ করিলে দুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধনও তাঁহাদের প্রত্যেককে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর দ্রৌপদীতনয়গণের শরে ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরসিক্ত-কলেবর হইয়া গৈরিকধাতু-বিমিশ্রিত প্রস্রবণযুক্ত গিরির ন্যায় শোভমান হইলেন।

এ দিকে পশুপালক যেমন পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ মহাবীর ভীষ্ম পাণ্ডব-সৈন্যগণকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। এমন সময় দক্ষিণদিকের সৈন্য হইতে শত্রুনিধনপ্রবৃত্ত পার্থের গাণ্ডীবনির্ঘোষ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ঐ সংগ্রামে কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে সহস্র সহস্র কবন্ধ সমুত্থিত হইল। যোধগণ-রথরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া রণনিহত নর, হস্তী ও অশ্বগণের রুধির-জলে পরিপূর্ণ, শরনিকররূপ আবর্ত্তে আকুল, গজদ্বীপে আকীর্ণ ও অশ্বরূপ উর্ম্মিসমূহে তরঙ্গিত, দুস্তর সেনাসাগর পার হইতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে সহস্র সহস্র বীরপুরুষ ছিন্নহস্ত, হীনকবচ ও ছিন্নগাত্র হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছেন নয়নগোচর হইতে লাগিল। শোণিতপরিপ্লুত নিহত মত্তমাতঙ্গসমুদয় নিপতিত হওয়াতে রণস্থল পর্ব্বতাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অসংখ্য বীরবিনাশকারী ঘোর সমরে কি কৌরব কি পাণ্ডব কোন পক্ষের কোন যোদ্ধাই পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। হে মহারাজ! এইরূপে আপনার পক্ষীয় বীরপুরুষেরা যুদ্ধে জয়-মহদ্‌যশোলাভের প্রত্যাশায় পাণ্ডবদিগের বীরগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিলেন।"

অশীতিতম অধ্যায়

ভীম-দুর্য্যোধন যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ ভাস্কর লোহিতবর্ণ ধারণ করিলে রণদুর্ম্মদ মহাবীর দুর্য্যোধন ভীমসেনকে নিহত করিবার বাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত

ভীমসেন সেই প্রধান শত্রু দুর্য্যোধনকে সমাগত দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে কহিতে লাগিলেন, 'হে গান্ধারীতনয়! আমি বহু দিন অবধি যে সময় প্রতীক্ষা করিয়া আছি, অদ্য সেই সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; যদি তুমি রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন না কর, তবে নিশ্চয়ই আজি তোমাকে সংহার করিয়া কুন্তীর দুঃখ, আমাদের বনবাস-ক্লেশ ও দ্রৌপদীর দুঃসহ যন্ত্রণা প্রশমিত করিব। তুমি পূর্ব্বে দর্পসহকারে পাণ্ডবগণের যে অবমাননা করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই পাপের ফলভোগের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। তুমি পূর্ব্বে কর্ণ ও শকুনির মতানুসারে পাণ্ডবগণের বল-বিক্রম চিন্তা না করিয়া যে যথেচ্ছাচার করিয়াছিলে, বাসুদেব সন্ধি প্রার্থনা করিলে তাঁহার যে অপমান করিয়াছিলে এবং হৃষ্টচিত্তে উলুক-দূত দ্বারা আমাদিগের নিকট যে সংগ্রামাভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলে, সেই অপরাধে আজি তোমাকে সবান্ধবে সংহার করিব; আর তুমি পূর্ব্বে অন্যান্য যে সকল অনিষ্ট করিয়াছ, তাহারও প্রতিবিধান করিব।'

মহাবীর ভীমসেন এই বলিয়া শরাসন আকর্ষণ এবং মহাশনি ও প্রজ্বলিত হুতাশনতুল্য অজিহ্মগ ঘোরতর ষট্‌ত্রিংশৎ বাণ গ্রহণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের উপর নিক্ষেপ করিলেন; পরে দুই শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া দুই শরে তাঁহার সারথিকে ও চারি শরে অশ্বগণকে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক অন্য শরদ্বয়ে তাঁহার ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর নিশিত শরত্রয় নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার ধ্বজচ্ছেদন করিয়া তাঁহার সমক্ষে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধনের নানা-রত্নভূষিত ধ্বজ ভীমশরে ছিন্ন হইয়া বারিদবিনিঃসৃত[১] বিদ্যুতের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইল; সমুদয় ভূপতিগণ সেই সূর্য্যসদৃশ প্রজ্বলিত, ছিন্ন, মণিময় নাগধ্বজ[২] অবলোকন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন এইরূপে কুরুরাজের ধ্বজচ্ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

জয়দ্রথের দুর্য্যোধন-সাহায্য

তখন রথিশ্রেষ্ঠ মহাবল-পরাক্রান্ত সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ বহুসংখ্যক বীরসমভিব্যাহারে দুর্য্যোধনের পার্শ্বিগ্রহণে[১] প্রবৃত্ত হইলেন এবং মহাবীর কৃপাচার্য্য অমর্ষপরায়ণ অমিততেজাঃ দুর্য্যোধনকে স্বীয় রথে আরোপিত করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন ভীমসেনের ভীষণ শরে সাতিশয় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর জয়দ্রথ ভীমসেনকে নিধন করিবার বাসনায় অনেক সহস্র রথ দ্বারা তাঁহার চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টকেতু, অভিমন্যু এবং কৈকেয় ও দ্রৌপদীতনয়গণ ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবল অভিমন্যু বজ্রসদৃশ সাক্ষাৎ কালতুল্য সন্নতপর্ব্ব বিচিত্র পাঁচ পাঁচ বাণে প্রত্যেক ধার্ত্তরাষ্ট্রকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা অভিমন্যুর শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মেঘের মেরুগিরির উপর বারিবর্ষণের ন্যায় তাঁহার উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রণদুর্ম্মদ, শিক্ষিতাস্ত্র, মহাবীর অর্জ্জুন-তনয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের শরে বিদ্ধ হইয়া, দেবাসুর-যুদ্ধে বজ্রপাণি বাসব যেমন মহাসুরগণকে কম্পিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরবসেনা-সমুদয়কে বিকম্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ মহাবীর বিকর্ণের রথ লক্ষ্য করিয়া ভীষণ ভুজঙ্গসদৃশ ভল্ল নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার ধ্বজ, সারথি ও অশ্ব-সমুদয়কে নিপাতিত করিয়া তাঁহার উপর শাণিত অকুণ্ঠিতাগ্র[২] অজিহ্মগতি শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। সেই কঙ্কপত্রযুক্ত সায়ক-নিচয় নিশ্বসন্ত[৩] ভুজঙ্গের ন্যায় বিকর্ণের দেহ ভেদপূর্ব্বক রুধিরাক্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন উহারা রক্তবমন করিতেছে।

বিকর্ণাদির সহিত অভিমন্যুর যুদ্ধ

তখন বিকর্ণের অন্যান্য সহোদরগণ তাঁহাকে শর-নির্ভিন্নগাত্র[৪] দেখিয়া সত্বর অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্ম্মুখ পাঁচ বাণে শ্রুতকর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধ্বজচ্ছেদন, সাত বাণে সারথিকে নিধন ও ছয় বাণে সুবর্ণজাল-সমাচ্ছাদিত বায়ুবেগগামী অশ্বগণকে সংহার

১। মেঘ হইতে নির্গত। ২। গজচিহ্নিত ধ্বজ।

১। পার্শ্বরক্ষার। ২। অকৃণ্ঠাগ্র—যাহার অগ্রভাগ ক্ষয় হয় নাই। ৩। গর্জ্জমান—ক্রোধে দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ। ৪। বাণাঘাতে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ।

করিলেন। মহারথ শ্রুতকর্ম্মা সেই হতাশ রথে অবস্থান করিয়া ক্রোধভরে দুর্ম্মুখের উপর জ্বলিত মহোল্কার ন্যায় এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, শক্তি যশস্বী দুর্ম্মুখের বর্ম্ম ভেদ ও গাত্র বিদারণপূর্ব্বক ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর সুতসোমও শ্রুতকীর্ত্তিকে বিরথ দেখিয়া সর্ব্বসৈন্যগণ-সমক্ষে তাঁহাকে স্বরথে আরোপিত করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুষ্কর্ণের পতন

মহাবীর শ্রুতকীর্ত্তি যশস্বী জয়ৎসেনকে নিধন করিবার মানসে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। মহাবীর জয়ৎসেন শ্রুতকীর্ত্তির শরনিক্ষেপসময়ে তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন তেজস্বী শতানীক স্বীয় সোদরকে শরাসনবিহীন দেখিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া সংগ্রামে সমুপস্থিত হইলেন এবং শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক দশ বাণে জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিয়া মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর পুনরায় এক সর্ব্বাবরণভেদী সায়ক গ্রহণ করিয়া জয়ৎসেনের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে নকুলতনয় শতানীক জয়ৎসেনকে দৃঢ় প্রহার করিলে দুষ্কর্ণ ক্রোধভরে জয়ৎসেনের সমক্ষে নকুলনন্দনের সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর শতানীক অন্য দৃঢ় শরাসন ও শরনিকর গ্রহণপূর্ব্বক 'থাক্ থাক্' বলিয়া দুষ্কর্ণকে তাঁহার ভ্রাতার সমক্ষে তর্জ্জন করিয়া প্রজ্বলিত পন্নগসদৃশ নিশিত সায়ক সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর এক বাণে জয়ৎসেনের ধনু ও দুই বাণে তাঁহার সারথিকে ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ ও তীক্ষ্ণ দ্বাদশ শরে তাঁহার সমুদয় অশ্ব নিহত করিয়া ক্রোধভরে শাণিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুষ্কর্ণ শতানীকের ভল্লে দৃঢ়তর সমাহত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক বজ্রাহত পাদপের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

শতানীকের সহিত দুর্ম্মুখাদির দারুণ যুদ্ধ

হে মহারাজ! দুর্ম্মুখ, দুর্জ্জয়, দুর্মর্ষণ, শত্রুঞ্জয় ও শত্রুসহ, আপনার এই মহারথ পাঁচ পুত্র দুষ্কর্ণকে নিহত দেখিয়া শতানীককে সংহার করিবার বাসনায় শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিতে লাগিলেন। তখন কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা সেই পঞ্চ মহারথের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া বিচিত্র কবচ ও শরাসন ধারণ এবং বিচিত্র ভূষণে ভূষিত হয়-সমুদয় যোজিত, নানাবর্ণ ধ্বজ পতাকায় শোভিত রথে আরোহণপূর্ব্বক মহাগজ সমুদয়ের মহাগজ আক্রমণের ন্যায় কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতাকে আক্রমণ করিয়া সিংহের বনপ্রবেশের ন্যায় শত্রুসৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের ঘোরতর যমরাষ্ট্র-বিবর্দ্ধন[১] সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে বীরগণ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন এবং রথে রথে ও গজে গজে দারুণ সংঘর্ষ হইয়া উঠিল। এমন সময় ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। রথী ও অশ্বারোহিগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। তখন মহাবীর শান্তনুতনয় ভীষ্ম ক্রোধান্বিত হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে কেকয় ও পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে সংহারপূর্ব্বক স্বীয় সেনাগণের অবহার করিয়া শিবিরে গমন করিলেন। এ দিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বৃকোদরকে দেখিয়া তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে শিবিরে গমন করিলেন।"

একাশীতিতম অধ্যায়

যুদ্ধভীত-দুর্য্যোধনের ভীষ্মসহ গুপ্তমন্ত্রণা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত পরস্পর কৃতাপরাধ বীরপুরুষেরা শোণিতলিপ্ত-কলেবরে স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে পরস্পর বিধানানুসারে সৎকার করিয়া যুদ্ধ করিবার অভিলাষে পুনরায় কবচ ধারণ করিলেন। শোণিত-সিক্তকলেবরে মহারাজ দুর্য্যোধন একান্ত চিন্তিত হইয়া বিশ্বস্তমনে পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে পিতামহ! পাণ্ডবপক্ষীয় রথিসকল সত্বর আমাদিগের ধ্বজদণ্ডধারী ভয়ঙ্কর বিপুল বল-সমুদয়কে বিদারিত, নিপীড়িত, নিহত এবং বিমোহিত করিয়া মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। আমি বজ্রের ন্যায় নিতান্ত দুর্ভেদ্য মকর-ব্যূহে প্রবেশ

১। অধিক মৃত্যুসমন্বিত—অনেক লোক মরিলে যমরাজের প্রজাবৃদ্ধি হওয়ায় যমপুরী ভরিয়া যায়।

করিয়াও ভীমসেন কর্ত্তৃক যমদণ্ড-তুল্য ভয়ঙ্কর শরজালে তাড়িত এবং তাহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ভয়ে নিতান্ত বিহ্বল হইয়াছিলাম; এখনও শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না; কিন্তু কেবল আপনার অনুকম্পায় জয়লাভ ও পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিতে অভিলাষ করিতেছি।'

তখন মহাত্মা ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে জাতক্রোধ[১] বিবেচনা করিয়া সহাস্যমুখে কহিলেন, 'মহারাজ! আমি পরম যত্ন সহকারে সেনামধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাকে বিজয় ও সুখ প্রদান করিবার অভিলাষ করি; তোমার কার্য্যসংসাধনার্থ কোন বিষয়েই অধ্যবসায়শূন্য হই না। যে সমস্ত মহাবল-পরাক্রান্ত মহারথ বীরপুরুষেরা রণস্থলে পাণ্ডবগণের সাহায্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা গতক্রম হইয়া রোষবিষ উদ্গার করিতেছেন; তুমি তাঁহাদিগের সহিত শত্রুতা করিয়াছ। এক্ষণে সেই সমস্ত সমধিকবীর্যসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সহসা পরাজিত করিতে কেহই সমর্থ হইবে না। অতএব আমি জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বপ্রকারে ইঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। হে মহানুভব! পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণপণে তোমার প্রিয়কার্য্য সংসাধন করিব। বিপক্ষের কথা দূরে থাকুক, তোমার নিমিত্ত দেব, দৈত্য ও লোকসমুদয়কে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।'

মহারাজ দুর্য্যোধন এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র প্রীত হইয়া সমস্ত সৈন্য ও মহীপালগণকে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতে আদেশ করিলেন। তখন রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতিসঙ্কুল নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রধারী বল সমুদয় পরম কুতূহলে নির্গত হইল এবং রণস্থলে উপস্থিত হইয়া সাতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ চতুর্দ্দিকে দলবদ্ধ ও প্রণালীক্রমে চালিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সৈন্য-সকল অস্ত্র-শস্ত্রবিৎ ভূপালগণ-সমভিব্যাহারে সুশোভিত হইতে লাগিল। বালার্কসঙ্কাশ[২] ধূলিজাল নিয়মানুসারে পরিচালিত রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি-সমূহ দ্বারা উদ্ধত হইয়া সূর্য্যকিরণ সমাচ্ছন্ন করিল। যেমন নীরদমধ্যগত ও বায়ুপ্রেরিত বিদ্যুৎ নভোমণ্ডলে শোভা পাইয়া থাকে, তদ্রূপ নানাবর্ণ-সম্পন্ন রথ, হস্তী ও পদাতি-সকল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া শোভা প্রাপ্ত হইল। যেমন সত্যযুগে মন্থনকালে সমুদ্রের অতি গম্ভীর শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল, মহীপালগণের শরাসন আকর্ষণসময়ে তদ্রূপ ঘোরতর ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! তখন রাজা দুর্য্যোধনের শত্রুসৈন্য-সংহারকারী, নানাবর্ণসম্পন্ন, অত্যুগ্রনিনাদসংযুক্ত সৈন্যগণ প্রলয়-কালীন মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।"

১। পূর্ব্ববৈরস্মরণে উদ্দীপ্তরোষ। ২। প্রভাতসূর্য্যের আভার ন্যায় লোহিত।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

সপ্তম-দিবসীয় যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম চিন্তা-পরায়ণ রাজা দুর্য্যোধনকে পুনরায় আহ্লাদজনক বাক্যে কহিতে লাগিলেন, 'হে রাজন! আমার বোধ হইতেছে যে, আমি, দ্রোণ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সৈন্ধবগণ সহ সোমদত্ত, অবন্তিদেশীয় বিন্দ অনুবিন্দ, বাহ্লীকদেশীয় সৈন্য-সহিত মহারাজ বাহ্লীক, ত্রিগর্ত্তরাজ, দুর্জ্জয় মাগধ, কৌশল্য, বৃহদ্বল, চিত্রসেন ও বিবিংশতি,—আমরা সকলেই তোমার নিমিত্ত জীবিতাশা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সমরে সমুদ্যত হইয়া অমরগণকেও পরাজয় করিতে পারি। অধিক কি, ধ্বজপটমণ্ডিত[১] সহস্র সহস্র রথ, আরোহি-সনাথ দেশজাত অশ্ব, মদমত্ত প্রভিন্নগণ্ড[২] গজেন্দ্র, নানাদেশসমুৎপন্ন বিবিধ আয়ুধধারী, মহাবল-পরাক্রান্ত রথী, পদাতি ও অন্যান্য বহুসংখ্যক লোক, ইহারাও জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার নিমিত্ত সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়া অমরগণকে জয় করিতে পারে। হে মহারাজ! তোমাকে হিতকর বাক্য বলা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইন্দ্রাদি দেবগণও বাসুদেব-সহায় মহেন্দ্রসম-বিক্রম পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন না। তথাপি আমি তোমার বাক্য রক্ষা করিব; হয় পাণ্ডবেরা আমাকে জয় করিবে, না হয় আমি তাহাদিগকে পরাজয় করিব।' এই বলিয়া পিতামহ ভীষ্ম তাঁহাকে অতি তেজস্বিনী বিশল্যকরণী[৩] ওষধি প্রদান করিলেন; তদ্দ্বারা দুর্য্যোধনের শল্য অপনীত হইল।

১। পতাকাযুক্ত ধ্বজশোভিত। ২। মদস্রাবী—মদস্রাবের পূর্ব্বে গণ্ডের একদেশ সহসা ভগ্ন হয়। ৩। বেদনানাশক।

কৌরবপক্ষে ব্যূহরচনা

অনন্তর ব্যূহবিশারদ[১] ভীষ্ম বিমল প্রভাতকাল সমুপস্থিত হইলে অনেক সহস্র রথপরিবারিত[২], করি-পদাতিসমাকুল-যোদ্ধগণ-পরিবৃত, ঋষ্টি-তোমরধারি-পুরুষ-রক্ষিত, তুরগগণ-পরিপূর্ণ, অস্ত্র-শস্ত্র-সম্পন্ন মণ্ডলব্যূহ রচনা করিলেন। প্রত্যেক হস্তীর প্রতি সাত সাত রথী, প্রত্যেক রথের প্রতি সাত সাত অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের প্রতি দশ দশ ধনুর্দ্ধারী, প্রত্যেক ধনুর্দ্ধারীর প্রতি সাত সাত পদাতি নিযুক্ত হইল। বীরবর ভীষ্ম এইরূপে মহাব্যূহ রচনা করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। দশ সহস্র অশ্ব, দশ সহস্র হস্তী, দশ সহস্র রথ ও চিত্রসেন প্রভৃতি বীরগণ বর্ম্ম ধারণ করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন; ভীষ্মও তাঁহাদিগের রক্ষাবিধানার্থ নিযুক্ত রহিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত ভূপালগণ বর্ম্ম ধারণ করিলে রাজা দুর্য্যোধন বর্ম্ম ধারণ ও রথারোহণ করিয়া দেবলোকস্থিত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পুত্রেরা তুমুলধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রথের বিপুল ঘর্ঘর-রব ও অনবরত বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। পরে শত্রু-গণের একান্ত দুরধিগম্য, নিতান্ত দুর্ভেদ্য, মণ্ডলাকার ভীষ্মবিরচিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মহাব্যূহ পরম শোভা-সম্পন্ন হইয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পাণ্ডবপক্ষীয় ব্যূহরচনা

মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই পরম দারুণ মণ্ডলব্যূহ নিরীক্ষণ করিয়া বজ্রব্যূহ রচনা করিলেন। তখন রথী ও নিষাদি* সকল স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় বীরসকল নানাপ্রকার অস্ত্রধারণপূর্ব্বক সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সমরাভিলাষী ও ব্যূহভেদার্থী হইয়া নির্গত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য মৎস্যের প্রতি, অশ্বত্থামা শিখণ্ডীর প্রতি, রাজা দুর্য্যোধন দ্রুপদের প্রতি, নকুল ও সহদেব মদ্ররাজ শল্যের প্রতি, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ইরাবানের প্রতি ধাবমান হইলেন। আর অন্যান্য সমস্ত ভূপাল অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন যত্ন সহকারে হার্দ্দিক্যকে আক্রমণ করিলেন। অভিমন্যু চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন মত্ত মাতঙ্গ অন্য মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ রাক্ষস ঘটোৎকচ মহাবেগে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন।

সঙ্কুলযুদ্ধে কৌরব-পরাজয়

অনন্তর রাক্ষস অলম্বুষ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্য যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকির প্রতি ধাবমান হইল। ভূরিশ্রবা যত্নবান্ হইয়া ধৃষ্টকেতুর সহিত, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুর সহিত এবং চেকিতান কৃপের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশিষ্ট বীরসকল যত্নসহকারে ভীমসেনের প্রতি গমন করিলে সহস্র সহস্র ভূপাল শক্তি, তোমর, নারাচ, গদা ও পরিঘ-হস্তে অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, মহাত্মা ভীষ্ম দুর্য্যোধনের ব্যূহ রচনা করিয়াছেন। ঐ দেখ, সমরাভিলাষী অসংখ্য মহাবীর; ঐ দেখ, ত্রিগর্ত্তরাজ ভ্রাতৃবর্গের সহিত অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে যাহারা আমার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষ করিতেছে, আজি তাহাদিগকে তোমার সমক্ষে সংহার করিব।' এই বলিয়া বীরবর অর্জ্জুন শরাসন আস্ফালনপূর্ব্বক ভূপালগণের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। জলদজাল যেমন বর্ষাকালে জলধারা দ্বারা তড়াগাদি পরিপূর্ণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সমস্ত ভূপালগণ শরবৃষ্টি দ্বারা অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন আপনার সৈন্যগণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে শরাচ্ছন্ন দেখিয়া সাতিশয় কোলাহল করিতে লাগিল। দেব, দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐন্দ্র-অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। আমরা তাঁহার অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিতে লাগিলাম। তিনি অস্ত্রজাল দ্বারা শত্রুপ্রযুক্ত অস্ত্র নিরাকৃত করিয়া সহস্র ভূপাল, হস্তী ও অন্যান্য লোকদিগকে দুই তিন শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেম, সকলেই তাঁহার শরজালে ভিন্নকলেবর হইয়া ভীষ্ম-সন্নিধানে গমন করিল। তিনি তাহাদিগকে অগাধ বিপদ্-সাগরে নিমগ্ন নিরীক্ষণ করিয়া রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবেরা আপনার বলমধ্যে নিপতিত হইলে

১। ব্যূহরচনানিপুণ। ২। রথপরিবৃত। ৩। গজারোহী সৈন্য।

তাহারা অনিলক্ষুভিত[১] মহার্ণবের ন্যায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া উঠিল।”

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়

ভীষ্মের অভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, “হে নরনাথ! সংগ্রাম-প্রবৃত্ত সুশর্ম্মা বিনিবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কৌরবপক্ষীয় বীরপুরুষেরা ছিন্নভিন্ন হইলে সাগরসদৃশ সৈন্যসমুদয় নিতান্ত ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। ভীষ্ম অবিলম্বে অর্জ্জুনের প্রতি গমন করিবার উপক্রম করিলে মহারাজ দুর্য্যোধন পার্থের বিক্রম নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর ভূপালগণসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সৈন্য-সমক্ষে মহাবল-পরাক্রান্ত সুশর্ম্মাকে একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন, ‘হে মহাভাগ! পিতামহ ভীষ্ম জীবিত-নিরপেক্ষ ও পার্থের সহিত সংগ্রামপ্রার্থী হইয়া সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে শত্রুসৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন; এক্ষণে আপনারা যত্নবান্ হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করুন।’ তখন ভূপালদিগের সৈন্যগণ ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া মহাবীর ভীষ্মের নিকট সমুপস্থিত হইল।

পিতামহ ভীষ্ম রণক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া সহসা তাঁহার সহিত সমাগত হইলেন। সৈন্যগণ শ্বেতাশ্বসংযুক্ত বানরকেতুসম্পন্ন পরম সুশোভিত রথে ধনঞ্জয়কে মেঘের ন্যায় ঘর্ঘর-শব্দে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়বিহ্বল-চিত্তে তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং বাসুদেবকে মধ্যাহ্নকালীন দিনকরের ন্যায় প্রগ্রহ[২]-হস্তে রণস্থলে আগমন করিতে দেখিয়া নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হইল। পাণ্ডবেরাও সেই শ্বেতাশ্ব-শোভিত, শ্বেত-কার্ম্মুকধারী, নভোমণ্ডলে সমুদিত শ্বেতগ্রহের[৩] ন্যায় ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তৎকালে ত্রিগর্ত্তেরা পুত্র, ভ্রাতা ও অন্যান্য মহারথগণ-সমভিব্যাহারে ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়াছিলেন।

দ্রোণ-বিরাট যুদ্ধ—বিরাটপুত্র শঙ্খসংহার

দ্রোণাচার্য্য এক শরে বিরাটকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার কার্ম্মুক ও ধ্বজ ছেদন করিলেন। বিরাট সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ করিয়া সত্বর সুদৃঢ় ভারসহ[১] অন্য এক শরাসন ও প্রজ্বলিতমুখ ভুজঙ্গের ন্যায় শরনিকর গ্রহণপূর্ব্বক তিন শরে দ্রোণাচার্য্যকে, চারি শরে তাঁহার অশ্বগণকে, এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও পাঁচ শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ধনুশ্ছেদন করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আট বাণে বিরাটের অশ্বগণকে ও তাঁহার সারথিকে বিনাশ করিলেন। বিরাট অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ ও শঙ্খের রথে আরূঢ় হইয়া পিতা-পুত্রে অনবরত শরবর্ষণ দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে বলপূর্ব্বক নিবৃত্ত করিলেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া শঙ্খের প্রতি আশীবিষসদৃশ এক শর নিক্ষেপ করিলে তাঁহার হৃদয় ভেদ ও রুধির পান করিয়া শোণিতসিক্ত হইয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। শঙ্খ দ্রোণ-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে রথ হইতে পিতার সম্মুখে নিপতিত হইলেন। তখন বিরাট আপনার পুত্র শঙ্খকে বিনষ্ট দেখিয়া ব্যাদিতানন কৃতান্ত-সদৃশ দ্রোণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীতমনে পলায়ন করিলেন।

অশ্বত্থামার সহিত শিখণ্ডীর যুদ্ধ

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য শত শত ও সহস্র সহস্র পাণ্ডবসৈন্যদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন শিখণ্ডী অশ্বত্থামাকে প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রগামী তিন বাণে তাঁহার ভ্রূযুগলের মধ্যে আঘাত করিলেন। দ্রোণপুত্র ললাটদেশস্থিত তিন শরে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গত্রয়বিভূষিত কাঞ্চনময় সুমেরুর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শিখণ্ডীর সারথি, ধ্বজ ও বেগগামী তুরঙ্গ-সকল লক্ষ্য করিয়া অর্দ্ধনিমেষমধ্যে শরজাল দ্বারা ভূতলে পাতিত করিলেন। শিখণ্ডী রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিশিত অসি ও বিমল চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক রোষপূরিত-মনে শ্যেন-পক্ষীর ন্যায় সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা তাঁহাকে প্রহার করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন না। তখন উহা অতি অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া

১। বায়ুচালিত। ২। কশা—চাবুক। ৩। শ্বেতবর্ণ গ্রহ—শুক্রাদি।

১। আকর্ষণসহিষ্ণু—পূর্ণরূপে আকর্ষণেও যাহা ভাঙ্গিয়া যায় না।

শিখণ্ডীর প্রতি বহু সহস্র শর প্রয়োগ করিলে মহাবল-পরাক্রান্ত শিখণ্ডী সুতীক্ষ্ণ অসি দ্বারা সেই নিদারুণ শরজাল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন অশ্বত্থামা শর দ্বারা তাঁহার সুনির্ম্মল, মনোরম, শতচন্দ্র-সুশোভিত চর্ম্ম ও অসি ছেদন করিয়া বারংবার তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী বিষোদ্গারী জ্বলন্ত পন্নগের ন্যায় সেই খণ্ডিত খড়্গ অশ্বত্থামার প্রতি নিক্ষেপ করিলে অশ্বত্থামা পাণি-লাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রলয়কালীন অনলপ্রভাসদৃশ দীপ্তিসম্পন্ন সেই খড়্গ তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং শিখণ্ডীকে বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী নিশিত শরজালে তাড়িত হইয়া অবিলম্বে মহাত্মা সাত্যকির রথে আরূঢ় হইলেন।

সাত্যকি-অলম্বুষ-যুদ্ধে কৌরবসৈন্য-পলায়ন

সাত্যকি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্রূরস্বভাব অলম্বুষকে ঘোরতর শরনিকর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলে রাক্ষস-রাজ অলম্বুষ অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে সাত্যকির কার্ম্মুক-ছেদন করিয়া তাঁহাকে শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসী মায়া বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিক্ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। আমরা সাত্যকির অদ্ভুত পরাক্রম নিরীক্ষণ করিলাম; তিনি নিশিত শরপ্রহারে বিচলিত না হইয়া অবিলম্বে অর্জ্জুন হইতে লব্ধ ঐন্দ্রাস্ত্রে রাক্ষসী মায়া অপনীত করিয়া, যেমন বর্ষাকালে ধারাধর[১] বারিধারা দ্বারা পর্ব্বতকে অভিষিক্ত করে, তদ্রূপ সাত্যকি শরনিকরে অলম্বুষকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অলম্বুষ শরাঘাতে নিপীড়িত হইয়া সাত্যকিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ে ধাবমান[২] হইল। সাত্যকি ইন্দ্রের অজেয় সেই রাক্ষসেন্দ্রকে পরাজিত করিয়া প্রতিপক্ষদিগের সমক্ষে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং কৌরববীরগণের প্রতি শরবৃষ্টি আরম্ভ করিলে তাঁহারাও নিতান্ত ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন-দুর্য্যোধন যুদ্ধ—কৌরব-পরাজয়

ইত্যবসরে মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন মহারাজ দুর্য্যোধনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন কোনরূপেই ব্যথিত বা ভীত না হইয়া অতি সত্বর নবতি শরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে উহা অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন রোষপরবশ হইয়া দুর্য্যোধনের কার্ম্মুকচ্ছেদন ও চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া শাণিত সাত শরে সত্বর তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন দুর্য্যোধন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গ উদ্যত করিয়া পাদচারে ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। এমন সময় রাজহিতৈষী শকুনি তথায় সমুপস্থিত হইয়া মহারাজ দুর্য্যোধনকে স্বরথে আরোপিত করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্য্যোধনকে পরাজয় করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যেমন নিবিড় জলধর দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ কৃতবর্ম্মা মহারথ ভীমসেনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। ভীমসেন ক্রোধ-ভরে হাস্য করিয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত কৃতবর্ম্মা কিছুতেই বিচলিত না হইয়া ভীমের প্রতি নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন। ভীমসেন তাহার চারি অশ্ব বিনাশ করিয়া সুপরিচ্ছন্ন ধ্বজ ও সারথিকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া বহুবিধ শর দ্বারা তাহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সর্ব্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন হইলে কৃতবর্ম্মা অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহারাজ দুর্য্যোধনের সমক্ষেই আপনার শ্যালক বৃষভের রথে আরোহণ করিলেন। ভীমসেনও ক্রোধাবেশে কৌরব-সৈন্য-গণের প্রতি ধাবমান হইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।"

চতুরশীতিতম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের সখেদ সমরপ্রশ্ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি তোমার মুখে আমার পক্ষীয় বীরগণের সহিত পাণ্ডবদিগের বহুবিধ বিচিত্র দ্বৈরথ-যুদ্ধ শ্রবণ করিলাম, কিন্তু তুমি আমার পক্ষীয়দিগকে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ না; কেবল পাণ্ডবদিগকেই প্রতি-নিয়ত হৃষ্ট ও অপরাজিত বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছ।

১ মেঘ। ২। পলায়নপর।

যাহা হউক, এক্ষণে পরাজিত, হীনতেজাঃ ও বিমনায়মান আত্মজগণের বিষয় কীর্ত্তন কর। আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, এ সকল অদৃষ্টের কর্ম্ম।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বীরগণ অদ্ভুত পৌরুষ প্রদর্শনপূর্ব্বক শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু যেমন সুরনদী ভাগীরথীর সুস্বাদু সলিল মহাসাগর সংসর্গে লবণতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কৌরবগণের পৌরুষ পাণ্ডবগণকে প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া থাকে। আপনি সেই সমস্ত দুষ্করকর্ম্মা যত্নশীল বীরগণের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। আপনার ও আপনার পুত্রগণের অপরাধেই যমরাজ্যবিবর্দ্ধন এই বসুন্ধরার ঘোরতর ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। যখন আপনার অপরাধে ইহা উৎপন্ন হইতেছে, তখন এ বিষয়ে শোক করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এই সংগ্রামে ভূপালগণ কোন-ক্রমেই প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন না। তাঁহারা পুণ্যকর্ম্মাদিগের “সলোকতা”[১] লাভে লোলুপ হইয়া প্রতিনিয়ত সৈন্যসাগরে অবগাহনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বাহ্ণে যুদ্ধ উপস্থিত হইল, আপনি একমনাঃ হইয়া সেই দেবাসুর সদৃশ সংগ্রামের বিষয় শ্রবণ করুন।

পাণ্ডবসৈন্য কর্ত্তৃক কৌরবসৈন্য নিধন

যুদ্ধদুর্ম্মদ অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মহাবীর ইরাবানের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন তাঁহাদিগের তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ইরাবান্ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই দেবরূপী ভ্রাতৃদ্বয়কে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিলে তাঁহারাও ইরাবান্‌কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষই শত্রুবিনাশে উদ্যত ও প্রতীকারনিরত, তৎকালে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ লক্ষিত হইল না। অনন্তর ইরাবান্ চারি শরে অনুবিন্দের চারি অশ্বকে বিনাশ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুক ও ধ্বজ ছেদন করিলেন; তখন উহা অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনুবিন্দ স্বীয় রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিন্দের রথে আরোহণ করিয়া সুদৃঢ় ভারসহ এক শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং উভয়ে সমবেত হইয়া ইরাবানের উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত কাঞ্চনভূষিত মহাবেগশালী শরনিকর আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। তখন ইরাবান্ রোষাবিষ্ট হইয়া বিন্দ ও অনুবিন্দের প্রতি শরবৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের সারথিকে নিপাতিত করিলেন। সারথি ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে অশ্ব-সকল রথ লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে ইরাবান্ বিন্দ ও অনুবিন্দকে পরাজয় করিয়া আপনার পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক কৌরবসেনাগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মনুষ্য যেমন বিষ পান করিয়া নানাবিধ অঙ্গবিক্ষেপ করিয়া থাকে, কৌরবসেনা-সকল অস্ত্র-শস্ত্র-প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া তাদৃশ অবস্থা প্রকাশ করিতে লাগিল।

ঘটোৎকচ-ভগদত্ত যুদ্ধ—ঘটোৎকচের পলায়ন

অনন্তর হিড়িম্বা-তনয় ধ্বজপটমণ্ডিত আদিত্য-সঙ্কাশ রথে আরোহণ করিয়া নৃপতি ভগদত্তের প্রতিগমন করিলেন। যেমন দেবরাজ ইন্দ্র তারকাময় সংগ্রামে নাগরাজোপরি অবস্থান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত নাগরাজোপরি অবস্থান করিতেছিলেন। সমাগত দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ উভয়ের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হইলেন না। যেমন সুররাজ ইন্দ্র ক্রোধে অধীর হইয়া দানব-দিগকে ইতস্ততঃ বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভগদত্ত পাণ্ডব-সেনাগণকে চারিদিকে বিদ্রাবিত করিলেন। তখন পাণ্ডব-সৈন্যগণ আপনাদের মধ্যে কাহারও আশ্রয় লাভ করিতে অসমর্থ ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল ভীমতনয় ঘটোৎকচকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিলাম। কৌরব-সেনাসকল পাণ্ডব-সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তুমুল কোলা-হল করিতে লাগিল। পরে রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ ভগদত্তকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলে বোধ হইল যেন, জলধারায় সুমেরু গিরিকে সমাচ্ছন্ন করি-তেছে। ভূপতি ভগদত্ত সেই সমস্ত শরনিকর অপসারিত করিয়া অবিলম্বে ঘটোৎকচের মর্ম্ম-স্থলে প্রহার করিলেন। ঘটোৎকচ ভিদ্যমান্ অচলের ন্যায় শরতাড়িত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। অনন্তর প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভদদত্ত নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দশ তোমর প্রয়োগ করিলে

১। সালোক্য—সমানলোক।

ঘটোৎকচ নিশিত শর দ্বারা তদ্দণ্ডে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া অশনিসঙ্কাশ সপ্ততি শরে ভগদত্তকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ভগদত্ত তাঁহার চারি অশ্ব বিনষ্ট করিলেও তিনি সেই রথে অবস্থান করিয়া তাহার হস্তীর প্রতি মহাবেগে হেমদণ্ডমণ্ডিত ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর তৎক্ষণাৎ উহা তিন খণ্ড করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। যেমন দানবরাজ নমুচি ইন্দ্রের ভয়ে রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ঘটোৎকচ নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া পলায়ন করিলেন। অনন্তর কুঞ্জরাধিষ্ঠিত ভূপতি ভগদত্ত যমরাজ ও বরুণের অজেয়, প্রখ্যাত মহাবল-পরাক্রান্ত, রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে এইরূপে পরাজয় করিয়া পাণ্ডব-সেনা সংহার করিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন, অরণ্যহস্তী পদ্মিনীকে বিমর্দ্দিত করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে।

নকুল-সহদেবসহ শল্যযুদ্ধ—শল্যপরাজয়

অনন্তর মদ্ররাজ শল্য ভাগিনেয় যমজ নকুল-সহদেবের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে শরজাল-সমাচ্ছন্ন করিলেন। মেঘ যেমন দিবাকরকে আবরণ করে, তদ্রূপ সহদেব মাতুল শল্যকে সমুপস্থিত দেখিয়া শরসমূহে তাঁহাকে আবৃত করিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াও নিতান্ত হৃষ্ট ও একান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদেরও জননী মাদ্রীর সম্পর্ক নিবন্ধন মাতুলের প্রতি অতুল প্রীতি সমুৎপন্ন হইল। শল্য সহাস্যমুখে চারি শরে নকুলের চারি অশ্ব বিনষ্ট করিলে নকুল সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সহদেবের রথে অধিরূঢ় হইলেন এবং উভয়ে মিলিত হইয়া ক্রোধভরে সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক শল্যের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন: কিন্তু মদ্ররাজ অচলের ন্যায় কিছুতেই বিচলিত না হইয়া অবলীলাক্রমে বাণ-সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর সহদেব রোষ-কলুষিত-মনে শল্যকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শর পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় বেগে ধাবমান হইয়া মদ্ররাজকে বিদ্ধ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তিনি তখন নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ ও মূর্চ্ছিত হইলেন। সারথি তাঁহাকে নিপতিত ও বিচেতন নিরীক্ষণ করিয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মদ্ররাজ শল্যের রথ প্রতিনিবৃত্ত অবলোকন করিয়া বিমনায়মান হইয়া তাঁহার বিনাশ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। এ দিকে নকুল ও সহদেব মদ্ররাজকে পরাজয় করিয়া প্রফুল্লাননে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেমন দৈত্য-সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ইঁহারাও কৌরব-সেনাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

শ্রুতায়ু-যুধিষ্ঠির যুদ্ধ—শ্রুতায়ুর পরাজয়

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর দিবাকর নভোমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুকে লক্ষ্য করিয়া অশ্বসকল চালনাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সুতীক্ষ্ণ নয় শর নিক্ষেপ করিলেন। শ্রুতায়ু ঐ সমস্ত শর নিবারণ করিয়া তাঁহার প্রতি সাত বাণ প্রয়োগ করিলে শরসকল রাজা যুধিষ্ঠিরের বর্ম্ম ভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল; বোধ হইল যেন, দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণ অনুসন্ধান করিতেছে। রাজা শ্রুতায়ুর শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া বরাহকর্ণ অস্ত্রে তাঁহার হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন এবং ভল্লাস্ত্রে তাঁহার কেতু ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে শ্রুতায়ু নিশিত সপ্ত সায়কে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। যেমন যুগান্তকালীন হুতাশন লোক-সকলকে ভস্মসাৎ করিবার নিমিত্ত প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষানলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ তাঁহাকে ক্রোধাবিষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং সমস্ত জগৎ আকুল হইয়া উঠিল। তখন সকলেই মনে করিলেন, অদ্য রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ত্রিলোক দগ্ধ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহর্ষিগণ লোকদিগের শান্তিলাভার্থ স্বস্ত্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজ রোষকষায়িতলোচনে বারংবার সৃক্কণী লেহন করিতে লাগিলেন, তাঁহার মূর্ত্তি যুগান্ত-কালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে কৌরব-সেনাসকল এককালে জীবিতাশা

পরিত্যাগ করিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ধৈর্য্য সহকারে ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক শ্রুতায়ুর মুষ্টিদেশে কার্ম্মুক ছেদন ও সকল সৈন্য-সমক্ষে নারাচ দ্বারা বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া সত্বর তাঁহার অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিলেন। শ্রুতায়ু রাজা যুধিষ্ঠিরের পুরুষকার অবলোকন করিয়া রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ শ্রুতায়ুকে পরাজিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সত্বর পরাঙ্মুখ হইল। রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাদিতবদন কৃতান্তের ন্যায় কৌরব-সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

চেকিতান-কৃপাচার্য্য যুদ্ধ

অনন্তর বৃষ্ণিবংশীয় চেকিতান সর্ব্বসৈন্য সমক্ষে কৃপাচার্য্যকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। কৃপাচার্য্য সেই সমস্ত শরনিকর নিবারণ করিয়া সমরপ্রিয় চেকিতানকে সায়কসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; পরে এক ভল্লাস্ত্রে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন ও অন্য ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া অশ্ব-সকল ও দুইটি পার্ষ্ণি-সারথিকে[১] বিনাশ করিলে চেকিতান সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বীরঘাতিনী গদা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ ও সারথিকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য ভূতলে অবস্থান করিয়া ষোড়শ শর নিক্ষেপ করিলে উহা চেকিতানের দেহ ভেদ করিয়া ধরণীতলে প্রবেশ করিল। যেমন পুরন্দর বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ চেকিতান ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার গদা নিক্ষেপ করিলে কৃপাচার্য্য সেই পাষাণগর্ভ[২] বিপুল মহাগদা বহু সহস্র শরে নিবারণ করিলেন। অনন্তর চেকিতান লঘুহস্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিয়া কৃপের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৃপাচার্য্যও কার্ম্মুক পরিত্যাগপূর্ব্বক সুসংস্কৃত[৩] অসি গ্রহণ করিয়া চেকিতানের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। পরে উভয়ে সুতীক্ষ্ণ অসি দ্বারা পরস্পর আঘাত করিলেন। তাঁহারা ব্যায়ামে পরিশ্রান্ত, নিস্ত্রিংশ-বেগে অভিহত ও মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া ভূতধাত্রী[৪] ধরিত্রীতে নিপতিত হইলেন। এই অবসরে চেকিতানের প্রিয়সুহৃৎ করকর্ষ মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া সর্ব্বসৈন্য-সমক্ষে স্বরথে আরোহণ করাইলেন। এ দিকে শকুনিও কৃপাচার্য্যকে সত্বর রথে আরোপিত করিলেন।

অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টকেতু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নবতি সায়কে সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। যেমন মার্ত্তণ্ডমণ্ডল মধ্যাহ্নকালে রশ্মিজালে সুশোভিত হয়, তদ্রূপ সৌমদত্তি শরনিকরে অলঙ্কৃত হইয়া সায়ক-সমূহে ধৃষ্টকেতুর রথ, সারথি ও অশ্বকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহাকেও সমাচ্ছন্ন করিলেন। ধৃষ্টকেতু রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক শতানীকের রথে আরূঢ় হইলেন। সুবর্ণকবচে অলঙ্কৃত রথী চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণ অভিমন্যুর অভিমুখে গমন করিলে যেমন বাত, পিত্ত ও কফের সহিত শরীরের যুদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহাদিগের সহিত অভিমন্যুর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অভিমন্যু তাঁহাদিগকে রথচ্যুত করিলেন, কেবল ভীমের বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণনাশ করিলেন না।

ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ

ইত্যবসরে দেবগণেরও নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্ম দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত একমাত্র বালক অভিমন্যুকে লক্ষ্য করিয়া গমন করিতেছেন দেখিয়া অর্জ্জুন বাসুদেবকে কহিলেন, 'হে বাসুদেব! যে স্থানে ঐ বহুসংখ্যক রথ রহিয়াছে, সেই দিকে শীঘ্র অশ্ব চালনা কর। ঐ দেখ, যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরগণ আমাদের সেনা-সকল বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।' তখন বাসুদেব, শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ ঘর্ঘর-শব্দে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৌরবদিগের প্রতি গমন করিতেছেন দেখিয়া কৌরবসৈন্যগণ অতিশয় কোলাহল করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন ভীষ্মরক্ষক[১] ক্ষিতিপালগণ-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া সুশর্ম্মাকে কহিলেন, 'হে সুশর্ম্মন্! তুমি আমার পূর্ব্ববৈরী এবং যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিয়াছ দেখিতেছি; কিন্তু আজি তোমাকে দুর্নীতির অতি দারুণ ফল প্রাপ্ত হইতে হইবে; আমি

১। সারথির পার্শ্বরক্ষককে। ২। প্রস্তরতুল্য সারবান্—কঠিন। ৩। সুশাণিত। ৪। প্রাণীদিগের আশ্রয়স্থল।

১। ভীষ্ম দ্বারা রক্ষিত।

ণই তোমাকে মৃত পিতামহদিগকে দর্শন
ইব।' সুশর্ম্মা অর্জ্জুনের এইরূপ অতি কঠোর
ু শ্রবণগোচর করিয়া ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন
পরে যেমন ঘনমণ্ডলী দিবাকরকে পরিবৃত
, তদ্রূপ সুশর্ম্মা দুর্য্যোধন প্রভৃতি বহুসংখ্যক
লগণে পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুনকে বেষ্টনপূর্ব্বক
দিক্ হইতে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন।
রূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণের শোণিতময় ঘোরতর
হইতে লাগিল।"

ষড়শীতিতম অধ্যায়

সুশর্ম্মার পৃষ্ঠরক্ষক বীরগণের বিনাশ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর
য় শরনিকর দ্বারা ছিন্নভিন্ন হইয়া পদাহত
ঙ্গর ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বাণে বাণে
রথগণের কার্ম্মুক ছেদন করিলেন এবং
াদিগকে নিঃশেষে বিনাশ করিবার অভিলাষ
য়া এককালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহা-
ার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, বর্ম্ম-সকল ছিন্ন-ভিন্ন
স্তকসকল ছেদিত হইল; তাঁহারা শোণিতলিপ্ত-
বরে এককালে ভূতলশায়ী হইলেন। অনন্তর
র্ত্তরাজ সুশর্ম্মা তাঁহাদিগকে গতাসু দেখিয়া
ুনের অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের
ক্ষক দ্বাত্রিংশৎ মহাবীর অর্জ্জুন-সন্নিধানে সমুপস্থিত
া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক
র্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন শরনিকরে
ান্ত নিপীড়িত ও ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া
মার্জ্জিত[১] ষষ্টি শরে পৃষ্ঠরক্ষকদিগকে বিনাশ
লেন। তিনি এইরূপে ষষ্টিসংখ্যক রথীদিগকে
ক্ষয় করিয়া ভূপালগণের বলসমুদয় বিনাশ করিয়া
বধার্থ প্রীতমনে সত্বর গমন করিতে লাগিলেন।
র্ত্তরাজ স্বীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে নিহত দর্শন
য়া অন্যান্য ভূপালগণকে পুরস্কৃত করিয়া অর্জ্জুন-
র্থ ধাবমান হইলেন। তখন শিখণ্ডী প্রভৃতি
সকল অর্জ্জুনকে সত্বর গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার
রক্ষা করিবার নিমিত্ত শাণিত শস্ত্র গ্রহণ করিয়া
াৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন

১। তৈল দ্বারা বিদূরিত মল—চক্‌চকে।

ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মার সহিত ভূপালগণকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া গাণ্ডীবমুক্ত নিশিত সায়ক দ্বারা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথ প্রভৃতি নৃপতিগণকে নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে বিদারণ করিবার নিমিত্ত মুহূর্ত্তমাত্র শক্তিসহকারে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষ্ম-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মহাবল-পরাক্রান্ত রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী শল্যকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীমসেন ও মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবের সহিত ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীম সমস্ত পাণ্ডবগণের সহিত সমাগত ও দারুণ শরসমূহে বিদ্ধ হইয়াও ব্যথিত হইলেন না।

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শিখণ্ডীর উত্তেজনা

অনন্তর সত্যসন্ধ জয়দ্রথ তথায় আগমন করিয়া শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক সহসা পাণ্ডবগণের কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অনলসঙ্কাশ শরনিকরে তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন দেবগণ সমবেত অসুরগণের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবেরা কৃপ, শল্য, শল ও চিত্রসেনের বিচিত্র সায়কে বিদ্ধ হইয়া সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মশরে শিখণ্ডীর কার্ম্মুক খণ্ড খণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, 'হে বীর! তুমি তোমার পিতার অগ্রে আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলে যে, আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, বিমল সূর্য্যসঙ্কাশ শরনিকরে মহাব্রত ভীষ্মকে সংহার করিব; তুমি কি নিমিত্ত আপনার প্রতিজ্ঞা সফল করিতেছ না? এক্ষণে তাঁহাকে বিনাশ করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন এবং ধর্ম্ম, কুল ও যশ রক্ষা কর। দেখ, যেমন কৃতান্ত ক্ষণকালমধ্যে জগৎ সন্তপ্ত করে, তদ্রূপ ভীষ্ম সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহে আমার সৈন্যগণকে নিরন্তর পরিতপ্ত করিতেছেন। এক্ষণে তুমি ছিন্নধনু, সমরপরাঙ্মুখ ও ভীষ্মের নিকট পরাজিত হইয়া সহোদর ও বন্ধুবান্ধব-দিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কোথায় গমন করিবে? ইহা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বোধ হয়, তুমি অনন্তবীর্য্য ভীষ্ম এবং ছিন্নভিন্ন পলায়নপর সৈন্যগণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয়ই ভীত হইয়াছ, এই নিমিত্ত

তোমার মুখমণ্ডলের প্রফুল্লতা নাই। তুমি আজি আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী মহাবীর ধনঞ্জয়ের সহিত মিলিত ও পৃথিবীতে প্রখ্যাত হইয়া কি নিমিত্ত ভীষ্ম হইতে ভয় প্রাপ্ত হইতেছ ?'

শিখণ্ডী-ভীমসেন সমরে কৌরব-পলায়ন

তখন শিখণ্ডী পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরের অতি কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া তিরস্কারবোধে ভীষ্মবধে যত্নবান্ হইলেন। মহাবীর শল্য তাঁহাকে ভীষ্ম-বিনাশার্থ ধাবমান দেখিয়া অনিবার্য্য অস্ত্রে নিবারণ করিলেন। দেবরাজসদৃশ প্রভাবশালী শিখণ্ডী সেই যুগান্তানল-কল্প[১] শল্যপ্রেরিত অস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া কিছুমাত্র বিমোহিত হইলেন না, প্রত্যুত শরনিকরে তাঁহার অস্ত্র নিবারণ করিয়া সেই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত পুনরায় এক বারুণাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পার্থিবগণ ও দেবলোক-স্থিত দেবতা সকল অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র-নিবারণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভীষ্ম রাজা যুধিষ্ঠিরের বিচিত্র ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে ভয়ে একান্ত অভিভূত দেখিয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগ এবং গদা গ্রহণপূর্ব্বক পাদচারে জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর জয়দ্রথ গদাধারী ভীমকে মহাবেগে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া ভীষণ যমদণ্ডসদৃশ শাণিত পঞ্চশত শরে তাঁহার চারি পার্শ্ব বিদ্ধ করিলেন। বৃকোদর সেই সকল শরজাল লক্ষ্য না করিয়াই রোষকষায়িতলোচনে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের অশ্বগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুররাজসদৃশ রাজকুমার চিত্রসেন ভীমসেনকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত অস্ত্র উদ্যত করিয়া তথায় আগমন করিলেন ; ভীমও সহসা সিংহনাদ পরিত্যাগ ও গদা প্রদর্শনপূর্ব্বক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবগণ সেই যমদণ্ডকল্প ভীষণ গদা উদ্যত অবলোকন করিয়া চিত্রসেনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গদা-পাত-পরিহার[২] বাসনায় পলায়ন করিলেন। চিত্রসেন সেই গদাপাতের পূর্ব্বেই বিমল অসি ও চর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক অচল-শিখর[৩] হইতে সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সমতল ভূতলে গমন করিলেন ; দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলেই চিত্রসেনের সেই বিচিত্র ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সিংহনাদ পরি-ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। ভীমনির্ম্মুক্ত গদা চিত্রসেনের রথ, অশ্ব ও সারথিকে বিনষ্ট করিয়া গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।"

১। প্রলয়বহ্নিতুল্য।২। গদা হইতে গাত্র রক্ষা।৩। পর্ব্বতচূড়া।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির সমর

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনার পুত্র বিকর্ণ ভগ্নরথ মনস্বী চিত্রসেনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রথে আরোপিত করিলেন। তুমুল সঙ্কুল সংগ্রামে শান্তনুতনয় ভীষ্ম সত্বর যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইলে বহুল-নাগাশ্বরথসমবেত[১] সৃঞ্জয়গণ তদ্দর্শনে কম্পিত হইয়া উঠিল এবং মনে মনে স্থির করিল যে, 'ধর্ম্মরাজ কৃতান্তের মুখে নিপতিত হইয়াছেন।' এ দিকে মহারাজ যুধিষ্ঠির মাদ্রীনন্দনদ্বয়-সমভি-ব্যাহারে মহাধনুর্দ্ধর শান্তনুতনয়ের অভিমুখান হইলেন এবং মেঘ যেমন দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ শরনিকর দ্বারা ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম সেই যুধিষ্ঠিরপ্রমুক্ত সহস্র সহস্র শর অনায়াসে সহ্য করিয়া অসংখ্য শর-সন্ধান করিতে লাগিলেন। ভীষ্মনিক্ষিপ্ত শরনিকর আকাশমণ্ডলে পক্ষিকুলের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাবীর শান্তনুতনয় নিমেষমধ্যে যুধিষ্ঠিরকে শর-নিকরে সমাচ্ছন্ন ও অদৃশ্য করিলেন[২]।

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে ভীষ্মের প্রতি আশীবিষসদৃশ এক নারাচ নিক্ষেপ করিলে মহারথ শান্তনুতনয় সেই যুধিষ্ঠিরনিক্ষিপ্ত কালসদৃশ নারাচ অর্দ্ধপথে ছেদনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের কাঞ্চনভূষণ-বিভূষিত অশ্ব-সমুদয় নিহত করিলেন। ধর্ম্মনন্দন সেই হতাশ্ব রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর মহাত্মা নকুলের রথে সমারূঢ় হইলেন। তখন অরাতিকুল-নিপাতন শান্তনুতনয় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মাদ্রী-নন্দনদ্বয়ের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে

১। বহু অশ্ব-গজ-রথযুক্ত। ২। বাণে বাণে ঢাকিয়া ফেলিলেন।

ালে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ
ঈর সেই যমজ ভ্রাতৃদ্বয়কে ভীষ্মের শরে নিতান্ত
ড়িত দেখিয়া তাঁহাকে নিধন করিবার নিমিত্ত
রোনাস্তি চিন্তিত হইলেন; পরে স্বীয় সুহৃৎ
ভগণকে শান্তনুতনয়ের নিধনার্থ আদেশ
লন।

ভীষ্মের বিরুদ্ধে বহু ভূপতির অভিযান

ভূপতিগণ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র
মুদয় লইয়া ভীষ্মকে বেষ্টন করিলেন। মহাবীর
ুতনয় এইরূপে সেই ভূপতিগণ কর্ত্তৃক
কে পরিবৃত হইয়া ক্রোধভরে শরাসন সঞ্চালন-
সেই মহারথগণকে নিপাতিত করিয়া সঙ্করণ
ত লাগিলেন। তখন পাণ্ডবগণ অরণ্যে
মধ্যস্থ[১] মৃগরাজ-শিশুর[২] ন্যায় তাঁহাকে
াকন করিতে লাগিলেন এবং মৃগযূথ যেমন
তকে নিরীক্ষণ করিয়া ভীত হয়, তদ্রূপ মহাবীর
সমরে শূরগণকে তর্জ্জিত[৩] ও সায়ক দ্বারা
সিত করিতেছেন দেখিয়া সাতিশয় ভীত
ন। ক্ষত্রিয়গণ কক্ষদহনাভিলাষী পবনসহায়
নের গতির ন্যায় শান্তনুতনয়ের গতি অবলোকন
ত লাগিলেন। যেমন সুনিপুণ ব্যক্তি
রু হইতে পরিপক্ক ফল সমুদয় পাতিত করে,
মহাবীর ভীষ্ম রথিগণের মস্তক নিপাতিত
ন। বীরগণের মস্তক ভীষ্মের শরে ছিন্ন হইয়া
লে নিপতিত হওয়াতে প্রস্তরপতনশব্দের ন্যায়
শব্দ সমুত্থিত হইল।

হ মহারাজ! সেই দারুণ সংগ্রাম ক্রমে ক্রমে
হইয়া উঠিলে সমুদয় সৈন্যগণ পরস্পর মিলিত
সেনাগণের পরস্পর মিলনে ব্যূহ ছিন্ন-ভিন্ন
ক্ষত্রিয়গণ এক এক জন এক এক জনকে
নপূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।
তনয় শিখণ্ডী ভীষ্মকে লক্ষ্য করিয়া 'থাক
বলিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলে
শান্তনুতনয় শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব চিন্তা করিয়া
প্রতি অনাদর প্রকাশপূর্ব্বক সৃঞ্জয়গণের
গমন করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয়গণ ভীষ্মকে
দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি
আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ভগবান্

১। হরিণদলমধ্যস্থিত। ২। সিংহশাবক। ৩। বীরদর্পে দুর্ব্বল।

ভাস্কর পশ্চিমদিক্ অবলম্বন করিলেন। উভয়পক্ষীয়
সৈন্যগণের ঘোর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল।

মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ সাত্যকি অসংখ্য
শক্তি, তোমর ও সায়ক দ্বারা কৌরব-সৈন্যগণকে
পীড়ন করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তাঁহাদের শরে
নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও বীরজনোচিত বুদ্ধিপ্রভাবে
সমর পরিত্যাগ না করিয়া উৎসাহসহকারে শত্রুসংহারে
প্রবৃত্ত হইল।

কৌরব-পাণ্ডব পরস্পর যুদ্ধ—কৌরব পলায়ন

অনন্তর তাহারা মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের শরে একান্ত
আহত হইয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল।
তখন অবন্তীদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সেই সৈন্য-
গণের চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া সত্বর ধৃষ্টদ্যুম্নের
অভিমুখীন হইলেন এবং অবিলম্বে অশ্বসমুদয় বিনষ্ট
করিয়া তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন।
তখন মহাবীর পাঞ্চালরাজতনয় অবিলম্বে সেই অশ্ব-
শূন্য রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক মহাত্মা সাত্যকির
রথে সমারূঢ় হইলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে
মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে বিন্দ ও অনুবিন্দের
সমীপে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে মহারাজ
দুর্য্যোধন সসৈন্যে বিন্দ ও অনুবিন্দের রক্ষার্থ
তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক অবস্থান করিতে
লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর ধনঞ্জয় দানবদলন-সমুদ্যত
পুরন্দরের ন্যায় ক্রোধভরে ক্ষত্রিয়গণকে সংহার
করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্য্যোধনের প্রিয়-
চিকীর্ষু দ্রোণাচার্য্যও ক্রোধান্বিতচিত্তে অনলের
তূলারাশি-দহনের ন্যায় পাঞ্চালগণকে সংহার করিতে
লাগিলেন। দুর্য্যোধনপ্রমুখ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ভীষ্মকে
পরিবেষ্টনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে
আরম্ভ করিলেন।

মরীচিমালী ভগবান্ ভাস্কর ক্রমে ক্রমে লোহিতবর্ণ
হইয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে মহারাজ দুর্য্যোধন
কৌরবসৈন্যগণকে সত্বর হইতে আদেশ করিলেন।
সৈন্যগণ তদনুসারে সংগ্রামস্থলে অসাধারণ বল-বিক্রম
প্রকাশপূর্ব্বক দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে
অতি ভীষণ তরঙ্গসমাকুল রুধিরনদী প্রবাহিত
হইতে লাগিল; অশিব শিবাকুল[১] ভৈরব রব করিয়া

১। অমঙ্গলসূচক শৃগালগণ।

উহার তীরে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি বিবিধ অসংখ্য পিশিতাশন[১] ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে ভূতসমূহসমাকুল সেই সমর অতি ভীষণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সুশর্ম্মা প্রভৃতি সসৈন্য ভূপতিগণকে এবং ভীমসেন দুর্য্যোধন প্রভৃতি রথিগণকে পরাজয় করিয়া শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। কুরুকুলচূড়ামণি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া এবং সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন যোদ্ধগণের সহিত মিলিত হইয়া স্কন্ধাবারে[২] গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজা দুর্য্যোধন শান্তনুতনয় এবং দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য ও কৃতবর্ম্মা সৈন্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ নিশাকালে প্রথমে একত্র মিলিত হইয়া পরে স্ব স্ব শিবিরে প্রতিগমনপূর্ব্বক পরস্পর যথা-বিহিত সম্মান-প্রদর্শন, শূরগণের রক্ষা, যথাবিধি গুল্ম[৩]সংস্থাপন, গাত্রের শল্য অপনয়ন ও বিভিন্ন জলে স্নান করিয়া গীতবাদ্যাদি দ্বারা আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের স্বস্ত্যয়ন ও বন্দিগণ স্তব করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে কৌরব ও পাণ্ডবগণের শিবির স্বর্গসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। বীরপুরুষগণ কেহ যুদ্ধবিষয়ক কোন কথাই উত্থাপন করিলেন না। যোদ্ধৃগণ এইরূপে ক্ষণকাল আমোদ-প্রমোদ করিয়া নিদ্রিত এবং হস্তী ও অশ্ব সকল প্রসুপ্ত হইলে সেই সমরশ্রান্ত উভয় সৈন্য অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।”

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

অষ্টম-দিবসীয় যুদ্ধ—কৌরব-ব্যূহরচনা

সঞ্জয় কহিলেন, “হে নরনাথ! এইরূপে সেই উভয়পক্ষীয় বীরপুরুষগণ নিদ্রাসুখ অনুভব ও রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে পুনরায় যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের যুদ্ধযাত্রাকালে সাগরধ্বনিসদৃশ তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিবিংশতি, রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য একত্র মিলিত হইয়া ব্যূহরচনা করিতে লাগিলেন। কৌরবশ্রেষ্ঠ শান্তনুতনয় সাগর সদৃশ মহাব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্বয়ং মালব, আবন্ত্য ও দাক্ষিণাত্যগণ-সমভিব্যাহারে সর্ব্ব-সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী হইয়া গমন করিলেন। তৎপশ্চাৎ প্রতাপশালী দ্রোণ পুলিন্দ, পারদ ও ক্ষুদ্রক মালবগণসমভিব্যাহারে; তৎপশ্চাৎ প্রবল ভগদত্ত মাগধ, কলিঙ্গ ও পিশাচগণসমভিব্যাহারে; তৎপশ্চাৎ কোশলাধিপতি বৃহদ্বল মেনক, ত্রৈপুর ও চিচ্ছিলগণ-সমভিব্যাহারে; তৎপশ্চাৎ প্রস্থলাধিপতি ত্রৈগর্ত্ত বহুতর কাম্বোজ ও যবন-সমভিব্যাহারে; তৎপশ্চাৎ অশ্বত্থামা সিংহনাদে ধরাতল নিনাদিত করিয়া; তৎপশ্চাৎ মহারাজ দুর্য্যোধন সর্ব্বসৈন্য ও সোদরগণে পরিবৃত হইয়া এবং তৎপশ্চাৎ কৃপ গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই সাগরসদৃশ মহাব্যূহ গমন করিতে আরম্ভ করিলে, তন্মধ্যে সমুদয় পতাকা, শ্বেতচ্ছত্র, বিচিত্র অঙ্গদ ও মহার্হ শরাসন শোভা পাইতে লাগিল।

পাণ্ডব-ব্যূহরচনা

হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই কৌরব-পক্ষীয় মহাব্যূহ অবলোকন করিয়া সত্বর স্বীয় পৃতনাপতি[১] ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, ‘হে মহাধনুর্দ্ধর! ঐ দেখ, কৌরবেরা সাগরসদৃশ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছে; অতএব তুমিও অচিরাৎ প্রতিব্যূহ প্রস্তুত কর।’ পাঞ্চালতনয় যুধিষ্ঠিরের নির্দেশানুসারে পর-ব্যূহবিনাশন মহান্ শৃঙ্গাটক[২]-ব্যূহ রচনা করিলেন। ঐ ব্যূহের শৃঙ্গদ্বারে অনেক সহস্র রথ, অশ্ব ও পদাতিসমবেত মহারথ ভীম ও সাত্যকি, নাভিদেশে শ্বেতাশ্ব বানরকেতু ধনঞ্জয় এবং মধ্যস্থলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্যূহশাস্ত্রবিশারদ মহাধনুর্দ্ধর অন্যান্য ভূপতিগণ সৈন্যগণসমভিব্যাহারে সেই ব্যূহ পরি-পূরিত করিলেন। ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগে মহারথ অভিমন্যু, বিরাট, দ্রৌপদীতনয়গণ ও হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচ অবস্থিত হইলেন। জয়াভিলাষী পাণ্ডব-গণ এইরূপে মহাব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। চতুর্দ্দিকে তুমুল ভেরীশব্দ,

---

১। মাংসাশী। ২। শিবির। ৩। সৈন্যগণের ঘাঁটি বা থানা।

১। সেনাপতি। ২। চতুষ্পথাকার—চারিটি পথসমন্বিত।

শঙ্খনিঃস্বন, সিংহনাদ, আস্ফোটন[১] ও উৎক্রোশ[২] হইতে লাগিল।

উভয়পক্ষীয় বীরগণের পরস্পর সংঘর্ষ

তখন মহাবীরগণ পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রতি অনিমেষলোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রথমে মনে মনে যুদ্ধ-কল্পনা করিয়া পশ্চাৎ পরস্পরকে আহ্বানপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ব্যাদিত-বদন[৩] অতি ভীষণ ভুজঙ্গ-সদৃশ নিশিত নারাচ নিকর, ঘনঘটাবিনিঃসৃত[৪] দেদীপ্যমান বিদ্যুৎসদৃশ তৈলধৌত সুশাণিত শক্তি-সমুদয় ও গিরিশৃঙ্গসদৃশ বিমল পট্ট[৫]-সমাচ্ছাদিত স্বর্ণভূষিত গদা-সকল চতুর্দ্দিক্ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল। নির্ম্মল নভোমণ্ডলসন্নিভ নিস্ত্রিংশ-সমুদয় ও ঋষভচর্ম্মবিনিন্দিত[৬] শতচন্দ্র-শোভিত চর্ম্ম[৭]-সকল ইতস্ততঃ পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেবাসুর সৈন্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রথি ভূপতিগণ যুগ দ্বারা বিপক্ষ রথিগণের যুগ আক্রমণপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। যুধ্যমান দন্তিগণের দন্তসংঘর্ষসঞ্জাত সধূম হুতাশন চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন গজারোহী প্রাস দ্বারা অভিহত ও ভূতলে নিপতিত হইয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিত বৃক্ষনিচয়ের ন্যায় শোভিত হইল। বিচিত্ররূপধারী পদাতিগণ নখর[৮] ও প্রাস দ্বারা বিপক্ষপক্ষীয় পদাতিদিগকে নিহত করিতে লাগিল। এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর মিলিত হইয়া নানাবিধ শরে পরস্পর সংহার করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর শান্তনুতনয় রথঘোষে[৯] রণস্থল প্রতিধ্বনিত ও শরাসনশব্দে পাণ্ডবগণকে বিমোহিত করিয়া সমুপস্থিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় রথিগণও ভীষণ ধ্বনি করিয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। পরে উভয়পক্ষীয় নর, অশ্ব ও হস্তি-সমুদয় পরস্পর মিলিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল।”

১। বীরদর্পসহকারে স্বশরীরে করতলাঘাতে শব্দকরণ। ২। উচ্চ চীৎকার। ৩। মুখ হাঁ করা। ৪। মেঘ গর্জ্জন হইতে নির্গত। ৫। বস্ত্রনির্ম্মিত আবেষ্টন। ৬। বৃষচর্ম্ম হইতেও শক্ত। ৭। ঢাল। ৮। নখের মত তীক্ষ্ণ শর। ৯। রথশব্দে।

ঊননবতিতম অধ্যায়

ভীম-ভীষ্ম যুদ্ধ—ধৃতরাষ্ট্রতনয় সুনাভবধ

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! প্রতাপশালী ভাস্করসদৃশ প্রভাসম্পন্ন, মহাবীর শান্তনুতনয় সমরে সমাগত হইলে পাণ্ডবগণ তাঁহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্ষণকাল পরে পাণ্ডব সৈন্যগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে ভীষ্মের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া সংগ্রামে ধাবমান হইল। তখন সমরশ্লাঘী শান্তনুনন্দন অসংখ্য সায়ক বর্ষণ করিয়া মহাধনুর্দ্ধর সোমক, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণকে পাতিত করিতে লাগিলেন। রণোৎসাহী পাঞ্চাল ও সোমকগণ ভীষ্মের শরে দৃঢ়তর সমাহত হইয়াও মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর শান্তনুতনয় তাঁহাদের কাহার হস্ত ও কাহার মস্তকচ্ছেদন এবং রথিগণের রথ ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীষ্মের ভীষণ শর-প্রভাবে সমরক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে অশ্ব হইতে নিপতিত অশ্বারোহিগণের মস্তক ও আরোহিশূন্য, ভূতলে শয়ান, পর্ব্বতোপম গজ-সমুদয় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষে রথিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ব্যতীত আর কেহই সমরে বিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না। ঐ মহাবীর ভীষ্মকে আক্রমণপূর্ব্বক তাড়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভীষ্ম ও ভীমসেনের সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণমধ্যে ঘোরতর কোলাহল আরম্ভ হইল। পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন সোদরগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন ভীষ্মের সারথিকে সংহার করিলে অশ্বগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ভীষ্মের রথ লইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন ঐ অবসরে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা সুনাভের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। হে রাজন্! এইরূপে আপনার পুত্র সুনাভ নিহত হইলে মহাবীর আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, কুণ্ডধার, মহোদর, অপরাজিত, পণ্ডিত ও বিশালাক্ষ আপনার এই সাত পুত্র সোদর-বিনাশ সহ্য করিতে না পারিয়া বিচিত্র কবচ ও আয়ুধ-সমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বে

ইন্দ্র যেমন বৃত্রকে বাণবিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবীর মহোদর বজ্রসদৃশ নয় বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন আদিত্যকেতু সপ্ততি, বহ্বাশী পাঁচ, কুণ্ডধার নবতি, বিশালাক্ষ সাত, পণ্ডিত তিন ও মহারথ অপরাজিত অসংখ্য সায়ক দ্বারা ভীমসেনকে তাড়িত করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের অপরাজিত-প্রমুখ সপ্তপুত্র বধ

মহাবীর বৃকোদর সমরে শত্রুগণের প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া বামহস্ত দ্বারা শরাসন নিপীড়ন করিয়া আনতপর্ব্ব শরপ্রহারে অপরাজিতের মস্তক-চ্ছেদন করিলেন; পরে ভল্ল দ্বারা সর্ব্বসৈন্যসমক্ষে মহারথ কুণ্ডধারকে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক রণপণ্ডিত পণ্ডিতের প্রতি এক সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত ভীষণ সায়ক কালপ্রেরিত ভুজঙ্গের ন্যায় পণ্ডিতকে বিনষ্ট করিয়া ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবীর বৃকোদর পূর্ব্বতন ক্লেশ স্মরণপূর্ব্বক তিন শরে বিশালাক্ষের মস্তকচ্ছেদন করিয়া মহোদরের বক্ষঃস্থলে সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহোদর ভীমের ভীমপ্রহারে নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলে মহাবীর ভীমসেন তীক্ষ্ণ বাণে আদিত্যকেতুর ছত্র ও নিশিত ভল্ল প্রহারে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া আনতপর্ব্ব শর দ্বারা বহ্বাশীকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্! সেই মহাবীরসমুদয় বিনষ্ট হইলে আপনার অন্যান্য তনয়গণ ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা সত্য বোধ করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবিনাশে নিতান্ত কাতর হইয়া কৌরবসৈন্যগণকে কহিলেন, 'হে সৈন্যগণ! এই দুরাত্মা ভীমকে তোমরা সত্বর সংহার কর।"

দীনতাপন্ন দুর্য্যোধন প্রতি ভীষ্মের তিরস্কার

হে মহারাজ! আপনার পুত্রগণ এইরূপে সোদরগণকে বিনষ্ট দেখিয়া ভীমসেনের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সত্যবাদী মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সত্য হইল। আপনি লোভ, মোহ ও পুত্রপ্রীতি-নিবন্ধন পূর্ব্বে বিদুরের হিতবাক্য বুঝিতে পারেন নাই। মহাবাহু বৃকোদর মহাশয়ের পুত্রগণকে বিনষ্ট করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

মহারাজ দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবধে কাতর হইয়া ভীষ্মের সমীপে গমনপূর্ব্বক বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিতে লাগিলেন, 'হে পিতামহ! ভীমসেন সংগ্রামে আমার ভ্রাতাদিগকে সংহার করিয়াছে। আমরা বহু যত্ন সহকারে সংগ্রাম করিতেছি, তথাপি আমাদের সৈন্যগণ নিহত হইতেছে। আপনি উদাসীন হইয়া সতত আমাদিগের উপেক্ষা করিতেছেন। আমি সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিতান্ত কুকর্ম্ম করিয়াছি।'

মহাত্মা ভীষ্ম দুর্য্যোধনের বাক্যশ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! আমি, দ্রোণ, বিদুর ও যশস্বিনী গান্ধারী, আমরা পূর্ব্বে তোমাকে এই কথা কহিয়াছিলাম, তুমি তৎকালে আমাদের বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিলে। যাহা হউক, আমি পূর্ব্বে তোমাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে সমর পরিত্যাগ করিব না; দ্রোণাচার্য্যও রণে ক্ষান্ত হইবেন না, কিন্তু আমি সত্য কহিতেছি যে, মহাবীর ভীমসেন সমরে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মধ্যে যাহাকে যাহাকে দেখিবে, তাহাকে তাহাকে অবশ্যই সংহার করিবে। অতএব তুমি স্থির হইয়া দৃঢ়বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ কর। পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দুঃসাধ্য'।"

নবতিতম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্রের সখেদোক্তি—সঞ্জয়ের কটাক্ষ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ আমার এই সকল পুত্রকে একমাত্র ভীমসেনের হস্তে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেন? আমারই পুত্রগণ প্রতিদিন পরাজিত ও বিনষ্ট হইতেছে, এক্ষণে বোধ হয়, দৈব তাহাদের প্রতিকূল হইয়াছে। দেখ, আমার পুত্রেরা সকলেই পরাজিত হইতেছে, কোন প্রকারেই তাহাদের জয় হইতেছে না; বিশেষতঃ যখন তাহারা মহাবীর দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত, অশ্বত্থামা ও অন্যান্য

মহাবীরগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়াও বিনষ্ট হইতেছে, তখন দুরদৃষ্ট ভিন্ন আর অন্য কারণ কিছুই নাই। পূর্ব্বে আমি, ভীষ্ম, বিদুর ও গান্ধারী, আমরা সকলেই হিতবাসনাপরবশ হইয়া মূঢ়মতি দুর্য্যোধনকে কারুবার নিবারণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু সে অজ্ঞানতা-প্রভাবে তখন কিছুই অবধারণ করে নাই। এক্ষণে তাহারই ফলভোগ করিতেছে ; ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইয়া প্রতিদিনই আমার পুত্রগণকে বিনাশ করিয়া থাকে।'

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! বিদুর আপনাকে কহিয়াছিলেন, আপনি পুত্রগণকে দ্যূতক্রীড়া হইতে নিবারণ করুন ;— পাণ্ডবগণের কদাচ অপকার করিবেন না ; কিন্তু তৎকালে আপনি সেই হিতকর বাক্য হৃদয়ঙ্গম করেন নাই, এক্ষণে তাঁহারই কথা সপ্রমাণ হইতেছে। যেমন মনুষ্য হিতজনক ঔষধে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনিও প্রিয়কারী বন্ধুবান্ধবগণের বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই। এক্ষণে সেই সমস্ত হিতজনকবাক্য আপনার পক্ষে ঘটিতেছে। কৌরবগণ বিদুর, দ্রোণ, ভীষ্ম ও অন্যান্য হিতাভিলাষী ব্যক্তিদিগের বাক্য শ্রবণ না করিয়াই বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে। এক্ষণে যেরূপে যুদ্ধ হইতেছে, তাহা শ্রবণ করুন।

সঙ্কুলযুদ্ধে উভয়পক্ষীয় বহু সৈন্যসংহার

মধ্যাহ্নকালে লোকক্ষয়কর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, সৈন্যগণ ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে ভীষ্মবিনাশার্থ ক্রোধভরে ধাবমান হইল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে ; বিরাট ও দ্রুপদ সোমকদিগের সহিত এবং কুন্তিভোজ, ধৃষ্টকেতু ও কৈকেয়গণ ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ; অর্জ্জুন, চেকিতান ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুবর্ত্তী পার্থিবদিগের প্রতি এবং অভিমন্যু, হৈড়ম্ব ও ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৌরব-দিগের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন ; এইরূপে পাণ্ডবেরা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া কৌরবগণকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কৌরবেরাও তাঁহাদিগকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ দ্রোণ রোষ-পরবশ হইয়া সৃঞ্জয়দিগের সহিত সোমক-দিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। কৌরবেরা 'মার মার' বলিয়া সৃঞ্জয়দিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদিগের মধ্যে সাতিশয় কোলাহল সমুপস্থিত হইল। অনন্তর দ্রোণশরনিহত বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় ব্যাধিবিকীর্ণিত ব্যক্তির ন্যায় ইতস্ততঃ বিচেষ্টমান দৃষ্ট হইল। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় তাহাদের আর্ত্তনাদ শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল।

এ দিকে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীম দ্বিতীয় অন্তকের ন্যায় ক্রোধে অধীর হইয়া কৌরবগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পর নিহত সৈন্যগণের রুধিরবাহিনী ভীষণদর্শনা নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন কৌরব ও পাণ্ডবগণের যমরাজ্যবিবর্দ্ধন সংগ্রাম অতিশয় ঘোরতর হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর ভীম রোষাবিষ্ট হইয়া মহাবেগে গজসৈন্য আক্রমণ করিয়া শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনের নারাচ দ্বারা অভিহত করিনিকর ভূতলে নিপতিত, বিষণ্ণ ও চারিদিকে ধাবমান হইল এবং কতকগুলি আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কতকগুলি হস্তী ছিন্নশুণ্ড ও ছিন্নকলেবর হইয়া ক্রৌঞ্চের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ধরাতলে শয়ন করিল। মহাবীর নকুল এবং সহদেবও করিসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইয়া কাঞ্চনশিরোভূষণসম্পন্ন কাঞ্চন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃত শত সহস্র মাতঙ্গ নিহত করিতে লাগিলেন। কতকগুলির জিহ্বা ছিন্ন হইয়াছে ; কতক-গুলির নিশ্বাস অতিকষ্টে নির্গত হইতেছে ; কতকগুলি এককালে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে এবং কতক-গুলি আর্ত্তনাদ করিতেছে। সমরভূমি এইরূপে নানা রূপধারী করিনিকরে ও অর্জ্জুনশরে নিহত তুরঙ্গ-গণে পরিপূর্ণ হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল। বসন্তকালীন কুসুমের ন্যায় ভগ্ন রথ, ছিন্ন ধ্বজদণ্ড, ছিন্ন চামর, মহাপ্রভ ছত্র, খণ্ড খণ্ড আয়ুধ, হার, নিষ্ক, কেয়ূর কুণ্ডলাবৃত মুণ্ড, স্খলিত উষ্ণীষ, পতাকা, অনুকর্ষ[১] ও রশ্মিসহকৃত যোক্ত্র[২] দ্বারা সমর-ভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া সাতিশয় শোভমান হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অন্যান্য বীরপুরুষেরা ক্রোধাবিষ্ট হইলে পাণ্ডবগণেরও এইরূপ ক্ষয় হইতে লাগিল।"

১। রথচক্রের উপরিস্থিত কাষ্ঠ। ২। জোয়াল।

একনবতিতম অধ্যায়

অর্জ্জুনতনয় ইরাবানের সমরাভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! এইরূপ ভয়ঙ্কর বীরক্ষয়কর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সুবলনন্দন শকুনি পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর হার্দ্দিক্য বায়ুবেগগামী বহুসংখ্যক কাম্বোজ দেশীয়, দেশজ, নদীজ, অরট্টজ[1], মহীজ, সিন্ধুজ, বনায়ুজ[2], ও তিত্তিরজ[3] গিরিজ অশ্ব দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যকে আক্রমণ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত অর্জ্জুনাত্মজ শ্রীমান্ ইরাবান্ সুবর্ণালঙ্কৃত বর্ম্মাচ্ছন্ন, প্রণালীক্রমে অবস্থাপিত, বেগগামী তুরঙ্গমগণের সহিত হৃষ্টমনে হার্দ্দিক্যের সৈন্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ইনি পার্থের ঔরসে নাগরাজকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নাগরাজ ঐরাবত পক্ষিরাজ বৈনতেয় কর্ত্তৃক জামাতার লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে অর্জ্জুনকে সন্তানবিহীনা দীনমনা স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, অর্জ্জুনও কামবশবর্ত্তিনী সেই কামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুনতনয় ইরাবান্ পরক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার দুরাত্মা পিতৃব্য অর্জ্জুনের প্রতি বিদ্বেষপরতন্ত্র হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলে তিনি জননী কর্ত্তৃক নাগলোকেই পরিপালিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর পার্থ সুরলোকে গমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, রূপবান্ গুণসম্পন্ন সত্যপরাক্রম ইরাবান অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে পিতাকে অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিলেন, 'হে তাত! আমি আপনার পুত্র; আমার নাম ইরাবান্।' এই বলিয়া তিনি পার্থের সহিত তাঁহার জননীর যেরূপে সমাগম হইয়াছিল, তাহা আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। তখন অর্জ্জুন পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া আপনার অনুরূপ গুণসম্পন্ন পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং প্রসন্ন-মনে তাঁহাকে আদেশ করিলেন, 'বৎস! তুমি সংগ্রামকালে আমাদিগকে সাহায্য প্রদান করিবে।' ইরাবান্ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে যুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া বহুসংখ্যক অশ্বের সহিত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন।

গজ-গবাক্ষাদি শকুনি-ভ্রাতৃগণ-বধ

অনন্তর তাঁহার অশ্ব-সকল মহাসাগরে হংসের ন্যায় সহসা রণস্থলে উপস্থিত হইয়া কৌরবদিগের মহাবেগ-সম্পন্ন অশ্বগণকে আক্রমণ করিল এবং পরস্পর অতিবেগে বক্ষ দ্বারা বক্ষে ও নাসিকা দ্বারা নাসিকায় আঘাত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। যেমন বিহঙ্গরাজ গরুড়ের পতনকালে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হয়, তদ্রূপ উহাদিগের পতনসময়ে অতি দারুণ শব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল। পরে অশ্বারোহিগণ মিলিত হইয়া পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইল। তখন এইরূপ তুমুল সঙ্কুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে উভয়পক্ষীয় অশ্বসকল সাতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বীরগণ অশ্ব বিনষ্ট ও সায়কসকল নিঃশেষিত হইলে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পরস্পর আঘাত করিয়া বিনষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে অশ্বসৈন্য-সকল বিনষ্ট ও অল্পমাত্র অবশিষ্ট হইলে গজ, গবাক্ষ, বৃষভ, চর্ম্মবান, আর্জব ও শুক, শকুনির এই ছয়টি অনুজ বায়ুবেগগামী বয়স্থ সৎস্বভাব অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই মহৎ বল হইতে নির্গত হইলেন। তখন শকুনি ও অন্যান্য মহাবল-পরাক্রান্ত যোদ্ধৃগণ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তথাপি সেই সমস্ত ভীষণাকার সমরনিপুণ গান্ধারগণ স্বর্গ বা জয়াভিলাষী হইয়া হৃষ্ট-মনে সৈন্যগণসমভিব্যাহারে নিতান্ত দুর্জ্জয় ইরাবানের সৈন্য ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইরাবান্ তাঁহাদিগকে নিতান্ত সন্তুষ্ট দেখিয়া স্বীয় যোদ্ধৃগণকে কহিলেন, 'হে যোদ্ধৃগণ! এই সকল ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের বীরপুরুষেরা যেরূপে বিনষ্ট হয়, তাহার উপায়বিধান কর।' তখন তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সেই সমস্ত নিতান্ত দুর্জ্জয় সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। অনন্তর সুবলাত্মজগণ স্বীয় সৈন্যদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া পরস্পর ত্বরা প্রদর্শনপূর্ব্বক রণস্থল একান্ত ব্যাকুল ও দ্রুতগমনে ইরাবান্‌কে বেষ্টন করিয়া প্রাস-প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ইরাবান প্রাসবিদ্ধ হইয়া তোদনদণ্ডাহত[1] মাতঙ্গের ন্যায় নিরন্তর নিপতিত রুধিরধারায়

১। আরট্টদেশীয়। ২। বনায়ু-দেশজ। ৩। তিত্তির দেশজাত।

১। করিকুম্ভভেদী অঙ্কুশাকার বেদনাদায়ক লৌহযন্ত্র।

অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন; বহুসংখ্যক বীরগণ কর্ত্তৃক বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ ও উভয় পার্শ্বে সাতিশয় আহত হইয়াও ধৈর্য্যবলে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না; বরং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশিত শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ ও বিমোহিত করিলেন এবং আপনার শরীর হইতে প্রাস সমুদয় উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারাই সুবলনন্দনদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার বাসনায় সত্বর নিশিত অসি নিষ্কাশিত ও চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পাদচারে ধাবমান হইলেন। সৌবলেরা পূর্ব্ববৎ বল লাভ করিয়া ক্রোধভরে ইরাবানের প্রতি গমন করিলেন। বলদৃপ্ত মহাবীর ইরাবান্‌ও খড়্গ দ্বারা পাণিলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইলেন। অশ্বারূঢ় সুবলনন্দনগণ মহাবেগে সঞ্চরণ করিয়াও লাঘবচারী[১] ইরাবান্‌কে আহত করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন না। পরিশেষে তাঁহাকে অনেকবার লক্ষ্য করিয়া বেষ্টনপূর্ব্বক গ্রহণ[২] করিবার উপক্রম করিলেন। তাঁহারা সন্নিহিত হইলে ইরাবান্ অসি-প্রহারে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন বহুবিধ ভূষণে বিভূষিত আয়ুধধারী করনিকর[৩] অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল এবং সৌবলেরাও অবিলম্বে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইলেন। কেবল শকুনি বারংবার পরিরক্ষিত হইয়া এই ভয়ঙ্কর বীর-বিনাশ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন।

কৌরবপক্ষীয় আর্য্যশৃঙ্গসহ ইরাবানের যুদ্ধ

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন রোষপরবশ হইয়া বকবধনিবন্ধন ভীমসেনের সহিত জাতবৈর ঘোররূপ মায়াবী রাক্ষস আর্য্যশৃঙ্গকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'হে বীর! দেখ, অর্জ্জুনের আত্মজ মহাবল-পরাক্রান্ত মায়াবী ইরাবান্ আমার বলক্ষয়রূপ ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছে। তুমিও কামচারী ও মায়াস্ত্র-বিশারদ; ভীমসেনের সহিত তোমার শত্রুভাব বদ্ধমূল রহিয়াছে; অতএব তুমি এক্ষণে ইহাকে সংহার কর।' তখন আর্য্যশৃঙ্গ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সমরনিপুণ প্রহরণধারী সৈন্যগণ ও অবশিষ্ট দুই সহস্র অশ্বে পরিবৃত হইয়া ইরাবান্‌কে বিনাশ করিবার অভিলাষে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিল। ইরাবান্‌ও রোষপরবশ হইয়া রাক্ষসকে বধ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। রাক্ষস তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বর মায়া-প্রকাশের উপক্রম করিতে লাগিল এবং শূলপট্টিশধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসে অধিষ্ঠিত[১] দুই সহস্র মায়াময় অশ্ব সৃষ্টি করিল। সেই মায়া-সৈন্য রোষাবিষ্ট ও শত্রুগণের সহিত মিলিত হইয়া অচিরে পরস্পর বিনষ্ট হইল। তখন আর্য্যশৃঙ্গ ও ইরাবান্ উভয়ে রণস্থলে বৃত্র ও বাসবের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আর্য্যশৃঙ্গ কর্ত্তৃক ইরাবান্ বধ

অনন্তর ইরাবান্ যুদ্ধ-দুর্ম্মদ রাক্ষসকে ধাবমান দেখিয়া রোষকষায়িত-লোচনে নিবারণ করিলেন এবং তাহাকে সন্নিহিত নিরীক্ষণ করিয়া খড়্গ দ্বারা তাহার কার্ম্মুকচ্ছেদ ও শর-সকল পাঁচ খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষস মায়াবলে ইরাবান্‌কে বিমোহিত করিয়া মহাবেগে নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইল। কামরূপী ইরাবান্‌ও অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া মায়া-প্রভাবে রাক্ষসকে বিমুগ্ধ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসদিগের মায়া স্বাভাবিক এবং বয়ঃক্রম ও রূপ স্বেচ্ছাধীন। এই কারণ ছিন্নভিন্নাঙ্গ আর্য্যশৃঙ্গ পুনরায় যৌবন-সম্পন্ন হইয়া শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মহাবীর ইরাবান্ রোষপরবশ হইয়া সুতীক্ষ্ণ পরশু দ্বারা তাহাকে বারংবার ছেদন করিতে লাগিলেন। আর্য্যশৃঙ্গ ছিদ্যমান[২] বৃক্ষের ন্যায় ঘোরতর শব্দ ও পরশুক্ষত[৩] হইয়া অনবরত রুধির-ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল; পরে শত্রুর বুদ্ধি নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাতিশয় বেগ-প্রদর্শন ও ভয়ঙ্কর আকার স্বীকার করিয়া সর্ব্বসমক্ষে ইরাবান্‌কে ধারণ করিবার উপক্রম করিল। ইরাবান্‌ও রোষাভিভূত সমরানুরাগী রাক্ষসকে মায়া পরিগ্রহ করিতে দেখিয়া রোষভরে মায়া সৃষ্টি করিবার উদ্যোগ করিলে, তাঁহার মাতৃবংশীয় নাগগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি তখন বহুসংখ্যক নাগে পরিবৃত হইয়া বেগবান্ অনন্তের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর বহুবিধ নাগে রাক্ষসকে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলে রাক্ষস কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া

১। কৃত বিচরণশীল। ২। বন্দী। ৩। ছিন্নহস্ত সকল।

১। রাক্ষস অশ্বারোহিসহ। ২। ছিন্ন। ৩। কুঠার দ্বারা আহত।

সৌপর্ণ[১]রূপ পরিগ্রহ করিয়া পন্নগদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ইরাবান্ মোহাবিষ্ট হইলেন। রাক্ষস আর্য্যশৃঙ্গ তৎক্ষণাৎ সুতীক্ষ্ণ অসি দ্বারা তাঁহার কুণ্ডলযুগলালঙ্কৃত, কিরীট-পরিশোভিত, পদ্মেন্দু-সুন্দর[২] বদনমণ্ডল ভূতলে নিপাতিত করিল। তখন ধার্ত্তরাষ্ট্র ও ভূপালগণ একান্ত হৃষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

কৌরব-পরাক্রমে পাণ্ডবগণের ভয়সঞ্চার

অনন্তর উভয়পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া গেল। এই সঙ্কুল-যুদ্ধে গজ, অশ্ব ও পদাতিগণ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া গজগণ অশ্ব, হস্তী ও পদাতি-সকলকে, পদাতি সকল রথ, অশ্ব ও হস্তীদিগকে এবং রথিগণ পদাতি, রথ ও অশ্বদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। অর্জ্জুন আত্মজের বিনাশ-সংবাদ অবগত না হইয়াই ভীষ্মরক্ষক[৩] ক্ষিতিপালগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয় ও কৌরবগণ পরস্পর বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়া সমরানলে জীবনকে আহুতি প্রদান করিলেন। ছিন্নবাহু, ছিন্নখড়্গ, ছিন্নকার্ম্মুক ও মুক্তকেশ রথিসকল পরস্পর সমবেত হইয়া মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীষ্ম পাণ্ডবসেনা বিকম্পিত করিয়া মর্ম্মভেদী শরনিকরে মহারথগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবদিগের বহুসংখ্যক মনুষ্য, রথী, হস্তী ও গজারোহী বিনষ্ট হইল। মহাবীর ভীষ্ম, ভীমসেন, দ্রুপদ ও সাত্বতের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া সকলের অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয়সঞ্চার হইল। যুদ্ধ অতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল।

দ্রোণের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগের অন্তঃকরণ ভয়বিহ্বল হইল এবং তাঁহারা দ্রোণের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরগণ! দ্রোণাচার্য্য মহাবল-পরাক্রান্ত বহুসংখ্যক বীরগণে পরিবৃত না হইয়াও একাকীই সসৈন্যে আমাদিগকে বিনাশ করিতে পারেন।' হে মহারাজ! এইরূপে অতি ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে উভয়পক্ষীয় বীরগণ নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া ক্রোধভরে রাক্ষসাবিষ্ট ও ভূতাবিষ্টের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই দৈত্যসমর-সঙ্কাশ[৪] বীর-ভয়কর সংগ্রামে প্রাণরক্ষা করিতে কাহাকেও নিরীক্ষণ করিলাম না।"

১। গরুড়। ২। কমল ও চন্দ্রতুল্য। ৩। ভীষ্মের পৃষ্ঠপোষক। ৪। দৈত্যসমর সদৃশ।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়

দুর্য্যোধন-ঘটোৎকচ যুদ্ধ—কৌরব-হতাশ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সংগ্রামে ইরাবান্‌কে নিহত দেখিয়া কি করিলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! ভীমসেনতনয় ঘটোৎকচ ইরাবান্‌কে রণে নিহত দেখিয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। ভীমতনয়ের ভীষণ নাদে পর্ব্বতসনাথ সকাননা মেদিনী, অন্তরীক্ষ ও সমুদয় দিক্‌বিদিক্ বিচলিত হইতে লাগিল; সৈন্যগণের উরুস্তম্ভ[১], স্বেদ ও বেপথু হইল এবং বীরগণ দীনচিত্ত সিংহভীত গজের ন্যায় ভীত হইয়া সঙ্কুচিত ও কুণ্ডলিত[২] হইতে আরম্ভ করিল। মহাবীর ঘটোৎকচ এইরূপে নির্ঘাত সদৃশ মহানাদ করিয়া ভীষণ রূপ ধারণপূর্ব্বক জ্বলিত শূল সমুদ্যত করিয়া নানা প্রহরণধারী রাক্ষসসমূহে পরিবৃত হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় ক্রোধান্বিত-চিত্তে আগমন করিতে লাগিলেন। সেই ভীমদর্শন ভীমতনয়কে ক্রুদ্ধচিত্তে সমাগত দেখিয়া কৌরবপক্ষীয় সেনারা ভীত ও সমরে বিমুখপ্রায় হইয়া উঠিল।

তখন মহারাজ দুর্য্যোধন সশর শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিয়া ঘটোৎকচের প্রতি ধাবমান হইলেন। বঙ্গাধিপতি মদস্রাবী পর্ব্বতসদৃশ দশ সহস্র কুঞ্জর-সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনকে গজসৈন্য পরিবৃত হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন রাক্ষসগণ ও দুর্য্যোধনসৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। শস্ত্রপাণি নিশাচরগণ সেই মেঘবৃন্দ-সদৃশ গজসৈন্য সন্দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় বিবিধ প্রকার শব্দ করিয়া ধাবমান হইয়া শর, শক্তি, নারাচ, ভিন্দিপাল, শূল, মুদ্গর ও পরশু দ্বারা গজযোধিগণকে এবং পর্ব্বতশৃঙ্গ ও

১। ভীতিবশতঃ উরুর গতিশক্তিরোধ। ২। জড়সড় হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া একত্র অবস্থিত।

বৃক্ষ-সমুদয় দ্বারা মহাগজদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। সংগ্রামস্থলে নিশাচরগণ কর্ত্তৃক নিহন্যমান[১], ভিন্নকুম্ভ[২], ভিন্নগাত্র, রক্তাক্তকলেবর অসংখ্য মাতঙ্গ দৃষ্ট হইতে লাগিল।

পাণ্ডবপক্ষীয় বিদ্যুজ্জিহ্ব বধ

এইরূপে সেই গজযোধিগণ ভগ্ন হইলে মহারাজ দুর্য্যোধন ক্রোধভরে জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই রাক্ষসগণের প্রতি ধাবমান হইয়া তাহাদের উপর নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন; ঐ মহাবীর নিশিত চারি বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক মহাবেগগামী বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক রাক্ষসকে সংহার করিয়া পুনরায় রাক্ষস সৈন্যমধ্যে শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের সেই মহৎ কার্য্য সন্দর্শনে ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া বজ্রসদৃশ শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সেই ভীমপ্রতাপ ভীমতনয়কে কালোৎসৃষ্ট* অন্তকের ন্যায় ধাবমান দেখিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের সমীপে গমনপূর্ব্বক ক্রোধসংরক্তলোচনে কহিতে লাগিলেন, 'হে নৃশংস দুর্য্যোধন! তুমি দ্যূতক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়া বহুদিন আমার মাতা ও পিতা এবং তাঁহার ভ্রাতাদিগকে প্রবাসিত* করিয়াছিলে, আজি তোমায় নিধন করিয়া তাঁহাদের নিকট আনৃণ্য* লাভ করিব। তুমি যে পাণ্ডবগণকে দ্যূতে পরাজয় ও একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রুপদতনয়াকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া অশেষ ক্লেশ প্রদান করিয়াছ, তোমার প্রিয়চিকীর্ষায় দুরাত্মা সিন্ধুরাজ যে পাণ্ডবগণকে অপমান করিয়া দ্রৌপদীকে বনমধ্যে ক্লেশিত করিয়াছিল, আজ সেই সমুদয় অপমানের পরিশোধ করিব, তুমি রণস্থল পরিত্যাগ করিও না।' মহাবীর হিড়িম্বানন্দন এই বলিয়া মহাশরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক ওষ্ঠ দংশন ও সৃক্কণী লেহন করিয়া বর্ষাকালীন মেঘের পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণের ন্যায় দুর্য্যোধনের উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।"

১। নিহত। ২। বিদীর্ণ ব্রহ্মরন্ধ্র—তার তালুদেশ। ৩। কাল-প্রেরিত। ৪। রাজ্যভ্রষ্ট—রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বন-প্রবাসী। ৫। ঋণমুক্তি।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

ঘটোৎকচের সহিত দুর্য্যোধনের পুনর্যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! মহাবীর দুর্য্যোধন সেই ঘটোৎকচনিক্ষিপ্ত, দানবগণেরও দুঃসহ শরনিকর অনায়াসে সহ্য করিয়া ক্রোধকম্পিত-কলেবর সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উপরে তীক্ষ্ণ পঞ্চবিংশতি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। যেমন ক্রুদ্ধ আশীবিষগণ গন্ধমাদনপর্ব্বতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ দুর্য্যোধননিক্ষিপ্ত নারাচনিচয় ঘটোৎকচের উপর নিপতিত হইল। মহাবীর ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের নারাচে দৃঢ়বিদ্ধ হইয়া মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় রক্তমোক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে দুর্য্যোধনকে সংহার করিবার মানসে প্রজ্বলিত উল্কাসদৃশ, মহাশনির ন্যায়, পর্ব্বতবিদারণক্ষম মহাশক্তি সমুদ্যত করিলেন।

মহাবীর বঙ্গাধিপতি সেই মহাশক্তি সমুদ্যত দেখিয়া সত্বর শীঘ্রগামী পর্ব্বতসদৃশ কুঞ্জরে আরোহণপূর্ব্বক ঘটোৎকচের অভিমুখে দুর্য্যোধনের রথপথে উপস্থিত হইয়া রথ আবরণ করিলেন। মহাবল ঘটোৎকচ তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া সেই সমুদ্যতশক্তি বঙ্গাধিপতির গজের উপর নিক্ষেপ করিলেন। করিবর ঘটোৎকচের শক্তি-প্রহারে আহত ও রুধিরধারায় অভিষিক্ত হইয়া ধরণীতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। বঙ্গাধিপতি সত্বর গজ হইতে ধরণীতলে অবতরণ করিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন সেই মহাবারণকে নিপতিত ও কৌরব-সৈন্যগণকে ভগ্ন দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ও স্বীয় অসাধারণ অভিমানিতা স্মরণ করিয়া সেই পলায়নযোগ্য সময়েও পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিয়া এক কালাগ্নিসদৃশ সুশাণিত শর শরাসনে সন্ধানপূর্ব্বক ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ঘটোৎকচ সেই ইন্দ্রের অশনিসদৃশ শর সমাগত দেখিয়া স্বীয় লাঘবপ্রভাবে অনায়াসে উহা অতিক্রম করিলেন এবং পুনরায় ক্রোধসংরক্তলোচনে সমুদয় সৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিয়া যুগান্তকালীন জলধরের ন্যায় গভীরস্বনে ঘোর নিনাদ করিতে লাগিলেন।

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সেই ভীমপরাক্রম ভীমতনয়ের ভীষণ নিনাদশ্রবণে দ্রোণের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে আচার্য্য! আজি ঘোরতর রাক্ষসসিংহনাদ

শ্রুত হইতেছে ; বোধ হয়, মহাবীর ঘটোৎকচ রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে ; মহাবলপরাক্রান্ত ঘটোৎকচকে পরাজয় করা কোন প্রাণীরই সাধ্য নহে ; মহারাজ দুর্য্যোধন মহাবল রাক্ষস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন ; অতএব সত্বর গমন করিয়া নিশাচর-হস্ত হইতে তাঁহাকে বিমুক্ত করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।'

দ্রোণপ্রমুখ মহারথগণের দুর্য্যোধন-সাহায্য

তখন মহাবীর দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, জয়দ্রথ, কৃপ, ভূরিশ্রবা, শল্য, অবন্তিরাজ, বৃহদ্বল অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি তাঁহাদের অনুযায়ী বহু সহস্র রথ-সমভিব্যাহারে ভীষ্মের বাক্য শ্রবণে দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সত্বর তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। সেই মহারথগণ-সংরক্ষিত অপরিভবনীয় মহাসৈন্য তাঁহাকে নিধন করিতে সমুদ্যত হইয়াছে দেখিয়া, রাক্ষসসত্তম ঘটোৎকচ মৈনাক-পর্ব্বতের ন্যায় কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না ; প্রত্যুত শূল, মুদ্গর প্রভৃতি নানা-প্রহরণধারী জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত হইয়া বিপুল শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন-সৈন্যগনের সহিত রাক্ষস-দিগের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে বীরগণের ভীষণ ধনুষ্টঙ্কার দহ্যমান বংশধ্বনির ন্যায় ও বর্ম্মে নিপতিত শরসমুদয়ের শব্দ ভিদ্যমান পর্ব্বতধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। বীরগণবিসৃষ্ট আকাশ-গামী তোমরসমুদয় ভুজঙ্গকুলের ন্যায় বোধ হইল। রাক্ষসেন্দ্র মহাবাহু ঘটোৎকচ ক্রোধভরে ভীষণ ধ্বনি করিয়া মহাশরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্রবাণে দ্রোণের কার্ম্মুক ও সুনিশিত ভল্লে সোমদত্তের ধ্বজচ্ছেদন করিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। পরে বাহ্লীকের বক্ষঃস্থলে তিন বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক কৃপকে এক বাণে ও চিত্রসেনকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপে শরাসন আকর্ষণ করিয়া বিকর্ণের জত্রুদেশে আঘাত করিলেন। মহাবীর বিকর্ণ ঘটোৎকচের শরাঘাতে রুধিরাক্তকলেবর হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর মহাবীর ঘটোৎকচ ক্রোধভরে ভূরিশ্রবার উপর পঞ্চদশ নারাচ নিক্ষেপ করিলে সেই নিক্ষিপ্ত নারাচসকল ভূরিশ্রবার বর্ম্ম ভেদপূর্ব্বক ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাত্মা বৃকোদরতনয় বিবিংশতির ও অশ্বত্থামার সারথিকে বাণবিদ্ধ করিলেন, সারথিদ্বয় শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অশ্ব-রশ্মি পরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপস্থে নিপতিত হইল। পরে মহাবীর হিড়িম্বানন্দন অর্দ্ধচন্দ্রবাণে সিন্ধুরাজের সুবর্ণবিভূষিত বরাহধ্বজ ও অপর বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ক্রোধসংরক্ত-নয়নে নারাচ নিক্ষেপপূর্ব্বক অবন্তিরাজের চারি অশ্ব সংহার ও আকর্ণাকৃষ্ট শরাসনে সুতীক্ষ্ণ শরসন্ধান করিয়া রাজপুত্র বৃহদ্বলকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল বৃহদ্বল ঘটোৎকচের বাণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রথস্থ রাক্ষসেন্দ্র হিড়িম্বাতনয় ক্রোধকম্পিতকলেবরে আশীবিষসদৃশ নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধবিশারদ শল্যের কলেবর ভেদ করিলেন।"

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

ভীমপ্রমুখ বীরগণের ঘটোৎকচ-সাহায্য

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ এইরূপে কৌরবসৈন্যকে সমরে বিমুখ করিয়া দুর্য্যোধনকে নিধন করিবার বাসনায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই দুর্জ্জয় হিড়িম্বাতনয়কে মহাবেগে দুর্য্যোধনাভি-মুখে ধাবমান দেখিয়া তালপ্রমাণ শরাসন-সমুদয় আকর্ষণ ও সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিয়া তাঁহার অভিমুখে গমনপূর্ব্বক শরৎকালে মেঘবৃন্দের পর্ব্বতোপরি বারিবর্ষণের ন্যায় তাঁহার উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীম-তনয় সৈন্যগণের শরনিকরে অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় ব্যথিত হইয়া গরুড়ের ন্যায় ঝটিতি আকাশ-মার্গে সমুত্থিত হইলেন এবং শরৎকালীন জীমূতের ন্যায় দিগ্বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির হিড়িম্বানন্দনের চীৎকার শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে বৃকোদর! ঘটোৎকচের ভীষণ ধ্বনি শ্রুত হইতেছে ; অতএব নিশ্চয়ই ঐ বীর মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত সংগ্রাম করি-তেছে। মহাবীর হিড়িম্বানন্দন অতিভারে আক্রান্ত

হইয়াছে ; এ দিকে পিতামহ ভীষ্ম ক্রোধভরে পাঞ্চালগণকে সংহার করিতে গমন করিয়াছেন। হে ভীম! এক্ষণে এই কার্য্যদ্বয় সমুপস্থিত হইয়াছে। ধনঞ্জয় পাঞ্চালগণের রক্ষার্থ অরাতিকুলের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন, তুমি সত্বর গমন করিয়া সংশয়াপন্ন হিড়িম্বাতনয়কে রক্ষা কর।'

মহাবীর বৃকোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সিংহনাদে সমুদয় ভূপতিগণকে বিত্রাসিত করিয়া পার্ব্বণ[১]-সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগে ধাবমান হইলেন। রণদুর্ম্মদ সত্যধৃতি, সৌচিত্তি, শ্রেণীমান, বসুদান, কাশীরাজের পুত্র বিভু, দ্রৌপদীতনয়গণ, অভিমন্যু, বিক্রমশালী ক্ষত্রদেব, ক্ষত্রধর্ম্মা ও অনূপাধিপতি নীল ষট্‌সহস্র মাতঙ্গ ও অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে ভীমসেনের অনুসরণক্রমে ঘটোৎকচের সমীপে গমন করিয়া শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক ঘটোৎকচকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রথনেমি-নির্ঘোষ ও বীরগণের সিংহনাদে বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া উঠিল। কৌরবসৈন্যগণ সেই সমাগত পাণ্ডবসৈন্যের কোলাহল-শ্রবণে এবং ভীমসেনের ভয়ে উদ্বিগ্ন ও বিবর্ণমুখ হইয়া ঘটোৎকচকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইল।

অনন্তর উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ ভীরুজন-ভয়াবহ[২] সমরে মহারথগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া নানাবিধ অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয়পক্ষীয় অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী ও পদাতিগণ পরস্পরকে আহ্বানপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। ঐ সময়ে রথনেমি এবং পদাতি, গজ ও অশ্বসমুদয়ের পদের সংঘর্ষণে ধূম-সদৃশ ধূলিপটল সমুত্থিত হইল। কে আত্মীয়, কে পর, কিছুই বোধগম্য হইল না ; পিতা পুত্রকে বা পুত্র পিতাকে অবগত হইতে পারিলেন না। মনুষ্য ও অস্ত্র-সমুদয়ের ভীষণ গর্জ্জন প্রেতশব্দের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অশ্ব, গজ ও মনুষ্যগণের শোণিতে নদী প্রবাহিত হইল ; মৃত মনুষ্যগণের কেশকলাপ উহার শৈবাল ও শাদ্বলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল ; মনুষ্যগণের মস্তকসমুদয় দেহ হইতে নিপতিত হওয়াতে প্রস্তরপতন শব্দের ন্যায় ঘোরতর শব্দ হইল। ফলতঃ তৎকালে বসুন্ধরা কেবল মস্তকবিহীন নরকলেবর, ছিন্নগাত্র মাতঙ্গ ও ভিন্নদেহ অশ্বসমুদয়ে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল।

১। পূর্ণিমা-অমাবস্যাকালীন। ২। স্বাভাবিক ভীতজনের ভয়জনক।

কৌরব-সৈন্যগণের পশ্চাৎ অপসরণ

অশ্বগণ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বিপক্ষপক্ষীয় হয়ের সহিত মিলিত হইল এবং পরিশেষে উভয়েই পরস্পরের আঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। নরগণ পরস্পরকে আক্রমণপূর্ব্বক ক্রোধসংরক্তলোচনে পরস্পর আলিঙ্গনপূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহামাত্র-প্রেরিত মাতঙ্গগণ, বিপক্ষপক্ষীয় পতাকা-সুশোভিত মাতঙ্গসমূহের অভিমুখীন হইয়া তাহাদিগের উপর দন্তাঘাত করিতে লাগিল। আহত মাতঙ্গগণ রুধিরচর্চ্চিত হইয়া সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন বারণ বিপক্ষপক্ষীয় বারণের দন্তাগ্রে ভিন্নগাত্র ও তোমরাঘাতে ভিন্নকুম্ভ হইয়া মেঘের ন্যায় ধ্বনি করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। কোন কোন ছিন্নশুণ্ড ও ভিন্নদেহ গজ ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন বিদারিতপার্শ্ব[১] মত্ত-মাতঙ্গ ধাতুস্রাবী ধরাধরের[২] ন্যায় রুধিরমোক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন হস্তী নারাচাহত ও কোন কোন হস্তী তোমরবিদ্ধ হইয়া শৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় ধাবমান হইল। কোন কোন মদান্ধ মাতঙ্গ ক্রোধভরে রথ, অশ্ব ও পদাতিগণকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। অশ্বগণ বিপক্ষপক্ষীয় অশ্বারোহীদিগের প্রাস ও তোমরনিচয়ে তাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়নপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ ব্যাকুলিত করিল। মহাকুলপ্রসূত রথিগণ জীবিতবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক অসাধারণ শক্তি প্রকাশ করিয়া ভয়-বিহীনের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। যেমন রাজগণ স্বয়ংবরে পরস্পর প্রহার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সমররসপরায়ণ বীরগণ স্বর্গ বা যশোলাভ প্রত্যাশায় পরস্পর প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে কৌরব-সৈন্যগণের মধ্যে প্রায় সকলেই সমরবিমুখ হইল।"

১। বিদীর্ণ পার্শ্বযুগল। ২। পর্ব্বতের।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

স্ব স্ব সৈন্যের উৎসাহার্থ উভয়পক্ষের অভিযান

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অশনি-সমপ্রভ কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরে লোমভূষিত সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্রবাণ সন্ধানপূর্ব্বক ভীমের কার্ম্মুকচ্ছেদন করিয়া পর্ব্বতবিদারণ[১] অতি তীক্ষ্ণ শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া সৃক্কণী লেহন করিয়া হেম-চিত্রিত বিচিত্র-ধ্বজ অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঘটোৎকচ ভীমকে নিতান্ত বিমনায়মান নিরীক্ষণ করিয়া দহনোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ সত্বর চীৎকার করিয়া দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ তাঁহাদিগকে ক্রোধভরে আগমন করিতে দেখিয়া মহারথগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা শীঘ্র গমন করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনকে রক্ষা কর; ইনি বিপদার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সংশয়দশা[২] প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ দেখ, পাণ্ডব-পক্ষীয় মহারথ-সকল ভীমসেনকে পুরস্কৃত করিয়া জয়লাভাভিলাষে ক্রোধভরে নানাবিধ শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে বিত্রাসিত ও প্রচণ্ড সিংহনাদ করিয়া দুর্য্যোধনের প্রতি আগমন করিতেছে।' তখন কৃপ, ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, বৃহদ্বল, অবন্তীদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ ধাবমান হইয়া রাজা দুর্য্যোধনকে বেষ্টন করিলেন।

অনন্তর কৌরব ও পাণ্ডবেরা বিংশতি পদ গমনপূর্ব্বক পরস্পর জিঘাংসাপরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য কার্ম্মুক আস্ফালনপূর্ব্বক ষড়্‌বিংশতি শরে ভীমকে প্রহার করিয়া, বর্ষাকালীন বলাহকের জলধারা দ্বারা পর্ব্বতাচ্ছাদনের ন্যায় শরনিকরে পুনরায় তাহাকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন সত্বর দশ শরে তাঁহার বামপার্শ্ব বিদ্ধ করিলেন। বয়োবৃদ্ধ দ্রোণ ভীমশরে সাতিশয় বিদ্ধ ও হতচেতন হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীমসেন সেই কালান্তক যমোপম উভয় বীরকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া, সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কালদণ্ডসদৃশী গরীয়সী গদা গ্রহণপূর্ব্বক অচলের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা গদাধারী ভীমকে উত্তুঙ্গ-শৃঙ্গধারী গিরিবর কৈলাসের ন্যায় অবলোকন করিয়া সত্বর ধাবমান হইলেন; মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমও মহাবেগে তাঁহাদের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণ ভীমকে বিনাশ করিবার বাসনায় সত্বর ধাবমান হইয়া তাঁহাকে একান্ত নিপীড়িত করিয়া বক্ষঃস্থলে নানাবিধ শস্ত্র প্রহার করিলেন।

পাণ্ডবদিগের অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ ভীমসেনকে নিতান্ত পীড়িত ও সংশয়াপন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। ভীমের প্রিয়সখা অনূপাধিপতি নীরদনিভ নীল ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিলেন। মহারাজ নীল অশ্বত্থামার সহিত প্রতিনিয়ত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যেমন দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের দুষ্প্রধর্ষ, তেজস্বী, লোক-ত্রয়বিত্রাসী[১] অতি ভয়ঙ্কর বিপ্রচিত্তিকে[২] বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বীরবর নীল শরাসন আকর্ষণ করিয়া অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা নীলশরে রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া ক্রোধভরে নীলবিনাশে অধ্যবসায়ারূঢ় হইলেন এবং অশনিসম নির্ঘোষ, বিচিত্র কার্ম্মুক আস্ফালন ও কর্ম্মার[৩]-চিত্রিত সাত ভল্লাস্ত্র সন্ধানপূর্ব্বক ছয় ভল্লে নীলের চারি অশ্ব বিনষ্ট এবং ধ্বজদণ্ড নিপাতিত করিয়া সপ্তম ভল্ল দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন নীল সাতিশয় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে ঘটোৎকচ নীলকে বিমোহিত দেখিয়া ক্রোধভরে জ্ঞাতিবর্গ-সমভিব্যাহারে মহাবেগে অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং অন্যান্য রাক্ষসেরাও দ্রুতবেগে গমন করিতে

১। পর্ব্বতবিদারণে সমর্থ। ২। জীবনমরণাবস্থা।

১। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালবাসীর ভয়োৎপাদক। ২। স্বনাম-প্রসিদ্ধ অসুর। ৩। কামরাঙ্গা ফলের গাছ।

লাগিল। মহাবীর অশ্বত্থামা সেই ঘোরদর্শন রাক্ষস ঘটোৎকচকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর ধাবমান হইয়া রোষাবিষ্টচিত্তে ভীমরূপী[১] রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। মহাকায় ঘটোৎকচ অগ্রবর্ত্তী বীরদিগকে অশ্বত্থামার শরে সমরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং অশ্বত্থামাকে বিমোহিত করিয়া ভয়ঙ্কর মায়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কৌরব-পরাজয়—প্রত্যাবর্ত্তন

কৌরবগণ রাক্ষসের মায়াপ্রভাবে যুদ্ধে একান্ত পরাঙ্মুখ হইলেন এবং তাহার শরনিকর ছিন্ন-ভিন্ন, শোণিতাক্ত ও ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া দীনভাবে পরস্পরকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। দ্রোণ, দুর্য্যোধন, শল্য ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি প্রধান প্রধান কৌরবগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত, রথি-সকল নিহত ও ভূপালগণ নিপতিত হইলেন; শত সহস্র অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ নিকৃত্ত[২] হইল। অনন্তর আমি ও ভীষ্ম আমরা উভয়ে সেনাগণকে শিবিরাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া আক্ষেপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলাম, 'হে সৈন্যগণ! তোমরা যুদ্ধ কর, পলায়ন করিও না; রাক্ষস ঘটোৎকচ এই মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে।' কিন্তু সকলেই এরূপ বিমোহিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, কেহই তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না এবং আমাদের বাক্যে সমুচিত শ্রদ্ধা-প্রদর্শনও করিল না। তখন পাণ্ডবগণ জয়লাভ করিয়া ঘটোৎকচের সহিত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; শঙ্খ ও দুন্দুভিশব্দে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হে মহারাজ! সূর্য্যাস্ত-কালে দুরাত্মা ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক আপনার সেনাগণ এইরূপে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।"

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়

দুর্য্যোধনের ঘটোৎকচ-বিনাশের প্রার্থনা

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্ম-সন্নিধানে সমুপস্থিত ও বিনয়াবনত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ঘটোৎকচের বিজয় ও আপনার পরাজয়-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন;—'হে পিতামহ! যেমন পাণ্ডবেরা বাসুদেবের আশ্রয় লইয়াছে, তদ্রূপ আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আমার সহিত আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে; তথাচ ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবেরা ঘটোৎকচকে আশ্রয় করিয়া আমাকে সমরে পরাজয় করিল। যেমন নীরস বৃক্ষ অনলসংযোগে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে। আমি আপনার প্রসাদে ও আশ্রয়ে সেই রাক্ষসাধমকে বিনাশ করিতে অভিলাষ করি; অতএব আপনি তাহার উপায়বিধান করুন।'

তখন মহাবীর ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে রাজন্! আমি তোমাকে যাহা যাহা কহিব এবং তুমি যেরূপ অনুষ্ঠান করিবে, তাহা শ্রবণ কর। তুমি সকল অবস্থায় আত্মরক্ষায় সাবধান হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। রাজধর্ম্মানুসারে রাজার রাজার সহিতই যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। আমি, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, শল্য, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি তোমার ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তোমারই কার্য্যসাধনোদ্দেশে রাক্ষস ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করিব। অথবা যদি রাক্ষস ঘটোৎকচ একান্তই তোমার হৃদয়তাপস্বরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সংগ্রামে পুরন্দরতুল্য ভূপতি ভগদত্ত তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রণস্থলে গমন করুন।' এই বলিয়া ভীষ্ম সর্ব্বসমক্ষে মহাবীর ভগদত্তকে কহিলেন, 'হে মহারাজ! পূর্ব্বে যেমন দেবরাজ তারকাসুরকে নিবারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি শীঘ্র গমন করিয়া সকল-ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষে যত্ন সহকারে সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ রাক্ষসাধমকে নিবারণ কর। তোমার অস্ত্রজাল দিব্য ও তোমার পরাক্রম অতি অদ্ভুত এবং পূর্ব্বে তুমি অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে; সুতরাং রাক্ষস ঘটোৎকচ তোমারই প্রতিযোদ্ধা। এক্ষণে তুমি সেই বলদৃপ্ত রাক্ষসকে অবিলম্বে বিনাশ কর।'

১। ভয়ঙ্কর আকারবিশিষ্ট। ২। কর্ত্তিত—ছিন্ন।

ভীষ্মাদেশে ঘটোৎকচসহ যুদ্ধার্থ ভগদত্তের যাত্রা

মহারাজ ভগদত্ত পৃতনাপতি ভীষ্মের বাক্য শ্রবণানন্তর সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুপ্রতীক নামে এক হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া শত্রুগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীম, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, সত্যধৃতি, ক্ষত্রদেব, চেদিপতি বসুদান ও দশার্ণাধিপতি গভীরনিঃস্বন ঘনমণ্ডলের ন্যায় তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া রোষভরে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণের সহিত ভগদত্তের যমরাষ্ট্র-বিবর্দ্ধন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথিগণমুক্ত[১] শরনিকর মহাবেগে হস্তী ও রথের উপর নিপতিত হইতে লাগিল। আরোহীদিগের প্রযত্নে সুশিক্ষিত করিকুল ভিন্নগাত্র হইয়াও নির্ভীকের ন্যায় পরস্পরের উপর নিপতিত হইল এবং মদান্ধ ও ক্রোধসঙ্কুচিত হইয়া বিশাল দশনাগ্র দ্বারা পরস্পরকে ভেদ করিতে লাগিল। চামরে অলঙ্কৃত প্রাসধারী পুরুষে সমারূঢ় অশ্বসকল আরোহী কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নির্ভীকের ন্যায় সত্বর সমুপস্থিত হইল; শত শত সহস্র সহস্র পদাতি-সৈন্য কর্ত্তৃক শক্তি ও তোমর-সমূহে আহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। রথিসকল কর্ণি, নালীক, সায়ক ও রথ দ্বারা বীরগণকে বিনাশ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

ভীমাদি বীরসহায় ঘটোৎকচের ভগদত্তসহ যুদ্ধ

তখন ভগদত্ত প্রস্রবণশালী[১] পর্ব্বত সদৃশ মদস্রাবী কুঞ্জরে আরোহণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে শরবর্ষণ করিতে করিতে ঐরাবত-সমারূঢ় দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইয়া শরধারা দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, বর্ষাকালে জলদজাল পর্ব্বতে জলধারা বর্ষণ করিতেছে। ভীমসেন রোষপরবশ হইয়া তাঁহার শতাধিক পাদরক্ষককে সায়ক দ্বারা বিনাশ করিলেন। তদ্দর্শনে ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমের রথাভিমুখে হস্তী চালন করিলেন। করিবর ভগদত্ত কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া জ্যাবিনির্ম্মুক্ত সায়কের ন্যায় মহাবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হইল। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ ভীমসেনকে অগ্রে লইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, দশার্ণাধিপতি ক্ষত্রদেব, চেদিপতি চিত্রকেতু ও কেকয়গণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া সেই একমাত্র কুঞ্জরকে বেষ্টন করিলেন। তখন সেই হস্তী শরবিদ্ধ হইয়া রুধিরধারা বর্ষণ করিয়া গৈরিক-চিত্রিত হিমাচলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর দশার্ণাধিপতি পর্ব্বতসদৃশ এক গজে আরোহণ করিয়া ভগদত্তের হস্তীর প্রতি ধাবমান হইলেন। যেমন তীরভূমি মহাসাগরকে[১] নিবারণ করে, তদ্রূপ ভগদত্তের সুপ্রতীক[২] সেই প্রতিহস্তীকে[৩] নিবারণ করিলে দশার্ণাধিপতির হস্তীও সুপ্রতীককে নিবারণ করিল; তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের সৈন্য-সকল সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া বিপক্ষ নাগের প্রতি চতুর্দ্দশ তোমর প্রয়োগ করিলে উহা তাহার সুবর্ণখচিত বর্ম্ম ভেদ করিয়া, বল্মীক-মধ্যে ভুজঙ্গের প্রবেশের ন্যায় শরীরে প্রবেশ করিল। দশার্ণাধিপতির হস্তী গাঢ় বিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া মদক্ষরণ ও প্রচণ্ড রব পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইল; বোধ হইল যেন, বায়ু বেগবলে পাদপদল বিমর্দ্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ভগদত্ত-চালিত গজভয়ে পাণ্ডব-বিমর্ষ

দশার্ণাধিপতির হস্তী পরাজিত হইলে পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া ভীমসেনকে পুরস্কৃত করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ ও অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিতে করিতে ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ ভগদত্ত সেই সকল রোষপরবশ বীরগণের ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া অমর্ষভরে ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সুপ্রতীককে প্রেরণ করিলেন। করিবর অঙ্কুশে আহত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সম্বর্ত্তক অনলের ন্যায় রোষভরে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং রথ, হস্তী, অশ্ব, আরোহী ও শত সহস্র পদাতিসৈন্য বিমর্দ্দিত করিয়া ধাবমান হইল। তখন হুতাশনসন্তপ্ত চর্ম্মের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্য নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

১। রথিমুক্ত।

১। সাগরের উচ্ছলিত জলবেগ। ২। দিগ্‌গজ। ৩। বিপক্ষ হস্তীকে।

ঘটোৎকচের যুদ্ধ-দর্শনে পাণ্ডব-হর্ষ

ইত্যসবরে দীপ্তাস্য[১], দীপ্তলোচন[২], মহাবীর ঘটোৎকচ অতি বিকট আকার পরিগ্রহ করিয়া রোষভরে প্রজ্বলিত পর্ব্বত-বিদারণ স্ফুলিঙ্গমালাকরাল[৩] এক শূল গ্রহণপূর্ব্বক ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহার হস্তীকে সংহার করিবার নিমিত্ত শূল নিক্ষেপ করিলে ভগদত্ত অতি দারুণ সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্রবাণ নিক্ষেপ করিয়া উহা ছেদন করিলেন। শূল দুই খণ্ডে ছিন্ন হইবামাত্র দেবরাজ-বিনির্ম্মুক্ত অশনির ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। পরে তিনি অনলশিখা সদৃশ সুবর্ণদণ্ড শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক 'থাক্ থাক্' বলিয়া রাক্ষসের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ঘটোৎকচ নভোমণ্ডলগত বজ্রের ন্যায় শক্তি নিরীক্ষণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া উহা গ্রহণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ভগদত্তের সমক্ষেই জানুদ্বারা উহা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। উহা নিতান্ত অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দেবলোকে দেবতা, ও মহর্ষিগণ রাক্ষসের এই অদ্ভুত কার্য্য অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। ভীমসেন-পুরঃসর পাণ্ডবগণ সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক সিংহনাদে রণক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। ভগদত্ত একান্ত হৃষ্ট পাণ্ডবদিগের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন এবং অশনিসমপ্রভ শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের মহারথদিগের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া অনলসঙ্কাশ সুতীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিয়া এক বাণে ভীম, নয় শরে ঘটোৎকচ, তিন বাণে অভিমন্যু ও পাঁচ শরে কেকয়গণকে বিদ্ধ করিলেন। পরে আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন-বিনির্ম্মুক্ত শরে ক্ষত্রদেবের দক্ষিণবাহু ভেদ করিলে তাঁহার হস্ত হইতে তৎক্ষণাৎ শর ও কার্ম্মুক নিপতিত হইল। পরিশেষে ভগদত্ত পঞ্চ শরে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে প্রহার করিয়া ক্রোধভরে ভীমের অশ্বগণকে বিনাশপূর্ব্বক তিন বাণে তাঁহার সিংহলাঞ্ছিত ধ্বজ ছেদন ও অন্য বাণে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসারথি বিশোক গাঢ়বিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে উপবেশন করিল।

১—২। নির্গত শিখাসমন্বিত মুখ-নয়ন। ৩। অগ্নিকণা বিনির্গত হওয়ায় ভীষণ দৃশ্য।

অর্জ্জুনের ভীমমুখে ইরাবানের মৃত্যুশ্রবণ

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন গদা গ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবগণ সশৃঙ্গ শৈলের ন্যায় তাঁহাকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। যে স্থানে পিতা-পুত্র ভীমসেন ও ঘটোৎকচ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের সহিত সমর করিতেছেন, মহাবীর অর্জ্জুন চতুর্দ্দিকে শত্রুগণকে বিনাশ করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন এবং ভ্রাতৃগণকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া শরনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন সত্বর রথমাতঙ্গ সমাকীর্ণ সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই সকল কৌরবসৈন্যের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। মহারাজ ভগদত্ত স্বীয় হস্তী দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যকে বিমর্দ্দিত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তখন উদ্যতায়ুধ পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও কেকয়গণের সহিত ভগদত্তের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই অবসরে ভীমসেন, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন-সন্নিধানে ইরাবানের বধবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন।"

সপ্তনবতিতম অধ্যায়

ইরাবানের বধে পার্থের খেদ—সক্রোধ যুদ্ধযাত্রা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় পুত্র ইরাবানের নিধন-বার্ত্তাশ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায়, নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বাসুদেবকে কহিতে লাগিলেন, 'হে মধুসূদন! মহামতি বিদুর পূর্ব্বেই কৌরব ও পাণ্ডবগণের এই মহাভয়ের বিষয় অবগত হইয়া আমাদিগকে ও ধৃতরাষ্ট্রকে নিবারণ করিয়াছিলেন। দেখ, কৌরবগণ আমাদের পক্ষীয় বহুসংখ্যক বীরকে ও আমরা কৌরবদিগকে সংহার করিয়াছি; সংসারে অর্থের নিমিত্তই লোকে দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকে; আমরাও সেই অর্থের নিমিত্ত এই জ্ঞাতিবধরূপ অতি কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি; অর্থে ধিক্! ধনহীন ব্যক্তির জ্ঞাতিবধ দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা অপেক্ষা মৃত্যুই

শ্রেয়ঃ। হে কৃষ্ণ! এই সমাগত জ্ঞাতি-সমুদয়কে সংহার করিয়া আমাদের কি লাভ হইবে? দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও শকুনির অপরাধে এবং কর্ণের কুমন্ত্রণায় ক্ষত্রিয়গণ নিহত হইতেছেন। এক্ষত্রে বুঝিলাম, মহারাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে দুর্য্যোধনের নিকট রাজ্যার্দ্ধ বা পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিয়া উত্তম কার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু দুরাত্মা দুর্য্যোধন তৎকালে যুধিষ্ঠিরের সেই প্রার্থনায় সম্মত হয় নাই। এক্ষণে এই ক্ষত্রিয়গণকে ধরণীতলে নিপতিত দেখিয়া আপনাকে সাতিশয় নিন্দা করিতেছি; ক্ষত্রিয়-বৃত্তিতে ধিক্! আমার জ্ঞাতিবর্গের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনা নাই; কিন্তু আমি যুদ্ধে নিরস্ত হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে অসমর্থ জ্ঞান করিবেন, এই হেতু অগত্যা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছি। অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি সত্বর ধৃতরাষ্ট্রসৈন্যাভিমুখে অশ্ব-সঞ্চালন কর; আমি ভুজ দ্বারা সমর-সাগর উত্তীর্ণ হইব। আর ক্লীবের ন্যায় বৃথা কালপেক্ষ করা কর্ত্তব্য নহে।'

অরাতিনিপাতন মহাত্মা মধুসূদন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া বায়ুবেগগামী শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব-সৈন্য মধ্যে বায়ুবেগোদ্ধূত পার্ব্বণ-পয়োনিধির[১] শব্দের ন্যায় মহাকোলাহল সমুত্থিত হইল। অপরাহ্ণে পাণ্ডবগণের সহিত ভীষ্মের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। বসুগণ যেমন বাসবকে পরিবেষ্টন করেন, তদ্রূপ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ দ্রোণাচার্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম, কৃপ, ভগদত্ত ও সুশর্ম্মা অর্জ্জুনের অভিমুখে; হার্দ্দিক্য ও বাহ্লীক সাত্যকির অভি-মুখে, ভূপতি অষ্ঠক অভিমন্যুর অভিমুখে এবং অন্যান্য মহারথগণ অন্যান্য মহারথগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

ভীম কর্ত্তৃক বৃ্যঢ়োরস্কাদি ধৃতরাষ্ট্রতনয় বধ

অনন্তর উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে হুত-হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। বর্ষাকালীন মেঘমণ্ডল যেমন বারিধারায় পর্ব্বত আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ শরনিকরে ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। শার্দ্দূলের ন্যায় বেগবান্ মহাবীর বৃকোদর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের শরনিকরে সামাচ্ছাদিত হইয়া সৃক্কণী লেহন করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র নিক্ষেপপূর্ব্বক বৃ্যঢ়োরস্ককে নিপাতিত করিবামাত্র তিনি গতজীবিত হইলেন। পরে এক কৃতপান[১] সুশাণিত ভল্ল দ্বারা কুণ্ডলীকে সংহার করিয়া সত্বর অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের উপর সুশাণিত কৃতপান শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন! ভীমসেন-প্রেরিত ভীষণ সায়কনিচয় আপনার পুত্র অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বৈরাট, বিশালাক্ষ, দীর্ঘবাহু, সুবাহু ও কনকধ্বজকে রথ হইতে নিপাতিত করিল। উহারা ভীমের শরে ভূতলশায়ী হইয়া ধরানিপতিত পুষ্পিত সহকার[২]-তরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ভীমসেনকে সাক্ষাৎ কৃতান্ত জ্ঞান করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

উভয় পক্ষের ভীষণ সমরে বহুলোক বিনাশ

ভীমসেন ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে সংহার করিতেছেন দেখিয়া মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তাঁহার উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর দ্রোণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সংহার করিয়া অদ্ভুত পৌরুষ প্রকাশ করিলেন। বৃষ যেমন গগন হইতে নিপতিত বারিধারা অনায়াসে সহ্য করে, তদ্রূপ মহাবীর ভীমসেন অক্লেশে দ্রোণবিমুক্ত শর-নিকর সহ্য করিতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর এক-কালে দ্রোণকে নিবারণ ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদয় লোক বিস্ময়ান্বিত হইল। মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর মৃগমধ্যচারী ব্যাঘ্রের ন্যায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন এবং পশুগণ-মধ্যস্থ বৃক যেমন পশুগণকে তাড়িত করে, তদ্রূপ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিদ্রাবিত করিলেন। মহারথ ভীষ্ম, ভাগদত্ত ও কৃপ ভীম-সেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন বাণ দ্বারা উক্ত বীরগণের বাণ নিরাকৃত করিয়া কৌরবপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

১। সমুদ্রের।

১। পুনঃ পুনঃ অগ্নি ও জল সংযোগে মৃদ্যু। ২। মুকুলিত আম্রবৃক্ষের।

মহাবল-পরাক্রান্ত অভিমন্যু অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিয়া লোকবিশ্রুত অম্বষ্ঠকের রথ ভগ্ন করিলেন। মহাবীর অম্বষ্ঠক মহাত্মা অভিমন্যুর শরে ভগ্নরথ ও নিতান্ত আহত হইয়া অবিলম্বে রথ হইতে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক সব্রীড়-চিত্তে[১] অর্জ্জুন-তনয়ের উপর অসি নিক্ষেপ করিয়া হার্দ্দিক্যের রথে সমারূঢ় হইলেন। অরাতিকুলনিপাতন সমরকুশল মহাবীর অভিমন্যু অনায়াসে সেই অম্বষ্ঠক-বিমুক্ত খড়্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যগণ তাঁহাকে 'সাধু সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ কৌরব-সৈন্যগণকে ও কৌরবপক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডব-সৈন্যগণকে দৃঢ়তর প্রহার করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। উভয়পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ পরস্পর কেশাকর্ষণ এবং নখ, দন্ত, মুষ্টি, জানু, তল, নিস্ত্রিংশ ও বাহু-প্রহারে পরস্পর যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। রণমদে মত্ত হইয়া পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে সংহার করিলেন। বিপক্ষ-পক্ষের শরনিকরে যোদ্ধৃগণের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিল। রণনিহত ব্যক্তিদিগের ভূতলে নিপতিত হেমপৃষ্ঠ[২] শরাসন, মহার্হ তূণীর ও তৈলমার্জ্জিত রজত-পুঙ্খ সায়ক-নিচয় নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সমরাঙ্গণে অসংখ্য হস্তিদন্তবিনির্ম্মিত মুষ্টি[৩] দ্বারা বিভূষিত সুবর্ণমণ্ডিত খড়্গ, সুবর্ণচিত্রিত চর্ম্ম, সুবর্ণময় প্রাস, সুবর্ণ-বিভূষিত পট্টিশ, সুবর্ণময় যষ্টি, সুবর্ণসমুজ্জ্বল শক্তি, অত্যুৎকৃষ্ট বর্ম্ম, গুরুতর মুষল, পরিঘ, ভিন্দিপাল, হেমপরিষ্কৃত বিবিধ চাপ, বহুবিধ বিচিত্র কম্বল, চামর ও ব্যজন-সমুদয় নিপতিত হইল। সমর-নিহত মহারথগণ নানাবিধ শস্ত্র-হস্তে[৪] ভূতলে পতনোন্মুখ হইয়াও জীবিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক সৈন্য গদামথিতগাত্র[৫], মুষলনির্ভিন্ন-মস্তক[৬] এবং গজ, বাজী ও রথের সংঘর্ষণে নিহত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। অসংখ্য অশ্ব, মনুষ্য ও গজ নিপতিত থাকাতে সমরাঙ্গন পর্ব্বতাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঐ সময় রাশি রাশি শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, শর, খড়্গ, পট্টিশ, প্রাস, লৌহময় কুণ্ড, পরশু, পরিঘ, ভিন্দিপাল, শতঘ্নী ও শস্ত্রনিহত নরকলেবরে ভূতল সমাচ্ছন্ন হইল। নিঃশব্দ, আর্ত্ত-শব্দ ও শোণিত-পরিপ্লুত, গতাসু প্রাণিগণের সকেয়ূর চন্দন-সমুক্ষিত বাহু-সকল, হস্তি-হস্তোপম[৭] উরু-সমুদয় এবং চূড়ামণিবিভূষিত কুণ্ডল-সুশোভিত মস্তক-সকল নিপতিত থাকাতে সমরক্ষেত্র অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। শোণিতলিপ্ত কাঞ্চনময় কবচ সকল ইতস্ততঃ নিপতিত হওয়াতে সমরাঙ্গন হুতাশন-সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সুবর্ণপুঙ্খ শর, শরাসন, তূণীর, কিঙ্কিণীজালজড়িত ভগ্ন রথ, সশোণিত স্রস্তজিহ্ব[৮] নিহত অশ্ব, অনুকর্ষ পতাকা, পাণ্ডুরবর্ণ ধ্বজ ও স্রস্তহস্ত[৯] শয়ান মাতঙ্গ-সমুদয় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ থাকাতে রণভূমি নানালঙ্কারভূষিত প্রমদার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। প্রাসবিদ্ধ মাতঙ্গগণ গাঢ়বেদনাভিভূত হইয়া চীৎকার ও শুণ্ডাস্ফালন করাতে সংগ্রামস্থল স্যন্দমান[১০] পর্ব্বতে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নানাবর্ণ কম্বল, করিগণের চিত্রকম্বল, বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত দণ্ড, অঙ্কুশ, গজঘণ্টা, রাঙ্কব, বিপাটিত চিত্রকম্বল, বিচিত্র গ্রৈবেয়[১১], সুবর্ণ-নির্ম্মিত কক্ষা, বহুধা বিচ্ছিন্ন যন্ত্র, কাঞ্চনময় তোমর, অশ্বখুরোত্থিত ধূলি-সরিৎ[১২] বৃহৎ ছত্র, বর্ম্ম, সাদিগণের অঙ্গদসনাথ ছিন্ন ভুজ[১৩], বিমল সুতীক্ষ্ণ প্রাস, যষ্টি, বিচিত্র উষ্ণীষ, সুবর্ণময় অর্দ্ধচন্দ্র, অশ্বগণের মর্দ্দিত চিত্রকম্বল ও রাঙ্কব, ভূপতিগণের বিচিত্র চূড়ামণি, চামর ও বীরগণের চারুচন্দ্রদ্যুতি, দিব্যকুণ্ডল-বিভূষিত, শ্মশ্রুসমবেত মস্তক-সমুদয় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ থাকাতে রণস্থল গ্রহনক্ষত্র-সুশোভিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! সেই উভয়পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পর সংগ্রাম করিয়া এইরূপে নিহত হইয়াছিল। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ শ্রান্ত ও ভগ্ন হইতে লাগিল। ঘোরতর রজনী সমুপস্থিত হইল; রণস্থল অদৃশ্য হইয়া উঠিল; তখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ অবহার করিয়া স্ব স্ব শিবিরে গমনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।"

১। লজ্জিত-হৃদয়ে। ২। সোণা দিয়া মোড়া। ৩ বাঁট। ৪। অস্ত্র যুক্ত হস্তে। ৫। গদা দ্বারা ভগ্নদেহ। ৬। মুষল দ্বারা ভগ্নমস্তক।

১। হাতীর শুণ্ড তুল্য। ২। বাহুকর্ত্তনজন্য—ছিন্ন বাহির হইয়া পড়া। ৩। শুণ্ডহীন। ৪। স্পন্দিত—নড়াচড়াযুক্ত। ৫। কণ্ঠভূষণ—গলায় লম্বমান অলঙ্কার। ৬। নদীস্রোতের ন্যায় ধূলিপ্রবাহ। ৭। অশ্বারোহিগণের অঙ্গদযুক্ত ছিন্ন হস্ত।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়

পাণ্ডববধার্থ কর্ণ-শকুনি প্রভৃতির কুমন্ত্রণা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! অনন্তর শিবিরমধ্যে মহারাজ দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণ একত্র হইয়া কিরূপে সসৈন্য পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন, তাহার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন কর্ণ ও শকুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে বীরগণ! দ্রোণ, ভূরিশ্রবা, ভীষ্ম, কৃপ ও শল্য সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে নিহত করিতে সমর্থ হইতেছেন না; ইহার কারণ কি, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিয়া অনায়াসে আমাদের সৈন্যগণকে সংহার করিতেছে। আমি বলহীন, শস্ত্রবিহীন ও পরাভূত হইতেছি। বোধ হয়, পাণ্ডবগণ দেবগণেরও অবধ্য; অতএব তাহাদিগকে কিরূপে সংগ্রামে পরাজয় করিব, আমার এই মহাসংশয় সমুপস্থিত হইয়াছে।'

মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিতে লাগিলেন, 'হে ভরতবংশাবতংস! শোক করিবেন না, আমি আপনার প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। শান্তনুতনয় ভীষ্ম সত্বর এই মহাসমর হইতে অপসৃত হউন। আমি শপথ করিতেছি যে, শান্তনুতনয় শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরে নিবৃত্ত হইলে আমি তাঁহার সমক্ষে সমুদয় পাণ্ডব ও সোমকগণকে সংহার করিব। ভীষ্ম সতত পাণ্ডবগণের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন; তিনি ঐ মহারথগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। শান্তনুতনয় কেবল রণাভিমানী ও রণপ্রিয়; তাঁহার তাদৃশ ক্ষমতা নাই; সুতরাং তিনি কিরূপে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন? অতএব আপনি সত্বর ভীষ্মের শিবিরে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করুন। তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে আপনি অতি শীঘ্রই সুহৃদ্বান্ধবগণ-সমবেত পাণ্ডুপুত্রদিগকে মৎকর্ত্তৃক নিহত দেখিবেন।'

হে মহারাজ! কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিভূত হইয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! সত্বর অনুগামিগণকে সুসজ্জীভূত হইতে আদেশ কর; যেন বিলম্ব না হয়।' পরে কর্ণকে কহিলেন, 'হে অরাতিনিপাতন! আমি শীঘ্রই ভীষ্মকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া তোমার নিকট প্রত্যাগমন করিতেছি। ভীষ্ম সংগ্রাম পরিত্যাগ করিলে তুমি অনায়াসে সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে সংহার করিবে।'

ভীষ্মকে অস্ত্রত্যাগে অনুরোধ

মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে এই বলিয়া দেবগণ-পরিবৃত শতক্রতুর ন্যায় ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া সত্বর বহির্গত হইলেন। মহাবীর দুঃশাসন অবিলম্বে তাঁহাকে অশ্বে আরোপিত করিলেন। তখন সিংহগামী মহাবীর দুর্য্যোধন অঙ্গদ, মুকুট ও ভাণ্ডীর পুষ্প[১]বর্ণ হস্তাভরণে ভূষিত ও সুবর্ণপ্রভ সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত ও নির্ম্মল বসনে সংবীত হইয়া বিমলকিরণ দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণপূর্ব্বক ভীষ্মের শিবিরাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বলোকধনুর্দ্ধর মহাবীরগণ তাঁহার অনুগামী হইলেন। দেবগণ যেমন বাসবের চতুর্দ্দিকে গমন করেন, তদ্রূপ দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। সুহৃদ্গণ রক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত গমন করিলেন।

মহাবীর দুর্য্যোধন কৌরবগণ কর্ত্তৃক পূজিত, সোদরগণে পরিবৃত এবং মাগধ ও সূতগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া হস্তিহস্তোপম, সর্ব্বশত্রুনিবর্হণ পীন দক্ষিণবাহু সংবরণ, অনুগতগণের অঞ্জলিগ্রহণ, নানাদেশবাসী লোকদিগের বাক্য-শ্রবণ ও স্তাবকদিগের[২] পুরস্কার করিয়া শান্তনুতনয়ের শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। ভৃত্যগণ গন্ধতৈল-পরিপূরিত প্রজ্বলিত কাঞ্চনময় প্রদীপ-সকল লইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। মহারাজ দুর্য্যোধন সেই সমুদয় কাঞ্চনময় প্রদীপে পরিবৃত হইয়া প্রদীপ্ত মহাগ্রহ-পরিবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কাঞ্চনোষ্ণীষভূষিত[৩] বেত্রধারী পুরুষগণ হস্তস্থিত ঝর্ঝরশব্দে জনতা নিবারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল।

মহারাজ দুর্য্যোধন ক্রমে ক্রমে ভীষ্মের শিবিরে সমুপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক

১। ভাঁটি ফুল। ২। তোষামোদকারীদিগের। ৩। সোণার পাগড়ীতে ভূষিত মস্তক।

সর্ব্বতোভদ্র[১], মহার্হ আস্তরণ-সমাস্তীর্ণ[২], কাঞ্চনময় আসনে[৩] উপবেশন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সাশ্রুলোচনে বাষ্পগদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন, 'হে অরাতি-নিপাতন! আমরা আপনাকে আশ্রয় করিয়া, সবান্ধব পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেব ও দানবগণকেও সমরে পরাজয় করিতে সাহস করি। অতএব হে গাঙ্গেয়! মহেন্দ্র যেমন দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি কৃপা করিয়া পাণ্ডবগণকে পরাভব করুন। আমি সমুদয় সোমক, পাঞ্চাল, কেকয় ও করূষগণকে সংহার করিব। আপনি সমরে পাণ্ডব ও সোমকগণকে নিধন করিয়া আপনার সত্য প্রতিপালন করুন। হে মহাত্মন্! যদি আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি দয়া করিয়া বা আমার প্রতি দ্বেষভাব বশতঃ অথবা আমার মন্দভাগ্য-প্রযুক্ত পাণ্ডবগণকে নিধন করিতে পরাঙ্মুখ হন, তবে সমরদুর্ম্মদ কর্ণকে অনুজ্ঞা করুন; তিনি সমরে সবান্ধব পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন।' কুরুরাজ দুর্য্যোধন ভীষণপরাক্রম ভীষ্মকে এইমাত্র বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।"

একোনশততম অধ্যায়

দুর্য্যোধনবাক্যে দুঃখিত ভীষ্মের ক্রোধ

সঞ্জয় কহিলেন, "এইরূপে মহাত্মা ভীষ্ম মন্ত্রশলাকা-বিদ্ধ[৪] নিশ্বসন্ত অজগরের ন্যায় রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক বাক্যশলাকা দ্বারা সাতিশয় বিদ্ধ ও দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া দুর্য্যোধনকে কিছুমাত্র প্রিয়কথা কহিলেন না; কিন্তু রোষাবেশপ্রভাবে নিমীলিত-নেত্রে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া সুরাসুরগন্ধর্ব্বসহকৃত[৫] দেবলোককে কোপানলে দগ্ধ করিয়াই যেন লোচনদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক শান্তভাবে কহিতে লাগিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! আমি যথাশক্তি যত্নবান্ ও প্রাণরক্ষায় নিরপেক্ষ হইয়া তোমারই প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি, তথাচ তুমি আমার প্রতি কি নিমিত্ত কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? পাণ্ডবগণ খাণ্ডবদাহে শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া অগ্নির তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। গন্ধর্ব্বেরা বলপূর্ব্বক তোমাকে হরণ এবং সূতপুত্র কর্ণ ও তোমার সহোদরগণ পলায়ন করিলে যখন কেবল ভীমসেন তোমাকে মোচন করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। যখন বিরাটনগরে মহাবীর অর্জ্জুন একাকী আমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। যখন তিনি ক্রোধাবিষ্ট দ্রোণ ও আমাকে পরাজয় করিয়া বস্ত্র[১] গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। যখন তিনি গোধন অপহরণ-সময়ে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যকে পরাজয় করিয়াছেন এবং পুরুষাভিমানী কর্ণকে জয় করিয়া উত্তরাকে বস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। তিনি যখন দেবরাজ ইন্দ্রেরও নিতান্ত দুর্জ্জয় নিবাতকবচগণকে পরাজয় করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহাদিগের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। শঙ্খ-চক্রগদাধারী বিশ্বগোপ্তা[২] বাসুদেব যাঁহার রক্ষক, কে সেই অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়? নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ বারংবার কহিয়াছেন, বাসুদেব অনন্তশক্তি, সৃষ্টিসংহারকারী, সর্ব্বেশ্বর, দেবদেব, পরমাত্মা ও সনাতন।

ভীষ্মের নিঃশেষে শত্রুসৈন্যবধে সঙ্কল্প

হে রাজন্! মোহপ্রভাবে তুমি বাচ্যাবাচ্যজ্ঞান-রহিত[৩] হইয়া গিয়াছ। যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তি-সকল বৃক্ষকে সুবর্ণময় নিরীক্ষণ করে, তদ্রূপ তুমিও সমস্ত বিপরীত দেখিতেছ। তুমি স্বয়ংই পূর্ব্বে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত মহা শত্রুতা সমুৎপাদন করিয়াছ, এক্ষণে তুমি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া পৌরুষ প্রকাশ কর, আমরা অবলোকন করি। আমি শিখণ্ডীকে পরিত্যাগ করিয়া সমাগত সমস্ত পাঞ্চাল ও সোমকদিগকে বিনাশ করিব। হয় আমি তাহাদিগের শরনিকরে নিহত হইয়া শমনসদনে গমন করিব, না হয় তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তোমার প্রীতিবর্দ্ধন করিব। শিখণ্ডী প্রথমে রাজগৃহে স্ত্রীরূপে

২—৩। নীচে পাতিত মহামূল্য আস্তরণের উপর বিস্তৃত প্রসিদ্ধ সর্ব্বতোভাবহ স্বর্ণের "সর্ব্বতোভদ্র" নামক আসনে। ৪। সর্প-বিষতুল্যনকারী মন্ত্ররূপ শলাকায় বিদ্ধ। ৫। সুর-অসুর-গন্ধর্ব্ব লোকসহ।

১। উত্তরা-প্রার্থিত বসন। ২। বিশ্বপালক। ৩। 'কি বলা উচিত' 'কি বলা অনুচিত' তাদৃশ জ্ঞানশূন্য।

উৎপন্ন হইয়াছিল; পরে বরপ্রভাবে পুরুষত্ব লাভ করিয়াছে। বিধাতা যখন তাহাকে সর্ব্বপ্রথমে স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাহাকে স্ত্রী বলিয়াই অঙ্গীকার করিতে হইবে; অতএব আমি প্রাণান্তেও তাহাকে বধ করিব না। এক্ষণে তুমি সুখে নিদ্রা যাও; আমি কল্য মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। হে মহারাজ! যত দিন এই পৃথিবী থাকিবে, তত দিন লোকে আমার এই মহাযুদ্ধ কীর্ত্তন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন ভীষ্মকে অভিবাদন ও বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বশিবিরে প্রবেশ করিয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রভাত হইবামাত্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভূপালগণকে সেনা সুসজ্জিত করিতে আদেশ করিয়া কহিলেন, 'ভূপালগণ! আজি মহাবীর ভীষ্ম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমুদয় সোমকদিগকে বিনষ্ট করিবেন।'

ভীষ্ম-পৃষ্ঠরক্ষায় কৌরব-মন্ত্রণা

ভীষ্ম দুর্য্যোধনের নিশাকালীন বহুবিধ বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া উহা আপনার ভৎর্সনাস্বরূপ বিবেচনা করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং পরাধীনতার বিবিধ নিন্দা করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন, ভীষ্ম যাহা চিন্তা করিতেছেন, তাহা ইঙ্গিতে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, 'হে দুঃশাসন! তুমি ভীষ্মরক্ষক রথ-সকল অবিলম্বে সুসজ্জিত এবং দ্বাবিংশতি অনীক[১] প্রেরণ কর। আমরা যে সসৈন্য পাণ্ডবগণের বধ ও রাজ্যপ্রাপ্তি এই দুইটি বিষয় বহু বৎসরাবধি চিন্তা করিতেছি, তাহাই উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে মহাবীর ভীষ্মকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কার্য্য; ইনি সুরক্ষিত হইয়া আমাদিগের সাহায্য ও পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবেন। ইনি কহিয়াছেন,—আমি শিখণ্ডীকে কদাচ বধ করিব না। সে প্রথমে স্ত্রীরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল; এই নিমিত্ত আমি সমরক্ষেত্রে উহাকে পরিত্যাগ করিব; ইহা প্রসিদ্ধিই আছে যে, আমি পূর্ব্বে পিতার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার বাসনায় প্রবৃদ্ধ[২] রাজ্য ও মহিলা[৩]-সকল পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। সত্যই কহিতেছি, আমি স্ত্রী বা স্ত্রীপূর্ব্ব পুরুষকে কদাচ বিনাশ করিব না। আমি তোমাকে উদ্‌যোগসময়ে' কহিয়াছি, শিখণ্ডী স্ত্রীপূর্ব্ব পুরুষ; সে অগ্রে কন্যারূপে উৎপন্ন হইয়া পশ্চাৎ পুরুষত্ব লাভ করিয়াছে। এক্ষণে সে আমার সহিত যুদ্ধ করিলে আমি তাহার সম্মুখে কখনই শরনিক্ষেপ করিব না; কিন্তু পাণ্ডবপক্ষীয় অন্যান্য জয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে দুঃশাসন! মহাবীর ভীষ্ম আমাকে এইরূপ কহিয়াছেন; অতএব সর্ব্বপ্রকারে ইঁহাকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কার্য্য। বৃকও অরণ্যানী-মধ্যে অরক্ষিত সিংহকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়; অতএব এক্ষণে বৃকস্বরূপ শিখণ্ডী যেন পিতামহকে সংহার করিতে না পারে। মাতুল শকুনি, শল্য, কৃপ, দ্রোণ ও বিবিংশতি, ইঁহারা সাবধানে ভীষ্মকে রক্ষা করুন; ইনি সুরক্ষিত হইলে আমাদের জয়লাভ হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।'

অনন্তর সকলে রথ-সমূহে ভীষ্মের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টিত করিলেন। আপনার আত্মজগণ ভূলোক ও দ্যুলোক বিকম্পিত এবং পাণ্ডবগণকে ক্ষোভিত করিয়া ভীষ্মকে বেষ্টনপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। রথিসকল সুনিয়মে পরিচালিত করি-সৈন্যের সহিত ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করিলেন। যেমন সুরাসুর সংগ্রামকালে দেবগণ ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারা সকলে ভীষ্মকে রক্ষা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন পুনরায় দুঃশাসনকে কহিলেন, 'হে দুঃশাসন! যুধামন্যু অর্জ্জুনের বামচক্র ও উত্তমৌজা দক্ষিণচক্র রক্ষা করিতেছেন, ইঁহারা অর্জ্জুনের রক্ষক; অর্জ্জুন শিখণ্ডীর রক্ষক। এক্ষণে শিখণ্ডী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া আমাদের অবস্থানকালে ভীষ্মকে যাহাতে বিনাশ করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান কর।' তখন দুঃশাসন ভীষ্মকে অগ্রে লইয়া সেনাগণ-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন।

পাণ্ডব কর্ত্তৃক ভীষ্মসম্মুখে শিখণ্ডি-স্থাপন

অনন্তর অর্জ্জুন ভীষ্মকে রথিগণে পরিবেষ্টিত নিরীক্ষণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, 'হে পাঞ্চাল-তনয়! তুমি আজি শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সম্মুখে স্থাপন কর; আমি স্বয়ং তাঁহাকে রক্ষা করিব'।"

১। প্রধান সৈনিক। ২। অতি বিস্তৃত। ৩। বিবাহার্থ প্রস্তাবিত কন্যা।

১। যুদ্ধ আয়োজনের আরম্ভে।

শততম অধ্যায়

স্বয়ং ভীষ্ম কর্ত্তৃক ব্যূহরচনা

সঞ্জয় কহিলেন, "অনন্তর মহাবীর শান্তনুতনয় সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইয়া স্বয়ং সর্ব্বতোভদ্র[১] ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত কৃপ, কৃতবর্ম্মা, শৈব, শকুনি, সিন্ধুরাজ, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, ভীষ্ম ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ঐ ব্যূহের মুখে, মহাবীর দ্রোণ, ভূরিশ্রবা, শল্য ও ভগদত্ত কবচ ধারণপূর্ব্বক ঐ ব্যূহের দক্ষিণপক্ষে, মহারথ অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মহতী সেনা সমভিব্যাহারে উহার বামপক্ষে, মহারাজ দুর্য্যোধন ত্রিগর্ত্তগণ-সমভিব্যাহারে উহার মধ্যভাগে এবং রথিশ্রেষ্ঠ অলম্বুষ ও মহারথ শ্রুতায়ু কবচ পরিধানপূর্ব্বক ঐ ব্যূহের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনার পক্ষীয় বর্ম্মধারী বীরগণ এইরূপে সেই মহাব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া তপনশীল হুতাশনের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন।

এ দিকে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব আপনাদের মহাব্যূহস্থ সর্ব্বসৈন্যের অগ্রভাগে এবং মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, শিখণ্ডী, অর্জ্জুন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহাবাহু চেকিতান, বীর্য্যবান্ কুন্তিভোজ, মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যু, মহাবল দ্রুপদ ও কেকয়দেশীয় পঞ্চ ভ্রাতা যুদ্ধার্থ বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক ঐ ব্যূহের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ দুর্জ্জয় মহাব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

তখন সমরোৎসাহী কৌরব-পক্ষীয় ভূপালগণ ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুদ্ধাভিলাষী ভীমসেনপ্রমুখ পাণ্ডবেরাও বিজয়াভিলাষে ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে সিংহনাদ, কিলকিলা শব্দ, করিকুলের চীৎকার এবং ক্রকচ, গোবিষাণিক, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পণবের ধ্বনি আরম্ভ হইল। পাণ্ডবগণ সিংহনাদ, বীরনাদ এবং ভেরী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও দুন্দুভি-ধ্বনি করিয়া যুদ্ধার্থ কৌরবগণের প্রতি আগমন করিতে লাগিলেন; কৌরবগণও ক্রুদ্ধচিত্তে প্রতিনাদ করিয়া সহসা পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে উভয়পক্ষীয় সৈন্য সমবেত হইয়া পরস্পর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

অমঙ্গলসূচক বিবিধ উৎপাত

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাশব্দে মেদিনীমণ্ডল কম্পান্বিত হইল; পক্ষিগণ ঘোর নিনাদ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল; বিমলোদিত[১] সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত হইল; মহাভয়সূচক তুমুল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; অশিবসূচক শিবাগণ ঘোর-রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল; চতুর্দ্দিক্ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; পাংশুবৃষ্টি ও রুধিরমিশ্রিত অস্থিবৃষ্টি হইতে লাগিল; বাহনগণ চিন্তান্বিত-মনে বাষ্পমোক্ষণ ও বারংবার মূত্র পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল; অকস্মাৎ অন্তর্হিত পুরুষাদ[২] রাক্ষসগণের ভীষণ ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল; গোমায়ু ও কাক-সকল চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল; কুক্কুরগণ বিবিধ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল এবং মহাভয়সূচক প্রজ্বলিত মহোল্কা-সকল সূর্য্যের সহিত ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই ভয়ঙ্কর অশিবসময়ে নরেন্দ্র-নাগ-অশ্ব-সমাকুল কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্যগণ বায়ুবেগে কম্পিত বনরাজির ন্যায় শঙ্খ ও মৃদঙ্গ-শব্দে-কম্পিত হইয়া বাতোদ্ধূত সাগরের ন্যায় তুমুল নির্ঘোষ করিতে আরম্ভ করিল।"

একাধিকশততম অধ্যায়

নবম-দিবসীয় যুদ্ধ—অভিমন্যুর কৌরবাক্রমণ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! তখন মহাবল-পরাক্রান্ত অভিমন্যু পিঙ্গলবর্ণ অশ্ব-সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া বারিধারাবর্ষী বারিদপটলের ন্যায় শরনিকর বর্ষণ করিয়া দুর্য্যোধনের সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সেই অক্ষয় সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট অরাতিনিসূদন, অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যুকে কোন ক্রমেই নিবারণ করিতে পারিলেন না। অভিমন্যু-বিমুক্ত শত্রুবিনাশন শর-সমুদয় কৌরব-পক্ষীয় বহু সংখ্যক বীরগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিল।

১। নানাবর্ণ-রঞ্জিত সুরক্ষিত বহুদ্বারবিশিষ্ট সর্ব্বতোভদ্র-মণ্ডলবৎ দৃশ্যমান।

১। মেঘাদি আবরণহীন নির্ম্মল আকাশে উদিত উল্কাদল।
২। নরভোজী।

সমরবিশারদ অর্জ্জুননন্দন ক্রোধভরে যমদণ্ডোপম প্রজ্বলিত আশীবিষসদৃশ শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক রথ-সমবেত রথী, হয়-সমবেত হয়ারোহী ও গজসমেত গজারোহিগণকে বিদারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহীপালগণ তাঁহার সেই অদ্ভুত কর্ম্মের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। বায়ু যেমন আকাশে তূলারাশি পরিচালিত করে, মহাবীর অর্জ্জুনতনয় তদ্রূপ কৌরব-সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কোন ব্যক্তিই মহাপঙ্কে নিমগ্ন[১] করিকুলসদৃশ অভিমন্যু-বিদ্রাবিত কৌরব-সৈন্যগণকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইল না। মহাবীর অর্জ্জুনতনয় অনায়াসে সেই সমুদয় সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া প্রজ্বলিত বিধূম হুতাশনের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কালপ্রেরিত পতঙ্গকুল যেমন অগ্নির প্রভাব সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ কৌরব-সৈন্যগণ অভিমন্যুর প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। মহারথ অর্জ্জুনতনয় শত্রুগণকে প্রহার করিয়া সবজ্র বাসবের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহার হেমপৃষ্ঠ শরাসন বারিদপটলে বিরাজিত বিদ্যুতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। নিশিত কৃতপান শর-সমুদয় প্রফুল্ল পাদপরাজি হইতে নিপতিত ভ্রমর-পংক্তির ন্যায় ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। মহাবীর সুভদ্রানন্দন কাঞ্চনময় রথে আরোহণ-পূর্ব্বক মহাবেগে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে কেহই তাঁহার গতিবিচ্ছেদ[২] বোধ করিতে পারিল না। ঐ মহাবীর কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও সিন্ধুরাজকে বিমোহিত করিয়া দ্রুতবেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মণ্ডলাকার শরাসন সূর্য্যমণ্ডল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

বীরগণ মহাবীর অভিমন্যুর অদ্ভুত কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া, এই সংসারে দুই জন অর্জ্জুন আছেন বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! সেই মহতী কৌরব-সেনা মহাবীর অভিমন্যুর শরে নিপীড়িত হইয়া মদমত্ত কামিনীর ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। রণদুর্ম্মদ অর্জ্জুনপুত্র সেই সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত ও মহারথদিগকে বিকম্পিত করিয়া ময়বিজয়ী সুররাজ পুরন্দরের ন্যায় সুহৃদ্‌গণকে আনন্দিত করিলেন। কৌরব-সৈন্যগণ অর্জ্জুনতনয় কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া পর্জ্জন্যনিনাদসম গম্ভীর স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

১। গভীর কর্দ্দমে নিমজ্জিত। ২। বিরাম।

কুরুরাজ দুর্য্যোধন বায়ুবেগে পরিচালিত সাগর-গর্জ্জন সদৃশ কৌরবসৈন্যনির্ঘোষ শ্রবণে ঋষ্যশৃঙ্গ-তনয় রাক্ষস অলম্বুষকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ রাক্ষসসত্তম! মহাবীর অর্জ্জুন-তনয় দ্বিতীয় অর্জ্জুনের ন্যায়, দেবসৈন্যবিদ্রাবী[১] বৃত্রাসুরের ন্যায় একাকী কৌরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। তুমি ব্যতীত উহাকে নিবারণ করিবার উপায়ান্তর নাই; অতএব তুমি সত্বর গমন করিয়া অর্জ্জুনতনয়কে পরাজিত কর। আমরা ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত সমবেত হইয়া অর্জ্জুনকে সংহার করিব।'

অভিমন্যু-অলম্বুষ সমর

রাক্ষসরাজ অলম্বুষ দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুসারে বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি করিতে করিতে অভিমন্যুর অভিমুখে ধাবমান হইল। পাণ্ডব-সৈন্যগণ অলম্বুষের ভীষণ ধ্বনি শ্রবণে ভীত হইয়া বাতোদ্ধূত সমুদ্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিচলিত হইতে লাগিল। অনেকে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধরণীতলে নিপতিত হইল। ঐ সময় রথস্থ মহাবীর অর্জ্জুন-তনয় সশর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতে করিতে সেই রাক্ষসের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

মহাবীর অলম্বুষ অর্জ্জুনতনয়কে সন্দর্শনপূর্ব্বক ক্রোধান্বিত-চিত্তে তাঁহার অনতিদূরস্থিত সৈন্যগণকে দ্রাবিত করিয়া, বলাসুর যেমন দেবসেনার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিল, তদ্রূপ পাণ্ডবসৈন্যগণের উপর শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। এইরূপে সেই ঘোররূপী রাক্ষস পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিয়া পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত ও বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। সৈন্যগণ তাহার শরে নিতান্ত আহত হইয়া ভীতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসাগ্র্য[২] অলম্বুষ পদ্মবনপ্রমাথী[৩] কুঞ্জরের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনষ্ট করিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত দ্রৌপদীতনয়দিগের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর দ্রৌপদেয়গণ রাক্ষস-সন্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ-চিত্তে সূর্য্যের প্রতি ধাবমান পঞ্চ গ্রহের ন্যায় অলম্বুষের প্রতি ধাবমান হইয়া, যুগক্ষয়সময়ে পাঁচ

১। দেবসৈন্যভঞ্জনকারী। ২। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ। ৩। পদ্মবনভঞ্জকারী।

গ্রহ যেমন চন্দ্রকে নিপীড়িত করে, তদ্রূপ তাহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য অলম্বুষের উপর অকুণ্ঠিতাগ্র লৌহময় শস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিলেন। অলম্বুষ সেই সমুদয় তীক্ষ্ণ শস্ত্রে ছিন্নকবচ হইয়া সূর্য্যকিরণরঞ্জিত জলধরপটলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। দ্রৌপদীনন্দননির্ম্মুক্ত সুবর্ণ-বিভূষিত শরজাল গাত্রে বিদ্ধ হওয়াতে অলম্বুষ দীপ্তশৃঙ্গ অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র সমবেত হইয়া সুবর্ণবিভূষিত সায়ক-সমুদয় দ্বারা অলম্বুষকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অলম্বুষ ক্রুদ্ধ আশী-বিষসদৃশ সেই সমুদয় ঘোর সায়কে বিদ্ধ হইয়া সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট ও অবিলম্বে মূর্চ্ছিত হইল। পরে ক্ষণকালমধ্যে পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত হইয়া দ্রৌপদীতনয়গণের বাণ, ধ্বজ ও শরাসনসমুদয় ছেদনপূর্ব্বক যেন রথমধ্যে নৃত্য করিতে করিতেই তাঁহাদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিল এবং তাঁহাদের অশ্ব ও সারথিদিগকে সংহার করিয়া বহুবিধ নিশিত শরে পুনরায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবল-পরাক্রান্ত নিশাচর এইরূপে দ্রৌপদীতনয়গণকে বিরথ করিয়া তাঁহাদিগের নিধনেচ্ছায় মহাবেগে ধাবমান হইল।

ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যু দুরাত্মা রাক্ষস দ্রৌপদীতনয়গণকে নিপীড়িত করিতেছে দেখিয়া সত্বর তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর অভিমন্যুর সহিত অলম্বুষের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ বৃত্র-বাসব-সদৃশ সেই বীরদ্বয়ের অদ্ভুত সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ কালানলসদৃশ মহাবীরদ্বয় ক্রোধ-সংরক্তলোচনে পরস্পর আবেক্ষণ করিলেন। পূর্ব্বে দেবাসুরসংগ্রামে শক্র ও সম্বরের যুদ্ধ যেরূপ ভয়ঙ্কর হইয়াছিল, এই দুই মহাবীরের সমরও সেইরূপ হইয়া উঠিল।”

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়

অলম্বুষ-পরাজয়—পলায়ন

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে সঞ্জয়! মহাবীর অভিমন্যু মহারথ-সকলকে বিনষ্ট করিতেছেন দেখিয়া অলম্বুষ কিরূপ যুদ্ধ করিল? অভিমন্যু অলম্বুষের সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিলেন? ভীম, রাক্ষস ঘটোৎকচ, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুনই বা আমার সৈন্যগণের কি করিলেন? তুমি তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “মহারাজ! অলম্বুষ ও অভিমন্যুর যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব যেরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি আপনার পক্ষীয় মহাবীরগণ নির্ভীকের ন্যায় যেরূপ অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা শ্রবণ করুন। মহাবল-পরাক্রান্ত অলম্বুষ সিংহনাদ পরিত্যাগ ও বারংবার তর্জ্জন-গর্জ্জনপূর্ব্বক ‘থাক্ থাক্’ বলিয়া মহাবেগে অভিমন্যুর প্রতি ধাবমান হইল; অভিমন্যুও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃবৈরী রাক্ষস অলম্বুষের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। পরে দিব্যাস্ত্রবেত্তা রথিশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু ও মায়াবী রথিপ্রধান রাক্ষস উভয়ে দেবদানবের ন্যায় সত্বর সমাগত হইলেন। অনন্তর অভিমন্যু শাণিত তিন সায়কে রাক্ষসকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। যেমন তোদনদণ্ডে মাতঙ্গকে প্রহার করে, তদ্রূপ ক্ষিপ্রকারী অলম্বুষও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নয় শরে অভিমন্যুর হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিয়া সহস্র শরে তাহাকে নিপীড়িত করিল। অভিমন্যু রোষপরবশ হইয়া শাণিত নয় শরে রাক্ষসের হৃদয় বিদ্ধ করিলে ঐ সমস্ত শর মর্ম্ম ভেদ করিয়া তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল। রাক্ষস শরনিকরে ভিন্নকলেবর হইয়া কুসুমস্থশোভিত কিংশুক-বৃক্ষ-সংস্তীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় অধিকতর শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং সেই সুবর্ণপুঙ্খ শর-সমুদয় ধারণ করিয়া জ্বালাসনাথ[১] শৈলের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল।

অনন্তর অলম্বুষ রোষাবিষ্ট হইয়া মহেন্দ্রপ্রতিম অভিমন্যুকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল।

১। কিরণযুক্ত।

রাক্ষস-নিক্ষিপ্ত যমদণ্ড সদৃশ বাণ-সকল অভিমন্যুর দেহ ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল এবং অভিমন্যুবিনির্ম্মুক্ত কনক-ভূষিত শরনিকরও অলম্বুষের শরীর ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। যেমন দেবরাজ ময়দানবকে রণে পরাঙ্মুখ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অভিমন্যু শরজালে রাক্ষসকে বিমুখ করিলেন। অনন্তর রাক্ষস মহীয়সী তামসী মায়া আবিষ্কৃত করিলে সকলেই ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলেন; কি অভিমন্যু, কি আত্মীয়, কি পর, কেহই কাহাকেও নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। মহাবীর অভিমন্যু সেই ঘোরতর অন্ধকার অবলোকন করিয়া অতিভাস্বর সৌর-অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন রাক্ষসের মায়া তিরোহিত ও সমুদয় জগৎ পুনরায় প্রকাশিত হইল। পরে অভিমন্যু ক্রোধপরবশ হইয়া শরনিকরে রাক্ষসকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তৎপ্রযুক্ত বহুবিধ মায়া নিবারণ করিলেন। রাক্ষস অলম্বুষ মায়াশূন্য ও শরজালে একান্ত আহত হইয়া ভয়ে রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। এইরূপে সেই কূটযোধী অলম্বুষ পরাজিত হইলে অভিমন্যু কৌরব-সেনাদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বোধ হইল যেন, মদান্ধ বন্য মাতঙ্গ কমলদল মর্দ্দন করিতেছে।

কৌরব-পাণ্ডবের পরস্পর যুদ্ধ

অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শরনিকরে অভিমন্যুকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ একমাত্র অভিমন্যুকে বেষ্টন করিয়া চারিদিক্ হইতে শর প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পরাক্রমে অর্জ্জুনতুল্য, বীর্য্যে বাসুদেবসদৃশ, মহাবীর অভিমন্যু পিতা ও মাতুলের অনুরূপ বহুবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর্য্য অর্জ্জুন কৌরব-সেনা বিনাশ করিতে অভিমন্যুর নিকট গমন করিলেন। তখন রাহু যেমন দিবাকরকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভীষ্ম অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইলেন। হে মহারাজ! আপনার আত্মজগণ রথ, হস্তী ও অশ্বগণ-সমভিব্যাহারে ভীষ্মকে বেষ্টন করিয়া সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন; এদিকে পাণ্ডবেরাও ধনঞ্জয়কে পরিবৃত করিয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর কৃপাচার্য্য ভীষ্মের সম্মুখবর্ত্তী পার্থকে পঞ্চবিংশতি সায়কে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যেমন শার্দ্দূল কুঞ্জরের প্রতি গমন করে, তদ্রূপ সাত্যকি পাণ্ডবদিগের প্রিয়কার্য্যসাধনার্থ কৃপের প্রতি গমন করিয়া নিশিত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য কোপপরতন্ত্র হইয়া সত্বর নয় শরে সাত্যকির হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলে সাত্যকিও ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক গৌতমাস্তকর[১] এক ভয়ঙ্কর শর নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বত্থামা সেই শক্রাশনিসম শরকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

তখন যেমন নভোমণ্ডলে রাহু শশাঙ্কের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ সাত্যকি কৃপাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহার কার্ম্মুকচ্ছেদন করিয়া শর প্রহার করিতে লাগিলেন। সাত্যকি শত্রুনিপাতন ভারসহ অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া যষ্টি শরে অশ্বত্থামার বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। অশ্বত্থামা গাঢ়তর শরবিদ্ধ, নিতান্ত ব্যথিত ও মুহূর্ত্তকাল বিমোহিত হইয়া ধ্বজদণ্ড অবলম্বনপূর্ব্বক রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন, পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া ক্রোধভরে পুনরায় সাত্যকিকে শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। যেমন বসন্তকালে বলবান্ সর্পশিশু বিলমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ঐ শর সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া ধরণীতলে প্রবেশ করিল। পরে তিনি ভল্লাস্ত্রে ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং যেমন বর্ষাকালে জলদাবলি দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ শরনিকরে সাত্যকিকে সমাচ্ছন্ন করিলেন; সাত্যকিও শরজাল নিরাকরণ করিয়া শরনিকর দ্বারা অশ্বত্থামাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া মেঘমণ্ডলীবিনির্ম্মুক্ত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তাঁহাকে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। পরে পুনরায় উদ্যত হইয়া শরসহস্রে অশ্বত্থামাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য পুত্রকে রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া সাত্যকির প্রতি মহাবেগে গমন করিলেন এবং শরনিপীড়িত আত্মজ অশ্বত্থামাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণ সায়কে সাত্যকিকে

১। কৃপাচার্য্য-বিনাশকর।

বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, সাত্যকিও গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করিয়া লৌহময় শরজালে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন; অনন্তর শত্রুতাপন অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। এইরূপে তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া নভোমণ্ডলস্থ বুধ ও শুক্র গ্রহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।"

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়

দ্রোণ-অর্জ্জুন-যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ও অর্জ্জুন কি প্রকারে যত্নসহকারে রণস্থলে সমাগত হইলেন? অর্জ্জুন ধীমান্ দ্রোণের একান্ত প্রিয়পাত্র এবং দ্রোণও অর্জ্জুনের নিতান্ত প্রীতি-ভাজন, অতএব মদোৎকট[১] সিংহদ্বয়ের ন্যায় ঐ দুই মহাবীর কি প্রকারে পরস্পর সমাগত হইলেন?"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য রণস্থলে অর্জ্জুনকে প্রীতিভাজন বলিয়া বিবেচনা করেন না এবং অর্জ্জুনও ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে তাঁহাকে গুরু বলিয়া সম্মান করেন না। ক্ষত্রিয়গণ কেহই কাহাকে পরিত্যাগ করেন না; প্রত্যুত মর্য্যাদাশূন্য[২] হইয়া পিতা ও ভ্রাতাদিগের সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের তিন শরে বিদ্ধ হইলেন; কিন্তু তাহা অর্জ্জুন শরাসনবিনির্ম্মুক্ত বলিয়া পরিগণিত না করিয়া গহনবনে অতিপ্রবৃদ্ধ হুতাশনের ন্যায় রোষে প্রজ্বলিত হইয়া অর্জ্জুনকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের পার্শ্বি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সুশর্ম্মাকে প্রেরণ করিলেন। সপুত্র ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক সায়ক-সমূহে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শরনিকর শরৎকালে গগনচারী হংসনিচয়ের ন্যায় নভোমণ্ডলে শোভমান হইতে লাগিল। যেমন বিহঙ্গমগণ সুস্বাদু ফলভারাবনত পাদপে প্রবেশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সকল শরজাল পার্থ-শরীরে প্রবেশ করিল। অর্জ্জুন সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া সপুত্র ত্রিগর্ত্তরাজকে বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও প্রলয়কালীন অন্তকসদৃশ অর্জ্জুনের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া প্রাণপণে অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি অনবরত শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যেমন অচলসকল সলিল বর্ষণ গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ পার্থ শরসমূহ দ্বারা শরবর্ষণ গ্রহণ[১] করিলেন। তখন আমরা তাঁহার হস্তলাঘব অবলোকন করিতে লাগিলাম। যেমন সমীরণ মেঘমণ্ডল অপসারিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি একাকী হইয়াও বহুযোধ-বিনির্ম্মুক্ত দুর্নিবার শরবৃষ্টি অনায়াসে নিবারণ করিলেন। তখন দেবদানবগণ তাঁহার এই অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

ভীম-সুশর্ম্মাদির যুদ্ধ—কৌরব-পলায়ন

অনন্তর অর্জ্জুন রোষপরবশ হইয়া সেনামুখে বায়ব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিলে প্রবল সমীরণ প্রাদুর্ভূত হইয়া অন্তরীক্ষ ক্ষুভিত, পাদপদল নিপাতিত ও সৈন্যগণ বিনষ্ট করিতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য নিদারুণ বায়ব্য অস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ঙ্কর শৈলাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, তখন বায়ু প্রশান্ত ও দশদিক্ প্রসন্ন হইল। পরে অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্তরাজের রথীদিগকে নিরুৎসাহ, সমর-পরাঙ্মুখ ও হীনবীর্য্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং বাহ্লীকদিগের সহিত মহারাজ বাহ্লীক রথসমূহে পার্থের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিলেন। ভীমসেন ভগদত্ত ও শ্রুতায়ু কর্ত্তৃক গজসৈন্য দ্বারা চতুর্দ্দিকে আক্রান্ত হইলেন। ভূরিশ্রবা, শল ও সৌবল শরজালে নকুল ও সহদেবকে নিবারণ করিলেন। ভীষ্ম সসৈন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমভিব্যাহারে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইলেন।

মহাবীর ভীমসেন গজসৈন্য আগমন করিতে দেখিয়া গদা গ্রহণ ও বনমধ্যস্থ মৃগরাজ সিংহের ন্যায় সৃক্কণী লেহনপূর্ব্বক সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে সেই সেনাদিগের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইল। তখন গজারোহিসকল তাঁহাকে গদাহস্ত নিরীক্ষণ

১। ক্রোধমত্ত। ২। সম্বন্ধবন্ধন বিবেচনায় উদাসীন।

১। বাণে বাণে শত্রুনিক্ষিপ্ত শরনিরোধ।

করিয়া সাবধানে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিল। ভীমসেন মেঘমণ্ডল-মধ্যগত সূর্য্যের ন্যায় সেই গজসৈন্যে শোভমান হইলেন। অনন্তর যেমন সমীরণ জলদ-জাল চালিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি গদা দ্বারা গজসৈন্যদিগকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন করিকুল গর্জ্জমান মেঘমণ্ডলের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। মহাবীর ভীমসেন মাতঙ্গগণের দশন দ্বারা বিদারিত হইয়া পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। পরে তিনি তাহাদিগকে ধারণপূর্ব্বক তাহাদিগের দশন ভগ্ন করিয়া সেই সমস্ত দশন দ্বারা দণ্ডধারী সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় করিকুলের কুম্ভমণ্ডলে প্রহারপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন এবং শোণিতচর্চ্চিত ও মেদমজ্জায় অবলিপ্ত-কলেবর হইয়া রুধিররঞ্জিত গদা ধারণপূর্ব্বক রুদ্রদেবের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট করি-সৈন্যগণ স্বীয় বল-সমুদয়কে বিমর্দ্দিত করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলে কৌরব-সেনা-সকল পরাঙ্মুখ হইল।"

চতুরধিকশততম অধ্যায়

ভীষণ সঙ্কুলযুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! অনন্তর মধ্যাহ্ন-কালে সোমকদিগের সহিত ভীষ্মের লোকক্ষয়কর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ভীষ্ম শত সহস্র নিশিত শরে পাণ্ডব-সৈন্যগণকে তাড়িত করিলেন এবং যেমন গোগণ ছিন্ন ধান্যসমূহ বিমর্দ্দিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাহাদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। পরে শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট ও দ্রুপদ শরনিকরে ভীষ্মকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষ্ম ধৃষ্টদ্যুম্নকে বাণবিদ্ধ করিয়া তিন শরে বিরাটকে প্রহার করিয়া দ্রুপদের প্রতি নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহারা পাদস্পৃষ্ট[১] ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। শিখণ্ডী ভীষ্মকে প্রহার করিলে ভীষ্ম তাঁহার স্ত্রীরূপ মনে করিয়া শরাঘাত করিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্ন হুতাশনের ন্যায় রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া ভীষ্মের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে দ্রুপদ পঞ্চবিংশতি, বিরাট দশ ও শিখণ্ডী পঞ্চবিংশতি-সায়কে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম রুধিরধারায় অবলিপ্ত হইয়া বসন্তকালীন পুষ্পস্তবকমণ্ডিত রক্তাশোকের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি তিন বাণে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে দ্রুপদের কার্ম্মুকচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদ অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। পরে ভীম, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, কেকয়-দেশীয় পঞ্চ-ভ্রাতা ও সাত্যকি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে লইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন-পুরঃসর পাঞ্চাল-সৈন্যদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। এ দিকে কৌরবগণ ভীষ্মরক্ষার্থ যত্নবান্ হইয়া সসৈন্যে পাণ্ডব-সেনাগণের প্রতি গমন করিলে উভয়পক্ষীয় নর, অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গগণের সঙ্কুলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রথী রথীদিগকে, গজারোহী গজারোহীদিগকে, অশ্বারোহী অশ্বারোহীদিগকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে লাগিল। রথ-সকল রথী ও সারথিশূন্য হইয়া মনুষ্য ও অশ্বদিগকে বিমর্দ্দিত করিয়া বায়ুপ্রেরিত গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। কুণ্ডলোষ্ণীষধারী, নিষ্কাঙ্গদ-সুশোভিত, শৌর্য্যে দেবকুমারসদৃশ, যুদ্ধে দেবরাজ-তুল্য, ধনে ধনপতিসদৃশ ও নীতিবিষয়ে বৃহস্পতিতুল্য, মহাবল-পরাক্রান্ত রথিসকল সামান্য মনুষ্যের ন্যায় ধাবমান হইয়া বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। করিকুল আরোহিশূন্য হইয়া স্বীয় সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া নিপতিত হইল। কতকগুলি নবীন জলদের ন্যায় গভীরনিস্বন হস্তী চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। উহাদের চর্ম্ম, বিচিত্র হেমদণ্ডমণ্ডিত চামর, পতাকা ও শ্বেতচ্ছত্র সকল ইতস্ততঃ স্খলিত হইতে লাগিল। আরোহিসকলই গজপরিভ্রষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। নানাদেশসম্ভূত সুবর্ণালঙ্কৃত বায়ুগামী শত সহস্র তুরঙ্গম ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। খড়্গহস্ত আরোহীসকল আহত অশ্বের সহিত তাড়িত ও পলায়িত হইল; করি-সকল পলায়মান গজের সহিত মিলিত হইয়া বেগে অশ্ব ও পদাতিসকলকে বিমর্দ্দিত করিয়া গমন করিতে লাগিল। অবশিষ্ট করি-সকল অশ্ব, রথ ও মানব-সকলকে মর্দ্দিত করিল। এইরূপে উহারা পরস্পর বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল।

১। পাদদ্বারা মর্দ্দিত।

তখন যমরাজ্যবিবর্দ্ধন, মর্ত্ত্যকুলবিনাশন[১], কঙ্কাল-সঙ্কুলসম্বাধ[২], শরাবর্ত্তসম্পন্ন[৩], নিতান্ত দুরবগাহ শোণিতাম্ভ-তরঙ্গিণী[৪] প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইহা শীর্ষোপল[৫]সমাকীর্ণ, হস্তিগ্রাহ[৬]সঙ্কুল, কেশ, শৈবাল ও শাদ্বল-বহুল[৭], রথহ্রদ[৮]-পরিশোভিত, অশ্বমীন-পরিপ্লুত[৯], কবচোষ্ণীষ-ফেন[১০]সমাচ্ছন্ন, কার্ম্মুক-স্রোতো-বিশিষ্ট[১১], অসি-কচ্ছপ[১২]-ভূয়িষ্ঠ, পতাকা-ধ্বজ-বৃক্ষ[১৩]-সঙ্কীর্ণ ও ক্রব্যাদহংস[১৪]-সমলঙ্কৃত। ক্ষত্রিয়গণ নির্ভীক হইয়া রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গরূপ ভেলা অবলম্বনপূর্ব্বক সেই ভয়ানক শোণিত-নদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। যেমন বৈতরণী[১৫] মৃত ব্যক্তি-দিগকে যমালয়ে নীত করে, তদ্রূপ ঐ শোণিত-নদী নিতান্ত ভীত ও বিমোহিত ব্যক্তি-দিগকে বহন করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ এই ভয়ানক বধব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরগণ! ক্ষত্রিয়গণ রাজা দুর্য্যোধনের অপরাধেই বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র লোভপরতন্ত্র হইয়া গুণবান্ পাণ্ডব-দিগের প্রতি কি নিমিত্ত বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে-ছেন?' হে মহারাজ! এইরূপ পাণ্ডবগণের প্রশংসা-সহকৃত আপনার পুত্রদিগের পক্ষে নিদারুণ বহুবিধ বাক্য শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ ও শল্যকে কহিলেন, 'হে বীরগণ! আপনারা কি নিমিত্ত বিলম্ব করিতেছেন? অহঙ্কারশূন্য হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।' তখন উভয় পক্ষই অক্ষদ্যূতজনিত অতি ভয়ঙ্কর নরবিনাশ-সহকৃত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! মহাত্মগণ আপনাকে বারংবার নিবারণ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু আপনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই, এক্ষণে তাহারই নিদারুণ ফলভোগ করিতে-ছেন। সসৈন্য পাণ্ডবগণ ও কৌরবেরা কেহই কাহার প্রাণরক্ষা করিতেছেন না। এই নিমিত্ত এবং আপনার দুর্নীতি ও দৈবের প্রতিকূলতা বশতঃ এক্ষণে এই ঘোরতর স্বজনক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে।"

১—১৪। নিহত লোকগণের স্তূপাকার অস্থি সৈকতরূপ মহা-নদীর বেলাভূমি, বাণনিবহ আবর্ত্ত, রক্ত ও নাড়ীনিচয় তরঙ্গ, মস্তকসমস্ত পাথরের নুড়ি, করিনিকর কুম্ভীর, কেশসমূহ শেওলা ও ঘাস, রথসমূহ হ্রদ, অশ্বসকল মৎস্য, কবচ ও উষ্ণীষসমূহ ফেন, ধনুকসকল স্রোত, অস্ত্রসমস্ত কচ্ছপ, ধ্বজ-পতাকাসমূহ তীরস্থ বৃক্ষ, মাংসাশী শৃগালগণ হংস। ১৫। যমদ্বারস্থিত তপ্তজলা নদী।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়

কৌরব-পাণ্ডব সঙ্কুল-যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সঙ্কুলযুদ্ধে সুশর্ম্মার অনুচর ভূপতিগণকে নিশিত সায়ক দ্বারা শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর সুশর্ম্মা বাসুদেবকে সপ্ততি ও অর্জ্জুনকে নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন শরনিকর দ্বারা সুশর্ম্মার শরজাল নিবারণ করিয়া তাঁহার সহচর যোদ্ধগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। যোদ্ধৃগণ যুগান্তকালীন কৃতান্তসদৃশ প্রভাবশালী পার্থের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ভয়ব্যাকুলিত-চিত্তে কেহ অশ্ব, কেহ রথ ও কেহ গজ পরিত্যাগপূর্ব্বক দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে রথ, অশ্ব ও গজ-সমুদয় লইয়া সত্বর প্রস্থান করিতে লাগিল। পদাতিগণ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরে নিরপেক্ষ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল।

এইরূপে কৌরব-সৈন্যগণ ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা ও অন্যান্য ভূপতি কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ত্রিগর্ত্তের জীবিতরক্ষার্থ মহারথ ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎকালে কেবল মহাবীর দুর্য্যোধনই ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে বহুবিধ শরনিকর নিক্ষেপপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন; আর সকলেই পলায়ন করিল। এ দিকে পাণ্ডবগণও সর্ব্বোদ্যোগ সহকারে বর্ম্ম ও বহুবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রভাব অবগত ও শত্রুগণের হাহাকারে উত্তেজিত হইয়া শান্তনুতনয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ভীষ্ম সন্নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যগণকে সমাচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে মধ্যাহ্নসময়ে কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের সহিত ঘোরতর সমর আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সাত্যকি পাঁচ বাণে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া সহস্র সহস্র শরবর্ষণপূর্ব্বক সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ দ্রুপদ প্রথমতঃ দ্রোণকে বহুসংখ্যক সুশাণিত শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে সপ্ততি ও তাঁহার সারথিকে পাঁচ

বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন মহারাজ বাহ্লীককে শরনিকরে বিদ্ধ করিয়া কাননস্থ শার্দ্দূলের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত অভিমন্যু চিত্রসেনের বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন। এই ধনুর্দ্ধরদ্বয় সংগ্রামে সমাগত হইয়া আকাশমণ্ডলস্থ বুধ ও শনৈশ্চরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অরাতিনিপাতন অর্জ্জুনতনয় নয় বাণে চিত্রসেনের অশ্বচতুষ্টয় ও সারথিকে সংহার করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহারথ চিত্রসেন সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সত্বর দুর্ম্মুখের রথে সমারূঢ় হইলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে দ্রুপদের দেহ ভেদ করিয়া সত্বর তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ দ্রুপদ এইরূপে দ্রোণ কর্ত্তৃক দৃঢ়তর নিপীড়িত হইয়া পূর্ব্ব-বৈর স্মরণপূর্ব্বক বায়ুবেগগামী অশ্ব-সমুদয় সঞ্চালনপূর্ব্বক সমরস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সর্ব্বসৈন্য-সমক্ষে মুহূর্ত্তমধ্যে বাহ্লীকের অশ্বসমুদয় ও সারথিকে বিনষ্ট করিলে পুরুষোত্তম বাহ্লীক যৎপরোনাস্তি সন্ত্রান্ত ও সংশয়াপন্ন হইয়া স্বীয় রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সত্বর লক্ষ্মণের রথে সমারূঢ় হইলেন।

এ দিকে মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে সমরে নিরাকৃত করিয়া শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক ভীষ্মের সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে নিশিত লোমসনাথ ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া শরাসন বিধুননপূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতে করিতে রথোপস্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শান্তনুতনয় সাত্যকির উপর সুবর্ণচিত্রিতা মহাবেগশালিনী নাগকন্যাসদৃশী মহাশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাযশাঃ সাত্যকি সেই মৃত্যুসদৃশ দুর্জ্জয় শক্তি অর্দ্ধপথে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহা তৎক্ষণাৎ মহাপ্রভা-সম্পন্ন মহোল্কার ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। মহাবীর সাত্যকি ভীষ্মের শক্তিচ্ছেদন করিয়া কনক-সমুজ্জ্বল স্বীয় শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক শান্তনুতনয়ের রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকি-নির্ম্মুক্ত মহাশক্তি কালরাত্রির ন্যায় মহাবেগে আগমন করিতেছে দেখিয়া, শান্তনুতনয় নিশিত ক্ষুরপ্রদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া সেই ভীষণ শক্তিকে সহসা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শান্তনুতনয় এইরূপে সাত্যকির শক্তি ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার বক্ষঃস্থলে নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহারথ পাণ্ডুতনয়গণ সাত্যকির পরিত্রাণ নিমিত্ত অসংখ্য রথ, নাগ ও অশ্ব লইয়া ভীষ্মকে পরিষ্টেন করিলেন। পরে পরস্পর বিজয়াকাঙ্ক্ষী কৌরব ও পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল।"

ষড়ধিকশততম অধ্যায়

কৌরব কর্ত্তৃক ভীষ্মের পার্শ্বরক্ষা

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! দুর্য্যোধন ক্রোধপরায়ণ শান্তনুতনয়কে বর্ষাকালীন জলধরপটলে সংবৃত সূর্য্যের ন্যায় পাণ্ডবগণে পরিবৃত দেখিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, 'ভ্রাতঃ! ঐ দেখ, অরিনিসূদন পিতামহ মহাবীর পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক সমন্তাৎ পরিবৃত হইয়াছেন। উঁহাকে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতামহ আমাদের রক্ষক; তিনি রক্ষিত হইলে নিশ্চয়ই সমরে সমুদয় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার করিবেন। ঐ মহাবীর সংগ্রামে লোকদুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন; অতএব তুমি অবিলম্বে সমুদয় সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে পিতামহকে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা কর।'

হে রাজন্! আপনার তনয় দুঃশাসন দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অসংখ্য সৈন্য লইয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। তখন সুবলনন্দন শকুনি বিমল, প্রাস, ঋষ্টি ও তোমরধারী, সুশিক্ষিত, যুদ্ধকুশল বীরগণ কর্ত্তৃক সমারূঢ়, বেগসম্পন্ন, পতাকাসুশোভিত শত-সহস্র অশ্ব লইয়া নকুল, সহদেব ও ধর্ম্মরাজের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের নিবারণার্থ অযুত অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অশ্বগণ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে রণস্থলে প্রবেশ করিবামাত্র ধরাতল তাহাদের খুরে আহত হইয়া কম্পিত ও ধ্বনিত হইতে লাগিল। অশ্বগণের খুরশব্দ পর্ব্বতস্থ দহ্যমান বংশবনের ধ্বনির ন্যায় শ্রবণগোচর হইল। তাহাদের খুরসমুদ্ভূত ধূলিপটল গগনতলে সমুত্থিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিল। যেমন মহাবেগশালী

হংসকুল পতিত হইলে মহাসরোবর ক্ষোভিত হয়, তদ্রূপ সেই অশ্বগণ পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলে সেনাগণ ক্ষোভিত হইয়া উঠিল। তুরঙ্গমগণের হ্রেষারবে আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইল না।

কৌরব পরাজয়ে শল্যের সক্রোধ সমর

বেলা যেমন বর্ষাকালীন পৌর্ণমাসীতে অতি পরিপূরিত সমুদ্ধত[১] সাগরের বেগ রোধ করে, তদ্রূপ মহারাজ যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয়দ্বয় সেই অশ্বারোহিগণের বেগ নিবারণ করিয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকর ও প্রাসসমূহ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাদের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহিগণ পাণ্ডবদিগের শরে নিহত হইয়া গিরিগহ্বরস্থিত নাগনিহত মহানাগের ন্যায় নিপতিত হইল; তাহাদের মস্তক বৃক্ষ হইতে তালফলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অনেক অশ্ব আরোহি-সমভিব্যাহারে নিহত হইয়া চতুর্দ্দিকে পতিত হইতেছে দৃষ্ট হইল। অশ্বগণ পাণ্ডবগণের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সিংহ-সমাক্রান্ত মৃগযূথের ন্যায় প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপে পাণ্ডবগণ সমরে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া ভেরীধ্বনি ও শঙ্খনিনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহারাজ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে পরাজিত দেখিয়া দীনচিত্তে মদ্ররাজ শল্যকে কহিলেন, 'হে মহাবাহো! পাণ্ডুতনয় যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে আমাদের সমক্ষে সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। আপনি স্বীয় অসাধারণ বলবিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে নিবারণ করুন।' প্রতাপশালী শল্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর অসংখ্য রথ-সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই সমাগত মদ্ররাজের সৈন্যগণকে অনায়াসে নিবারণ করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন; মাদ্রীনন্দনদ্বয়ও শল্যকে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর শল্য তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি তিন তিন বাণ নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে ষষ্টি ও মাদ্রীতনয়দ্বয়ের প্রত্যেককে দুই শরে বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! অরাতিকুলনিসূদন মহাবাহু ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে মদ্রাধিপতির রথের সমীপবর্ত্তী দেখিয়া তাঁহাকে কৃতান্তের করাল-কবলস্থ জ্ঞান করিয়া সত্বর তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় ভগবান্ ভাস্কর পশ্চিমদিক্ অবলম্বন করিয়া তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন; কৌরব এবং পাণ্ডবগণেরও তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।"

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়

ভীষ্মের ভীষণ সমরে পাণ্ডব-বিমর্ষ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! অনন্তর মহাবাহু ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত সায়কনিকরে পাণ্ডব ও তাঁহাদিগের সেনাগণকে আহত করিতে লাগিলেন। তিনি দ্বাদশ শরে ভীমসেনকে, নয় শরে সাত্যকিকে, তিন শরে নকুলকে, সাত শরে সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের বাহুযুগলে ও বক্ষঃস্থলে দ্বাদশ শর নিক্ষেপ করিলেন; পরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন নকুল দ্বাদশ, সাত্যকি তিন, ধৃষ্টদ্যুম্ন সপ্ততি, ভীমসেন সপ্ত ও যুধিষ্ঠির দ্বাদশ শরে ভীষ্মকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। আচার্য্য দ্রোণ যমদণ্ডোপম নিশিত পাঁচ শরে সাত্যকি ও ভীমসেনকে আহত করিলেন। যেমন মহাগজ তোদনদণ্ডে বিদ্ধ হয়, সেইরূপ দ্রোণও উঁহাদের তিন তিন শরে প্রতিবিদ্ধ হইলেন। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভিষাহ, শূরসেন, শিবি ও বসাতিগণ নিশিত শরনিকরাহত ভীষ্মকে পরিত্যাগ করেন নাই। নানাদেশ-সমাগত অন্যান্য মহীপালগণ বিবিধ আয়ুধ-হস্তে পাণ্ডবগণের অভিমুখীন হইলেন। পাণ্ডবগণ পিতামহকে বেষ্টন করিলেন।

চতুর্দ্দিকে রথসমূহে পরিবৃত অপরাজিত ভীষ্ম দাবানলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া শত্রুগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন; রথ সেই অগ্নির গৃহ, শরাসন শিখা, অসি, শক্তি ও গদা ইন্ধন এবং শরজাল স্ফুলিঙ্গস্বরূপ হইল। তিনি গৃধ্রপক্ষশোভিত, সুবর্ণ-পুঙ্খ, সুতীক্ষ্ণ ইষু, কর্ণী, নালীক ও নারাচ-সমূহে পাণ্ডব-সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া নিশিত শরনিকরে রথের ধ্বজ-সকল পাতিত করিয়া রথ-সমুদয় মুণ্ডিত তালফলের ন্যায় করিলেন এবং রথ, গজ ও অশ্বগণকে আরোহিবিহীন করিয়া ফেলিলেন। বজ্রনির্ঘোষতুল্য তাঁহার জ্যাতলধ্বনি-শ্রবণে সমুদয় প্রাণী কম্পিত

১। উচ্ছলিত।

হইয়া উঠিল। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! ভীষ্মের শরনিকর ব্যর্থ হইবার নহে; যে সকল শর তাঁহার শরাসন হইতে বিনির্গত হয়, তাহা বিপক্ষের তনুত্রাণে[১] প্রতিহত হয় না। অনন্তর বেগবান্ তুরঙ্গমেরা রথিশূন্য রথ-সকল আকর্ষণ করিতেছে অবলোকন করিলাম। বিখ্যাত মহারথ, তনুত্যাগে কৃতনিশ্চয়, সমরে অপরাঙ্মুখ, সুবর্ণধ্বজ-শোভিত, চতুর্দ্দশ সহস্র চেদি, কাশী ও করূষেরা ব্যাদিতবদন কৃতান্তসদৃশ ভীষ্মের সহিত সমাগত হইবামাত্র অশ্ব-গজ-সমভিব্যাহারে পরলোকে প্রস্থান করিলেন। এমন শত-শত ও সহস্র-সহস্র ব্যক্তিকে দর্শন করিলাম, যাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির রথের যুগকাষ্ঠ ও উপকরণ এবং কোন কোন ব্যক্তির চক্র-সকল ভগ্ন হইয়াছে। ভগ্ন রথ ও বরূথ, ছিন্ন শর, কবচ, পট্টিশ, গদা ও ভিন্দিপাল, ভগ্ন তূণীর, চক্র ও খড়্গ, সকুণ্ডল মুখ, তলত্রাণ, অঙ্গুলিত্রাণ এবং নিপাতিত ধ্বজসমূহে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। শত-শত ও সহস্র-সহস্র গজ ও অশ্ব আরোহীর সহিত নিহত হইল। মহারথগণ ভীষ্মের বাণে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবগণ বহু যত্নসহকারেও তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। মহেন্দ্রসদৃশ মহাবীর ভীষ্মের শরাঘাতে পাণ্ডবসৈন্য এরূপ ভগ্ন হইয়া উঠিল যে, দুই জন একত্রে পলায়ন করিতে পারিল না। রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও ধ্বজসমাকুল পাণ্ডব-সেনা অচেতনপ্রায় হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও সখা প্রিয়সখাকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। যুধিষ্ঠিরের অন্যান্য সেনা কবচ পরিত্যাগ করিয়া আলুলায়িত-কেশে ধাবমান হইতেছে; রথের যুগন্ধরসকল অযথারূপ সংযুক্ত হইয়াছে এবং রণভূমিস্থ সৈন্যগণ আর্ত্তনাদ করিতেছে, নয়নগোচর হইল।

বাসুদেব সৈন্যগণকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া রথ স্থগিত করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'পার্থ! এই তোমার অভিলষিত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, মোহাবিষ্ট হইও না। হে বীর! সেই বিরাট-নগরে রাজ-সমাজে সঞ্জয়ের নিকট কহিয়াছিলে যে, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রের সৈনিকগণ আমার সহিত যুদ্ধ করিলে আমি তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিব; এক্ষণে সেই বাক্য সার্থক কর; ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর।'

ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তির্য্যগ্[২] দৃষ্টি ও অধোমুখ হইয়া অনিচ্ছাপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে হৃষীকেশ! অবধ্যদিগকে বধ করিয়া যদি সেই নরকহেতু রাজ্য গ্রহণ করিতে হইল, তাহা হইলে বনবাসে দুঃখভোগ করার কি প্রয়োজন ছিল? যাহা হউক, অশ্ব চালনা কর; তোমার বাক্য রক্ষা করিতে হইবে; কুরুপিতামহ দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্মকে নিপাতিত করিব।'

তখন বাসুদেব সূর্য্যের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য ভীষ্মের সমীপে রজতপ্রভ অশ্বগণকে চালনা করিলেন। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ ধনঞ্জয়কে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে সমুদ্যত দেখিয়া পুনরাবৃত্ত হইল। অনন্তর ভীষ্ম মুহুর্ম্মুহুঃ সিংহনাদ করিয়া শরজালে ধনঞ্জয়ের রথ আচ্ছাদিত করিলেন। ক্ষণমাত্রেই রথ, অশ্ব ও সারথি শরজালে এরূপ আচ্ছন্ন হইল যে, আর কিছুই অবগত হইতে পারা গেল না। নির্ভয়স্বভাব বাসুদেব সত্বর হইয়া ধৈর্য্যসহকারে ভীষ্মশরাহত অশ্বগণকে চালনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পার্থ জলদনিস্বন দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়া নিশিত শরনিকরে ভীষ্মের ধনুশ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। পিতামহ ভীষ্ম নিমেষমধ্যেই অন্য এক বৃহৎ কার্ম্মুকে গুণযোজনা করিলে ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাও ছেদন করিলেন। ভীষ্ম 'সাধু মহাবাহো ধনঞ্জয়! সাধু সাধু!' বলিয়া তাঁহার লাঘবের প্রশংসা করিয়া পুনর্ব্বার রুচির শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার রথের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বাসুদেব মণ্ডল প্রদর্শনপূর্ব্বক[২] ভীষ্মের শরজাল বিফল করিয়া অশ্বপরিচালনে যৎপরোনাস্তি বল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বাসুদেব ও ধনঞ্জয় ভীষ্মশরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া বিষাণবিক্ষত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

পাণ্ডব-পরাজয়ে কৃষ্ণের যুদ্ধার্থ অবতরণ

ধনঞ্জয় মৃদুভাবে যুদ্ধ করিতেছেন আর ভীষ্ম নিরন্তর শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক উভয় সেনার মধ্যস্থলে আগমন করিয়া আদিত্যের ন্যায় সন্তাপিত করিতেছেন এবং প্রধান-প্রধান বীরগণকে সংহার করিয়া যেন প্রলয়কাল উপস্থিত করিয়াছেন দেখিয়া, মহাবাহু

১। বর্ম্ম।

১। বক্র। ২। ঘূর্ণাক খাইয়া।

বাসুদেব সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না ; সুতরাং ক্রুদ্ধ হইয়া পার্থের রজতসন্নিভ অশ্বগণকে পরিত্যাগ ও মহারথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কশা-হস্তে সিংহনাদ করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই রোষকষায়িতলোচন, অমিতদ্যুতি, মহাযোগী জগদীশ্বরের পদভরে জগতীতল বিদীর্ণ হইতে লাগিল এবং আপনার সৈন্যগণের হৃদয়ে যেন সাতিশয় ভয়সঞ্চার হইয়া উঠিল। বাসুদেব ভীষ্মের প্রতি সমরোদ্যত হইলে কেবল 'ভীষ্ম হত হইলেন, ভীষ্ম হত হইলেন' এই বাক্যই শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। পীতকৌষেয়বসন মরকতকান্তি[১] বাসুদেব সিংহনাদ সহকারে মাতঙ্গের অভিমুখীন সিংহের ন্যায় ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া বিদ্যুন্মালাবিলসিত জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

বীরবর ভীষ্ম বাসুদেবকে যুদ্ধে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে বৃহৎ শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক অভ্রান্তচিত্তে কহিলেন, 'হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে দেবদেব! তোমাকে নমস্কার ; এস, আজি এই মহাযুদ্ধে আমাকে নিপাতিত কর, আমি তোমার হস্তে নিহত হইলে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ করিব। আমি ত্রৈলোক্যে সম্মানিত হইয়াছি ; অদ্য যুদ্ধে তুমি আমাকে যথেচ্ছ প্রহার কর ; আমি তোমার দাস।'

অর্জ্জুন-অনুরোধে কৃষ্ণের প্রত্যাবর্ত্তন

এ দিকে মহাবাহু ধনঞ্জয় কৃষ্ণের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া তাঁহার বাহুযুগল ধারণ করিলেন। রাজীবলোচন কৃষ্ণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইলেও তাঁহাকে লইয়াই বেগে গমন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু দশ পদ গমন করিলে পর মহাবল অর্জ্জুন হস্ত দ্বারা চরণদ্বয় আবেষ্টনপূর্ব্বক অতিকষ্টে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় রোষে আকুলিত হইয়াছে ; তিনি আশীবিষের ন্যায় নিশ্বাস বিসর্জ্জন করিতেছেন। তখন অর্জ্জুন প্রণয়পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মহাবাহো! নিবৃত্ত হও ; তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে যে, আমি যুদ্ধ করিব না, এক্ষণে সেই বাক্য মিথ্যা করা উচিত নহে ; তাহা হইলে লোকে তোমাকে মিথ্যাবাদী কহিবে। আমার উপরেই সকল ভার সমর্পিত আছে ; আমিই পিতামহকে বিনাশ করিব ; শস্ত্র, সত্য ও সুকৃত দ্বারা শপথ করিতেছি যে, আমি শত্রুগণকে নিঃশেষিত করিব ; দুর্জ্জয় মহারথ ভীষ্মকে অদ্যই প্রলয়কালীন অসম্পূর্ণ শশধরের ন্যায় নিপাতিত করিব, তুমি তাহা অবলোকন করিবে।'

মাধব মহাত্মা অর্জ্জুনের বাক্য-শ্রবণানন্তর কোন কথা না কহিয়া সক্রোধচিত্তে পুনরায় রথারোহণ করিলেন। এইরূপে কেশব ও অর্জ্জুন রথারূঢ় হইলে, যেমন জলধর বারিধারায় ধরাধরকে আচ্ছন্ন করে, ভীষ্মও সেইরূপ পুনর্ব্বার শরনিকরে তাঁহা-দিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। যেমন আদিত্য বসন্ত-কালে কিরণজাল দ্বারা তেজ হরণ করেন, সেইরূপ তিনি যোধগণের প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা যেমন কুরুসৈন্যগণকে ভগ্ন করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ পাণ্ডবসৈন্যগণকে ভগ্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পলায়িত, নিরুৎসাহ, দুর্ম্মনায়মান শত শত ও সহস্র সহস্র পাণ্ডব-সেনা ভীষ্ম কর্ত্তৃক আহত হইয়া নভোমণ্ডলমধ্যগত মরীচি-মালীর ন্যায় স্বতেজে সমুজ্জ্বলিত, অপ্রতিম, অলৌকিকবিক্রম, দুষ্করকর্ম্মা ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডবগণ ভয়বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের পলায়মান সৈন্যগণ পঙ্কপতিত গোসমূহের ন্যায়, উৎপীড়িত পিপীলিকার ন্যায়, বলবানের সংগ্রামে দুর্ব্বলের ন্যায় অশরণ হইয়া উঠিল ; দুর্জ্জয় মহারথ ভীষ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল না। তিনি শররূপ ময়ূখ দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় নরেন্দ্রগণকে উত্তাপিত করিতে লাগিলেন। পিতামহ ভীষ্ম এই-রূপে পাণ্ডবসেনা বিমর্দ্দিত করিতেছেন, এমন সময় সহস্ররশ্মি অস্তমিত হইলেন। সৈন্যগণ সাতিশয় শ্রমকাতর হইয়াছিল ; সুতরাং তাহাদিগের মন অবহারের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিল।"

—

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়

ভীষ্মবধার্থ মন্ত্রণা—যুধিষ্ঠির-বিষাদ

সঞ্জয় কহিলেন, "দিবাকর অস্তগত ও ঘোর সন্ধ্যা প্রাদুর্ভূত হইলে যুদ্ধ আর নয়নগোচর হইল না। সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইয়াছে, সেনাগণ ভীষ্মের

১। মরকতমণি-সমুজ্জ্বল।

হস্তে আহত হইয়া ভয়বিহ্বলতায় অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে, মহারথ ভীষ্ম রোষসহকারে তাহাদিগকে নিপীড়িত করিতেছেন এবং মহারথ সোমকগণ পরাজিত ও নিরুৎসাহ হইয়াছেন অবলোকন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চিন্তাপূর্ব্বক অবহার করিতে অনুমতি করিলেন। অনন্তর তাঁহার ও আপনার সৈন্যগণের অবহার হইল। সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত মহারথগণ সৈন্যগণের অবহার করিয়া সেনানিবেশে প্রবেশ করিলেন। ভীষ্ম-বাণপীড়িত পাণ্ডবগণ ভীষ্মের সমরকৃত্য চিন্তা করিয়া নিতান্ত আকুলিত হইতে লাগিলেন। ভীষ্মও পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে পরাজিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে কুরুগণের মধ্যে উপবেশন করিলেন। আপনার পুত্রগণ তাঁহার পূজা ও স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সর্ব্বজীব-সম্মোহিনী[১] শর্ব্বরী সমুপস্থিত হইল। তখন পাণ্ডব, বৃষ্ণি ও সৃঞ্জয়গণ মন্ত্রণা করিতে বসিলেন, মন্ত্রণায় নিশ্চয়জ্ঞ মহাবলগণ সকলেই আপন আপন মঙ্গলকর মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বহুক্ষণ মন্ত্রণা করিয়া কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে বাসুদেব! দেখ, উগ্রপরাক্রম মহাত্মা ভীষ্ম মাতঙ্গের নলবন-দলনের ন্যায় আমার সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত ও প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিতেছেন। আমাদিগের এমন সামর্থ্য নাই যে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করি। তীক্ষ্ণশস্ত্র প্রতাপবান ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইলে মহানাগের ন্যায়, বিষপূর্ণ তক্ষকের ন্যায়, ভয়ানক হইয়া উঠেন। যদি যমরাজ শরাসন ধারণপূর্ব্বক শরনিকর বর্ষণ করেন, যদি দেবরাজ বজ্র-হস্তে, বরুণ পাশহস্তে বা ধনেশ্বর গদা-হস্তে যুদ্ধে আগমন করেন, তাঁহাদিগকেও পরাজয় করিতে পারি; কিন্তু ভীষ্ম মহাযুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হইব না; এক্ষণে আমি বুদ্ধির দুর্ব্বলতা নিবন্ধন ভীষ্মের যুদ্ধে শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম। ভীষ্ম প্রতিদিনই আমাদিগের সৈন্য নিহত করিতেছেন; অতএব যুদ্ধে আমার আর স্পৃহা নাই; অরণ্যে গমন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। যেমন পতঙ্গ-গণ প্রজ্বলিত পাবকের প্রতি ধাবমান হইয়া একেবারে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ পরাক্রম সত্ত্বেও আমি ভীষ্মের সহিত মিলিত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতেছি এবং শৌর্য্যশালী ভ্রাতৃগণও নিতান্ত শরপীড়িত হইতেছেন। সৌভ্রাত্রশালী ভ্রাতৃগণ আমার নিমিত্তই রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। দ্রুপদনন্দিনী আমার নিমিত্তই পরিক্লেশিত হইয়াছেন। আজি জীবনকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও দুর্ল্লভ বোধ হইতেছে; অতএব অদ্য জীবন থাকিতে থাকিতে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। আমি যদি তোমার ও ভ্রাতৃগণের অনুগ্রহের যোগ্য হই, তাহা হইলে স্বধর্ম্মের অবিরোধী হিতকর উপদেশ প্রদান কর।'

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠির-সান্ত্বনা

বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের করুণ-রস-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধর্ম্মরাজ! আপনার ভ্রাতা বায়ু ও অগ্নি-সম তেজস্বী দুর্জ্জয় ভীমার্জ্জুন এবং ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রান্ত নকুল-সহদেব থাকিতে বিষাদ করিবেন না। আমাকে আদেশ করুন, আমিও সেই সৌহার্দ্দ-নিবন্ধন ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিব। আপনি নিয়োগ করিলে আমি মহাযুদ্ধে কি না করিতে সমর্থ হই? যদি অর্জ্জুনের যুদ্ধে ইচ্ছা না হয়, তবে আমিই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমক্ষে পুরুষবর ভীষ্মকে আহ্বান করিয়া সংহার করিব। যদি মনে করেন, ভীষ্ম হত হইলেই জয়-লাভ হইবে, তাহা হইলে আমি একরথে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের প্রাণ নাশ করিব। আপনি এই যুদ্ধে মহেন্দ্রের বিক্রম তুল্য আমার বিক্রম অবলোকন করুন, আমি মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে রথ হইতে নিপাতিত করিব। আপনাদিগের শত্রুই আমার শত্রু, আপনাদিগের প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন, আর আমার প্রয়োজনই আপনাদিগের প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনার ভ্রাতা ধনঞ্জয় আমার সখা, সম্বন্ধী ও শিষ্য। আমি তাঁহার নিমিত্ত নিজ মাংস কর্ত্তন করিয়া প্রদান করিব; ইনিও আমার নিমিত্ত প্রাণ দান করিবেন; এইরূপে আমরা পরস্পরকে উদ্ধার করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম অতএব আপনি আমাকে যোদ্ধপদে নিযুক্ত করুন; পূর্ব্বে পার্থ উপপ্লব্য নগরে লোক-সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি গাঙ্গেয়কে নিহত করিব, এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা দূরে নিক্ষেপ করুন; আমিই পার্থের প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন

১। নিদ্রাপ্রয়োগে মোহকারিণী।

করিব ; অথবা এই ভার পার্থের পক্ষেই পর্য্যাপ্ত হইবে ; অতএব ধনঞ্জয়ই পরপুরঞ্জয় ভীষ্মকে সংহার করিবেন ; ইনি সমুদ্যত হইলে অশক্য[১] কার্য্যও সম্পাদন করিতে পারেন। ভীষ্মের কথা দূরে থাকুক, দেবগণ, দৈত্য ও দানবদলের সহিত যুদ্ধে সমুদ্যত হইলে ইনি তাঁহাদিগকেও বিনষ্ট করিতে পারেন। মহাবীর ভীষ্ম ত বিপরীতমতি[২], সত্ত্বহীন ও অল্পচেতন হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন।'

ভীষ্ম-বধোপায় পরিজ্ঞানার্থ তৎসমীপে গমন

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে মহাবাহো! তুমি যথার্থই কহিতেছ ; কৌরবেরা সকলে একত্র হইয়াও তোমার বেগ-ধারণে সমর্থ হয় না। তুমি যখন আমার পক্ষে অবস্থান করিতেছ, তখন প্রতিনিয়তই আমার সমুদয় অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি রক্ষা করিলে মহারথ ভীষ্মের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকেও পরাজয় করিতে পারি। কিন্তু আত্মগৌরবের নিমিত্ত তোমাকে মিথ্যাবাদী করিতে আমার উৎসাহ হয় না ; তুমি অযোধ্যমান[৩] থাকিয়াই ঐরূপে সাহায্য কর। পিতামহ ভীষ্ম আমার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন না ; দুর্য্যোধনের নিমিত্তই যুদ্ধ করিবেন ; কিন্তু আমার হিতার্থ মন্ত্রণা প্রদান করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তিনিই আমাদিগকে রাজ্য ও মন্ত্রণা প্রদান করিবেন ; অতএব চল, সকলে একত্র হইয়া তাঁহার বধের নিমিত্ত তাঁহারই নিকট গমন করিয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করি, তিনি অবশ্যই সত্য ও হিতবাক্য কহিবেন, আমরা যুদ্ধকালে তাঁহার বাক্যানুসারেই কার্য্য করিব। সেই দৃঢ়ব্রত আমাদিগকে জয় ও মন্ত্রণা প্রদান করিবেন। ক্ষাত্র[৪] জীবিকায় ধিক্! আমরা বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া যাঁহার হস্তে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি, এক্ষণে সেই পিতামহকে সংহার করিবার অভিলাষ করিতেছি!'

বাসুদেব কহিলেন, 'মহারাজ! আপনার বাক্য আমার মনোমত হইয়াছে ; দেবব্রত কৃতী ভীষ্ম দর্শনমাত্র সকলকে দগ্ধ করিতে পারেন ; অতএব তাঁহার বধোপায় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটই গমন করুন ; বিশেষতঃ আপনি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হিতবাক্য কহিতে পারেন। এক্ষণে চলুন, শান্তনবের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করি ; তিনি আমাদিগকে যেরূপ মন্ত্রণা প্রদান করিবেন, আমরা তদনুসারে অরাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিব।'

বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া পিতামহের নিকট গমন করিলেন এবং অস্ত্র ও কবচ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার গৃহে প্রবেশ ও পূজা সহকারে প্রণাম করিয়া শরণাপন্ন হইলেন। মহাবাহু ভীষ্ম তাঁহাদিগকে কহিলেন, 'হে কেশব! ধনঞ্জয়! ধর্ম্মরাজ! ভীমসেন! নকুল! সহদেব! তোমাদের স্বাগত! তোমাদের প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য কি কার্য্য করিতে হইবে? যদি তাহা অত্যন্ত দুষ্কর হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বপ্রযত্নে সম্পাদন করিব।'

কুরুপিতামহ ভীষ্ম প্রীতিসহকারে পুনঃ পুনঃ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দীনাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির প্রণয়পূর্ব্বক কহিলেন, 'পিতামহ! আমরা কি প্রকারে জয় বা রাজ্য লাভ করি এবং কি প্রকারেই বা প্রজাগণের রক্ষা হয়? অতএব আপনি আমাদিগকে আপনার বধোপায় বলুন। আমরা কোন প্রকারে আপনার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ নহি ; সংগ্রামসময়ে আপনার বিন্দুমাত্র ছিদ্রও নয়নগোচর হয় না ; আমরা যুদ্ধকালে দেখি, আপনি প্রতিনিয়ত মণ্ডলাকার শরাসন ধারণ করিয়া আছেন। আপনি কখন শর গ্রহণ করেন, কখন সন্ধান করেন, আর কখনই বা ধনু আকর্ষণ করেন, কিছুই দৃষ্ট হয় না। আপনি রথারূঢ় হইলে আপনাকে অপর সূর্য্য এবং রথ, অশ্ব, মনুষ্য ও হস্তিগণের সংহারকর্ত্তা বলিয়া বোধ হয়। কোন্ পুরুষ আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হয়? আপনি শরজাল বর্ষণ করিয়া নিয়তই শত্রু বধ করিতেছেন ; আমার বিপুলতর সৈন্য ক্ষীণ করিয়াছেন। অতএব যাহাতে আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হই, যাহাতে আমার রাজ্যলাভ হয়, যাহাতে মদীয় সৈন্যগণ কল্যাণ লাভ করিতে পারে, তাহাই বলুন।'

তখন ভীষ্ম কহিলেন, 'হে পাণ্ডবগণ! সত্য কহিতেছি, আমি জীবিত থাকিতে কোন প্রকারে তোমাদিগের জয়লাভ হইবে না ; আমি পরাজিত হইলে পর তোমরা জয়লাভ করিবে। অতএব যদি জয়লাভের ইচ্ছা থাকে, আমি অনুমতি

১। অসাধ্য। ২। বুদ্ধিভ্রংশ। ৩। যুদ্ধে নির্লিপ্ত। ৪। ক্ষত্রিয়োচিত।

করিতেছি, পরমসুখে আমাকে প্রহার কর; তোমরা যে আমাকে বিদিত হইয়াছ, ইহাই সুকৃত বলিয়া বিবেচনা হইতেছে। আমি নিহত হইলে সকলেই নিহত হইবে; অতএব ইহাই কর।'

যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে পিতামহ! আপনি সমরে ক্রুদ্ধ হইলে, বোধ হয় যেন যমরাজ দণ্ডহস্তে আগমন করিয়াছেন; অতএব কি উপায়ে আপনাকে পরাজিত করিতে পারি, তাহাই বলুন। দেবরাজ, যমরাজ ও বরুণকেও পরাজয় করিতে পারা যায়, তথাপি আপনাকে পরাজয় করিতে পারি না, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এবং অসুরগণও আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন না।'

ভীষ্মের স্বকীয় বধোপায় কথন

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহাবাহো। আমি কার্ম্মুক ও অস্ত্র গ্রহণ করিলে ইন্দ্র প্রভৃতি সুর ও অসুরগণ যে আমাকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হয়েন, তাহা অযথার্থ নহে; আমি অস্ত্র ত্যাগ করিলে তাঁহারা আমাকে বধ করিতে পারেন। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি শস্ত্র, কবচ বা ধ্বজহীন, পতিত, পলায়মান, ভীত, স্ত্রীজাতি, স্ত্রীনামা, বিকলাঙ্গ, পিতার একমাত্র পুত্র, অপ্রশস্ত বা 'আমি তোমার' বলিয়া শরণাপন্ন হয়, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আমার অভিরুচি হয় না। আর পূর্ব্বে এরূপ সঙ্কল্পও করিয়াছিলাম যে, অমঙ্গললক্ষণযুক্ত ধ্বজ অবলোকন করিলে কখনই যুদ্ধ করিব না। তোমার সৈন্যের মধ্যে শিখণ্ডী নামে যে মহারথ দ্রুপদতনয় আছেন, উনি যেরূপ স্ত্রীরূপ হইতে পুরুষ-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তোমরা সকলেই অবগত আছ; বর্ম্মিতাঙ্গ ধনঞ্জয় তাঁহাকে অগ্রে করিয়া নিশিত বিশিখজালে আমাকে প্রহার করুন। শিখণ্ডী অমঙ্গলযুক্ত-ধ্বজ বিশেষতঃ স্ত্রীপূর্ব্ব, অতএব উঁহাকে শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে ইচ্ছা করি না। ধনঞ্জয় এইরূপ অবসর প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র শর দ্বারা আমার সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করুন। আমি সংগ্রামে সমুদ্যত হইলে মহাভাগ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় ব্যতীত এই ভূমণ্ডলে কেহই আমাকে বধ করিতে পারিবে না; অতএব ধনঞ্জয় যত্নসহকারে শর-শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া আমাকে পাতিত করুন; তাহা হইলেই তোমার জয় হইবে সন্দেহ নাই। হে সুব্রত! আমি যেরূপ কহিলাম, তদনুসারে কার্য্য করিয়া সংগ্রামে সমাগত সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রকে সংহার কর।'

ভীষ্মবধে অর্জ্জুনের অনভিপ্রায়

কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ এইরূপ উপায় অবগত হইয়া কুরুপিতামহ মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্বশিবিরে আগমন করিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় প্রাণ-পরিত্যাগে সমুদ্যত পিতামহের বাক্য-শ্রবণে দুঃখসন্তপ্ত ও লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, 'মাধব! বাল্যকালে ক্রীড়া করিতে করিতে ধূলিধূসরিত-কলেবরে যাঁহাকে ধূলিধূসরিত করিতাম, অঙ্কে আরোহণ করিয়া পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলে যিনি কহিতেন, 'আমি তোমার পিতা নহি, তোমার পিতার পিতা, সেই বৃদ্ধ পিতামহের সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিব, কি প্রকারেই বা তাঁহাকে বধ করিব! অতএব তিনি আমার সৈন্যগণকেই বধ করুন আর আমার জয় কিংবা নিধনই হউক, মাহাত্মা ভীষ্মের সহিত কদাচ যুদ্ধ করিব না; অথবা তুমি কিরূপ বিবেচনা কর?

বাসুদেব কহিলেন, 'ধনঞ্জয়! তুমি ভীষ্মকে বধ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে; ক্ষত্রিয় হইয়া এক্ষণে কিরূপে তাহার অন্যথা করিবে? অতএব এই যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়কে রথ হইতে পাতিত কর; ভীষ্মকে বধ না করিলে তোমার জয়লাভ হইবে না। দেবগণ পূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন, ভীষ্ম মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইবেন; এক্ষণে তাহাই সফল হউক, তুমি তাহার অন্যথা করিও না। তোমা ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না; অধিক কি, স্বয়ং বজ্রধরও ব্যাদিতবদন অন্তকসদৃশ দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্মকে সংহার করিতে পারিবেন না, অতএব স্থির হইয়া ভীষ্মকে বধ কর। পূর্ব্বে মহাবুদ্ধি বৃহস্পতি দেবরাজকে কহিয়াছেন যে, হে দেবরাজ! জ্যেষ্ঠ, বৃদ্ধ অথবা গুণবান্ ব্যক্তি আততায়ী হইলে, তাহাকে সম্মুখীন দেখিবামাত্র বধ করিবে। হে ধনঞ্জয়! ক্ষত্রিয়দিগের এই সনাতন ধর্ম্ম যে, অসূয়াশূন্য হইয়া যুদ্ধ করিবে, রক্ষা করিবে ও সকল বিষয় জানিতে অভিলাষ করিবে।'

ধনঞ্জয় কহিলেন, 'হে বাসুদেব! ভীষ্ম শিখণ্ডীকে অবলোকন করিলেই যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইবেন; অতএব

শিখণ্ডী ভীষ্মের মৃত্যু, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহাকে অগ্রে করিয়া গাঙ্গেয়কে নিপাতিত করিব, এই উপায়ই আমার মনোমত। আমি শর-শরাসন দ্বারা অন্যান্য সকলকে নিবারণ করিব আর শিখণ্ডী কেবল যোদ্ধৃপ্রধান ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিবেন। আমি ভীষ্মের মুখে শুনিয়াছি, শিখণ্ডী অগ্রে কামিনী ছিলেন, পশ্চাৎ পুরুষ হইয়াছেন; এই নিমিত্ত পিতামহ তাঁহার সহিত সমর করিবেন না।' বাসুদেব ও পাণ্ডবগণ এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে উপস্থিত হইলেন।"

নবাধিকশততম অধ্যায়

দশম-দিবসীয় যুদ্ধ—উভয়পক্ষের সৈন্যসমাবেশ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! শিখণ্ডী ভীষ্মের সহিত ও ভীষ্ম পাণ্ডবগণের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বল।"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! সূর্য্যোদয় হইলে ভেরী, মৃদঙ্গ, আনক ও দধিবর্ণ শঙ্খ-সকল ধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন পাণ্ডবগণ শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া বহির্গত হইলেন। শিখণ্ডী অতি দুর্ভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক সকল সৈন্যের অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভীম ও ধনঞ্জয় তাঁহার চক্র-রক্ষক এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও বীর্য্যবান্ অভিমন্যু তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন; সাত্যকি, চেকিতান ও পাঞ্চাল-রক্ষিত মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেন প্রভৃতিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের সহিত সিংহনাদ করিতে করিতে গমন করিলেন। বিরাট স্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ এবং দ্রুপদ বিরাটের পশ্চাৎ গমন করিলেন। কেকয়েরা পঞ্চ ভ্রাতা ও মহাবীর ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবব্যূহের জঘনভাগ রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন। পাণ্ডবগণ সৈন্যগণকে এইরূপে ব্যূহিত করিয়া জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার সৈন্যাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে কৌরবগণও মহারথ ভীষ্মকে সকল সৈন্যের অগ্রসর করিয়া পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিলেন। আপনার মহাবল পুত্রগণ তাঁহার রক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ, মহাবল অশ্বত্থামা, গজসৈন্য-পরিবৃত ভগদত্ত, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা ক্রমান্বয়ে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কাম্বোজরাজ বলবান্ সুদক্ষিণ, মগধরাজ জয়ৎসেন, বৃহদ্বল, শকুনি এবং সুশর্ম্মা প্রভৃতি অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর বীরগণ কৌরব-সৈন্যের জঘনরক্ষক হইলেন। ভীষ্ম প্রতিদিন এইরূপ আসুর, পৈশাচ অথবা রাক্ষস ব্যূহ নির্ম্মাণ করিতেন।

কৌরব-পাণ্ডবের পরস্পর যুদ্ধ

অনন্তর পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে যমরাজ্য-বিবর্দ্ধন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন প্রভৃতি কৌন্তেয়-গণ শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া নানাবিধ শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক ভীষ্মের সম্মুখীন হইলেন। এই যুদ্ধে আপনার সৈন্যগণ ভীমসেনের সায়কজালে তাড়িত ও রুধিরপ্রবাহে ক্লেদিত হইয়া পরলোকে প্রস্থান করিতে লাগিল। নকুল, সহদেব এবং মহারথ সাত্যকিও কুরু-সৈন্যগণকে প্রাপ্ত হইয়া বলপূর্ব্বক নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক আহন্যমান কৌরবসেনা পাণ্ডব-সেনাকে প্রতিহত করিতে অসমর্থ ও আশ্রয় প্রাপ্ত না হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ আমাদিগের সৈন্যগণকে নিতান্ত পীড়ন করিতেছে দেখিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত শান্তনুতনয় জাতক্রোধ হইয়া কি করিয়াছিলেন এবং সোমকগণকে আঘাত করিতে করিতে কি প্রকারে পাণ্ডবগণের অভিমুখীন হইলেন, বল।"

সঞ্জয় কহিহেন, "নরনাথ! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কুরুসৈন্যগণকে নিগৃহীত করিলে ভীষ্ম যাহা করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। শৌর্য্যশালী পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে কৌরব-সেনা নিহত করিতে করিতে ভীষ্মের সম্মুখীন হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর দুষ্পরাজেয় ভীষ্ম শত্রুহস্তে মানুষ, হস্তী ও অশ্বগণের বিনাশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক নারাচ, বৎসদন্ত ও অঞ্জলিক দ্বারা পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে আঘাত করিতে লাগিলেন, শরজাল দ্বারা পাণ্ডবগণের পাঁচ জন প্রধান মহারথকে নিবারিত করিলেন; বীর্য্য ও রোষ সহকারে নানা অস্ত্র বর্ষণ-পূর্ব্বক অপরিমিত হস্তী ও অশ্বগণকে সংহার করিলেন এবং ভয়ঙ্কররূপে অরাতিগণের রথে রথিগণকে,

অশ্বপৃষ্ঠে অশ্বারোহীদিগকে, ভূমিতে পদাতি সকলকে ও গজে গজারোহীদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। যেমন অসুরগণ দেবরাজের সম্মুখীন হয়, পাণ্ডবগণ মহারথ ভীষ্মকে সমরে ত্বরান্বিত দেখিয়া সেইরূপ তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। ভীষ্মও বজ্র-সদৃশ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; সকল দিকেই তাঁহার ভীষণ মূর্ত্তি ও ইন্দ্রধনু সদৃশ বৃহৎ শরাসন প্রতিনিয়ত মণ্ডলীভূতই নয়নগোচর হইতে লাগিল। আপনার পুত্রগণ ভীষ্মের তাদৃশ কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিতচিত্তে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। অমরগণ যেমন বিপ্রচিত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ বিমনায়মান হইয়া ব্যাদিতবদন অন্তকসদৃশ ভীষ্মের প্রতি সেইরূপ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; কিন্তু তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। অগ্নি যেমন কাননকে দগ্ধ করে, দশম দিবসের যুদ্ধে সেইরূপ ভীষ্ম নিশিত শরজালে শিখণ্ডীর রথসৈন্যকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মের প্রতি শিখণ্ডীর বাণনিক্ষেপ

তখন শিখণ্ডী তিনটি শর দ্বারা জাতরোষ, আশীবিষ ও কালসৃষ্ট অন্তকসম ভীষ্মের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলে ভীষ্ম তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং যেন অনিচ্ছাপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া সহাস্য-বদনে কহিলেন, 'হে শিখণ্ডি! তুমি আমার প্রতি শর নিক্ষেপ কর বা না কর, আমি তোমার সহিত কোন ক্রমেই যুদ্ধ করিব না। বিধাতা তোমাকে শিখণ্ডিনীরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তুমি সেই শিখণ্ডিনীই আছ।'

শিখণ্ডী ভীষ্মের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া সৃক্কণীদ্বয় পরিলেহনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ভীষ্ম! হে ক্ষত্রিয়-ক্ষয়কারিন্! আমি তোমাকে বিলক্ষণ জানি; তুমি যে পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে, তাহাও শ্রবণ করিয়াছি এবং তোমার এই দিব্য প্রভাবও আমার অবিদিত নাই। তথাপি আমি আপনার ও পাণ্ডবগণের প্রিয়কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত তোমার সহিত যুদ্ধ করিব এবং সত্য কহিতেছি যে, নিশ্চয়ই তোমার প্রাণ-সংহার করিব। হে ভীষ্ম! আমার বাক্য শ্রবণ করিলে; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর। তুমি আমার প্রতি শরনিক্ষেপ কর বা না কর, তুমি জীবিত থাকিতে আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবে না; অতএব এই লোক-সকলকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ কর।'

শিখণ্ডী ভীষ্মকে প্রথমে বাক্যবাণে ব্যথিত করিয়া পশ্চাৎ সন্নতপর্ব্ব পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ ধনঞ্জয় শিখণ্ডীর বাক্য শ্রবণে প্রকৃত অবসর উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া শিখণ্ডীকে উত্তেজিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে শিখণ্ডি! আমি তোমার সাহায্য করিব; তুমি শরনিকরে শূরগণকে উৎসাহিত করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে ভীষণপরাক্রম ভীষ্মকে আক্রমণ কর। কেহই তোমাকে পীড়ন করিতে পারিবে না, তুমি অবহিত হইয়া ভীষ্মকে আক্রমণ কর। যদি ভীষ্মকে সংহার না করিয়া প্রত্যাগমন কর, তাহা হইলে তুমি আমার সহিত এই সমস্ত লোকের উপহাসাস্পদ হইবে। অতএব যাহাতে আমরা উপহাসাস্পদ না হই, সেইরূপ যত্ন কর এবং পিতামহকে সংহার কর। আমি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুদক্ষিণ, ভগদত্ত, মগধরাজ, সৌমদত্তি, রাক্ষস আর্য্যশৃঙ্গ, সুশর্ম্মা এবং অন্যান্য মহারথ কৌরবগণকে নিবারণ করিয়া তোমাকে রক্ষা করিব; তুমি পিতামহকে সংহার কর'।"

দশাধিকশততম অধ্যায়

ভীষ্ম-অর্জ্জুন যুদ্ধ—কৌরব পরাজয়

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! পাঞ্চালনন্দন শিখণ্ডী কি প্রকারে মহাত্মা ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছিল, কোন্ সকল মহারথ জয়াভিলাষে আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক সেই সময়ে ত্বরান্বিত হইয়া শিখণ্ডীকে রক্ষা করিয়াছিল এবং মহাবীর ভীষ্ম সেই দশম দিবসে পাণ্ডব ও সোমকগণের সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন? শিখণ্ডী যে ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছিল, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না। ভীষ্মের কি রথ ভগ্ন হইয়াছিল অথবা শরক্ষেপসময়ে তাঁহার শরাসন বিশীর্ণ হইয়াছিল?"

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! ভীষ্ম যখন সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে অরাতিগণকে সংহার করেন, তখন তাঁহার ধনুও বিশীর্ণ হয় নাই, রথও ভগ্ন হয় নাই।

অনেক সহস্র মহারথ, গজারোহী ও অশ্বারোহী যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইয়া ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ভীষ্মও স্বকৃত প্রতিজ্ঞাক্রমে প্রতিনিয়ত পাণ্ডবগণের সৈন্য ক্ষয় করিতে লাগিলেন। তিনি শরজালে শত্রুদলকে দলন করিতে আরম্ভ করিলে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে অবতীর্ণ হইলেন। দশম দিবসের যুদ্ধে ভীষ্ম বাণসমূহে শত শত ও সহস্র-সহস্র রিপুসেনা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু পাণ্ডবগণ পাশহস্ত কৃতান্তসদৃশ ভীষ্মকে পরাজয় করিতে পারিলেন না।

অনন্তর অপরাজিত অর্জ্জুন সিংহের ন্যায় উচ্চস্বরে গর্জ্জন, মুহুর্ম্মুহুঃ জ্যাবিক্ষেপ ও শরপরম্পরা বর্ষণ করিতে করিতে সমুদয় রথিগণকে ত্রাসিত করিয়া কৃতান্তের ন্যায় আগমন করিলেন; যেমন মৃগগণ সিংহনাদ-শ্রবণে ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ কৌরব-সৈন্যগণ অর্জ্জুনের শব্দে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন ধনঞ্জয়কে জয়শীল ও আপন সৈন্যগণকে নিপীড়িত দেখিয়া ভীত হইয়া ভীষ্মকে কহিলেন, 'হে পিতামহ! যেমন হুতাশন অরণ্যকে দগ্ধ করে, সেইরূপ এই শ্বেতাশ্ব[১] কৃষ্ণসারথি পাণ্ডব আমার সমুদয় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছে। দেখুন, আমার সৈন্যগণ অর্জ্জুনের হস্তে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। যেমন পশুপাল অরণ্যে পশুগণকে তাড়না করে, সেইরূপ ধনঞ্জয় ইহাদিগকে তাড়িত করিতেছে। একে উহারা ধনঞ্জয়ের শরে ছিন্ন-ভিন্ন ও পলায়মান হইতেছে, তাহাতে আবার দুর্দ্ধর্ষ ভীমসেন, সাত্যকি, চেকিতান, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ঘটোৎকচ উৎপীড়ন করিতেছে; অতএব আপনি ভিন্ন অন্য কেহ এই সকল বীরের সহিত যুদ্ধে অবস্থান করিতে সমর্থ নহে। আপনি দেবতুল্য পরাক্রমশালী; এক্ষণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পীড়িত সৈন্যগণের আশ্রয় হউন।'

ভীষ্মের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা—বহু পাণ্ডবসৈন্য বধ

দেবব্রত ভীষ্ম দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা ও কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! স্থির হইয়া শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে তোমার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে মহাস্ত্র ক্ষত্রিয়গণের দশ সহস্র ব্যক্তিকে নিহত করিয়া সমর হইতে নিবৃত্ত হইব। আমি সেই প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি; অদ্য আরও এক মহৎ কর্ম্ম করিব; হয়, আপনি নিহত হইয়া শয়ন করিব, না হয়, পাণ্ডবগণকে নিহত করিব। আজি সেনামুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া স্বামিপ্রদত্ত অন্নের ঋণ হইতে বিমুক্ত হইব।'

মহাবীর ভীষ্ম এই কথা কহিয়া শরবর্ষণ করিতে করিতে পাণ্ডব-সৈন্যের সমীপবর্ত্তী হইলেন। পাণ্ডবগণ সেনামধ্যে অবস্থিত ক্রোধপর বিষধর সদৃশ ভীষ্মকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দশম দিবসের যুদ্ধে ভীষ্ম আত্মশক্তি প্রদর্শনিপূর্ব্বক শত-সহস্র বীরকে ধরাশায়ী করিলেন। সূর্য্য যেমন করজাল[১] দ্বারা জল গ্রহণ করেন, তিনি সেইরূপ পাঞ্চালদিগের প্রধান প্রধান মহারথগণের তেজগ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি দশ সহস্র বেগগামী কুঞ্জর, আরোহিসমেত দশ সহস্র অশ্ব ও এক লক্ষ পদাতি সংহার করিয়া ধূমশূন্য হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। পাণ্ডবগণের কেহই উত্তরায়ণপ্রস্থিত দিবাকরের ন্যায় তাপপ্রদ ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ভীষ্ম কর্ত্তৃক নির্ভর-নিপীড়িত[২] পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। যুধ্যমান ভীষ্ম সেই বীরগণে পরিবৃত হইয়া মেঘাবৃত সুমেরু শিখরীর[৩] ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন মহতী সেনাসমভিব্যাহারে ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিলেন। অনন্তর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।"

একাদশাধিকশততম অধ্যায়

পাণ্ডবপক্ষের সমবেত ভীষ্মাক্রমণ

সঞ্জয় কহিলেন, "অর্জ্জুন সমরে ভীষ্মের পরাক্রম দর্শন করিয়া শিখণ্ডীকে কহিলেন, 'শিখণ্ডী! পিতামহকে আক্রমণ কর; উহা হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি তীক্ষ্ণ শরসমূহে উঁহাকে রথ হইতে নিপাতিত করিব।' শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, বিরাট, দ্রুপদ, কুন্তিভোজ, নকুল, সহদেব

১। শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত রথে আরূঢ়।

১। কিরণসমূহ। ২। একান্ত ব্যথিত। ৩। পর্ব্বতের।

ও মহাবীর যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য মহারথগণ সৈন্য-সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই সমস্ত মহারথ সমাগত হইলে কৌরব-পক্ষেরা শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইল। যেমন ব্যাঘ্র-শিশু বৃষের অভিমুখীন হয়, সেইরূপ চিত্রসেন চেকিতানের অভিমুখীন হইলেন এবং কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে, সৌমদত্তি ত্বরান্বিত হইয়া রোষাবিষ্ট ভীমসেনকে, বিকর্ণ বিশিখজাল[১] বর্ষণ করিতে করিতে শৌর্য্যশালী নকুলকে, জাতক্রোধ কৃপাচার্য্য সহদেবকে, মহাবল দুর্ম্মুখ ক্রূরকর্ম্মা ঘটোৎকচকে, দুর্য্যোধন সাত্যকিকে, সুদক্ষিণ অভিমন্যুকে, অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধ রাজা বিরাট ও দ্রুপদকে, দ্রোণাচার্য্য যত্নসহকারে যুধিষ্ঠিরকে, মহাধনুর্দ্ধর দুঃশাসন শিখণ্ডী ও তাঁহার অনুগামী অমিততেজাঃ ধনঞ্জয়কে এবং কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য যোদ্ধগণ ভীষ্মের জীবনরক্ষার্থ পাণ্ডবগণের অন্যান্য মহারথদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন কুপিতচিত্তে একমাত্র ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, 'হে বীরগণ! এই অর্জ্জুন ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতেছেন; তোমরা ভীষ্মকে আক্রমণ কর; ভীষ্ম তোমাদিগকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না; সত্ত্বহীন অল্পপ্রাণ ভীষ্মের কথা কি, দেবরাজও ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন না।' পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ সেনাপতির এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ প্রবল প্রবাহের ন্যায় সম্মুখাগত অরাতিগণকে প্রফুল্ল-হৃদয়ে নিবারণ করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবগণও ভীষ্মের রথসমীপে দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণকে আক্রমণ করিলেন।

ভীষ্মপার্শ্বরক্ষক দুঃশাসনসহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ

মহারথ দুঃশাসন পিতামহ ভীষ্মের জীবনরক্ষার্থী হইয়া নির্ভয়ে ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মহাবীর ধনঞ্জয় দুঃশাসনের রথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না; প্রত্যুত, যেমন তীরভূমি ক্ষোভিতসলিল[২] মহার্ণবকে নিরুদ্ধ করে, সেইরূপ তিনি ধনঞ্জয়কে নিবারিত করিলেন। তাঁহারা উভয়েই রথিশ্রেষ্ঠ, উভয়েই দুর্জ্জয়, উভয়েই চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান, উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং উভয়েই উভয়ের বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া ময় ও শক্রের ন্যায় পরস্পর আক্রমণ করিলেন। দুঃশাসন তিন বাণে অর্জ্জুনকে ও বিংশতি বাণে বাসুদেবকে আহত করিলে অর্জ্জুন বাসুদেবকে পীড়িত অবলোকনপূর্ব্বক কুপিত হইয়া দুঃশাসনের প্রতি এক শত নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমস্ত নারাচ কবচ ভেদ করিয়া দুঃশাসনের শোণিত পান করিল। দুঃশাসন ক্রুদ্ধ হইয়া পাঁচ বাণে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিয়া পরিশেষে অতি তীক্ষ্ণ তিন শরে তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয় সেই ললাটনিখাত[১] শরত্রয়ে উচ্ছ্রিত[২] শৃঙ্গ মেরুর ন্যায়, কুসুমিত কিংশুকের ন্যায়, সুশোভিত হইলেন এবং যেমন রাহু ক্রুদ্ধ হইয়া পার্ব্বণ[৩]-চন্দ্রকে নিগ্রহ করে, তদ্রূপ কুপিতচিত্তে দুঃশাসনকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। দুঃশাসন অর্জ্জুনের হস্তে নিপীড়িত হইয়া কঙ্কপত্রশোভিত[৪] শিলাশিত শরজালে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন তিন বাণে তাঁহার রথ ও শরাসন ছেদন করিয়া যমদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর ভূরি ভূরি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই সমস্ত বাণ নিকটস্থ না হইতে হইতেই ছেদন করিয়া মহারথ দুঃশাসন যত্নশীল ধনঞ্জয়কে বিস্ময়াবিষ্ট ও নিশিত বিশিখজালে নিতান্ত বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া সন্ধানপূর্ব্বক শিলাশিত স্বর্ণপুঙ্খ শরজাল নিক্ষেপ করিলেন; সেই সকল শর তড়াগ[৫]গত হংসগণের ন্যায় মহাত্মা দুঃশাসনের কলেবরে নিমগ্ন হইল। দুঃশাসন নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পার্থকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষ্মের রথে গমন করিলেন; ভীষ্ম সেই অগাধজলনিমগ্ন দুঃশাসনের দ্বীপস্বরূপ[৬] হইলেন। যেমন পুরন্দর বৃত্রাসুরকে প্রতিহত করিয়াছিলেন, শৌর্য্য ও পরাক্রমশালী দুঃশাসন চেতনা লাভ করিয়া সেইরূপ নিশিত শরজালে পুনরায় পার্থকে নিবারিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু ধনঞ্জয় ব্যথিত বা সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইলেন না"

১। শরসমূহ। ২। উদ্বেলিত—স্ফীত বারি।

১। কপালে প্রোথিত। ২। উন্নত। ৩। পূর্ণিমায়। ৪। হাড়গিলার পাখার ন্যায় পাখাযুক্ত। ৫। দীঘি। ৬। আশ্রয়।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়

ভীষ্মের অঙ্গরক্ষক অলম্বুষসহ সাত্যকির সমর

সঞ্জয় কহিলেন, "মহাধনুর্দ্ধর ঋষ্যশৃঙ্গনন্দন রাক্ষস অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীষ্মের সহিত সমরোদ্যত সাত্যকির পথ রোধ করিল। সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া সহাস্যবদনে নয় বাণে অলম্বুষকে আহত করিলেন, অলম্বুষও নয় বাণে সাত্যকিকে নিপীড়িত করিল; সাত্যকিও অলম্বুষের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিলেন। অলম্বুষ তীক্ষ্ণ শরসমূহে সাত্যকিকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিল। তেজস্বী সাত্যকি বিদ্ধ হইয়াও বীর্য্যসহকারে হাস্য ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যেমন তোদনদণ্ড দ্বারা মহাগজকে তাড়না করে, প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত সেইরূপ নিশিত শর-সমূহে সাত্যকিকে তাড়না করিতে লাগিলেন। তখন রথিশ্রেষ্ঠ সাত্যকি রাক্ষসকে পরিত্যাগ করিয়া ভগদত্তের প্রতি সন্নতপর্ব্ব শরসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। লঘুহস্ত ভগদত্ত শিতধার ভল্ল দ্বারা সাত্যকির বৃহৎ ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সাত্যকি অন্য দৃঢ়তর ধনু ধারণ করিয়া তীক্ষ্ণ শরসমূহে ভগদত্তকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভগদত্ত অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া স্বকণীদ্বয় পরিলেহনপূর্ব্বক কনক ও বৈদূর্য্য-শোভিত, অলঙ্কৃত, লৌহনির্ম্মিত যমদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকি অমনি সায়ক-সমূহে তাহা দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; সেই দ্বিধাচ্ছিন্ন শক্তি প্রভাশূন্য মহোল্কার ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল।

শক্তি বিফল হইল দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন রথপরম্পরায় সাত্যকিকে বেষ্টিত করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, 'হে ভ্রাতৃগণ! সাত্যকি যেন এই রথবেষ্টন হইতে প্রাণ লইয়া বহির্গত হইতে না পারে; সাত্যকি বিনষ্ট হইলে বোধ হয়, পাণ্ডবগণের মহৎ বল বিনষ্ট হইবে।' মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ দুর্য্যোধনের বাক্য গ্রহণ করিয়া ভীষ্মের সম্মুখে সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মবধার্থী অভিমন্যু প্রভৃতির অগ্রগতি রোধ

কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ভীষ্মের অভিমুখে গমনে সমুদ্যত অভিমন্যুকে নিবারিত করিতে লাগিলেন, অভিমন্যু প্রথমে সন্নতপর্ব্ব শরসমূহে, পরে চতুঃষষ্টি বাণে সুদক্ষিণকে বিদ্ধ করিলেন; সুদক্ষিণও ভীষ্মের জীবন-রক্ষার্থ অভিমন্যুকে পাঁচ বাণ ও তাঁহার সারথিকে নয় বাণে আঘাত করিলেন। তাঁহাদিগের এইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ রোষাবেশে কৌরবগণের মহাসৈন্য প্রতিহত করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইতেছিলেন, এমন সময় অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের অভিমুখীন হইলেন। অনন্তর তাঁহাদের উভয়ের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অশ্বত্থামার প্রতি বিরাট দশ ভল্ল ও দ্রুপদ তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বত্থামা ভূরি ভূরি শরে বিরাট ও দ্রুপদকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই দুই বৃদ্ধ যে অশ্বত্থামার দারুণ শরজাল প্রতিহত করিতে সমর্থ হইলেন, তাহাই আশ্চর্য্য বোধ হইল।

যেমন প্রমত্ত আরণ্য গজ অন্য আরণ্য মত্ত গজকে আক্রমণ করে, সেইরূপ শৌর্য্যশালী কৃপাচার্য্য মহারথ সহদেবের সম্মুখীন হইয়া সুবর্ণভূষণ সপ্ততি শর নিক্ষেপ করিলেন। সহদেব শর-সমূহে কৃপাচার্য্যের ধনু দ্বিধা ছিন্ন করিয়া নয় বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ভীষ্মের জীবিতাকাঙ্ক্ষী কৃপাচার্য্য ভারসহ শরাসনানন্তর গ্রহণ করিয়া দশ বাণে সহদেবের এবং ভীষ্মবধার্থী সহদেবও শরজালে কৃপাচার্য্যের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। এইরূপে তাঁহারা ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

শত্রুতাপন বিকর্ণ যষ্টি সায়কে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন; নকুল অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া সপ্তসপ্ততি বাণে বিকর্ণকে আহত করিলেন। এইরূপে দুই নরসিংহ ভীষ্মের নিমিত্ত গোষ্ঠস্থিত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন।

ঘটোৎকচ কুরু-সৈন্যগণকে আঘাত করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন; পরাক্রমী দুর্ম্মুখ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া আনতপর্ব্ব শরে দুর্ম্মুখের বক্ষঃস্থল ও দুর্ম্মুখ শাণিত যষ্টি শরে ঘটোৎকচকে বিদ্ধ করিলেন।

রথিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মবধার্থ গমন করিতেছিলেন; মহারথ হার্দ্দিক্য তাঁহার গতিরোধ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন লৌহময় পঞ্চবাণে হার্দ্দিক্যকে বিদ্ধ করিয়া অনতিবিলম্বে পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে পঞ্চাশৎ বাণ নিক্ষেপ করিলেন; হার্দ্দিক্যও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কঙ্কপত্রভূষিত নয় বাণে আহত করিলেন। তাঁহারা

উভয়ে স্ব স্ব উৎকর্ষ অনুসারে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় ভীষ্মের নিমিত্ত মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাবল ভীমসেন ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন; সোমদত্তনন্দন ভূরিশ্রবা 'থাক্ থাক্' বলিয়া শীঘ্র তাঁহার সম্মুখীন হইয়া অতি তীক্ষ্ণ স্বর্ণপুঙ্খ নারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। প্রতাপবান ভীমসেন সেই নারাচে বিদ্ধ হইয়া শক্তিবিদ্ধ ক্রৌঞ্চ অসুরের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অনন্তর রোষাবেগ সহকারে কর্ম্মকারপরিমার্জ্জিত[১] সূর্য্যসদৃশ শরজালে ভীষ্মের বধপ্রার্থী ভীমসেন ভূরিশ্রবাকে এবং ভীষ্মের জয়ার্থী ভূরিশ্রবা ভীমসেনকে আহত করিলেন। যুদ্ধে ও প্রতিযুদ্ধে যত্নবান্ বীরদ্বয় এইরূপে পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির মহতী সেনা-পরিবৃত হইয়া ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন; দ্রোণাচার্য্য তাঁহার গতি-রোধ করিলেন। প্রভদ্রগণ দ্রোণাচার্য্যের ঘনগর্জ্জন সদৃশ রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল এবং সেই মহতী সেনা দ্রোণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া এক পদও গমন করিতে সমর্থ হইল না।

মহারাজ! আপনার পুত্র মহারথ পরাক্রান্ত চিত্রসেন চেকিতানের পথ-রোধ করিলেন। অনন্তর উভয়েই স্ব স্ব শক্তির পরাকাষ্ঠা অবলম্বন করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এ দিকে দুঃশাসন কি প্রকারে ভীষ্মের জীবনরক্ষা হইবে, এই চিন্তায় সাধ্যানুসারে অর্জ্জুনের পথ-রোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু অর্জ্জুন বারংবার নিবারিত হইয়াও পরিশেষে দুঃশাসনকে নিরস্ত করিয়া কুরুসৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ কর্ত্তৃক এইরূপে নিপীড়িত হইতে লাগিল।"

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়

উৎপাতদর্শনে দ্রোণাচার্য্যের পরাজয়াশঙ্কা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহাধনুর্দ্ধর, মত্ত-বারণবিক্রম, মহাবল, নিমিত্তজ্ঞ[২] দ্রোণাচার্য্য মত্তমাতঙ্গবারণ মহাশরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সেনাসাগরে অবগাহন করিয়া শত্রুগণকে নির্ভর-নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। অনন্তর চতুর্দ্দিকে দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া অশ্বত্থামাকে কহিলেন, 'বৎস! মহাবল ধনঞ্জয় ভীষ্মকে বধ করিবার নিমিত্ত যে দিনে যত্নের পরাকাষ্ঠা অবলম্বন করিবেন, আজি সেই দিন উপস্থিত হইয়াছে। আমার বাণসকল উৎপতিত হইতেছে; শরাসন স্পন্দিত হইতেছে; অস্ত্র-সকল বিশ্লিষ্ট[১] হইতেছে; অন্তঃকরণ ক্রূরকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে; মৃগ ও পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে অশান্ত ও ঘোরতর চীৎকার করিতেছে; গৃধ্রগণ কৌরবসৈন্যের উপর নিপতিত হইতেছে; আদিত্য প্রভাশূন্য হইয়াছে; দিক্-সকল লোহিতবর্ণ হইয়াছে; পৃথিবী যেন শব্দিত, ব্যথিত ও সাতিশয় কম্পিত হইতেছে; কঙ্ক, গৃধ্র, বলাকা ও শিবাগণ মুহুর্ম্মুহুঃ মহৎ ভয়সূচক অশিব চীৎকার করিতেছে; আদিত্যমণ্ডলের মধ্য হইতে উল্কাপাত হইতেছে; দিবাকর কবন্ধ[২] ও অর্গলে আবৃত হইয়াছে, রাজগণের বিনাশসূচক চন্দ্র-সূর্য্যের ভয়ানক পরিবেশ[৩] হইয়াছে; কৌরবরাজের দেব-মন্দিরস্থ দেবতাগণ কখন কম্পিত হইতেছেন, কখন হাস্য করিতেছেন, কখন নৃত্য করিতেছেন ও কখন রোদন করিতেছেন; গ্রহগণ দিবাকরকে প্রতিকূল করিয়া অলক্ষণ্য[৪] করিয়াছে; ভগবান্ চন্দ্রমা অবাক্-শিরাঃ[৫] হইয়া উদিত হইতেছেন; নরেন্দ্রগণের কলেবর প্রভাশূন্য দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহারা সৈন্যে পরিবৃত হইয়াও সমুচিত শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন না এবং উভয় সৈন্যের চতুর্দ্দিক্ হইতেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও গাণ্ডীবের নিনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। অতএব ধনঞ্জয় নিঃসংশয় উত্তমাস্ত্র-সমূহে যোদ্ধগণকে পরাস্ত করিয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করিবেন।'

অর্জ্জুনাদির গতিরোধার্থ অশ্বত্থামাদির নিয়োগ

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, 'ভীমার্জ্জুন-সমাগম চিন্তা করিয়া আমার লোমসকল পুলকিত ও অন্তঃকরণ অবসন্ন হইতেছে। ধনঞ্জয় সেই নিকৃতিজ্ঞ[৬] পাপচেতাঃ শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে গমন করিয়াছেন। ভীষ্ম পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন যে, আমি

১। বাণনির্ম্মাতা কর্ত্তৃক শাণিত। ২। কার্য্যকারণজ্ঞাত ভাবী ফলে অভিজ্ঞ।

১। স্খলিত। ২। কবাট। ৩। মণ্ডলাকারে চতুর্দ্দিকের পরিবেষ্টন। ৪। অলক্ষণযুক্ত। ৫। অধঃশিরা—কটিদ্বয়কে অধোদিক্ করিয়া উল্টা রকমে। ৬। ধূর্ত্ত।

অমঙ্গল্যধ্বজ[১] শিখণ্ডীকে বধ করিব না; বিধাতা উহাকে স্ত্রীরূপ করিয়াছিলেন, দৈববশতঃ পুরুষরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব তিনি তাহাকে কদাচ প্রহার করিবেন না; কিন্তু শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছে; এই চিন্তায় আমার অন্তঃকরণ অবসন্ন হইতেছে। বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ, ভীমার্জ্জুন-সমাগম ও আমার সমরোদ্যোগ প্রজাগণের অমঙ্গলের হেতু, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং মহানুভব ধনঞ্জয় বলবান্, শৌর্য্যশালী, কৃতাস্ত্র, লঘুবিক্রম, দূরঘাতী[২], নিমিত্তজ্ঞ, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেয়, বুদ্ধিমান্, ক্লেশসহিষ্ণু ও নিত্য বিজয়ী; তুমি তাঁহার পথরোধের নিমিত্ত শীঘ্র গমন কর। দেখ, আজি এই ঘোর যুদ্ধে মহামারী উপস্থিত হইবে। কিরীটী ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরসমূহে শূরগণের হেমচিত্রিত কবচ, ধ্বজাগ্র, তোমর, শরাসন, প্রাস, কনকোজ্জ্বল শক্তি ও হস্তিগণের পতাকা-সকল ছেদন করিবেন। হে পুত্র! ইহা উপজীবিগণের[৩] প্রাণরক্ষার কাল নয়; স্বর্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যশ ও বিজয়ের নিমিত্ত অগ্রসর হও। ধনঞ্জয় রথ দ্বারা রথ, হস্তী ও অশ্বরূপ আবর্ত্তশালী মহাঘোর সাতিশয় দুর্গম সংগ্রামনদী উত্তীর্ণ হইতেছেন; ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব যাঁহার ভ্রাতা এবং কৃষ্ণ যাঁহার রক্ষা-কর্ত্তা, তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠ, দম, দান ও তপ ইহলোকেই প্রত্যক্ষ হইতেছে। সেই তপোদগ্ধকলেবর[৪] যুধিষ্ঠিরের শোকপ্রভব কোপানল দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের সেনাগণকে দগ্ধ করিতেছে। ঐ দেখ, বাসুদেব-সহায় ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে প্রতিহত করিতেছেন; সৈন্যগণ তিমিকুম্ভীরভীষণ মহোর্ম্মিসঙ্কুল সাগরের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া হাহাকার ও কিলকিলা শব্দ করিতেছে। তুমি পাঞ্চালতনয়ের সম্মুখীন হও, আমি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করি। রাজা যুধিষ্ঠিরের ব্যূহের অভ্যন্তর-ভাগ চতুর্দ্দিকস্থ অতিরথগণে সাগরকুক্ষির[৫] ন্যায় নিতান্ত দুর্গম হইয়াছে। সাত্যকি, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বৃকোদর, নকুল ও সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতেছেন। কৃষ্ণসদৃশ, সমুন্নত মহাশাল-সম, শ্যামকলেবর ঐ মহাবীর অভিমন্যু দ্বিতীয় অর্জ্জুনের ন্যায় সেনাগণের অগ্রভাগে আগমন করিতেছেন। তুমি সত্বর উত্তম অস্ত্র ও শরাসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট গমন কর ও ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। প্রিয়পুত্র চিরকাল জীবিত থাকে, ইহা কাহার অভিলষণীয় নয়? কিন্তু আমি কেবল ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াই তোমাকে যুদ্ধে নিয়োগ করিতেছি। দেখ, এই ভীষ্ম যম ও বরুণের ন্যায় মহাসৈন্য দগ্ধ করিতেছেন'।"

১। অশুভচিহ্নযুক্ত। ২। দূরে স্থির লক্ষ্য। ৩। আশ্রিতসমূহের। ৪। বনবাসাদি ক্লেশদ্বারা উত্তাপিত দেহ। ৫। সমুদ্রগর্ভের।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়

ভীমার্জ্জুনের অশ্বত্থামাদি অতিক্রমণ—ঘোর যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "মহাত্মা দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগদত্ত, কৃপ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণ, এই দশ মহারথ ভীষ্মের সমরে যশোলাভের বাসনায় নানাদেশীয় সেনাগণ-সমভি-ব্যাহারে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শল্য ও কৃপ নয় নয় বাণে, কৃতবর্ম্মা ও জয়দ্রথ তিন তিন বাণে, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও ভগদত্ত দশ দশ বাণে, বিন্দ ও অনুবিন্দ পাঁচ পাঁচ বাণে এবং দুর্ম্মর্ষণ বিংশতি বাণে ভীমসেনকে আহত করিলেন। ভীমসেন শল্যকে সাত বাণে, কৃতবর্ম্মাকে আট বাণে, কৃপাচার্য্যের সশর শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাকে সাত বাণে, বিন্দ ও অনুবিন্দকে পাঁচ পাঁচ বাণে, দুর্ম্মর্ষণকে বিংশতি বাণে, চিত্রসেনকে পাঁচ বাণে, বিকর্ণকে দশ বাণে এবং জয়দ্রথকে প্রথমে পাঁচ বাণে, পরিশেষে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ছিন্নধনু কৃপাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য ধনু গ্রহণপূর্ব্বক নিশিত দশ বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন তোদনদণ্ডবেধিত মহাগজের ন্যায় বাণবিদ্ধ হইয়া সরোষ-চিত্তে কৃপাচার্য্যকে আহত করিয়া তিন শরে জয়দ্রথের সারথি ও অশ্বগণের প্রাণ সংহার করিলেন। মহারথ জয়দ্রথ অশ্বহীন রথ হইতে শীঘ্র অবতীর্ণ হইয়া ভীমসেনের প্রতি অতি তীক্ষ্ণ শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন দুই ভল্লে মহাত্মা জয়দ্রথের শরাসনের মধ্যভাগ দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন; জয়দ্রথ এইরূপে বিরথ হইলেন, তাঁহার শরাসন ছেদিত এবং অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হইল; সুতরাং তিনি সত্বর হইয়া চিত্রসেনের রথে আরোহণ করিলেন। হে মহারাজ! ভীমসেন

একাকী এইরূপে শরজালে মহারথগণকে নিবারিত করিয়া সকল লোকের সমক্ষে সিন্ধুরাজকে বিরথ করিলেন; ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

শল্য ভীমসেনের পরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কর্ম্মকার-পরিমার্জ্জিত তীক্ষ্ণ শর সন্ধানপূর্ব্বক 'থাক্ থাক্' বলিয়া ভীমসেনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, ভগদত্ত, বিন্দ, অনুবিন্দ, চিত্রসেন, দুর্ম্মর্ষণ, বিকর্ণ ও জয়দ্রথ শল্যের নিমিত্ত ভীমসেনকে অতি শীঘ্র আহত করিতে লাগিলেন। ভীমসেন সেই মহারথদিগকে পাঁচ পাঁচ বাণে ও শল্যকে প্রথমে সপ্ততি বাণে, পরে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। শল্যও ভীমসেনকে অগ্রে নয় বাণে আহত করিয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির মর্ম্মদেশে দৃঢ়তর আঘাত করিলেন। প্রতাপবান্ ভীমসেন নিজ সারথি বিশোককে বাণবিদ্ধ দেখিয়া শল্যের বাহুযুগলে ও বক্ষে তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং তিন তিন বাণে অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে আহত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সকল মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনের মর্ম্মস্থলে অকুণ্ঠিতাগ্র তিন তিন বাণ আঘাত করিলেন। ভীমসেন অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া শোণিতলিপ্ত-কলেবরে বারিধারাভিষিক্ত পর্ব্বতের ন্যায় অব্যথিত চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং রোষাবিষ্ট হইয়া শল্যকে তিন বাণে, ভগদত্তকে শত ও কৃপকে বহুসংখ্যক বাণে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শনপূর্ব্বক সুতীব্র ক্ষুরপ্র অস্ত্রে মহাত্মা কৃতবর্ম্মার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কৃতবর্ম্মা অন্য ধনুঃ গ্রহণ করিয়া নারাচ দ্বারা ভীমসেনের ভ্রূযুগলের মধ্যে আঘাত করিলেন। ভীমসেন শল্যকে লৌহময় নয় শরে, ভগদত্তকে তিন শরে, কৃতবর্ম্মাকে আট শরে ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি রথিগণকে দুই দুই শরে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও নিশিত শরজালে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন সেই সকল সর্ব্বাস্ত্র-সম্পন্ন মহারথের বাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও তাঁহাদিগকে তৃণতুল্য বিবেচনা করিয়া অব্যথিত চিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন; তাঁহারাও ভীমের প্রতি সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল ভগদত্ত মহাবেগসম্পন্ন স্বর্ণদণ্ড শক্তি, মহাভুজ জয়দ্রথ তোমর ও পট্টিশ, কৃপাচার্য্য শতঘ্নী, শল্য এক শর ও অন্য মহাধনুর্দ্ধরগণ পাঁচ পাঁচ বাণ ভীমসেনকে লক্ষ্য করিয়া বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেন ক্ষুরপ্র অস্ত্রে তোমর, তিন তিন বাণে পট্টিশ ও কঙ্কপত্রবিশিষ্ট নয় বাণে শতঘ্নী তিলবৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধরকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন।

মহারথ ভীমসেন সমরে সায়কসমূহে শত্রুগণকে নিহত করিতেছেন দেখিয়া ধনঞ্জয় রথারোহণপূর্ব্বক তথায় সমাগত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরপুরুষেরা সেই দুই মহাত্মাকে সমবেত নিরীক্ষণ করিয়া জয়লাভের আশা পরিত্যাগ করিলেন। ভীমসেন যে দশ মহারথের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, ধনঞ্জয় ভীষ্মের নিধন ও ভীমের হিতসাধনকামনায় শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীমের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সুশর্ম্মাকে ভীম ও অর্জ্জুনবধে নিয়োগ করিয়া কহিলেন, 'হে সুশর্ম্মন্! শীঘ্র বল-সমূহে পরিবৃত হইয়া গমন-পূর্ব্বক ভীম ও অর্জ্জুনকে বধ কর।' প্রস্থলাধিপতি সুশর্ম্মা দুর্য্যোধনের বাক্যে সত্বর অনেক সহস্র রথে পরিবৃত হইয়া ভীম ও অর্জ্জুনকে বেষ্টন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের যুদ্ধারম্ভ হইল।"

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়

কৌরব-পাণ্ডবের ঘোর সঙ্কুল যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "অতিরথ ধনঞ্জয় কৌরব-সৈন্য-গণকে নিপীড়নপূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শরজালে মহারথ শল্যকে আচ্ছাদিত করিলেন এবং সুশর্ম্মা, কৃপ, ভগদত্ত, চিত্রসেন, বিকর্ণ, কৃতবর্ম্মা, দুর্ম্মর্ষণ, বিন্দ ও অনুবিন্দকে তিন তিন বাণে আহত করিলেন। চিত্রসেন-রথারূঢ় জয়দ্রথ অর্জ্জুন ও ভীম-সেনকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। শল্য ও কৃপাচার্য্য ভূরি ভূরি মর্ম্মভেদী শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। চিত্রসেন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ প্রত্যেকেই ভীম অর্জ্জুনকে পাঁচ পাঁচ শর আঘাত করিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ও ধনঞ্জয় ত্রিগর্ত্ত-দেশীয় সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে সুশর্ম্মা নয় বাণে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিয়া সৈন্যগণের ভয়জনক সিংহনাদ করিলেন। অন্যান্য রথিগণও সুবর্ণপুঙ্খ শরজালে ভীম ও ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে

লাগিলেন। যেমন আমিষলিপ্সু মদমত্ত সিংহযুগল গোসমূহের মধ্যে বিচরণ করে, সেইরূপ মহারথ ভীম ও অর্জ্জুন কৌরবপক্ষীয় রথিগণের মধ্যে বিচিত্রবেশে ক্রীড়া করিতেছেন, নয়নগোচর হইল। তাঁহারা শূরগণের কার্ম্মুক, শর ও শত শত মনুষ্যের মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। শত শত অশ্ব আহত ও নিহত হইল, শত শত গজ ও গজারোহী ধরাশয্যা গ্রহণ করিল, শত শত রথী ও অশ্বারোহী স্থানে স্থানে ব্যাপাদিত[১] হইল ও কত শত ব্যক্তি কম্পিত হইতে লাগিল, অবলোকন করিলাম। কালকবলিত অশ্ব, গজ, পদাতি ও ভগ্ন রথসমূহে ধরাতল আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। আমি এই যুদ্ধে ধনঞ্জয়ের অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম; তিনি শরনিকরে সেই সমস্ত বীরগণকে নিবারিত ও আহত করিতে লাগিলেন।

কৌরবসহ অর্জ্জুনের—পাণ্ডবসহ ভীষ্মের যুদ্ধ

মহাবল দুর্য্যোধন ভীমার্জ্জুনের ঈদৃশ পরাক্রম অবলোকন করিয়া ভীষ্মের রথ-সমীপে গমন করিলেন; কিন্তু কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ এবং অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ তখনও সমর পরিত্যাগ করিলেন না। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ও মহারথ অর্জ্জুন কৌরব-সৈন্যগণকে নির্ভর নিপীড়িত করিলে কৌরবপক্ষীয় ভূমিপালগণ ত্বরান্বিত হইয়া ধনঞ্জয়ের রথে অযুত অযুত ও অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় শরজালে সেই সমস্ত মহারথকে নিবারণপূর্ব্বক সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথ শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া যেন ক্রীড়া করিতে করিতে সন্নতপর্ব্ব ভল্লসমূহে ধনঞ্জয়ের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। ধনঞ্জয় পাঁচ বাণে শল্যের শরাসন ও হস্তাবাপ[২] ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণ সায়ক-সমূহে তাঁহার মর্ম্মে দৃঢ়তর আঘাত করিলেন। শল্য রোষাবিষ্ট হইয়া অন্য ভারসহ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর তিন, বাসুদেবের উপর পাঁচ এবং ভীমসেনের বাহুযুগলে ও বক্ষঃস্থলে নয় বাণ আঘাত করিলেন। অনন্তর যে স্থানে মহারথ ধনঞ্জয় ও ভীমসেন কৌরবগণের মহাসেনা সংহার করিতেছিলেন, দ্রোণাচার্য্য ও মগধরাজ জয়ৎসেন দুর্য্যোধনের ইঙ্গিত অনুসারে তথায় আগমন করিলেন। জয়ৎসেন ভীমায়ুধ[৩] ভীমসেনকে নিশিত আট শরে বিদ্ধ করিলে ভীমসেন প্রথমে দশ, পরে পাঁচ বাণে জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে রথনীড়[৪] হইতে নিপাতিত করিলেন; জয়ৎসেনের অশ্বগণ উদ্‌ভ্রান্ত ও ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া সৈন্যগণের সমক্ষে তাঁহাকে তথা হইতে অপসারিত করিল। তখন দ্রোণাচার্য্য রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া আট বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলে ভীমসেন পঞ্চষষ্টি ভল্লে পিতৃতুল্য গুরু দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। এ দিকে সমীরণ যেমন মহামেঘ-সকলকে ছিন্ন-ভিন্ন করে, ধনঞ্জয় ভূরি ভূরি আয়স[৩]-বাণে সুশর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে সেইরূপ ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভীষ্ম, রাজা দুর্য্যোধন ও কোশলরাজ বৃহদ্বল রোষাবিষ্ট হইয়া ভীম ও অর্জ্জুনের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। এ দিকে পাণ্ডবগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যাদিতবদন অন্তকসদৃশ ভীষ্মের প্রতি ধাববান হইলেন। শিখণ্ডী মহারথ ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নির্ভয়ে ও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও সৃঞ্জয়গণ শিখণ্ডীকে এবং কৌরবগণ ভীষ্মকে অগ্রসর করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীষ্মের জয়লাভ-বাসনায় পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌরবগণ সমরূপ দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করিয়া জয়লাভের নিমিত্ত ভীষ্মকে পণ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন, 'হে মহারথগণ! নির্ভয় হইয়া শান্তনুতনয়কে আক্রমণ কর।' সৈন্যগণ সেনাপতির বাক্যে সত্বর হইয়া প্রাণপণে ভীষ্মকে আক্রমণ করিল। মহাসাগর যেমন নিপতিত তীরভূমি গ্রাস করে, মহারথ ভীষ্ম সেইরূপ আগচ্ছমান[৪] পাণ্ডবসৈন্যগণকে গ্রাস[৫] করিলেন।"

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়

বহু লোকবধে নির্ব্বিণ্ণ ভীষ্মের মরণেচ্ছা

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! ভীষ্ম দশম দিবসে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কিরূপ যুদ্ধ

১। নিহত। ২। হস্তাচ্ছাদন—দস্তানা।

১। ভীষণ অস্ত্রসম্পন্ন। ২। রথপ্রকোষ্ঠ—সারথির বসিবার স্থান। ৩। লৌহনির্ম্মিত। ৪। সম্মুখে আগত। ৫। নিহত।

করিয়াছিলেন এবং কৌরবগণই বা কিরূপে পাণ্ডবদিগকে নিবারিত করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর।”

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণের অদ্ভুত যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। রোষাবিষ্ট কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ প্রতিদিন কিরীটীর অস্ত্রজালে প্রাণত্যাগ এবং ভীষ্ম স্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে প্রতিদিন পাণ্ডবগণের বলক্ষয় করিতেন, কোন পক্ষেই জয়-পরাজয় অবধারিত হয় নাই। কিন্তু দশম দিবসে ভীষ্ম ও অর্জ্জুন একত্র হইলে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পরমাস্ত্রবিৎ ভীষ্ম এই দিনে অজ্ঞাত-নামগোত্র শত শত মহাযোদ্ধার প্রাণ সংহার করিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা দশ দিন পাণ্ডবসৈন্যগণকে সন্তাপিত করিলে পর স্বীয় জীবনের উপর তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল; সুতরাং আত্মজীবন-বিনাশে সমুৎসুক হইয়া আর অধিক মনুষ্য বধ করিবেন না ভাবিয়া সমীপবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, ‘হে যুধিষ্ঠির! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ; এক্ষণে আমার ধর্ম্ম্য[১] ও স্বর্গ্য[২] বাক্য শ্রবণ কর; ভূরি ভূরি প্রাণি-বধ করাতে এই দেহের উপর আমার নির্ব্বেদ[৩] উপস্থিত হইয়াছে; অতএব যদি আমার প্রিয়াচরণ তোমার অভিলষিত হয়, তাহা হইলে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ-সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়কে অগ্রসর করিয়া আমার প্রাণসংহারে যত্নবান্ হও।’ সত্যদর্শী রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সৃঞ্জয়গণ-সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং সৈন্যগণকে এই বলিয়া প্রেরণ করিতে লাগিলেন যে, ‘হে সৈন্যগণ! ধাবমান হও এবং ভীষ্মের সহিত সমর করিয়া জয় লাভ কর, সত্যসন্ধ ধনঞ্জয়, সেনাপতি পাঞ্চালনন্দন ও ভীমসেন তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন; হে সৃঞ্জয়গণ! ভীষ্ম হইতে কিছুমাত্র ভয় নাই। আমরা শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মকে পরাজিত করিব।’ ব্রহ্মলোকপরায়ণ পাণ্ডবগণ ক্রোধসহকারে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভীষ্মকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত যত্নের পরাকাষ্ঠা অবলম্বনপূর্ব্বক শিখণ্ডী ও ধনঞ্জয়কে অগ্রসর করিয়া গমন করিলেন।

সেই সময় সৈন্য-সমবেত নানাদেশীয় মহাবল ভূপালগণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও দুঃশাসন প্রভৃতি সকল সহোদরগণ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে মধ্যগত ভীষ্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া শিখণ্ডী ও পাণ্ডব প্রভৃতি সকলকে আক্রমণ করিলেন; ধনঞ্জয়ও শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া চেদি ও পাঞ্চালগণ-সমভিব্যাহারে ভীষ্মের, সাত্যকি অশ্বত্থামার, ধৃষ্টকেতু পৌরবের, যুধামন্যু অমাত্য-সমবেত দুর্য্যোধনের, বিরাট সেনা-সমভিব্যাহারে সসৈন্য জয়দ্রথের, যুধিষ্ঠির সসৈন্য শল্যের, ভীমসেন গজসৈন্যের এবং পাঞ্চালনন্দনগণ দ্রোণাচার্য্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এ দিকে রাজপুত্র বৃহদ্বল কর্ণিকারধ্বজ সিংহকেতু অভিমন্যুর প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ জিঘাংসাপরবশ হইয়া ভূপতিগণ-সমভিব্যাহারে শিখণ্ডি-সমেত ধনঞ্জয়কে আক্রমণ করিলেন।

উভয় পক্ষ ভীষ্মকে অবলোকন করিয়া ভীষণ পরাক্রমপূর্ব্বক এইরূপে পরস্পর ধাবমান হইলে ধরামণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল এবং তাঁহাদিগের মহাশব্দ সিংহনাদে, শঙ্খ-দুন্দুভির নিস্বনে ও বারণগণের বৃংহণে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। নরেন্দ্রগণের সেই চন্দ্র-সূর্য্যসদৃশ প্রভা বীরগণের অঙ্গদ ও কিরীটের প্রভায় মলিন হইয়া উঠিল। ধূলিপটল জলদপটলের ন্যায়, শস্ত্র-সকল বিদ্যুতের ন্যায় এবং শরাসনশব্দ মেঘ-গর্জ্জিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। উভয় দলেই বাণ, শঙ্খ ও ভেরীর মহাশব্দ আরম্ভ হইল। প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি ও শর-সমূহে আকাশমণ্ডল আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষের রথী, তুরঙ্গ ও পদাতিগণ পরস্পর সংহার করিতে লাগিল। উভয় পক্ষই পরস্পরকে বধ ও জয় করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়াছিলেন, সুতরাং দুই শ্যেন পক্ষী যেমন আমিষের নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধ করে, সেইরূপ কৌরব ও পাণ্ডবগণ ভীষ্মের নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।”

১। ধর্ম্মময়—হিতকর। ২। দিব্য—স্বর্গজনক। ৩। ঔদাসীন্য।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন-অভিমন্যু সমর

সঞ্জয় কহিলেন, “হে মহারাজ! পরাক্রান্ত অভিমন্যু ভীষ্মের নিমিত্ত মহতী সেনা-পরিবৃত

দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমন্যুর বক্ষঃস্থলে প্রথমে আনতপর্ব্ব নয় শর, পরে তিন শর বিদ্ধ করিলেন; অভিমন্যুও কুপিত হইয়া দুর্য্যোধনের রথের প্রতি মৃত্যুর সহোদরার ন্যায় ঘোররূপ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ দুর্য্যোধন ক্ষুরপ্র অস্ত্রে সেই ঘোরতর শক্তি দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অভিমন্যু ভীষ্মকে নিধন করিবার নিমিত্ত ও দুর্য্যোধন পাণ্ডবকে জয় করিবার নিমিত্ত অতি বিচিত্র, ইন্দ্রিয়প্রীতিজনক[১], পার্থিবগণের প্রশংসিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অশ্বত্থামা রোষাবিষ্ট হইয়া সাত্যকির বক্ষঃস্থলে নারাচ নিক্ষেপ করিলে অমিতবিক্রম সাত্যকি কঙ্কপত্রবিশিষ্ট নয় বাণে অশ্বত্থামার সমুদয় মর্মস্থান আহত করিলেন। অশ্বত্থামা পুনরায় সাত্যকির বাহু ও বক্ষঃস্থলে প্রথমে নয়, পরে ত্রিশ বাণ নিক্ষেপ করিলে মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়াও তিন বাণে অশ্বত্থামাকে আহত করিলেন।

পৌরব-ধৃষ্টকেতুর পরস্পর যুদ্ধ

মহারথ পৌরব মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টকেতুকে শরজালে আচ্ছাদিত করিয়া ক্ষত-বিক্ষত করিলে ধৃষ্টকেতুও অতি শীঘ্র ত্রিশ বাণে পৌরবকে বিদ্ধ করিলেন। পৌরব ধৃষ্টকেতুর শরাসন ছেদন করিয়া সিংহনাদ সহকারে নিশিত শরনিকরে তাঁহাকে আহত করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টকেতু অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া ত্রিসপ্ততি শরে পৌরবকে আহত করিলেন। এইরূপে মহাধনুর্দ্ধর মহারথ বীরদ্বয় প্রভূত শরবর্ষণে উভয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; উভয়েরই শরাসন ছেদিত হইল, উভয়েরই অশ্বগণ নিহত হইল; পরিশেষে উভয়েই বিরথ হইলেন; যেমন মহাবনে সিংহদ্বয় সিংহীর নিমিত্ত যত্নশীল হয়, সেইরূপ তাঁহারা উভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া গোচর্ম্ম-নির্ম্মিত, শতচন্দ্র-শোভিত, শত তারাচিত্রিত চর্ম্ম এবং মহাপ্রভাসম্পন্ন খড়্গ গ্রহণ করিয়া অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বিচিত্র মণ্ডল ও বিচিত্র গতি-প্রত্যাগতি[২] প্রদর্শন করিয়া পরস্পর আহ্বানপূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। পৌরব 'থাক্ থাক্' বলিয়া ধৃষ্টকেতুর ললাটদেশে ও চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু পৌরবের জত্রুদেশে খড়্গাঘাত করিলেন। এইরূপে সেই উভয় বীরই পরস্পরের আঘাতে আহত হইয়া নিপতিত হইলেন। অনন্তর আপনার পুত্র জয়ৎসেন পৌরবকে স্বরথে আরোপিত করিয়া সমরভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন এবং মহাবল-পরাক্রান্ত সহদেব ধৃষ্টকেতুকে লইয়া অপসৃত হইলেন।

উভয়পক্ষীয় বীরগণের ভীষণ যুদ্ধ

চিত্রসেন প্রথমে লৌহময় শরজালে, অনন্তর ষষ্টি শরে, পরিশেষে নয় শরে সুশর্ম্মাকে আহত করিলেন। সুশর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে নিশিত শত সায়কে, তৎপরে আনতপর্ব্ব ত্রিশ শরে চিত্রসেনকে আঘাত করিলেন; তিনিও তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু ভীষ্মের সমরে যশ ও মান-বর্দ্ধনের অভিলাষে পার্থের নিমিত্ত কোশলরাজ বৃহদ্বলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বৃহদ্বল প্রথমে পাঁচ, তৎপরে সপ্ততপর্ব্ব বিংশতি শরে অভিমন্যুকে আঘাত করিলে, অভিমন্যু কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বৃহদ্বলকে প্রথমে আট বাণ, এবং শরাসন ছেদন পূর্ব্বক কঙ্কপত্র-শোভিত ত্রিংশৎ বাণ আঘাত করিলেন। বৃহদ্বল অন্য কার্ম্মুক পরিগ্রহ করিয়া অভিমন্যুর প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বলি ও বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, ভীষ্মের নিমিত্ত চিত্রযোধী জাতক্রোধ বৃহদ্বল ও অভিমন্যুর সেইরূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

যেমন বজ্রধর ধরাধরগণকে বিদারিত করেন, সেইরূপ ভীমসেন গজসৈন্যগণকে বিদারিত করিতে আরম্ভ করিলেন, পর্ব্বতপরিমিত মাতঙ্গগণ নিহত হইয়া নিপতিত হইবামাত্র ধরাতল হইতে ঘোরতর শব্দ বহির্গত হইল। সেই ধরাপতিত আলোড়িত অঞ্জনরাশিসদৃশ[১] মাতঙ্গ-সমূহ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ পর্ব্বত-সমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

মহাধনুর্দ্ধর যুধিষ্ঠির মহতী সেনায় সুরক্ষিত হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে ও শল্য ভীষ্মের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথ বিরাটের প্রতি প্রথমে নয় বাণ, অনন্তর ত্রিংশৎ বাণ এবং বিরাট জয়দ্রথের বক্ষঃস্থলে ত্রিংশৎ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বিরাট ও জয়দ্রথ উভয়েরই বিচিত্র কার্ম্মুক, বিচিত্র খড়্গ, বিচিত্র আয়ুধ ও

১। নয়ন-মনের আনন্দবর্দ্ধক। ২। সাম্নে আসা ও পেছিয়ে যাওয়া।

১। ঘন কজ্জলপুঞ্জ তুল্য।

বিচিত্র ধ্বজ, সুতরাং তাঁহারা রণক্ষেত্রে বিচিত্র শোভা ধারণ করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখীন হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের বৃহৎ শরাসন ছেদন করিয়া পঞ্চাশৎ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের প্রতি সুবর্ণমণ্ডিত যমদণ্ডোপম গদা নিক্ষেপ করিলেন; দ্রোণাচার্য্য পঞ্চাশৎ বাণে সেই গদা প্রতিহত করিলে তাহা চূর্ণীকৃত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। গদা ব্যর্থ হইল দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের প্রতি লৌহময়ী শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য নয় বাণে সেই শক্তি ছেদন করিয়া মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপীড়িত করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণাচার্য্যের এইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

ভীষ্ম-অর্জ্জুন যুদ্ধ—পাণ্ডবপরাজয়

এ দিকে ধনঞ্জয় ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নিশিত শরনিকরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে করিতে ধাবমান হইলেন; বোধ হইল যেন, এক আরণ্য মত্ত গজ আর এক আরণ্য মত্ত গজের প্রতি ধাবমান হইতেছে। প্রতাপবান্ ভগদত্ত অর্জ্জুনের প্রতি গমন করিয়া শরবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার গতি-রোধ করিলেন। অর্জ্জুন রজতসদৃশ নির্ম্মল তীক্ষ্ণ শরজালে ভগদত্তের হস্তীকে বিদ্ধ করিলেন এবং 'চল চল, ভীষ্মকে বধ কর' বলিয়া শিখণ্ডীকে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগদত্ত অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া দ্রুপদের রথের প্রতি গমন করিলেন। অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া শীঘ্র ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন; অনন্তর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌরবপক্ষীয় শৌর্য্যশালী যোদ্ধৃগণ চীৎকার করিতে করিতে অতিবেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে উহা অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অর্জ্জুন সমুচিত সময়ে সেই কৌরবপক্ষীয় নানাবিধ সৈন্যগণকে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন, সমীরণ গগনোদিত মেঘমালাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতেছে। শিখণ্ডী ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া অব্যগ্রচিত্তে সত্বর ভূরি ভূরি শরে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। ভীষ্মরূপ অনল রথরূপ অগ্নি গৃহে অবস্থিত, চাপরূপ শিখায় শোভিত, অসি-শক্তি-গদারূপ ইন্ধনে সমুজ্জলিত ও শরজালরূপ মহাজ্বালা-বিশিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। যেমন হুতাশন সমীরণসহকারে সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া কক্ষমধ্যে বিচরণ করে, সেইরূপ ভীষ্ম দিব্য সায়কসমূহে প্রজ্বলিত হইয়া পাণ্ডবগণের অনুগত সোমকদিগকে নিহত, তাঁহাদিগের সৈন্যগণকে প্রতিহত, দিক্ ও বিদিক্-সকল প্রতিধ্বনিত, রথি, অশ্ব ও অশ্বারোহিগণকে নিপাতিত, রথ-সমুদয়কে মুণ্ডিত, তালবন সদৃশ এবং কত শত রথ, অশ্ব ও হস্তীকে নির্ম্মনুষ্য করিতে লগিলেন। সৈনিকগণ বজ্রনির্ঘোষসদৃশ জ্যাতল নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার শরাসন-নিক্ষিপ্ত অব্যর্থ শরজাল শত্রুগণের দেহ ভেদ করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল। বেগশীল তুরঙ্গমগণ মনুষ্যহীন রথ-সমুদয়কে বায়ুবেগে আকর্ষণ করিতেছে, অবলোকন করিলাম। তনুত্যাগে সমুদ্যত, সমরে অপরাঙ্মুখ, সুবর্ণধ্বজ, বিখ্যাত মহারথ, অশ্ব, কুঞ্জর ও রথে সমারূঢ় চতুর্দ্দশ সহস্র সদ্‌বংশ, চেদি, কাশী ও করূষ সংগ্রামে ব্যাদিতবদন অন্তকসদৃশ ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া তদীয় শরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। সোমকগণের মধ্যে এমন একজন মহারথও ছিলেন না যে, জীবিত অবস্থায় ভীষ্মের সংগ্রাম হইতে প্রত্যাবৃত হয়েন। ফলতঃ ভীষ্মের পরাক্রম অবলেকন করিয়া লোকে বোধ করিতে লাগিল যে, সোমবংশীয় সকল যোদ্ধাই প্রেতরাজ-ভবনে গমন করিয়াছেন। অধিক কি, কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন ও মহাতেজাঃ শিখণ্ডী ব্যতীত কেহই ভীষ্মের প্রতিগমনে সমর্থ হইলেন না।"

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়

শিখণ্ডী-কর্ত্তৃক ভীষ্ম-আক্রমণ

সঞ্জয় কহিলেন, "শিখণ্ডী ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিশিত দশ বাণ আঘাত করিলেন। ভীষ্ম কোপোদ্দীপিত-নয়নে শিখণ্ডীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। সকলেই দেখিয়াছে, তিনি তাঁহার স্ত্রীরূপ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিলেন না; কিন্তু শিখণ্ডী তাহা বোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে

কহিলেন, 'হে শিখণ্ডি! ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হও, আর কোন কথার প্রয়োজন নাই; ভীষ্মকে বধ কর। আমি সত্য কহিতেছি, যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে তোমা ব্যতিরেকে এমন এক ব্যক্তিও নাই যে, ভীষ্মের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়।' শিখণ্ডী অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া নানাবিধ শরে পিতামহকে আকীর্ণ করিলেন। ভীষ্ম সেই সকল বাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শরজালে জাতক্রোধ[১] নিবারণ ও সৈন্যগণকে পরলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। যেমন মেঘসমূহ সূর্য্যকে আবৃত করে, সেইরূপ ভূরি ভূরি সেনাপরিবৃত পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে পরিবেষ্টিত করিলেন। সমন্তাৎ পরিবৃত ভীষ্ম প্রজ্বলিত দাবদহনের[২] ন্যায় শূর[৩]গণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মরক্ষক দুঃশাসনসহ অর্জ্জুনের যুদ্ধ

এই যুদ্ধে মহাত্মা দুঃশাসনের অতি অদ্ভুত পৌরুষ অবলোকন করিলাম। তিনি একাকী সংগ্রাম করিয়া অর্জ্জুন প্রভৃতি সমুদয় পাণ্ডবদিগকে নিবারণপূর্ব্বক পিতামহকে রক্ষা করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। দুঃশাসনের এই দুষ্কর কর্ম্মে সকলেই সন্তোষ লাভ করিলেন। দুঃশাসনের সংগ্রামে পাণ্ডবপক্ষীয় রথিগণ বিরথ হইল এবং মহাধনুর্দ্ধর অশ্বারোহী ও মহাবল মাতঙ্গগণ তীক্ষ্ণ শরে বিদীর্ণ হইয়া ধরাতলে শয়ন করিল। শত শত হস্তী শরাঘাতে কাতর হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিল। যেমন হুতাশন ইন্ধন প্রাপ্ত হইলে দীপ্তশিখ হইয়া প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ দুঃশাসন পাণ্ডব-সেনাগণকে প্রাপ্ত হইয়া দগ্ধ করিয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন ব্যতীত পাণ্ডবগণের কোন মহারথই তাঁহাকে জয় করিতে বা তাঁহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইলেন না। কেবল জয়শীল অর্জ্জুন সকল লোকের সমক্ষে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীষ্মবাহুবল-রক্ষিত মদমত্ত অপরাজিত দুঃশাসন পুনঃ পুনঃ আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে করিতে যার পর নাই শোভা ধারণ করিলেন।

১। বহু বাণাঘাতবেদনায় উৎপন্ন ক্রোধ। ২। দাবানলের। ৩। বীর।

শিখণ্ডী বজ্রসদৃশ আশীবিষতুল্য শরজালে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভীষ্ম তদ্দ্বারা কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া হাস্য করিতে করিতে তাপিত ব্যক্তি যেমন বারিধারা গ্রহণ করে, তদ্রূপ শিখণ্ডীর শরধারা গ্রহণ করিলেন এবং মহাত্মা পাণ্ডবগণের সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন কহিলেন, 'হে সৈন্যগণ! ধনঞ্জয়কে আক্রমণ কর; ধর্ম্মবিৎ ভীষ্ম তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। হে ভূপতিগণ! সমুন্নত সুবর্ণময় কালকেতু সুশোভিত পিতামহ ভীষ্ম ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সুখ ও ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন; বিনশ্বর-স্বভাব[১] পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, অমরগণও মহাবল মহাত্মা ভীষ্মকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন না; অতএব অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিবেন না; আমি আজি আপনাদিগের সমভিব্যাহারী হইয়া যত্নপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব।'

অর্জ্জুনযুদ্ধে বিদেহাদি বহু বীরের পতন

দুর্য্যোধনের বাক্যাবসানে সৈন্যগণ ভয় পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। পতঙ্গগণ যেমন হুতাশনের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবল বিদেহ, কলিঙ্গ, দাশেরক, নিষাদ, সৌবীর, বাহ্লীক, দরদ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভিষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, শাল্ব, শক, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ ও কেকয়রাজ রোষাবেশে অর্জ্জুনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবল ধনঞ্জয় ধ্যানপূর্ব্বক দিব্যাস্ত্র-সমুদয় সন্ধান করিয়া হুতাশনের পতঙ্গগণ-দহনের ন্যায় মহাবেগশালী অস্ত্রে[২] ও অস্ত্র-সমূহের প্রতাপে[৩] সেই সমস্ত মহারথকে দগ্ধ করিলেন। বাণ-সহস্র-বর্ষণ-সময়ে তাঁহার গাণ্ডীব যেন অন্তরীক্ষে উদ্ভাসিত হইতেছে বোধ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কৌরব-পক্ষীয় মহারথগণ তাঁহার শরে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগের প্রকাণ্ড ধ্বজ-সকল বিচ্ছিন্ন ও ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িল; তাঁহারা আর অর্জ্জুনের অভিমুখে অবস্থান করিতে পারিলেন না। ধনঞ্জয়ের শরনিকরে তাড়িত হইয়া রথিগণ রথের সহিত, অশ্বারোহিগণ অশ্বের সহিত ও গজারোহিগণ গজের সহিত ধরাশায়ী হইল। অর্জ্জুনভুজবিমুক্ত

১। মনুষ্যধর্ম্মে মরণশীল। ২—৩। কেহ অস্ত্রে, কেহ অস্ত্রতেজে।

নারাচাভিহত, দিগ্‌দিগন্তে পলায়মান কৌরব-সৈন্যগণে বসুন্ধরা আবৃত হইয়া উঠিল।

দুঃশাসন-পরাজয়—কৃপ প্রভৃতির পলায়ন

ধনঞ্জয় কৌরব-সৈন্যগণকে ভগ্ন করিয়া দুঃশাসনের উপর ভূরি ভূরি শর নিক্ষেপ করিলেন, যেমন ভুজঙ্গশ্রেণী বল্মীকে বিলীন হয়, সেই সমুদয় শর দুঃশাসনকে বিদ্ধ করিয়া সেইরূপ ধরাগর্ভে প্রবেশ করিল। এই সময়ে দুঃশাসনের অশ্বগণ ও সারথি অর্জ্জুনের হস্তে নিপাতিত হইল। অনন্তর ধনঞ্জয় বিংশতি বাণে বিবিংশতিকে বিরথ করিয়া সন্নতপর্ব্ব পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং কৃপ, বিকর্ণ ও শল্যকে বহুসংখ্যক শরে বিদ্ধ করিয়া বিরথ করিলেন। কৃপ, শল্য, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও বিবিংশতি পূর্ব্বাহ্নে এইরূপে বিরথ ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে ধনঞ্জয় দিবাকরের রশ্মিবর্ষণের ন্যায় শরজাল বর্ষণপূর্ব্বক অন্যান্য পার্থিবগণকে নিহত করিয়া শোণিতময়ী মহানদী প্রবাহিত করিলেন এবং ধূমসম্পর্কশূন্য মহা হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। উভয় পক্ষেই কোন স্থানে রথিগণ গজ, অশ্ব ও রথিগণকে, কোন স্থানে হস্তিগণ রথ-সমুদয়কে, কোন স্থানে পদাতিগণ অশ্বগণকে নিহত করিয়াছে, গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথযোদ্ধৃগণের শরীর ও মস্তক মধ্যভাগে ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; পতিত, পাতিত, রথনেমি-নিকৃত্ত[১] ও মাতঙ্গপ্রোথিত[২] কুণ্ডলাদিশোভিত মহারথ রাজপুত্রসমূহে রণক্ষেত্র আচ্ছাদিত হইয়াছে। পদাতি, অশ্ব, অশ্বারোহী, গজ ও রথিগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে; ভগ্নচক্র, ভগ্নযুগ ও ভগ্নধ্বজ রথ-সমুদয় বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে; রণস্থল গজ, অশ্ব ও যোদ্ধগণের রুধিরে শারদ রক্তাব্জের[৩] ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে; কুক্কুর, কাক, গৃধ্র, বৃক, গোমায়ু ও অন্যান্য বিকৃত[৪] পশু-পক্ষিগণ ভক্ষ্য লাভ করিয়া শব্দ করিতেছে; চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বিকৃত বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, রাক্ষস ও ভূতগণ নয়নপথে আবির্ভূত হইয়া চীৎকার করিতেছে। কাঞ্চনদাম ও মহামূল্য পতাকাসকল সহসা বায়ুভরে কম্পিত হইয়া উঠিতেছে; শত শত শ্বেতচ্ছত্র ও ধ্বজের সহিত মহারথগণ ভূমিতলে পতিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, অবলোকন করিলাম।

অনন্তর ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইবামাত্র বর্ম্মিতকলেবর শিখণ্ডী তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। মহাবীর ভীষ্মও তৎক্ষণাৎ সেই অগ্নিসদৃশ অস্ত্র উপসংহার[১] করিলেন। ধনঞ্জয় সেই অবকাশে কৌরব-সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন।"

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

ভীষ্মকর্ত্তৃক বহু বীরসহ শতানীক বধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে রাজন্! সেই মহতী সেনা ব্যূহিত হইলে সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণ সকলেই জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন; সুতরাং কেবল যে সৈন্যগণ সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়াছিল, এমন নহে; রথী রথীর সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত ও গজ গজযোধীর সহিত মিশ্রিত হইয়া উঠিল। এইরূপে মনুষ্য ও হস্তিগণ পরস্পর মিলিত হইলে, কে কোন্ পক্ষ, তাহার কিছুই বিশেষ রহিল না; ফলতঃ উভয় সেনার সমাগম এরূপ ভয়ঙ্কর হইয়াছিল যে, সকলেই উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর শল্য, কৃপ, চিত্রসেন, দুঃশাসন ও বিকর্ণ ভাস্বর রথে আরোহণ করিয়া পাণ্ডবসেনাকে কম্পিত করিতে লাগিলেন। তাহারা নির্ভর-নিপীড়িত বায়ুঘূর্ণিত নৌকার ন্যায় ভ্রাম্যমাণ হইতে লাগিল।

এ দিকে যেমন শিশির-সময়[২] গো-সকলের মর্ম্মচ্ছেদ করে, সেইরূপ ভীষ্ম পাণ্ডবগণের মর্ম্মচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ধনঞ্জয়ও নবমেঘসঙ্কাশ মাতঙ্গগণকে নিপাতিত এবং নারাচ ও শরজালে বীরগণকে বিমর্দ্দিত ও তাড়িত করিতে লাগিলেন। এই রূপে পরাক্রান্ত ভীষ্ম ও ধনঞ্জয় বীরক্ষয়কারী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মহাগজগণ ঘোরতর আর্ত্তস্বরে নিপতিত হইতে লাগিল। রণক্ষেত্র নিহত মহাত্মগণের আভরণভূষিত কলেবরে ও কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তকে

১। রথচক্রে কর্ত্তিত—রথের চাকায় কাটা। ২। হস্তীর পায়ের চাপে মৃত্তিকামধ্যে প্রবিষ্ট। ৩। শরৎকালীন রক্তপদ্মের। ৪। উন্মত্ত।

১। প্রত্যাহার—সংবরণ। ২। শীতকালে।

আকীর্ণ হইয়া উঠিল। তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ভীষ্মের পরাক্রম-সন্দর্শনে জীবনে নিরপেক্ষ হইয়া স্বর্গকেই একমাত্র আশ্রয় মনে করিয়া সেনাগণ-সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণকে আক্রমণ করিলেন। পূর্ব্বে আপনি ও আপনার পুত্রগণ পাণ্ডবগণকে যে সকল ক্লেশ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা স্মরণ করিয়া, ব্রহ্মলোক-লাভে সমুৎসুক হইয়া নির্ভয়ে আহ্লাদিতচিত্তে, তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের মহারথ সেনাপতি সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে কহিলেন, 'হে সোমক ও সৃঞ্জয়গণ! ভীষ্মকে আক্রমণ কর।' সোমক ও সৃঞ্জয়গণ ভীষ্মসায়কে আহত হইয়াও সেনাপতির বাক্যশ্রবণে শরজাল দ্বারা ভীষ্মকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। ভীষ্ম শরাঘাতে ক্রোধান্বিত হইয়া সৃঞ্জয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যশস্বী ভীষ্ম পূর্ব্বে পরশুরামের নিকট যে পরসৈন্যবিনাশিনী অস্ত্রশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া প্রতিদিন দশ সহস্র সৈন্য সংহার করিতেন।

দশম দিবসের যুদ্ধ সমুপস্থিত হইলে, তিনি একাকী মৎস্য ও পাঞ্চালগণের দশ সহস্র গজারোহী, সাতজন মহারথ, চতুর্দ্দশ সহস্র পদাতি, সহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব, বিরাটের প্রিয়তম ভ্রাতা শতানীক ও অন্য সহস্র সহস্র রাজাকে ভল্লাস্ত্রে নিপাতিত করিলেন; ফলতঃ পাণ্ডবপক্ষীয় যে সমুদয় রাজা ধনঞ্জয়ের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, ভীষ্মের সংগ্রামে তাঁহারা সকলেই শমনভবনে গমন করিলেন। অনন্তর ভীষ্মের শরজালে পাণ্ডবসেনার দশদিক্ আচ্ছন্ন হইল। প্রতাপবান্ ভীষ্ম এই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া শরাসন-হস্তে উভয় সেনার মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে দিবাকর গগনমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাপপ্রদান করিলে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় না, সেইরূপ কোন রাজাই ভীষ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইলেন না। যেমন পুরন্দর দৈত্যসেনাকে তাপিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভীষ্ম পাণ্ডব-সেনাকে পরিতাপিত করিলেন।

অর্জ্জুনের কৃষ্ণকথিত ভীষ্মজয়-কৌশল অবলম্বন

বাসুদেব ভীষ্মকে তাদৃশ পরাক্রান্ত অবলোকন করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'ধনঞ্জয়! এই শান্তনুতনয় ভীষ্ম উভয় সেনার মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন; উঁহাকে বলপূর্ব্বক নিহত করিলেই তোমার জয়লাভ হইবে; অতএব ঐ যে স্থানে সেনাগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইতেছে, সেই স্থানেই উঁহাকে সংস্তম্ভিত[1] কর; তোমা ভিন্ন কেহই ভীষ্ম-শর সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।' ধনঞ্জয় কৃষ্ণের নিয়োগানুসারে শরজালে ধ্বজ, রথ ও অশ্বের সহিত ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিলেন; ভীষ্ম শরজালে অর্জ্জুনপ্রমুক্ত শরনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, চেকিতান, কেকয়েরা পঞ্চভ্রাতা, সাত্যকি, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, শিখণ্ডী, কুন্তিভোজ, সুশর্ম্মা, বিরাট ও পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবলগণ তাঁহার শরজালে নিপীড়িত ও শোকসাগরে নিমগ্ন হইলে ধনঞ্জয় তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

অনন্তর শিখণ্ডী উৎকৃষ্ট আয়ুধ গ্রহণ করিয়া অতি বেগে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। রণ-বিভাগবিৎ[2] ধনঞ্জয় ভীষ্মের অনুচরগণকে সংহার করিয়া শিখণ্ডীর রক্ষণার্থ ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া মহায়ুধ-সমূহ সমুদ্যত করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহে ভীষ্মকে আহত করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম সেই সমুদয় শর নিরাকৃত করিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক যেন ক্রীড়া করিতে করিতে শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু শিখণ্ডীর স্ত্রীরূপ স্মরণ করিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ হাস্য করিতে লাগিলেন; তাঁহার প্রতি একটিও শর নিক্ষেপ না করিয়া দ্রুপদ-সৈন্যের সাত জন রথীর প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ক্ষণকালমধ্যে মৎস্য, পাঞ্চাল ও চেদিগণ সকলে একমাত্র ভীষ্মের দিকে ধাবমান হইলে তাঁহাদিগের কিলকিলা শব্দ সমুত্থিত হইল। যেমন জলদজাল দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ তাহারা অশ্ব, রথ ও শরসমূহে ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিল। এই দেবাসুর-সদৃশ যুদ্ধে ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মের উপর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

১। স্তম্ভ—আটক। ২। সমর-সমাবেশে অভিজ্ঞ—যথাস্থানে সেনাসংস্থাপনে নিপুণ।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

সমবেত পাণ্ডবাক্রমণে ভীষ্মের ভীষণ যুদ্ধ

সঞ্জয় কহিলেন, "হে নরনাথ! এইরূপে সমুদয় পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ একত্র হইয়া শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক শতঘ্নী, পরিঘ, পরশু, মুদ্গর, মুষল, প্রাস, ক্ষেপণীয়[১], শর, শক্তি, তোমর, কম্পন, নারাচ, বৎসদন্ত ও ভুশুণ্ডী[২]-সমূহে তাঁহাকে তাড়না করিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা তাঁহার তনুত্রাণ বিশীর্ণ হইলে তিনি মর্ম্মে আহত হইয়াও অধীর হইলেন না; প্রত্যুত বীরক্ষয়রূপ ইন্ধনে উদ্দীপিত, বিচিত্র শরাসনরূপ মহাশিখাশালী, নেমিনির্ঘোষরূপ সন্তাপ-সনাথ[৩], তাঁহার প্রদীপ্ত মহাস্ত্র-পাবক[৪] অরাতি-গণের পক্ষে প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় হইয়া উঠিল। পিতামহ ভীষ্ম সেই রথমণ্ডল হইতে বিনিঃসৃত হইয়া শত্রুগণমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং দ্রুপদ ও ধৃষ্টকেতুকে গণনা না করিয়া পাণ্ডব-সেনার অভ্যন্তরে উপস্থিত হইলেন, পরি-শেষে সাত্যকি, ভীম, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ, বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ভীমঘোষ[৫], মহাবেগগামী, বর্ম্ম-বরণভেদী[৬], নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সাত্যকি প্রভৃতি ছয় জন মহারথ ভীষ্মের সমুদয় শর নিরাকৃত করিয়া দশ দশ বাণে তাঁহাকে বিমর্দ্দিত করিলেন। শিখণ্ডী যে সকল স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত সায়ক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা অতি শীঘ্র ভীষ্মের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর অর্জ্জুন কুপিতচিত্তে শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মের অভিমুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, জয়-দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভগদত্ত, এই সাত মহারথ ভীষ্মের শরাসনচ্ছেদন সহ্য করিতে না পারিয়া দিব্য অস্ত্র-সমূহে অর্জ্জুনকে আচ্ছাদন-পূর্ব্বক অতি দ্রুতবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অভিমন্যু, এই সাত মহাবীর দ্রোণ প্রভৃতির দ্রুতগমনজনিত তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত ক্রোধমূর্চ্ছিতচিত্তে[১] বিচিত্র কার্ম্মুক-হস্তে সত্বর গমন করিলেন। দানবগণের সহিত দেবগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, কৌরবপক্ষীয় সাত বীরের সহিত পাণ্ডবপক্ষের সাত বীরের সেইরূপ লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল।

এ দিকে শিখণ্ডী ছিন্নকার্ম্মুক ভীষ্মকে দশ বাণে ও তাঁহার সারথিকে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে রথের ধ্বজচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভীষ্ম অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করিলে ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ তিন শরে তাহাও ছেদন করিলেন। অনন্তর ভীষ্ম যতবার শরাসন গ্রহণ করেন, অর্জ্জুন ততবারই তাহা ছেদন করিয়া ফেলেন। পরিশেষে তিনি ধনঞ্জয়ের প্রতি জ্বলন্ত বজ্রের ন্যায় পর্ব্বতবিদারণ শক্তি নিক্ষেপ করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া অতি তীক্ষ্ণ পাঁচ ভল্লে তাহা পাঁচ খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যখন সেই ছিন্ন শক্তি রথ হইতে নিপতিত হইল, তখন বোধ হইল যেন, বিদ্যুৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া মেঘবৃন্দ হইতে পতিত হইতেছে।

ঋষিবাক্যানুসরণে ভীষ্মের সমরাবসানে ইচ্ছা

শক্তি ছেদিত হইল দেখিয়া জাতক্রোধ ভীষ্ম মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'যদি মহাবল মধুসূদন পাণ্ডব-গণের রক্ষক না হইতেন, তাহা হইলে আমি উহা-দিগকে একমাত্র শরাসনেই নিহত করিতে পারিতাম; কিন্তু পাণ্ডবগণ অবধ্য ও শিখণ্ডী স্ত্রীলোক; এই দুই কারণে উহাদিগের সহিত যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলাম; পিতা কালীর[২] পাণিগ্রহণসময়ে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে স্বেচ্ছামরণ ও রণে অবধ্যত্ব বর প্রদান করিয়াছিলেন; এক্ষণে মৃত্যুর এই প্রকৃত সময় বোধ হইতেছে।' তখন আকাশস্থ ঋষি ও বসুগণ অমিততেজাঃ ভীষ্মের এইরূপ অধ্যবসায় অবগত হইয়া কহিলেন, 'হে ভীষ্ম! তোমার যেরূপ অধ্যবসায় হইয়াছে, তাহা আমাদিগেরও প্রীতিকর; অতএব রণবুদ্ধি নিবৃত্ত করিয়া অভিলষিত বিষয়ের অনুষ্ঠান কর।' ঋষি-গণের বাক্যাবসানে শুভসূচক সুগন্ধ অনুকূল সমীরণ প্রবাহিত, মহাস্বন দেবদুন্দুভি-সকল নিনাদিত

১। যাহা ক্ষেপণ করা যায়—ছুড়িয়া মারা যায়। ২। বাহুদ্বয় পরিমাণ দীর্ঘ ও বড় বড় গ্রন্থিযুক্ত মোটা লাঠি। ৩। অতি তাপযুক্ত —অত্যন্ত তাপপ্রদ। ৪। ভীষণ অস্ত্ররূপ অনল। ৫। ভয়ঙ্কর শব্দযুক্ত। ৬। বর্ম্মরূপ আবরণভেদকারী।

১। অত্যন্ত ক্রোধসহকারে। ২। সত্যবতীর।

ও ভীষ্মের উপর পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। সেই সকল ঋষি ও বসুগণের বাক্য ভীষ্ম ব্যতীত আর কাহারও শ্রবণগোচর হয় নাই, মহর্ষি ব্যাসদেবের তেজঃপ্রভাবে আমিও শ্রবণ করিয়াছিলাম। মহারাজ! সর্ব্বলোকপ্রিয় ভীষ্ম রথ হইতে পতিত হইবেন বলিয়া দেবগণের মহাসম্ভ্রম[১] সমুপস্থিত হইল।

মহাতপাঃ ভীষ্ম দেবর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাবরণভেদী নিশিত শরনিক্ষেপে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিলেন না। শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মের বক্ষঃস্থলে অতি তীক্ষ্ণ নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। যেমন ভূমিকম্প উপস্থিত হইলেও পর্ব্বত কম্পিত হয় না, সেইরূপ ভীষ্ম শিখণ্ডীর শরে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্য করিয়া গাণ্ডীব-শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক ক্রোধভরে প্রথমে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রকে, তৎপরে এক শত শরে ভীষ্মের গাত্র ও সমুদয় মর্ম্মস্থান আহত করিলেন। মহারথ ভীষ্ম অন্যান্য যে সকল বীরগণের শরনিকরে নিতান্ত-নিপীড়িত হইতেছিলেন, এক্ষণে সন্নতপর্ব্ব শরজাল বিস্তার করিয়া সেই সকল বীরকে বিদ্ধ ও তাঁহাদের শরসমুদয় নিবারিত করিতে লাগিলেন। মহারথ শিখণ্ডী যে সকল স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশিত শর পরিত্যাগ করিলেন, ভীষ্ম তদ্দ্বারা কিছুমাত্র পীড়িত হইলেন না।

অর্জ্জুনযুদ্ধে ভীষ্মের উত্তেজনা—পুনঃ যুদ্ধ

অনন্তর ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার শরাসন ছেদন, দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ, এক বাণে ধ্বজচ্ছেদ ও দশ বাণে তাঁহার সারথিকে বিকম্পিত করিলেন। ভীষ্ম কার্ম্মুকান্তর পরিগ্রহ করিলে ধনঞ্জয় তাহাও তিন ভল্লে খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভীষ্ম যত ধনু গ্রহণ করিলেন, ধনঞ্জয় এক এক নিমিষে তৎসমুদয়ই ছেদন করিলেন। পিতামহ ভীষ্ম অতঃপর আর অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন না, কিন্তু অর্জ্জুন পুনরায় তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি ক্ষুদ্রক দ্বারা আঘাত করিলেন।

মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, 'হে দুঃশাসন! বজ্রপাণি পুরন্দর যাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে, সেই মহারথ অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া আমার উপর অনেক সহস্র শর নিক্ষেপ করিতেছে, সন্দেহ নাই; মনুষ্য মহারথ মনুষ্যগণের কথা দূরে থাকুক, বীর্য্যশালী দেব, দানব ও রাক্ষসগণও একত্র হইয়া আমাকে পরাজয় করিতে পারে না।' ভীষ্ম ও দুঃশাসন এইরূপে কথোপকথন করিতেছেন' এমন সময় ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া ভীষ্মকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম অর্জ্জুন-শরের নির্ভর-নিপীড়নে অধিকতর বিস্মিত হইয়া পুনরায় কহিলেন, 'হে দুঃশাসন! এই যে বজ্র-সমস্পর্শ অবিচ্ছিন্ন শরধারা নিক্ষিপ্ত হইতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে মুষলসদৃশ বাণসকল দৃঢ় আবরণ ভেদ করিয়া আমার মর্ম্মস্থান ভেদ করিতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে ব্রহ্মদণ্ড-সমস্পর্শ বজ্রবেগের ন্যায় দুর্ব্বিষহ শরনিকর আমার জীবনকে রুগ্ন করিতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে গদা ও পরিঘসদৃশ কঠোরতর সায়ক-সমুদয় যমদূতের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইয়া আমার প্রাণ বিনাশ করিতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে জাতক্রোধ লেলিহান বিষবিষম আশী-বিষের ন্যায় বিশিখজাল আমার মর্ম্মস্থানে প্রবেশিত হইতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নহে; এই যে বাণ-সকল আমার সমুদয় গাত্র ভেদ করিতেছে, ইহা কখন শিখণ্ডীর বাণ নয়, অর্জ্জুনেরই বাণ, তাহার সন্দেহ নাই। গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে আ কোন রাজা আমাকে ক্লেশিত করিতে পারে না।'

প্রতাপবান্ ভীষ্ম এই কথা কহিতে কহিতে যেন পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার অভিলাষে ধনঞ্জয়ের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ কুরুবীরগণের সমক্ষে তিন শরে তাহা তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শান্তনুতনয় জয় বা মৃত্যুর অন্যতম প্রাপ্ত হইবার বাসনায় সুবর্ণ-বিচিত্র চর্ম্ম ও খড়্গ ধারণ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভীষ্ম রথ হইতে অবতীর্ণ হইতে না হইতেই ধনঞ্জয় শরনিকরে সেই চর্ম্ম শতধা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে সৈন্যগণ! তোমরা ভীষ্মকে আক্রমণ কর। তোমাদিগের অণু-মাত্রও ভয় নাই।' ইহা কহিয়া তিনি তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া তোমর, প্রাস, বাণ, পট্টীশ, খড়্গ, নারাচ,

১। চিত্তবিক্ষেপ—মনের চাঞ্চল্য।

বৎসদন্ত ও তল্ল-সমূহ লইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে একমাত্র ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল এবং পাণ্ডবগণ ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এ দিকে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ভীষ্মকে জয়ী করিবার অভিলাষে একমাত্র ধনঞ্জয়ের অভিমুখীন হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষ পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইলে যুদ্ধক্ষেত্র মুহূর্ত্তকালমধ্যে গঙ্গাপাতজনিত সাগরাবর্ত্তের[১] ন্যায় হইয়া উঠিল। পৃথিবী শোণিতলিপ্ত হইয়া অতি ভীষণ রূপ ধারণ করিল এবং সম ও বিষম স্থল কিছুই লক্ষিত হইল না। ভীষ্ম মর্ম্মাহত হইয়াও দশ সহস্র যোদ্ধাকে নিহত করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় সেনামুখে অবস্থান করিয়া কৌরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার ভয়ে ভীত ও তাঁহার শরে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলাম। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভিষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, শাল্য, শল, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ ও কেকয়দেশীয় মহাত্মগণ শরার্ত্ত ও ব্রণপীড়িত[২] হইয়াও অর্জ্জুনসহ যুধ্যমান ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিলেন না।

এ দিকে পাণ্ডবগণ একমাত্র ভীষ্মকে পরিবেষ্টন ও সমুদয় কৌরবসৈন্যকে পরাজিত করিয়া শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং শত শত ও সহস্র সহস্র সৈন্যের প্রাণসংহার করিলেন। 'নিপাতিত কর, গ্রহণ কর, যুদ্ধ কর, ছেদন কর', ভীষ্মের রথের দিকে এইরূপে শব্দ সমুত্থিত হইল।

ভীষ্মের শরশয্যা

হে মহারাজ! ভীষ্মের কলেবর ধনঞ্জয়ের নিশিত শরনিকরে এরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল যে, দুই অঙ্গুলি স্থানও অবশিষ্ট ছিল না। এইরূপে ক্ষতবিক্ষত-কলেবর ভীষ্ম সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আপনার পুত্রগণের সমক্ষে পূর্ব্বশিরাঃ হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলেন। স্বর্গে দেবগণ, মর্ত্ত্যলোকে ভূপতিগণ উচ্চস্বরে হাহাকার করিতে লাগিলেন; ভীষ্ম নিপতিত হইতেছেন দেখিয়া আমাদের হৃদয়ও তাঁহার সহিত নিপতিত হইল। নিখিল ধনুর্দ্ধরগণের ধ্বজস্বরূপ[৩] ভীষ্ম সমুত্থিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলে বসুন্ধরা কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি এরূপ শরজালে আবৃত হইয়াছিলেন যে, পতিত হইয়াও ধরাতল স্পর্শ করিলেন না; শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। দিব্য ভাব-সকল তাঁহাতে প্রবেশ করিল, জলধর বর্ষণ করিতে লাগিল, মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল।

ভীষ্মের প্রাণপরিত্যাগে উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা

মহাবীর ভীষ্ম পতনসময়ে দিবাকরকে দক্ষিণদিকে অবলোকন করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত সমুচিত সময় প্রতীক্ষায় পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন। ঐ সময় অন্তরীক্ষ হইতে এই দিব্য বাক্য তাঁহার শ্রবণগোচর হইলে যে, 'নিখিল ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য মহাত্মা ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়নে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন?' ভীষ্ম এই দিব্যবাক্য শ্রবণ করিয়া 'আমি জীবিত আছি' বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। এইরূপে কুরুপিতামহ ভীষ্ম ধরাতলে পতিত হইয়াও উত্তরায়ণ-প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলেন।

হিমালয়নন্দিনী গঙ্গা ভীষ্মের অভিপ্রায় অবগত হইয়া মহর্ষিগণকে হংসরূপে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। মানসনিবাসী হংসরূপ ঋষিগণ সত্বর গমন করিয়া দেখিলেন, কুরুকুলতিলক মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তখন তাঁহারা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরস্পর আমন্ত্রণপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহাত্মা ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়নে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন?' এই বলিয়া দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। মহাবুদ্ধি ভীষ্ম তাঁহাদিগকে দর্শনপূর্ব্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'হে হংসগণ! আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি যে, দিবাকর যত দিন দক্ষিণায়নে অবস্থান করিবেন, তত দিন আমি গমন করিব না; সত্য কহিতেছি, আদিত্য উত্তরায়ণস্থ হইলে আমি সেই পুরাতন স্থানে[১] উপস্থিত হইব; এক্ষণে সেই উত্তরায়ণ-প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিতেছি। মহাত্মা পিতা আমাকে স্বেচ্ছামরণ বর দিয়াছিলেন, আজি তাহা সফল হউক; সেই বরপ্রভাবে মরণের উপর আমার কর্ত্তৃত্ব আছে; তন্নিমিত্ত আমি জীবিত রহিয়াছি, নিয়মিত কাল উপস্থিত হইলে জীবন বিসর্জ্জন করিব।'

১। গঙ্গাসাগর-সঙ্গমস্থ জলঘূর্ণীর। ২। বাণাঘাতে বেদনাযুক্ত। ৩। অনুকরণীয় উচ্চ কীর্ত্তিতুল্য।

১। পূর্ব্বজন্মক্ষেত্রে—বসুলোকে।

ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মের শরশয্যায় শয়ন

ভীষ্ম হংসগণকে এই কথা বলিয়া শরশয্যাতেই শয়ান রহিলেন।

হে মহারাজ! কুরুবংশাবতংস মহাতেজাঃ অবধ্য ভীষ্ম নিপতিত হইলে, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; আপনার পুত্রগণ কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কৌরবগণ নিতান্ত মোহাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন, কৃপ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রোদন ও বিষাদে বহুক্ষণ স্তব্ধেন্দ্রিয়[১] হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করিলেন এবং নিতান্ত নিগৃহীত হইয়াও পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন না। ফলতঃ কুরুগণ সহসা অবিতর্কিত ব্যসনে[২] নিমগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিক্ শূন্যপ্রায় দেখিতে লাগিলেন। তাহারা শরনিকরে ক্ষত-বিক্ষত ও অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হইয়াছিল; আবার মহাবীর ভীষ্মও নিহত হইলেন; সুতরাং ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রহিল।

পাণ্ডবগণ ইহলোকে জয়লাভ করিলেন ও পরলোকে পরম গতি লাভ করিবেন বলিয়া মহাশঙ্খ-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সোমক ও পাঞ্চালগণ পুলকিত হইলেন। তূর্য্য সহস্র[৩] নিনাদিত হইলে মহাবল ভীমসেন বাহুবাস্ফোটনপূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিলেন। উভয় সেনার মধ্যেই কোন কোন বীর শস্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ চীৎকারপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন, কেহ কেহ মোহাবিষ্ট হইলেন, কেহ কেহ ক্ষাত্রধর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ ভীষ্মের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঋষিগণ, পিতৃগণ ও ভারতদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভীষ্ম মহোপনিষদ্‌বিহিত[৪] যোগাশ্রয়পূর্ব্বক জপে প্রবৃত্ত হইয়া সময়-প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

১। সমস্ত চেষ্টারহিত। ২। অচিন্তিতপূর্ব্ব বিপদে। ৩। হাজার হাজার ঢাক। ৪। মুক্তিবিধায়ক।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়

ভীষ্ম-পরাজয়ে পাণ্ডব-হর্ষ—কৌরব-বিষাদ

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যিনি পিতার নিমিত্ত ব্রহ্মচারী হইয়াছিলেন, সেই মহাবল, দেবকল্প, ভীষ্ম নিহত হইলে যোদ্ধৃগণ কি প্রকার হইয়াছিল? তিনি যখন ঘৃণাবশতঃ শিখণ্ডীকে প্রহার করেন নাই, তখনই কৌরবগণ পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছিল। ইহা অপেক্ষা দুঃখতর আর কি আছে যে, এই পাপাত্মাকে পিতার নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিতে হইল। আমার হৃদয় প্রস্তরের সারাংশে নির্ম্মিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই; যে হেতু, ভীষ্মের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও তাহা শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। যাহা হউক, জয়াভিলাষী ভীষ্ম আহত হইয়া কি করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন কর; তিনি পুনঃ পুনঃ আহত হইয়াছিলেন, ইহা আমার সহ্য হইতেছে না। পূর্ব্বে পরশুরাম যাঁহাকে দিব্যাস্ত্রনিকরে বিনাশ করিতে পারেন নাই, আজি তিনি দ্রুপদনন্দন শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইলেন!"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! কুরুপিতামহ ভীষ্ম সায়াহ্নসময়ে[১] ধরাতলে নিপতিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিষাদসাগরে নিমগ্ন ও পাঞ্চালগণকে আহ্লাদ-নীরে অভিষিক্ত করিয়া শরশয্যাতেই শয়ান রহিলেন; তাঁহাকে ভূমি-স্পর্শ করিতে হয় নাই। কুরুগণের সীমাবৃক্ষ[২] ভীষ্ম রথ হইতে নিপতিত হইলে সকল ভূতের মধ্যে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল; উভয়-পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণই ভয়াবিষ্ট হইলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ মহারথ ভীষ্মকে বিশীর্ণ-কবচ[৩] ও স্রস্তধ্বজ[৪] নিরীক্ষণ করিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। আকাশমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন, দিবাকর প্রভাশূন্য ও ধরাতল ধ্বনিত হইয়া উঠিল। 'ইনি ব্রহ্মবেত্তা[৫]গণের শ্রেষ্ঠ, ইনি বেদবেত্তা[৬]গণের প্রধান', এই কথা বলিয়া লোকে ভীষ্মকে সন্তাষণ করিতে লাগিল। ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ শরতল্পগত[৭] ভীষ্মকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'ইনি পূর্ব্বে পিতাকে কামাকুলিত দেখিয়া স্বয়ং ঊর্দ্ধরেতা[৮] হইয়াছিলেন।' আপনার পুত্রগণ,

১। সন্ধ্যাকালে। ২। সীমারক্ষক বৃক্ষের ন্যায় আশ্রয়স্বরূপ। ৩। ছিন্নবর্ম্মা—বর্ম্ম ছিঁড়িয়া যাওয়া। ৪। স্খলিতধ্বজ—ধ্বজ খুলিয়া পড়া। ৫। ব্রহ্মবিদ্। ৬। বেদজ্ঞ। ৭। শর-শয্যা শায়ান। ৮। অখলিতব্রহ্মচর্য্য—অকৃতদারহেতু অস্খলিতব্রহ্মচর্য্য।

কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিষণ্ণবদন, শ্রীভ্রষ্ট এবং লজ্জায় নম্রমুখ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ জয়লাভ করিয়া রণমস্তকে[১] অবস্থানপূর্ব্বক হেমজাল-চিত্রিত মহা-শঙ্খের বাদ্য আরম্ভ করিলেন। হর্ষনিবন্ধন তূর্য্যসহস্র বাদিত হইতে আরম্ভ হইলে দেখিলাম, মহাবল ভীমসেন বেগপ্রভাবে মহাবল শত্রুকে সংহার করিয়া আহ্লাদে ক্রীড়া করিতেছেন। কৌরবগণ মোহাচ্ছন্ন হইয়াছেন। কর্ণ ও দুর্য্যোধন মুহুর্ম্মুহুঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। সকলেই মর্য্যাদাবিহীন হইয়া হাহাকার করিতেছে।

যুদ্ধ-নিবৃত্ত—পক্ষদ্বয়ের ভীষ্মসমীপে গমন

হে রাজন্! দেবব্রত ভীষ্ম রথ হইতে পতিত হইবামাত্র দুঃশাসন দুর্য্যোধনের নিয়োগানুসারে সসৈন্যে বর্ম্মিত হইয়া তাহাদিগকে বিষাদসাগরে নিমগ্ন করিয়া ত্বরিত-গমনে দ্রোণাচার্য্যের সৈন্যাভি-মুখে গমন করিতেছিলেন; কুরুগণ তদ্দর্শনে তিনি কি কহিবেন ভাবিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর তিনি দ্রোণাচার্য্যকে ভীষ্মের নিধনবার্ত্তা কহিলে দ্রোণাচার্য্য সেই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণমাত্র সহসা রথ হইতে নিপতিত হইলেন এবং অনতি-বিলম্বেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। পাণ্ডবগণ কৌরবগণকে প্রতিনিবৃত্ত নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতগামী অশ্বে আরূঢ় দূতগণ দ্বারা স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারিত করিতে লাগিলেন।

সৈন্যগণ পারম্পর্য্যক্রমে নিবৃত্ত হইলে ভূপতিগণ কবচ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন এবং যোদ্ধৃগণ যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া যেমন অমরগণ প্রজাপতির সমীপে গমন করেন, সেইরূপ ভীষ্মের সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কৌরব ও পাণ্ডবগণ শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে মহাভাগগণ! তোমাদিগের স্বাগত! হে মহারথ-গণ! তোমাদিগের স্বাগত! আমি তোমাদিগের দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেছি।' লম্বমানমস্তক[২] কুরুপিতামহ ভীষ্ম তাঁহাদিগকে এইরূপ আমন্ত্রণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, 'হে ভূপতিগণ! আমার মস্তক অতিশয় লম্বমান হইতেছে, অতএব আমাকে উপাধান প্রদান কর।' ভূপতিগণ তৎক্ষণাৎ সূক্ষ্ম, কোমল ও উৎকৃষ্ট উপাধান সকল আহরণ করিলেন। ভীষ্ম তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া সহাস্য-বদনে কহিলেন, 'হে পার্থিবগণ! এ সকল উপাধান এই বীর-শয্যার উপযুক্ত নয়।' অনন্তর পুরুষপ্রধান শান্তনুনন্দন ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! হে মহা-বাহো! হে বৎস! আমার মস্তক লম্বমান হইতেছে, অতএব উপযুক্ত উপাধান প্রদান কর'।"

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

অর্জ্জুনশরে শরশয্যায় ভীষ্মের উপাধান-বিধান

সঞ্জয় কহিলেন, "ধনঞ্জয় গাণ্ডীব পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, 'হে পিতামহ! আমি আপনার ভৃত্য, কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।'

ভীষ্ম কহিলেন, 'বৎস! আমার মস্তক লম্বমান হইতেছে; তুমি সমর্থ, ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ, ক্ষাত্র-ধর্ম্মে অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্, অতএব উপযুক্ত উপাধান প্রদান কর।'

ধনঞ্জয় 'তথাস্তু' বলিয়া কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক গাণ্ডীবকে আমন্ত্রণ, সন্নতপর্ব্ব শর-সমুদয় গ্রহণ ও মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া মহাবেগ সুতীক্ষ্ণ তিন শর নিক্ষেপ করিলে শরত্রয় তাঁহার মস্তকে লগ্ন হইয়া উপাধান স্বরূপ হইল। সুহৃদ্‌গণের প্রীতিবর্দ্ধন ধনঞ্জয় অভিপ্রায় অবগত হইয়াছেন দেখিয়া, তত্ত্ববিৎ ভীষ্ম পরিতুষ্টচিত্তে উপাধানদানের নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে সভাজন[২] করিলেন এবং সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'ধনঞ্জয়! তুমিই শয্যার অনুরূপ উপাধান আহরণ করিয়াছ, যদি এরূপ না করিতে, ক্রুদ্ধ হইয়া আমি তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম। যুদ্ধে এইরূপ শরশয্যাতে শয়ন করাই ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য।' ভীষ্ম ধনঞ্জয়কে এইরূপ কহিয়া পার্শ্বস্থিত

১। রণক্ষেত্রের অগ্রভাগে। ২। অবলম্বনের অভাবে দোদুল্য-মান মস্তক—ঝুলে পড়া।

১। শিয়রের বালিশ। ২। প্রশংসা।

রাজা ও রাজপুত্রগণকে কহিলেন, 'হে ভূপতিগণ! দেখ, ধনঞ্জয় আমার উপাধান আহরণ করিয়াছে; সূর্য্যের উত্তরায়ণ আবর্ত্তন[১] পর্য্যন্ত আমি শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকিব। যখন দিবাকর সপ্ততুরঙ্গমযুক্ত[২] তেজঃপ্রদীপ্ত রথে আরোহণ করিয়া উত্তরায়ণে আবর্ত্তিত হইবেন, সেই সময়ে যাঁহারা আমার নিকট আগমন করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন, আমি পরম-সুহৃদ্ প্রিয়তম প্রাণকে বিসর্জ্জন করিব। এক্ষণে তোমরা আমার এই বাসস্থানে পরিখা খনন কর; আমি দিবাকরকে উপাসনা করিব। তোমরা বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হও।'

অনন্তর শল্যোদ্ধরণকুশল[৩], সুশিক্ষিত বৈদ্যগণ সর্ব্বপ্রকার উপকরণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, 'দুর্য্যোধন! সৎকারপূর্ব্বক ধন প্রদান করিয়া চিকিৎসকগণকে বিদায় কর। আমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের প্রশংসনীয় পরম গতিপ্রাপ্ত হইয়াছি; চিকিৎসকের প্রয়োজন কি? হে ভূপালগণ! শর-শয্যাগত ভীষ্মের এইরূপ ধর্ম্ম নয়, যথাকালে আমাকে এই সমুদয় শরের সহিত দগ্ধ করিতে হইবে।'

ভীষ্মসম্ভাষণান্তে সকলের স্ব স্ব শিবিরে গমন

দুর্য্যোধন ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাযোগ্য সৎকার সহকারে বৈদ্যগণকে বিসর্জ্জন করিলেন। নানা জনপদের রাজগণ অমিততেজাঃ ভীষ্মের ধর্ম্মানুগত অবস্থান অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

অনন্তর সেই সমুদয় রাজা, পাণ্ডব ও কৌরবগণ ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া স্ব স্ব শিবিরগমন চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর নির্ভর-নিপীড়িত রুধিরার্দ্রকলেবর বীরগণ সায়াহ্নসময়ে স্ব স্ব স্কন্ধাবারে সমুপস্থিত হইলেন।

মহারথ পাণ্ডবগণ ভীষ্মের পতনে পুলকিত ও প্রীত হইয়া উপবেশন করিলে পর বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, আপনি ভীষ্মকে নিপাতিত করিয়া জয়যুক্ত হইয়াছেন। মহারথ, সত্যসন্ধ, সর্ব্বশস্ত্রপারদর্শী ভীষ্ম কি দেবগণ, কি মানবগণ, সকলেরই অবধ্য; কিন্তু হে রাজন! আপনি যাহার প্রতি কোপ-নয়নে দৃষ্টিপাত করেন, তাহার আর নিস্তার নাই; মহাবীর ভীষ্ম আপনার বিষম সাংঘাতিক দৃষ্টিতেই পতিত হইয়া দগ্ধ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।'

যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তর করিলেন, 'হে বাসুদেব! আমরা তোমারই প্রসাদে জয়লাভ করিয়াছি এবং কৌরবেরা তোমারই ক্রোধে পরাজিত হইয়াছে। তুমি আমাদিগের শরণ, ভক্তগণের অভয়দাতা; তুমি যাহাদিগের রক্ষক ও হিতকারী, তাহাদিগের জয় বিস্ময়কর নহে। আমার মতে তোমাকে প্রাপ্ত হইলে কিছুই বিস্ময়কর হয় না।'

জনার্দ্দন হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, 'মহারাজ! ঈদৃশ বাক্য আপনারই উপযুক্ত হইয়াছে'।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

প্রভাতে দর্শকসমাগম—ভীষ্মের পানীয় প্রার্থনা

সঞ্জয় কহিলেন, "মহারাজ! রজনী প্রভাত হইলে পাণ্ডব, কৌরব ও অন্যান্য পার্থিবগণ বীরশয্যায় শয়ান ক্ষত্রিয়োত্তম ভীষ্মের নিকট গমন-পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। সহস্র সহস্র কন্যাগণ তথায় আগমন করিয়া ভীষ্মের উপর চন্দনচূর্ণ, লাজ ও মাল্য-সমূহ বিকীর্ণ করিলেন। যেমন প্রাণিসকল সূর্য্যের উপাসনা করিতে উপস্থিত হয়, সেইরূপ স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও অন্যান্য দর্শকগণ পিতামহের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। বাদক, গণিকা, বারাঙ্গনা, নট, নর্ত্তক এবং শিল্পিগণও ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধ, কবচ ও আয়ুধ-সকল পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বয়ঃক্রম অনুসারে পরস্পরের প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া দুরাধর্ষ ভীষ্মের নিকট উপবেশন করিলেন। পার্থিবগণে আকীর্ণ, ভীষ্ম-শোভিত সেই ভারতী সভা নভোমণ্ডলস্থ আদিত্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। যেমন দেবগণ দেবরাজকে উপাসনা করেন, তদ্রূপ রাজগণ

১। আগমন। ২। সপ্তাশ্ববাহনসমন্বিত। ৩। বেদনা-নিবারণনিপুণ।

ভীষ্মকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম শস্ত্র-সন্তাপে সন্তাপিত হইয়াও ধৈর্য্যগুণে সমুদয় বেদনা সংবরণপূর্ব্বক ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূপতিগণকে নয়নগোচর করিয়া পানীয় প্রার্থনা করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ চতুর্দ্দিক্ হইতে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী ও শীতল জলপূর্ণ কুম্ভসকল আহরণ করিলেন। ভীষ্ম, সেই উপানীত[১] পানীয় নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, 'হে ভূপালগণ! আমি শরশয্যায় শয়ান হইয়া মনুষ্যলোক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি, কেবল চন্দ্রসূর্য্যের পরিবর্ত্তনকাল[২] প্রতীক্ষায় জীবিত আছি; অদ্য মনুষ্যোচিত ভোগসকল গ্রহণ করিতে পারি না।' ভীষ্ম এই কহিয়া ভূপালগণকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, 'ভূপালগণ! আমি অর্জ্জুনকে অবলোকন করিতে ইচ্ছা করি।'

বাণপ্রভাবে অর্জ্জুনের পবিত্রবারি প্রদান

ভীষ্ম এই কথা কহিবামাত্র মহাবাহু ধনঞ্জয় নিকটবর্ত্তী হইয়া ভীষ্মকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে কহিলেন, 'পিতামহ! কি করিতে হইবে?'

ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম অর্জ্জুনকে প্রণতভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, 'ধনঞ্জয়! তোমার শরজালে আবৃত হইয়া আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে; মর্ম্মস্থান-সকল ব্যথিত হইতেছে; মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে; আমি নিতান্ত আকুল হইয়াছি, তুমিই সমর্থ; অতএব আমাকে পানীয় প্রদান কর।'

অর্জ্জুন 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রথে আরোহণ ও জ্যারোপণ-পূর্ব্বক গাণ্ডীব আকর্ষণ করিলেন। সমুদয় সৈন্য ও পার্থিবগণ বজ্রের ন্যায় তাঁহার জ্যাতল-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন। ধনঞ্জয় ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রদীপ্ত শরসন্ধান, আমন্ত্রণ ও পার্জ্জন্যাস্ত্র[৩] সংযোজনপূর্ব্বক সকল লোকের সমক্ষে ভীষ্মের দক্ষিণপার্শ্বে পৃথিবীকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই স্থান হইতে অমৃততুল্য, দিব্যগন্ধ ও দিব্যস্বাদু, অতিশীতল বিমল বারিধারা সমুত্থিত হইল। ধনঞ্জয় তদ্দ্বারা দিব্যকর্ম্মা[১] ও দিব্যপরাক্রম[২] ভীষ্মকে পরিতৃপ্ত করিলেন। ভূপতিগণ অর্জ্জুনকে ইন্দ্রের ন্যায় কর্ম্ম করিতে অবলোকন করিয়া যার পর নাই বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন এবং এরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের উত্তরীয়-বসন সকল স্রস্ত হইয়া পড়িল। কৌরবগণ অর্জ্জুনের সেই অলৌকিক কর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়া শীতার্ত্ত[৩] গো-সমূহের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ-দুন্দুভির বাদ্য হইতে লাগিল।

ভীষ্ম পরিতৃপ্ত হইয়া পার্থিবগণের সমক্ষে যেন অর্জ্জুনকে পূজাপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহাবাহো! এ কার্য্য তোমার পক্ষে বিচিত্র নহে; নারদ তোমাকে পূর্ব্বতন ঋষি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত একত্র হইয়া যে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়েন না, তুমি বাসুদেবের সাহায্যে তাহাও সম্পাদন করিবে। ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদগণ তোমাকে সকল ধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন। যেমন জগতের মধ্যে মনুষ্য, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, জলের মধ্যে সাগর, চতুষ্পদের মধ্যে গো, তেজের মধ্যে আদিত্য, গিরির মধ্যে হিমালয়, জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ধনুর্দ্ধরের মধ্যে তুমিই প্রধান। আমি দুর্য্যোধনকে বারংবার কহিতেছি এবং বিদুর, দ্রোণ, বলদেব, বাসুদেব ও সঞ্জয়ও পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলেন, কিন্তু বিপরীতবুদ্ধি, অজ্ঞান, শাস্ত্রত্যাগী দুর্য্যোধন তাহা শ্রবণ করেন নাই এবং তাহাতে শ্রদ্ধাও করেন নাই; অতএব তিনি অচিরকালমধ্যে ভীমসেনের বলে অভিভূত ও নিহত হইয়া শয়ন করিবেন।

ভীষ্মের পার্থপ্রশংসায় কুপিত দুর্য্যোধনের সান্ত্বনা

রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ভীষ্ম তদ্দর্শনে তাঁহাকে কহিলেন, 'দুর্য্যোধন! ক্রোধ পরিত্যাগ কর। ধনঞ্জয় এই শীতল অমৃতগন্ধী[৪] জলধারা সমুৎপাদন করিয়াছেন, অবলোকন করিলে! এই ধরামণ্ডলে আর কেহই এ কার্য্য-সাধনে সমর্থ নহেন। এই মনুষ্যলোকে অর্জ্জুন বা কৃষ্ণ ব্যতীত কেহই

১। সমীপে আনীত। ২। চন্দ্রের কৃষ্ণপক্ষগতিত্যাগপূর্ব্বক শুক্লপক্ষগতি, সূর্য্যের দক্ষিণায়নগতিত্যাগপূর্ব্বক উত্তরায়ণগতি। ৩। বারি আকর্ষণক্ষম শর—অর্জ্জুনের এ অস্ত্রটির নাম পার্জ্জন্য অস্ত্র। পার্জ্জন্য অর্থ মেঘবারি। ইহা আকাশের মেঘবারি পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে পারে। আজকাল নলকূপের জলে যাঁহাদের আশ্চর্য্যবোধ হয়, তাঁহাদের এই পাতাল জলের আকর্ষণে আরও অধিক আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া উচিত।

১। পবিত্র কার্য্যের অনুষ্ঠাতা। ২। দেবতুল্য শৌর্য্যশালী। ৩। শীতকাতর। ৪। অমৃততুল্য গন্ধযুক্ত।

আগ্নেয়[১], বারুণ[২], সৌম্য[৩], বায়ব্য[৪], বৈষ্ণব[৫], ঐন্দ্র[৬], পাশুপত[৭], পারমেষ্ঠ্য[৮], প্রাজাপত্য[৯], ধাত্র[১০], ত্বাষ্ট্র[১১], সাবিত্র[১২] ও বৈবস্বত[১৩] অস্ত্র অবগত নহেন। অধিক কি, সুরাসুরগণও ধনঞ্জয়কে জয় করিতে পারেন না; অতএব অচিরাৎ এই অমানুষকর্ম্মা[১৪], সত্যবান, শৌর্য্যশালী সব্যসাচীর সহিত তোমার সন্ধি হউক। হে বৎস! মহাবাহু কৃষ্ণ স্বাধীন[১৫] থাকিতে থাকিতে ধনঞ্জয়ের সহিত তোমার সন্ধি করাই উপযুক্ত হইতেছে। তোমার হতাবশিষ্ট সহোদর ও ভূপালগণ নিহত না হইতে হইতে এবং কোপোদ্দীপিত-লোচন যুধিষ্ঠির তোমার সৈন্যগণকে দগ্ধ না করিতে করিতে ধনঞ্জয়ের সহিত তোমার সন্ধি করাই উপযুক্ত হইতেছে। আমার ইচ্ছা এই যে, তোমার সৈন্যগণ নকুল, সহদেব ও ভীমসেনের হস্তে বিনষ্ট না হইতে হইতে তুমি মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত সৌহার্দ্দ্য কর। আমার নিধনেই যুদ্ধের অবসান হউক; পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর। হে ধার্ম্মিক! আমার বাক্যে তোমার অভিরুচি হউক; আমি তোমার ও বংশের পক্ষে ইহাই ক্ষেমঙ্কর[১৬] বোধ করিতেছি। ধনঞ্জয় যাহা করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে; অনন্তর ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর। ভীষ্মের নিধনের পর তোমাদের মিত্রতা হউক; অবশিষ্ট সুহৃদ্গণও জীবিত থাকুন; ইহাই উত্তম। হে রাজন্! প্রসন্ন হও; পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান কর; যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুন; তুমি মিত্রদ্রোহী ও পার্থিবগণের জঘন্য[১৭] হইয়া পাপীয়সী কীর্ত্তি ভোগ করিও না। আমার মৃত্যুর পর প্রজাগণের শান্তি-স্থাপন হউক, পার্থিবগণ প্রীতিমান্ হইয়া পরস্পর মিলিত হউক; পিতা পুত্রকে, ভাগিনেয় মাতুলকে ও ভ্রাতা ভ্রাতাকে প্রাপ্ত হউন। যদি মোহাবেশ বা নির্ব্বুদ্ধিতা নিবন্ধন আমার এই সময়োচিত বাক্য গ্রহণ না কর, সত্য কহিতেছি, তুমি পরিণামে পরিতাপিত হইবে ও সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।'

১—১৩। অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, বায়ু, বিষ্ণু, ইন্দ্র, শিব ব্রহ্মা, প্রজাপতি, ধাতা, বিশ্বকর্ম্মা, সূর্য্য ও যম সম্বন্ধীয়। ১৪। অলৌকিক কার্য্যকারী। ১৫। শ্রদ্ধা-আবৃত। ১৬। শুভপ্রদ। ১৭। হীন।

হে মহারাজ! শল্যসন্তপ্তমর্ম্মা[১] ভীষ্ম ভূপালগণের সমক্ষে সৌহৃদ্য-সহকারে দুর্য্যোধনকে এই কথা কহিয়া বেদনা সংবরণপূর্ব্বক আত্মাকে যোগযুক্ত করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধে অভিরুচি হয় না, তদ্রূপ সেই ধর্ম্মার্থযুক্ত, হিতকর ও অনাময় বাক্যে আপনার পুত্রের অভিরুচি হইল না।"

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়

সমাপাগত কর্ণের প্রতি ভীষ্ম-উপদেশ

সঞ্জয় কহিলেন, "পিতামহ ভীষ্ম তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে পার্থিবগণ পুনরায় স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ ভীষ্মের মৃত্যুতে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া শীঘ্র তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, মুদিত-লোচন ভীষ্ম জন্মশয্যাগত[২] শরজন্মার[৩] ন্যায় শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। মহাদ্যুতি কর্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ-কণ্ঠে কহিলেন, 'হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যে প্রতিদিন আপনার নয়নপথের অতিথি হইত, আপনি সর্ব্বদাই যাহার উপর দ্বেষ প্রকাশ করিতেন, আমি সেই রাধেয়।'

ভীষ্ম এই বাক্য-শ্রবণে বলপূর্ব্বক নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ দৃষ্টিপাত করিলেন; তথায় আর কোন ব্যক্তি নাই দেখিয়া রক্ষিগণকে অপসারিত করিলেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে আলিঙ্গন করেন, সেইরূপ এক হস্তে কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহ-বচনে কহিলেন, 'হে কর্ণ! তুমি আমার বিরোধী হইয়া সর্ব্বদা আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, কিন্তু এ সময় যদি আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে তোমার মঙ্গললাভ হইত না। আমি নারদ ও ব্যাসের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তুমি কুন্তীর নন্দন; রাধেয় নও; অধিরথ তোমার পিতা নহেন; ইহা যথার্থ কথা, ইহাতে সংশয় নাই। আমি সত্য কহিতেছি, কদাপি তোমার প্রতি দ্বেষ করি নাই; তুমি অকারণে পাণ্ডবগণের নিন্দা করিতে বলিয়া, আমি তোমার তেজোবধের[৪] নিমিত্ত তোমাকে

১। বেদনায় হৃদয়ের অন্তস্তলে তাপপ্রাপ্ত। ২। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্ত্তী কালের উপযুক্ত শয্যাপ্রাপ্ত। ৩। কার্ত্তিকেয়ের। ৪। তেজোনাশের।

পরুষবাক্য কহিতাম। নীচ আশ্রয়, মাৎসর্য্য ও ধর্ম্মলোপে তোমার প্রবৃত্তি বশতঃ তোমার এই গুণিজন-দ্বেষিণী[১] বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে; সেই নিমিত্ত আমি কুরুসভায় বারংবার তোমাকে রুক্ষ-বাক্য শ্রবণ করাইয়াছিলাম। আমি তোমার দুর্ব্বিষহ বীরত্ব, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও দান-শৌণ্ডতা[২] অবগত আছি। এই ভূতলে তোমার সমকক্ষ একজনও নাই; কেবল কুলভেদভয়ে আমি তোমাকে পরুষবাক্য কহিতাম। তুমি শর, অস্ত্র, অস্ত্রসন্ধান, অস্ত্রবল ও লঘুতায় অর্জ্জুন ও মহাত্মা বাসুদেবের সমান; তুমি একাকী কুরুরাজের নিমিত্ত কন্যা আনয়ন করিতে কাশিপুরে গমন করিয়া সমুদয় রাজাকে বিমর্দ্দিত করিয়াছিলে। অতুলনীয় বলশালী, সমরশ্লাঘী, দুরাসদ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, বল ও তেজে দেবতুল্য, যুদ্ধে সকল মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জরাসন্ধও তোমার সদৃশ নহে। আমি পূর্ব্বে তোমার প্রতি যে ক্রোধ করিয়াছিলাম, আজি তাহা অপনীত হইল। হে আদিত্যনন্দন! পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে। এক্ষণে যদি আমার প্রিয়াচরণ অভিলাষ কর, তাহা হইলে স্বীয় সহোদর পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হও; আমার অবসানে যেন বৈরভাব না থাকে; ভূপতিগণও আজি নিরাময় হউন।'

কর্ণের কর্ত্তব্যতাজ্ঞাপনে ভীষ্মসম্মান রক্ষা

কর্ণ কহিলেন, 'হে মহাবাহো! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই; আমি যথার্থই কৌন্তেয়; সূতপুত্র নহি। কিন্তু কুন্তী আমাকে পরিত্যাগ করিলে সূতের হস্তে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি; পরে দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছি; ইহা কদাপি মিথ্যা করিতে পারিব না। যেমন দৃঢ়ব্রত বাসুদেব পাণ্ডবগণের নিমিত্ত ধন, শরীর, পুত্র, দারা ও যশ পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ দুর্য্যোধনের নিমিত্ত পুত্র, দারা প্রভৃতি সমুদয় উৎসর্গ করিয়াছি। ক্ষত্রিয়গণের ব্যাধিমরণ বাঞ্ছনীয় নহে। পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের প্রতি নিতান্ত কুপিত হইয়াছেন, অতএব এই অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার কোন ক্রমেই নিবারণ করা যায় না, কোন্ ব্যক্তি দৈবকে পুরুষকার দ্বারা নিবারণ করিতে পারে? আপনিও পৃথিবীক্ষয়সূচক নিমিত্ত-সকল উপলব্ধি করিয়া সভা-মধ্যে ইহা কহিয়াছিলেন। আমিও অবগত আছি যে, কোন ব্যক্তিই পাণ্ডবগণ ও বাসুদেবকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে; তথাপি আমি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত ও জয়লাভ করিব বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। এই নিদারুণ বৈরভাব কিছুতেই নিরাকৃত হইবে না; অতএব আমি স্বধর্ম্ম-প্রীত হইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি; আপনি অনুজ্ঞা করুন, আপনার অনুজ্ঞাত হইয়া যুদ্ধ করিব। আমি ক্রোধাবেগে ও চপলতা-নিবন্ধন আপনাকে যাহা কিছু মন্দ ও বিরুদ্ধ বাক্য কহিয়াছি, এক্ষণে আপনি তাহা ক্ষমা করুন।'

ভীষ্ম কহিলেন, 'হে কর্ণ! যদি এই সুদারুণ বৈরভাব পরিত্যাগ করিতে না পার, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, স্বর্গকাম হইয়া যুদ্ধ কর; দীনতা ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সদাচার হইয়া উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে রাজা দুর্য্যোধনের কর্ম্ম সম্পাদন কর। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা লাভ হউক, ক্ষাত্রধর্ম্ম-সমুচিত লোক-সকল লাভ কর। নিরহঙ্কার হইয়া বল ও বীরতা অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ কর, ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে আর শুভকর্ম্ম কিছুই নাই। কিন্তু আমি সত্য কহিতেছি যে, সন্ধি করিবার নিমিত্ত অনেক দিন সাতিশয় যত্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না'।"

সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ভীষ্ম এইরূপ কহিলে পর রাধেয় তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিলেন।"

ভীষ্মবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

১। গুণিজনে দ্বেষকারিণী। ২। দানশক্তিতে অতুলসাধারণতা।

ভীষ্মপর্ব্ব সম্পূর্ণ

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA

আসিয়াটিক সোসাইটীর অনুমত্যনুসারে যে মূল মহাভারত মুদ্রিত হয়, তদনুসারে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছে।